তাফসীরে তাবারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইবন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ
সপ্তম খণ্ড
তাফসীরে তাবারী প্রকল্প (উন্নয়ন)

প্রকাশকাল
আষাঢ় : ১৪০৩
সফর : ১৪১৭
জুন : ১৯৯৬

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৩৭
ইফাবা প্রকাশনা : ১৮৪৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0329-9.

প্রকাশক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই
আল-আমীন বুক বাইণ্ডিং ওয়াকর্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মূল্য : ২১৫.০০

Tafsir–E–TABARI SHARIF (7th volume) (Commentary on the Holy Qur'an) : Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic. Translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari sharif and published by Director, Translation and compilation dept. Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka—1000

Price : Tk. 215.00 U. S. Dollar. 20.75

মহাপরিচালকের কথা

কুরআনুল করীম আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম। কুরআন মজীদের অন্তর্নিহিত বাণী, শিক্ষা ও দর্শন সম্যকভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ংগম করার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সূচিত হয়। প্রাচীন তাফসীরগুলোর মধ্যে 'আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' কিতাবখানি তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে বিখ্যাত। এই তাফসীরখানি রচনা করেছেন আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.)। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করার নিমিত্ত এই কিতাবখানি অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্ররূপে বিবেচিত হয়।

মূল কিতাবখানি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। আরবী ভাষায় রচিত এই গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ -এর একটি প্রকল্প মাধ্যমে দেশের কতিপয় প্রখ্যাত আলিম ও মুফাস্‌সির সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠিত হয়েছে। এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গ্রন্থখানি তরজমা করানো হচ্ছে এবং পরিষদ তা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিতাবখানির বাংলা তরজমার ৭ম খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণায় একে একে সব খণ্ডের বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদ চর্চা ও ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গবেষণাকর্মে এই তাফসীর মূল্যবান অবদান রাখবে।

অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকলকেই জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দেগী নির্বাহের তাওফীক দিন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্‌

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে তাফসীরে তাবারী শরীফের বাংলা তরজমার সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী। তাই এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয় তাফসীরে তাবারী শরীফ তার মধ্যে অন্যতম। এ তাফসীরের রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম : ৮৩৯ খৃস্টাব্দ – ২২৫ হিজরী, মৃত্যু : ৯২৩ খৃস্টাব্দ – ৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে একটি প্রামাণ্য ও মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাসসিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম : "আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।"

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগার শ' বছরের প্রাচীন এই জগতবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রত্যেকটি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করব।

তাফসীরে তাবারীর শ্রদ্ধেয় অনুবাদক ও সম্পাদকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সংগে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে। তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুলভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ্‌।

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক

www.eelm.weebly.com

সম্পাদনা পরিষদ

১. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম — সভাপতি
২. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার — সদস্য
৩. ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী — ঐ
৪. মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন — ঐ
৫. মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক — ঐ
৬. জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক — সদস্য-সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আবূ সাদিক মুহাঃ ফজলুল হক
২. মাওলানা আবূ তাহের
৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

সূরা নিসা

www.eelm.weebly.com

আয়াত পৃষ্ঠা

আয়াত পৃষ্ঠা

আয়াত পৃষ্ঠা

তাবারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ
الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ
لُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى
اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝٢

۱۷۶ اٰیتیں اور
۲۴ رکوع ہیں

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৪ – সূরা নিসা

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে॥

১. হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়ায়ে দেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চাকর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

২. ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশায়ে গ্রাস করবে না; এটা মহাপাপ।

সূরা নিসা

মাদানী সূরা, ১৭৬ আয়াত

(١) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

১. হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সর্তক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ (হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন।) আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ভয় কর হে মানুষেরা! তোমাদের প্রতিপালককে তিনি তোমাদেরকে যেসব বিষয়ে আদেশ করেছেন, এবং যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন সেসব বিষয় মেনে চলায় তাঁকে ভয় কর। তাঁকে ভয় না করে তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে তা অমান্য করলে তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে, যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

এরপর মহান আল্লাহ্ তাঁর একক সত্ত্বার বিশেষ ক্ষমতা ও গুণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি সমস্ত মানব জাতিকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনিই একক ক্ষমতার মালিক। তিনি যে তাঁর বান্দাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার সূচনা ও প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই অবহিত। তাঁর বান্দাদের সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদেরকে তিনি এতটুকু অবহিত করেছেন যে, তারা সকলেই একই পিতা ও একই মাতার সন্তান। তাই তারা পরস্পর পরস্পর থেকে সৃষ্ট। আপন ভাইয়ের ন্যায় একের উপর অপরের দায়িত্ব রয়েছে।

যেহেতু বংশ ও জাতিগতভাবে তারা সকলেই একই পিতা-মাতার ঔরসে একীভূত। সকলেরই পরস্পর একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা কর্তব্য, যদিও পরস্পরা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যাওয়ায় সকলে পিতার দিকে লক্ষ্য করলে বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক দূরে দেখা যায়। মানব জাতির উৎস ও সৃষ্টির মূল উল্লেখের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ সেদিকে লক্ষ্য করে মানুষ যেন পরস্পর একে অপরের সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হয়। যাতে তারা পরস্পর সকলে সত্য ও ন্যায় অবলম্বন করতঃ তা প্রতিষ্ঠা করে নেয়, যাতে পরস্পর জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত না হয় এবং যাতে সদাচরণের মাধ্যমে সবল দুর্বলকে তার যা হক বা প্রাপ্য তা আদায় করে দেয়, সবলের উপর আল্লাহ্র তরফ হতে এ কর্তব্য হিসাবেই আরোপিত। সে দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ " اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ " যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আদম (আ.) হতে। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৪০০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আ.) হতে সৃষ্টি করেছেন।

৮৪০১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন- হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

৮৪০২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন। মুজাহিদ (র.) বলেন- সে এক ব্যক্তি হলেন হযরত আদম (আ.)।

আল্লাহ্ পাকের বাণী " مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ " -এর অর্থ এক ব্যক্তি। যেমন এর উদাহরণ কবির ভাষায় নিম্নোক্ত পংক্তিটিতে পাওয়া যায়-

اَبُوْكَ خَلِيْفَةٌ وَلَدَتْهُ اُخْرٰى * وَاَنْتَ خَلِيْفَةٌ ، ذَاكَ الْكَمَالُ

কবি এখানে " ولدته اخرى " দ্বারা এক ব্যক্তি বা পুরুষকে বুঝায়েছেন। خليفة -শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ হওয়ায় اخرى -শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ লওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী " مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ "-এর মধ্যে نَفْسٍ -শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ হওয়ার কারণে وَاحِدَةٍ -শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং مِن نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ -অর্থ- مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ -অর্থাৎ একজন পুরুষ হতে। যদিও কেউ কেউ বলেছেন অর্থের দিক লক্ষ্য করে " مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ " -এর وَاحِدَةٍ -শব্দটি পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা যায় এবং সেটিই ঠিক হত।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ করেছেন ঃ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً "এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

ইমাম আবূ জা'ফর (র.)-এর আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন- وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا -অর্থাৎ যে ব্যক্তি হতে সমস্ত মানব জাতি সৃষ্টি, আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তির সঙ্গিণীকে তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তাফসীরকারগণ বলেছেন- তার সে সঙ্গিণী হলেন তার স্ত্রী 'হাওয়া' (حوا)।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

৮৪০৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا " এখানে زوجها দ্বারা হাওয়া (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। আদম (আ.) নিদ্রিত থাকাবস্থায় তাঁর বাম পাঁজরের হাড়ডি হতে তাঁর সংগিণী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন, এরপর তিনি নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বলেন- এ মহিলা কোথা হতে প্রকাশ পেল?

৮৪০৪. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৪০৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا -এর অর্থ আদম (আ.)-এর পাঁজর হতে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮৪০৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক আদমকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। তিনি সেখানে একাকী চলাফেরা করতে থাকেন তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না, তাঁর কোন সংগিণী ছিল না, যাকে নিয়ে তিনি সেথায় বসবাস করে শান্তি উপভোগ করবেন, এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর তিনি ঘুম হতে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে তাঁর শিয়রের কাছে একজন স্ত্রীলোককে উপবিষ্ট দেখতে পান, যাকে মহান আল্লাহ্ তার পাঁজরের হাঁড় হতে সৃষ্টি করেন। আদম (আ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কি কে? সে উত্তরে বলল- আমি একজন স্ত্রী লোক। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তরে সে বলল- তুমি আমাকে নিয়ে আরাম-আয়েশে বসবাস করার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮৪০৭. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক আদম (আ.)-কে তন্দ্রাভিভূত করেন। বিষয়টি আমরা তাওরাতের অনুসারী এবং অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তির মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে জানতে পেরেছি। তাঁর বাম পাঁজর হতে একটি হাড় নেয়া হয়, হযরত আদম (আ.) তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে জাগানো হয় নাই। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক এই হাড় থেকে তাঁর বিবি হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে পূর্ণাঙ্গ নারী হিসাবে তৈরি করেন, যেন আদম (আ.) স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁকে নিয়ে বসবাস করতে পারেন। এরপর তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং পার্শ্বে হযরত হাওয়াকে দেখতে পান। আদম (আ.) বললেন, এইতো আমার রক্ত-মাংস ও স্ত্রী। এরপর তাকে নিয়ে সানন্দে বসবাস করতে থাকেন।

৮৪০৮. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.) হতে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ্র বাণী " وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً " এবং যিনি উভয় থেকে অগণিত নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন (তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালককে ভয় করে চল) অর্থাৎ আদম ও হাওয়া থেকে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি দেখেছেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। (সূরা আল-কারিআ ঃ ৪) এ শব্দ থেকেই বলা হয় " بَثَّ اللّٰهُ الْخَلْقَ " আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন " وَأَبَثَّهُمْ " এবং তাদেরকে ছড়িয়ে দেন। আমরা অনুরূপ অর্থবোধক ব্যাখ্যা আরও দিয়েছি।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪০৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً -এখানে بَثَّ -শব্দ خَلَقَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন।

" وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ " (এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হও এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সর্তক থাকা) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতাংশের পাঠ-রীতিতে (ক্বিরাতে) একাধিক মত রয়েছে; মদীনা ও বসরার সর্বসাধারণ تَسَاءَلُوْنَ -শব্দটি তাশদীদ দ্বারা تَسَّاءَلُوْنَ - পড়েছেন অর্থাৎ শব্দটি মূলে تَتَسَاءَلُوْنَ - ছিল, দু'টি - تاء - র একটিকে অর্থাৎ ২য় টিকে س -এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। অতঃপর উভয়টিকে তাশদীদ বিশিষ্ট س করা হয়েছে। কূফাবাসীদের কেউ কেউ সহজভাবে تَسَاءَلُوْنَ পাঠ করেছেন। যেমন - تَفَاعَلُوْنَ - । উভয় ক্বিরাতই প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ। অর্থাৎ তাশদীদ বিশিষ্ট বা তাশদীদ ছাড়া সহজ ও হালকাভাবে এ দু'অবস্থার যে ভাবেই পাঠ করা হোক না কেন, তা সঠিক হবে। এতে অর্থে কোন পার্থক্য হবে না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও। যেমন- প্রার্থনাকারী কারো নিকট প্রার্থনা কালে বলে, আমি তোমার নিকট আল্লাহ্র নামে প্রার্থনা করছি। তোমাকে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি; আল্লাহ্র নামে সংকল্প করে তোমাকে বলছি; আর এমনি কত কথা আছে, তাতে আল্লাহ্কে ভয় করে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মানব জাতি তোমরা যেভাবে তোমাদের ভাষায় তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, তাতে তোমরা লক্ষ্য রাখ যে, তিনি তোমাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা কি তিনি পূর্ণ করেন নি? তিনি তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। সুতরাং তোমরা প্রতিটি কাজে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর। তিনি যে সকল বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, তা পালন করে এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার বা

বর্জন করে তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্য দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর। তোমরা তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করলে তিনি তোমাদেরকে যে শাস্তি দেবেন তোমরা সে শাস্তিকে ভয় কর। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেছেন ঃ

৮৪১০. দাহ্হাক (র.) হতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র, আবূ যুহায়র, ইসহাক ও মুছান্না বর্ণনা করেছেন যে, দাহ্হাক (র.) " وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ " -আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে সাবধানতার সাথে চল, যার নামে তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হও।

৮৪১১. রবী' (র.) হতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জা'ফর ইব্ন আবী জা'ফর, ইসহাক এবং মুছান্না বর্ণনা করেছেন যে, وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যাঁর নামে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও।

৮৪১২. রুবায়্যি ইব্ন আনাস (র.) হতে অপর এক ধারাবাহিক সনদে আল-কাসিম অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৮৪১৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ, আল-হুসায়ন এবং আল-কাসিম বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও।" অর্থাৎ যাঁর নামে তোমরা একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ কর।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্র বাণী " والارحام " শব্দের তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল- যখন তোমরা তোমাদের একে অপরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও, তখন আল্লাহ্কে ভয় কর। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে হতে যখন কোন সাহায্যপ্রার্থী কারো নিকট বলে- আমি তার নামে এবং রক্ত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তোমার নিকট দাবী করছি, তখন হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪১৪। ইবরাহীম (র.) হতে মানসূর, আমর, হাকাম এবং ইব্ন হামীদ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেন " اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ " "আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের অনুগ্রহ কামনা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধনের উপর দাবীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। উক্ত আছে- লোকটি আল্লাহ্র নামে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের উপর সাহায্য কামনা করে।

৮৪১৫. ইবরাহীম (র.) হতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, হাশিম এবং ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম বলেছেন, উল্লেখিত আয়াতাংশে যে বিষয়ে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে, তা যেমন কোন কোন লোক এভাবে উক্তি করে থাকে- আমি তোমার নিকট আল্লাহ্র নামে সাহায্য চাইছি, আমি তোমার নিকট আত্মীয়তার কারণে সাহায্য কামনা করছি। অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী " وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ " এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্য কামনা কর এবং সর্তক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে।

৮৪১৬. ইবরাহীম (র.) হতে অপর এক হাদীসে সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (র.) আল্লাহ্র বাণী " وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ " -এ আয়াতের প্রেক্ষিতে বলেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে যে কোন লোক এরূপ বলা হতে বিরত থাক, যেমন- আমি আল্লাহ্র নামে এবং জ্ঞাতিত্বের কারণে তোমার নিকট সাহায্য কামনা করছি।

৮৪১৭. ইবরাহীম (র.) হতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, হাশীম ও আবূ কুরায়ব বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে ইরশাদ করেছেন وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ করা হতে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ সর্তক করেছেন, যেমন- মানুষ বলে থাকে আমি তোমার নিকট জ্ঞাতি-বন্ধনের কারণে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

৮৪১৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- আমি আল্লাহ্র নামে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে তোমার নিকট সাহায্য-প্রার্থী।

৮৪১৯. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এ আয়াতের অর্থ হল- কোন ব্যক্তি যেন বলে আমি আপনার নিকট আল্লাহ্ পাকের নামে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে সাহায্য চাচ্ছি।

৮৪২০. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র নামে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের খাতিরে তোমার নিকট সাহায্য চাই। অন্যান্য তাফসীরগণ আলোচ্য وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও আর তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করে চল, তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪২১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন- তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না।

৮৪২২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখ। এভাবে দুনিয়াতে তোমাদের সম্পর্ক থাকবে অটুট আর আখিরাতে হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

৮৪২৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী- وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্য চাও; আর আল্লাহ্কে ভয় করে সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করো না।

৮৪২৪. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্য চাও তাকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও তাঁকে ভয় করে সতর্ক থাক।

৮৪২৫. ইকরামা (রা.)-হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন-সম্পর্কে সতর্ক থাক, যাতে তা ছিন্ন না হয়।

৮৪২৬. হাসান (র.)-হতে বর্ণিত, তিনি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল মানুষের কথা বা আচরণ সম্পর্কে একটি সতর্কবাণী। যেমন একে অপরের প্রতি বলে- আমি আল্লাহ্র নামে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কসম করছি তোমার নিকট।

৮৪২৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন- তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ।

৮৪২৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এ আয়াতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন- তোমরা আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে সর্তক থাক। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করো না।

৮৪২৯. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ আয়াতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল এবং তাকে সুদৃঢ় রাখ।

৮৪৩০. রবী' হতে বর্ণিত, তিনি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। সুতরাং তোমরা তা সুদৃঢ় রাখ।

৮৪৩১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) " وَالْاَرْحَامَ " আয়াতের এ অংশটি পাঠ করতেন আর বলতেন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তা ছিন্ন করো না।

৮৪৩২. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে তোমরা সর্তক থাক।

৮৪৩৩. রুবী' (র.) হতে বর্ণিত, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্য চাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাক।

৮৪৩৪. ইউনুস হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী " وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ " -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তোমরা সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে, যাতে তা ছিন্ন না হয় এবং ইব্‌ন যায়দ (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ আয়াতাংশ তিলাওয়াত وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ করেন।

মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ ঃ মহান আল্লাহ্‌ এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আয়াতাংশের মধ্যে " عَلَيْكُمْ " দ্বারা আল্লাহ্‌ সে সব লোককে বুঝিয়েছেন যাদেরকে উদ্দেশ্যে করে মহান আয়াতের প্রথমাংশে বলেছেন- " يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ " হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।" সম্বোধনে যদি প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ অনুপস্থিত ও উপস্থিত সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য হয়, তখন আরবের লোকেরা মধ্যম পুরুষ উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখে। আর এক বা একাধিক লোককে যে কোন কার্যক্ষেত্রে একইরূপে বলে থাকে, তোমরা এরূপ করেছ, তোমরা এরূপ বানিয়েছ।

" رقيبا " অর্থ দৃষ্টিদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তোমাদের উপর তোমাদের কর্ম-কাণ্ডের হিসাব রক্ষক, বিশেষ করে তোমাদের পরস্পর জ্ঞাতিত্বের দায়িত্ব ও সুসম্পর্ক রক্ষার সাথে তোমাদের সম্পর্কচ্ছেদ ও মানহানি করার উপর তদারককারী। উক্ত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তিনি নিম্নে ২টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৪৩৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিশ্চয় তোমাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৮৪৩৬. ইব্‌ন ওহাব হতে বর্ণিত, তিনি ইব্‌ন যায়দ (র.)-কে আল্লাহ্‌র বাণী اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছেন, অত্র আয়াতাংশে عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -এর অর্থ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তিনি তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তা জানেন।

আল্লাহ্‌ পাকের বাণী ঃ

(২) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

২. ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; এটা মহাপাপ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণীর অর্থ ইয়াতীমদের অভিভাবকগণকে সম্বোধন করে বলেন- হে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ! যখন ইয়াতীমগণ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় এবং ভাল-মন্দ বিচার বা যাচাই করার জ্ঞানসম্পন্ন হলে তাদের নিকট তাদের ধন-সম্পদসমূহ প্রত্যর্পণ কর। এতে ভালর সাথে মন্দ বদল করবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, তাদের যে ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য ভোগ করা হারাম, সেসব মালের সাথে তোমাদের জন্য তোমাদের যে সব ধন-সম্পদ হালাল, তা বদল করবে না। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৪৩৬. (ক) মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতাংশের অর্থ ঃ তোমরা হালালের সাথে হারামকে বদল করবে না।

৮৪৩৭. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে হতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌, শিবলির অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৪৩৮. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, আছে যে, " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ " -এর অর্থ তোমরা হালালের স্থলে হারাম দিয়ে বদল করবে না। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ ভালর সাথে মন্দ বদল করতে তাদেরকে যে নিষেধ করা হয়েছে, তাদের সে বদল বা পরিবর্তন কি ধরনের, তা নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ইয়াতীমদের অভিভাবক ইয়াতীমদের উৎকৃষ্ট জিনিষ নিজেরা রেখে দিত, তার পরিবর্তে তারা ইয়াতীমদেরকে নিকৃষ্ট জিনিস দিত। এরূপে ইয়াতীমদের সম্পদ পরিবর্তন করতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

৮৪৩৯. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ " -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইয়াতীমদেরকে নিকৃষ্ট সম্পদের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ বিনিময় করো না।

৮৪৪০. যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াতীমদেরকে তাদের অভিভাবক নিকৃষ্ট সম্পদ দিত এবং তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ রেখে দিত।

৮৪৪১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- ইয়াতীমদেরকে মন্দ জিনিস দিয়ে তাদের ভাল জিনিস নিয়ে নিও না।

৮৪৪২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আসবাত হতে " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ "-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। কোন কোন অভিভাবক ইয়াতীমদের মোটা-তাজা ছাগল নিজেরা রেখে দিত, তার বদলে তারা নিজেদের কৃশ ও রুগ্না বকরী দিত। আর বলত বকরীর বদলে বকরী দিলাম। এবং ভাল ভাল দিরহাম নিজেরা রেখে নিজেদের অচল ও খারাপ দিরহাম ইয়াতীমদেরকে দিয়ে বলত, দিরহামের বদলে দিরহাম। কোন কোন তাফসীরকার " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ "-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, হালাল জীবিকা প্রাপ্তির পূর্বে তাড়াহুড়া করে হারাম জীবিকা খেয়ো না।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪৪৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ "-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমার জন্য যে হালাল জীবিকা রাখা হয়েছে, তা প্রাপ্তির পূর্বে তাড়াহুড়া করে হারাম জীবিকা গ্রহণ করো না।

৮৪৪৪. আবূ সালিহ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ বলেছেন ঃ

৮৪৪৫. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ " -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জাহিলী যুগের লোকেরা স্ত্রী লোকদেরকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে উত্তরাধিকারী করতো না। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষই শুধু উত্তরাধিকার ছিল যে মৃতের ত্যাজ্য অর্থ-সম্পদ নিয়ে নিত এবং এ প্রসঙ্গে তিনি পাঠ করেন " وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " (এবং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও)। তিনি আরও বলেছেন- যখন তাদের কিছুই থাকত না, তখন তারা অসহায় শিশুদেরকে উত্তরাধিকারী করতো না। এ প্রসঙ্গে তিনি পাঠ করেন " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " (এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে) (সূরা নিসা ঃ ১২৭)-তাদেরকে উত্তরাধিকারী না করে নিজেরা তাদের অর্থ-সম্পদ ভোগ করতো। ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন, কিন্তু যা ভাল আমরা তা দিয়ে দেই, আর যা খারাপ তা আমরা রেখে দেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের যেসব ব্যাখ্যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ ব্যাখ্যাটি উত্তম। হে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ! তোমাদের নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে ইয়াতীমদের উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে বদল করো না। তোমাদের জিনিস যদিও নিকৃষ্ট, কিন্তু তা তোমাদের জন্য হালাল। তোমাদের নিজস্ব হালাল বস্তুকে ইয়াতীমের উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে বদল করো না। ইয়াতীমের জিনিস যদিও উৎকৃষ্ট, কিন্তু তা নিজেদের সাথে বদল করে গ্রাস করো না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন- ইয়াতীমের সম্পদের সাথে বিনিময় করো না।

"বদল করা" এর অর্থ দু'টি বস্তু পরস্পর কারো সাথে বিনিময় করা। অর্থাৎ- অন্যকে একটি বস্তু দিয়ে বিনিময়ে তার নিকট হতে অন্য একটি বস্তু লওয়া।

বদল করার এ অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ (র.) যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বদল এর অর্থের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই, যেহেতু তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শুধু একথাই বলেছেন, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এবং নারীদেরকে না দিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি বয়স্ক সন্তান নিয়ে যেত, কিন্তু তার এ ব্যাখ্যার সাথে আল্লাহ্ বাণী " وَلَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ " -এর কোন সম্পর্ক নেই।

মুজাহিদ (র.) ও আবূ সালিহ (র.)-এ আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমার জন্য যে হালাল জীবিকা রাখা হয়েছে তা তোমার হস্তগত হওয়ার পূর্বে হারাম জীবিকা তাড়াহুড়ো করে ভক্ষণ করো না। তাদের এ ব্যাখ্যারও " وَلَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ " -এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কারণ হালাল আহার্য বস্তু প্রাপ্তির পূর্বে হারাম বস্তু ভক্ষণ করায় বিনিময়ের অর্থ বহন করে না। কারণ বিনিময়ে উভয় বস্তু বিদ্যমান থাকতে হয়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে হালাল বস্তু মওজুদ না থাকাবস্থায় তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়ো করে হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। হালাল খাদ্য প্রাপ্তির পূর্বে নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করা, তা হালাল বস্তু হতে বঞ্চিত থাকার কারণ হয়ে যায়। আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সুতরাং আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, সে ব্যাখ্যাই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। কারণ আমার এ ব্যাখ্যা আল্লাহ্ পাকের বাণীর অর্থের সাথে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমার ব্যাখ্যাই সব চেয়ে উত্তম ও গ্রহণ যোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- " وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ " "তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেছেন- ইয়াতীমদের জিনিস তোমাদের জিনিসের সাথে মিশাবে না, অতঃপর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ গ্রাস করবে না। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৪৪৬. মুজাহিদ (র.) আল্লাহ্র বাণী, وَلَاتَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ "এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- তোমাদের সম্পদ এবং তাদের সম্পদ ভোগ করোনা, অর্থাৎ তোমাদের এবং তাদের সম্পদ একত্রে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না।

৮৪৪৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ তাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশাতে বা একত্রে রাখতে তারা অপসন্দ করে এবং ইয়াতীমের অভিভাবক নিজের ধন-সম্পদ হতে ইয়াতীমের

ধন-সম্পদ পৃথক করে ফেলে। এতে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় তারা এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন- "وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ" (লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন যে, 'তাদের সুব্যবস্থা করে দেয়া উত্তম। আপনি যদি তাদের সাথে একত্র থাকেন তবে তারা আপনাদের ভাই (সূরা বাকারা ঃ ২২০)। হাসান (র.) বলেন, এরপর তারা ইয়াতীমদের সম্পদের সাথে নিজেদের সম্পদ খুব সাবধানতার সাথে মিশাতো।

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন-" اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٥ " 'এটা মহাপাপ' এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "এটা মহাপাপ" আল্লাহ্র এ বাণীর মর্মার্থ হল- তোমাদের ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ তোমরা যে গ্রাস করছ তোমাদের এ গ্রাস করা মহাপাপ।

" انه " শব্দে যে " ها " আছে এটা ضمير বা সর্বনাম। উক্ত " ها " দ্বারা اسم فعل (ক্রিয়া বিশেষ্য) - বুঝায় অর্থাৎ গ্রাস করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর " حوب " অর্থ গুনাহ্- এ থেকেই বলা হয় " حاب الرجل يحوب حَوبًا حَوبًا وَحِيَابَةً " (অর্থ: 'লোকটি গুনাহ্গার হল)। আরও বলা হয় قد تحوب الرجل من كذا (অর্থাৎ : যখন কোন লোক গুনাহ্র কাজ করে সে গুনাহ্গার হল। حوب -অর্থ- মহা, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ- " اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا " -এর পূর্ণ অর্থ হল- ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ তোমাদের ধন- সম্পদের সাথে গ্রাস করা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট মহাপাপ। আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্র উক্ত বাণী প্রসঙ্গে আমি যা বলেছি, বিশ্লেষকগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪৪৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " حُوْبًا كَبِيْرًا " -এর অর্থ- পাপ।

৮৪৪৯. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৪৫০. ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " حوبا كبيرا " অর্থ -মহাপাপ।

৮৪৫১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " كان حوبا " -এর " حوبا " শব্দের অর্থ পাপ।

৮৪৫২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন " حوب " অর্থ- পাপ।

৮৪৫৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহা অন্যায়।

৮৪৫৪. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন حوبا كبيرا -অর্থ মহা গুনাহ্ আর এ গুনাহ্ মুসলমানের জন্য।

৮৪৫৫. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি حوبا كبيرا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তা জঘন্য গুনাহ্।"

(৩) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ٥

৩. তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দু'তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

" وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتَعدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُم "

এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- তাফসীরকারগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন,এর অর্থ হল ঃ হে ইয়াতীম মেয়েদের অভিভাবক দল! তোমরা যদি আশংকা কর যে তোমরা তাদের মহর (হক) আদায়ে সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমরা তাতে ন্যায় বিচার করো। তাদের প্রাপ্য মহরে মিসেল তাদেরকে আদায় কর। তাদেরকে বিয়ে করো না; তবে তাদের ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বিয়ে কর, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর এক থেকে চার জন পর্যন্ত। একাধিক বিয়ে করলে সুবিচার করতে পারবে না বলে যদি আশংকা হয়, তবে একজনকে বিয়ে কর অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪৫৬. হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ " আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, হে আমার ভাগিনা! একটি ইয়াতীম মেয়ে। সে তার অভিভাবকের নিকট থাকে। তার অর্থ-সম্পদ ও সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়, সামান্য মহরের বিনিময়ে। এমতাবস্থায় তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পার তাদের পূর্ণ মহরানা আদায়ের মাধ্যমে (এ অবস্থায় বিয়ে করা নিষিদ্ধ নয়)। তাদের ব্যতীত অন্য নারীকে বিয়ে করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

৮৪৫৭. উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী হযরত আইশা (রা.)-কে এ আয়াত " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ

" مِنَ النِّسَاءِ "-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেন, হে আমার ভাগিনা! এই ইয়াতীম মেয়েটি তার অভিভাবকের (তত্ত্বাবধানে থাকে)। তার ধন-সম্পদের সাথে নিজের ধন- সম্পদ মিশিয়ে ফেলে একটি ইয়াতীম মেয়ে, সে তার অভিভাবকের নিকট থাকে। তার অর্থ-সম্পদ ও সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়। এবং মহ্‌রানার ব্যাপারে সুবিচার না করেই তাকে বিয়ে করতে চায় এবং অন্য যা মহ্‌রানা আদায় করবে, সে-ও তা দিতে প্রস্তুত। তাই এমন মেয়েদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তারা মহ্‌রানা আদায়ের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করলে এবং মহ্‌রানার উচ্চতর পরিমাণ আদায় করলে বিয়ে নিষেধ নয়। আর আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের ব্যতীত মেয়েদের মধ্যে যাদের পসন্দ হয় বিয়ে কর।

ইউনুস ইব্‌ন যায়দ বলেছেন যে, রবী'আ (রা.) " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى "-আল্লাহ্‌র পাকের এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা তাদেরকে পরিহার কর, আমি তোমাদের জন্য চার জন পর্যন্ত বৈধ করে দিয়েছি।

৮৪৫৮. উরওয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র বাণী " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "-সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, হে আমার ভাগিনা! যে ইয়াতীম মেয়ে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে আর সে ইয়াতীম মেয়ের ধন-সম্পদ ও রূপ লাবণ্য তাকে আকৃষ্ট করে ফেলে এবং অন্যান্য নারীর প্রচলিত মহ্‌রানার তুলনায় তাকে সামান্য মহর-এর বিনিময়ে বিয়ে করতে চায়; সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন। এ আয়াতের দ্বারা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তারা যেন এ ধরনের ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে না করে; তবে যদি সুবিচার করে এবং প্রাপ্য মহ্‌রানা পুরোপুরী আদায় করে। তবে বিয়ে করতে পারবে। এরপর উক্ত আয়াতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি ইয়াতীম মেয়েদেরকে তাদের পূর্ণ মহ্‌রানা না দেয় তবে তারা অন্য নারীকে বিয়ে করবে।

৮৪৫৯. উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) হতে অন্য এক হাদীসে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এরপর উরওয়া (রা.) ইব্‌ন ওহাব হতে বর্ণিত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮৪৬০. হযরত আইশা (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৮৪৬১. হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى " এ আয়াতটি সম্পদশালিণী যে ইয়াতীম মেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে, তার সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। উক্ত ব্যক্তি তার ধন- সম্পদের কারণে তাকে বিয়ে করবে অথচ সে তাকে পসন্দ করে না, সে তাকে প্রহার করে এবং তার বসবাস করা পসন্দ করে না। এ আয়াতে তাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا " অর্থ: যদি তোমরা আশংকা কর যে, ন্যায় বিচার করতে পারবে না। এ শর্ত সূচক বাক্যের জবাব হল " فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ " তোমাদের পসন্দ মুতাবিক অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে পার। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে চার জনের অধিক বিয়ে করা নিষেধ করা হয়েছে। ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন অভিভাবকগণ তাদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত না করে। জাহিলিয়াতের যুগে কোন কোন লোক ১০টি বা তার চেয়ে কম-বেশী সংখ্যক নারীকে একই সময়ে বিয়ে করত। এরপর যখন তাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ না থাকত তখন তার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম মেয়ে থাকত, তার ধন-সম্পদ ব্যবহার করত অথবা সে ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে করে তার সব কিছু ভোগ করত, তাদেরকে এ বিষয়েও নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে-"তোমাদের ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের উপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলবে; অর্থাৎ-তোমাদের প্রয়োজনের তাগিদে তোমরা সুবিচার করতে পারবে না। তোমাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর। অতএব চার জনের অধিক বিয়ে করো না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে, ৪ জনের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর; তবে একজন স্ত্রী অথবা দাসীকে যথেষ্ট মনে কর।

৮৪৬২. সাম্মাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামা (রা.)-কে " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى "-এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কুরায়শদের মধ্যে একজন পুরুষের কয়েকজন স্ত্রী থাকত এবং তার নিকট অধিক সংখ্যক ইয়াতীম থাকত। তার নিজস্ব ধন-সম্পদ শেষ হয়ে গেলে সে ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ইকরামা (রা.) বলেছেন, তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে-

" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "

তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগবে, (ইয়াতীম ব্যতীত) তাকে বিয়ে করবে।

৮৪৬৩. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "-আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে একজন পুরুষ চারজন, পাঁচজন, ছয়জন, ও ১০ জন স্ত্রী পর্যন্ত রাখত। লোকেরা বলত, অমুকে যে ভাবে অনেক বিয়ে করেছে, আমার তা করতে বাধা কোথায়? তাই তারা যেন চার জন স্ত্রী লোকের বেশী বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৮৪৬৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইয়াতীম মেয়েদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণের কারণে চার জন স্ত্রীর উপর পুরুষদেরকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে।

৮৪৬৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি " وَاِن خفتُم اَلاَّ تُقسطوا فِى اليَتمى " -আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, বর্বরতার যুগে পুরুষরা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ দ্বারা যত ইচ্ছা বিয়ে করত, তাই আল্লাহ্ তা'তালা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, বর্বরতার যুগে মানুষ ইয়াতীমদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না এ কারণে তারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে বিরত থাকত, কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি অন্যায় আচরণ থেকে তারা বিরত থাকতো না, তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতো না। এ জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীম মেয়েদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে তোমাদের মধ্যে যে ভয় আছে, তদ্রূপ স্ত্রীদের ব্যাপারেও তোমরা ভয় কর যে, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে বিচার সুবিচার করতে পারবে না, সুতরাং তোমরা এক হতে চার-এর অধিক তাদেরকে বিয়ে করবে না। অনুরূপ ভাবে যদি একাধিক বিয়ে করলে ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর তবে একটিকে যথেষ্ট মনে কর অথবা তোমাদের দাসী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪৬৬. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগের লোকদের উপর কোন বিষয়ে হয়ত তাদেরকে আদেশ করা হতো অথবা নিষেধ করা হতো; তিনি বলেন, তারা যখন ইয়াতীমদের সাথে আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ করল যে, তাদের সাথে কি রূপ আচরণ করতে হবে, তখন " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا " হতে اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৮৪৬৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا " -হতে اَيْمَانُكُمْ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ করে বলেন- তারা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করত কিন্তু স্ত্রীদের ব্যাপরে তা করত না। এমতাবস্থায় তোমরা এক হতে চার পর্যন্ত বিয়ে কর। যদি তোমরা এতে সুবিচার না করার আশংকা কর, তবে এক জন স্ত্রী বিয়ে কর অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী।

৮৪৬৮. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ " -হতে ادنى الا تعولو পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বলেন, তোমরা যেভাবে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অন্যায় আচরণের আশংকা কর, ঠিক তেমনি তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন কর। জাহিলী যুগে লোকেরা দশজন বা তার চেয়ে বেশী বিয়ে করত তাই আল্লাহ্ তাকে ৪ জন পর্যন্ত অনুমতি দেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীতে আছে " مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা আশংকা কর যে, ৪ জনের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে তিন জনকে বিয়ে কর; যদি তিন জনের ব্যাপারেও অনুরূপ আশংকা থাকে তবে দু'জন। যদি দু'জনের প্রতিও ন্যায় বিচার না করার আশংকা থাকে তা হলে একজন। তাও সম্ভবপর না হলে ক্রীতদাসী।

৮৪৬৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " -এ আয়াতাংশটি পাঠ করে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য দু'জন, তিনজন ও চারজন স্ত্রী আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন। অতএব, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, যেমন তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করতে পারবে না আশংকা করছ।

৮৪৭০. অপর এক সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলামের আবির্ভাব কালে মানুষ তাদের অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ছিল; অবশ্য তাদেরকে যা আদেশ করা হত, তারা তারই অনুসরণ করত, এবং যে বিষয়ে নিষেধ করা হত তা থেকে বিরত থাকত। এক পর্যায়ে যখন ইয়াতীমদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা " فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ " -আয়াতটি নাযিল করেন।

৮৪৭১. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ যখন অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল তখন মহান আল্লাহ্ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন- তখন তাদেরকে কোন কোন বিষয়ে সত্য ও সঠিক পথে চলার আদেশ দেয়া হয় এবং ভ্রান্ত ও অন্যায় পথে চলতে নিষেধ করা হয়, তখন তারা ইয়াতীমদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় মহান আল্লাহ্ " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى " এ আয়াতটি নাযিল করেন, তোমরা যেমন ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায় বিচারের আশংকা করতে, তেমনিভাবে একাধিক স্ত্রীর ব্যাপারেও তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।

৮৪৭২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاِن خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগে তারা ১০ জন বিধবা স্ত্রী লোককে বিয়ে করত এবং ইয়াতীমকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিত। তাদের ধর্মে ইয়াতীমের যে উচ্চ মর্যাদা ছিল, তা হারিয়ে ফেলে। এবং জাহিলী যুগে তারা যেভাবে বিয়ে করত, তারা তা ছেড়ে দেয়। তখন আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জাহিলী যুগে যেভাবে বিয়ে করত, তা নিষেধ করেছেন।

৮৪৭৩. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.)- হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " - এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জাহিলী যুগে তারা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ সম্পর্কে কোন বিবেচনা করত না। তারা ১০ জন স্ত্রীকে বিয়ে করত এবং সৎমাকেও বিয়ে করত। আল্লাহ্ তাদেরকে ইয়াতীম মেয়ে এবং স্ত্রীদের সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি ইরশাদ করেন, " وَلاَ تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ " হতে اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا পর্যন্ত নাযিল করেন, এবং নারীদের সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন এবং " فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى " -এ আয়াতে নারীদের শান সম্পর্কে বলেন এবং সূরা নিসার ২২ আয়াতে আরও বলেন, " وَلاَ تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "

অর্থাৎ নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।

৮৪৭৪. রবী' হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى -হতে- مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -পর্যন্ত এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের আশংকা কর এবং তা যদি তোমাদেরকে চিন্তামগ্ন করে; তবে তোমরা ভয় কর একাধিক স্ত্রীর ব্যাপারে। তিনি আরো বলেন, জাহিলী যুগে এক জন পুরুষ ১০ জন নারীকে বা তার বেশী বিয়ে করতো অথচ আল্লাহ্ তা'আলা চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা হালাল করেছেন আর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, বেশী তোমরা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে যদি আশংকা কর তবে একজন স্ত্রীই যথেষ্ট মনে কর। আর যদি একজনের প্রতিও যদি ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমার অধিকারভুক্ত বাঁদীতেই ক্ষান্ত থাক।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, যেমন তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না; তদ্রূপ তোমরা নারীদের ব্যাপারেও সাবধান থাক, যেন তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হও। সুতরাং নারীদের মধ্যে যাকে ভাল লাগে, তাকে বিয়ে করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪৭৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى " -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ঈমান ও সত্য নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করে তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের অভিভাবকত্বে এবং তাদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার পাপ হতে বেঁচে থাক, তবে ব্যভিচারের পাপ হতেও তোমরা বেঁচে থেকো এবং নারীদের মধ্য থেকে যাকে উত্তম মনে কর, তাকে বিয়ে করো। এক সাথে দু'জন, তিন জন বা চার জন স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে পারবে। কিন্তু তোমরা যদি আশংকা কর যে, একাধিক নারী বিয়ে করলে তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না। তবে একজনকে বিয়ে করবে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী।

৮৪৭৬. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ হল, তোমরা যদি আশংকা কর যে, তোমরা যে সব ইয়াতীম মেয়ের অভিভাবক, তাদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তা হলে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না। তবে সে সব নারীকে বিয়ে করতে পারবে, যাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৪৭৭. হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى " আয়াতখানি ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যে ইয়াতীম মেয়ে এমন পুরুষ লোকের

তত্ত্বাবধানে থাকে, যে লোক ব্যতীত তার অন্য কোন অভিভাবক নেই এবং সে ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে তার সাথে প্রতিবাদ করার বা ভাল-মন্দ কিছু বলবার মত কোন লোক নেই এবং তার ধন-সম্পদের জন্যে তাকে বিয়েও করতে পারে না, সে মেয়ের ভাল-মন্দ সব কিছুর কর্তৃত্ব এক মাত্র উক্ত ব্যক্তির।

৮৪৭৮. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى " -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না তবে তোমরা বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে হতে যাকে তোমাদের ভাল লাগবে অর্থাৎ তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের ইয়াতীম মেয়েদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগবে এক হতে চার জন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে সুবিচারের দৃষ্টিতে আচরণ না করতে পার, তবে একজন বিয়ে করবে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে কয়টি বক্তব্য উপস্থাপন করেছি, তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির ব্যাখ্যাটি উত্তম, যিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন- তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না- তোমাদের সতর্কতার ফলে বিপদের সম্ভাবনা হেতু তোমাদের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে, তদ্রূপ তোমরা অন্যান্য নারীদের প্রতিও সতর্কতা অবলম্বন কর। যাদের ক্ষেত্রে সংশয় মুক্ত নও, তাদেরকে বিয়ে করবে না। তবে যে সকল নারীর প্রতি অবিচার বা অন্যায় আচরণ করার কোন সংশয় বা ভয় তোমাদের মধ্যে নেই, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে এক হতে চার জন স্ত্রী পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে। তবে সুবিচার করতে পারবে না এরূপ আশংকা থাকলে শুধু একটি বিয়ে করবে। কিন্তু একটি মাত্র স্ত্রীর প্রতিও যদি কোন প্রকার অন্যায় আচরণের আশংকা থাকে, তবে কোন স্বাধীনা নারী বিয়ে না করে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে স্ত্রীর স্থানে গ্রহণ করবে। এবং নারীদের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার করার চেয়ে সর্ব শেষ উপায় অবলম্বন করা অনেক শ্রেয়। আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি উক্ত ব্যাখ্যাটিকে উত্তম বলার কারণ হল- এর পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা এবং অন্যের ধন-সম্পদের সাথে তাদের ধন সম্পদ মেশানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ - اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا -

ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মেশায়ে গ্রাস করো না; এটা মহাপাপ।" এরপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাবা যদি এতে আল্লাহ্‌কে ভয় করে সতর্কতার সাথে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে, তবে তারা গুনাহ্ হতে বেঁচে যাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলা

নারীদের যাবতীয় বিষয়ে অন্যায়-অবিচার এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন পাপ-জনিত কাজ ও আচরণ হতে বেঁচে থাকা তাদের উপর ওয়াজিব বা কর্তব্য। তদ্রূপ ইয়াতীম মেয়েদের (ও ছেলেদের) যাবতীয় কাজে যে কোন অন্যায় ও গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা তাদের উপর কর্তব্য এবং তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তারা কিভাবে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও কাজ-কর্ম হতে মুক্ত থাকতে পারবে। যেমন ইয়াতীম মেয়েদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অন্যায় বা ক্রুটি থেকে মুক্ত থাকার প্রক্রিয়া মুক্তিদাতা আল্লাহ্ তাদেরকে অবহিত করেছেন। এরপর বলেন-নারীদের প্রতি যদি তোমরা আত্মসংযমী হতে পার তবে তোমরা বিয়ে কর যাকে তোমাদের জন্য বৈধ করেছি এবং একাধিক-দু', তিন ও চারজন নারী হালাল করেছি। তোমাদের অন্তরে যদি এ আশংকা থাকে যে, একজনের ক্ষেত্রেও অন্যায় আচরণ হতে পারে এবং সুবিচারের ক্ষমতা না রাখ, তবে একজনকেও বিয়ে করবে না। বরং তোমাদের অধিকারভুক্ত যে দাসী আছে, তার উপরই খুশী থাক। অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার কর। তোমাদের উচিত তোমরা যেন তাদের (নারীদের) উপর অন্যায় আচরণ না কর; যেহেতু তারা তোমাদের অধীনস্থ ও ধন-সম্পদ স্বরূপ। স্বাধীনা নারীদের প্রতি তোমাদের যেরূপ কর্তব্য আছে তাদের প্রতি তদ্রূপ কর্তব্য নেই। এতে তোমাদের জন্য গুনাহ্ ও অন্যায় হতে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- প্রকাশ্য অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে যে আলোচনা করেছি তাতে প্রকৃত মর্মের নিরীখে কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে। আয়াতের মর্মার্থে ব্যাখ্যার নিরীখে প্রতীয়মান বিষয় হল-আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- তোমরা যদিও ইয়াতীম মেয়েদের (ও ছেলেদের) ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না এরূপ আশংকা কর বা তোমাদের মনে সংশয় থাকে তবুও তাদের প্রতি সুবিচার করতে হবে। তেমনিভাবে তোমরা ভয় কর যে, নারীদের যে হক ও দাবী তোমাদের উপর কর্তব্য হিসাবে আল্লাহ্ অর্পণ করেছেন, তাতে তোমরা সুবিচার করতে পারবে না বা সঠিকভাবে তাদের হক আদায় করতে পারবে না তবে তোমরা বিয়ে করবে না। কিন্তু যদি অন্যায় আচরণ ও অবিচার হতে বেঁচে থাকতে পার বা তাদের হক আদায় করতে পার, তবে নারীদের মধ্যে যাকে ভাল লাগে দু, তিন অথবা চারজনকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু যদি এরূপ আশংকা হয় যে, এ একাধিক স্ত্রীর প্রতিও সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজন নারী বিয়ে করবে। যদি একজনের ক্ষেত্রেও সুবিচার করতে না পারার আশংকা হয়, তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী।

ব্যাখ্যাকার আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- " فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فى حقوق النساء ব্যাখ্যাটি ছাড় দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ বলে فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى -এর জবাব কি? তবে বলা যাবে এর জবাব হল- আল্লাহ্র বাণী- فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ যাকে তোমাদের ভাল লাগে (নারীদের মধ্য হতে)।

فَاِنْ خِفْتُم اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أو مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا অর্থাৎ আয়াতাংশটির মর্মার্থ প্রায় একই রকম, কিন্তু এটা তা থেকে পৃথক।

اَلْيَتَامٰى -শব্দটি يتيمة ও يتيم -এর বহুবচন। يَتَامٰى দ্বারা অনাথ ও অনাথা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে এখানে বুঝা বার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার পিতা নেই তাকেই ইয়াতীম বলা হয়।)

আল্লাহ্র বাণী فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -এর অর্থ فَانْكِحُوْا مَاحل لكم منهنّ - دون ما حرم عليكم منهن (অর্থাৎ তোমরা বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে-এর মর্মার্থ হলঃ নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের উপর বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে, তারা ব্যতীত বাকী সমস্ত নারী-যাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, তাকে বিয়ে করবে। যেমন -

এ ব্যাখ্যার উপর নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৮৪৭৯. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -এর মর্মার্থ হল, নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, তাকে নিয়ে করবে।

৮৪৮০. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -এ আয়াতাংশের মর্মার্থে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ কররেছেন, তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্-বৈধ করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ বলে " فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ " না বলে فَانْكِحُوْا مَنْ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ কিভাবে বলা হল? যেহেতু " ما " মানুষের ক্ষেত্রে বলা হয় না; বরং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তার জবাবে বলা যায় যে, আপনি যে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এ কথা বলছেন মূলতঃ তার এ অর্থ নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে ঃ " فَانْكِحُوْا نِكَاحًا طَيِّبًا " (অর্থাৎ যে বিয়ে তোমার জন্য উত্তম হবে, সে বিয়ে করবে)। যেমন ঃ

৮৪৮১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ হল فَانْكِحُوْا النِّسَاءَ نِكَاحًا طَيِّبًا (অর্থাৎ তোমারা নারীদের যাকে বিয়ে করলে উত্তম বা ভাল হবে, তাকে বিয়ে কর)।

৮৪৮১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক একটি হাদীস বর্ণিত, আছে।

আল্লাহ্পাকের বাণী " مَا طَابَ لَكُمْ " -এর দ্বারা প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট নারীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। এ জন্যই " ما " বলা হয়েছে " مَن " বলেন নি। তদ্রূপ أو مَامَلَكَت يَمِيْنك অর্থ فلينكم فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع او ملك أيمانك এর অর্থ

كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে বিয়ে করতে পারবে নারীদের মধ্যে ২ জন, ৩ জন বা ৪ জনকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে (সূরা নূর ঃ ৪)।

আয়াতের মধ্যে اثنين – وَثَلَاثَ وَأَرْبَعَ সংখ্যাবাচক শব্দ مثنى وثلاث ورباع ব্যবহার না করে ক্রমিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। مثنى -অর্থ দ্বিতীয় ثلث -অর্থ তৃতীয় এবং رباع -অর্থ চতুর্থ। কিন্তু উদ্দেশ্য হিসাবে প্রয়োজন ছিল, اثنين - দু'জন, ثلاث -তিন জন اربع - ৪ জন। এর কারণ হল- مثنى وثلث ورباع -এগুলো اثنين وثلاث وربع - হতেই নিঃসৃত। যেমন عامر - عمر - হতে - زافر - হতে زُفَر তদ্রূপ موحد - مثنى - مثلث ও ربع আর বলা হয়েছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শব্দ পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে একই রকম ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন সূরা ফাতির এর ১নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ (দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পক্ষবিশিষ্ট।) أجنحة শব্দটি جناح -এর বহুবচন। جناح অর্থ-পাখা, পাখির ডানা, পালক বা পক্ষ। جناح শব্দটি পুংলিঙ্গ الثلاث ও الثلاثة যেদিকে اضافت করা যায়। কিন্তু الجناح সে দিকে اضافت করা যায় না এবং তার সাথে الف ও لام হয় না। এতে বুঝা গেল যে, সংখ্যাবাচক নাম معرفه তবে যদি نكره হয় তবে তার উপর আলিফ ও লাম হতে পারে এবং اضافت ধরা যেতে পারে যেমন اربعة ও ثلاثة-কে করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্র বাণী- فَإِن خفتم أَلَّا تعدلُوا فَوَاحِدَةً এখানে فَوَاحِدَةً অধিকাংশ নসব বা যবর বিশিষ্ট পড়েন। তা এ নিরীখে পড়া হয়, অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, তোমাদের মধ্যে নিকট বিবাহ বন্ধনে যদি একের অধিক রমণী থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর তাদের প্রতি সুবিচার করা কর্তব্য করে দিয়েছেন। আর যদি তোমাদের কেউ তাতে সুবিচারে অসমর্থ হয়, فواحدة -একজনকে অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন فَانكحُوا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ তবে তাদের মধ্যে হতে একজনকে বিয়ে কর। فَانكحُوا আদেশসূচক ক্রিয়াটি উহ্য থাকার কারণে فَوَاحِدَةً যবর বিশিষ্ট হয়েছে। فَوَاحِدَةٌ পেশ দিয়েও পড়া যায়। তখন كَافِيَةٌ অথবা مجزئة -এর যেকোন একটি শব্দ فواحدة -এর পর উহ্য মেনে নিতে হবে। যেমন, فواحدة كافية বা فواحدة مجزئة একজনই যথেষ্ট। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَأَتَانِ যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক (বাকারা ঃ ২৮২), যদি কেউ প্রশ্ন করে। আমি জানালাম যে, তোমাদের জন্য স্বাধীন নারীদের চারজনকে বিয়ে করা হালাল। তবে কিরূপে فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَثَ وَرُبَعَ এ আয়াতের মধ্যে বলা হল, "তোমরা বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে ভাল লাগে, দু'জন, তিনজন ও চারজন। হিসাব অনুযায়ী এখানে নয় জন হয়?এর জবাবে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এরূপে হবে। যেমন- তোমরা বিয়ে কর

নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, ইচ্ছা হলে দু'জন বিয়ে করতে পার, যদি তোমাদের উপর তাদের প্রতি যে কর্তব্য, সে কর্তব্য পালন করতে তোমরা সক্ষম ও আত্মসংযমী হও। অথবা তিনজনও করতে পার, যদি তোমরা তাদের প্রতি সুবিচার করতে এবং কর্তব্য পালনে কোন ভয় ও ত্রুটি না কর। অথবা অনুরূপ শর্তসাপেক্ষে চারজনও করতে পার।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً "যদি আশংকা কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে"। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী প্রমাণ করে যে, উক্ত শর্ত সাপেক্ষে দু'জন বা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে করা বৈধ, তার অধিক নয়। কেননা فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً -এর অর্থ যদি তোমরা আশংকা কর যে, দু'জনকে বিয়ে করলে তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজন বিয়ে করবে। এরপর আবার মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন একজন স্বাধীন নারীর প্রতিও সুবিচার করতে যদি ভয় কর বা কোন সংশয় থাকে, তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী। যদি কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নিষেধ পালন করা ওয়াজিব ও কর্তব্য অর্থাৎ আদর্শ ও বিধি-বিধান যা পালন করতে হয় এবং যা পরিহার ও বর্জন করতে হয় বা যে সকল কাজ ও বস্তু হতে বেঁচে থাকতে হয়। তার দলীল আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ। সুতরাং فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ আল্লাহ্র এ বাণীর মধ্যে فانكحو শব্দটি امر - আদেশসূচক ক্রিয়া যা পালন করা বান্দার উপর ওয়াজিব। এ আদেশ ওয়াজিব না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে, বা তা পালন না করলেও কোন ক্ষতি হবে না তার কোন দলীল বা প্রমাণ আছে কি?

উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই তার দলীল ও প্রমাণাদি আছে। আল্লাহ্র فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -এ বাণীতে فانكحوا শব্দটি امر বা আদেশসূচক ক্রিয়া, আল্লাহ্র আদেশ হিসাবে এটা পালন করা কর্তব্য বা ওয়াজিব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আদেশ নিষেধে পরিণত হয়ে যায়, বা ওয়াজিব স্তরে থাকে না বরং সুন্নাত, মুস্তাহাব বা মুবাহ হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন فانكحوا -এ শব্দটি দ্বারা যদিও আদিষ্ট বিষয় পালন করা ওয়াজিব বুঝায়, কিন্তু তার পূর্বাপর ভাষ্য যথা তার পূর্বে বলা হয়েছে (যদি আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে না পারার ভয় হয়) এবং পরে বলা হয়েছে وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى (আর যদি ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে আশংকা হয় তবে এক জনকে)-দ্বারা প্রমাণিত যে, অবস্থা ভেদে উক্ত আদেশ পালন করা ওয়াজিব পর্যায়ে নেই। বরং শর্ত সাপেক্ষে ইচ্ছা ও পরিস্থিতি বা অবস্থার উপর এটা নির্ভর করছে। আবার ক্ষেত্রে বিশেষে আদেশ (امر) দ্বারা নিষেধও (نهى নাহী) বুঝায়। অর্থাৎ একাধিক সংখ্যক বিয়ে করলে সকলের প্রতি সমভাবে সুবিচার ও সদাচরণ করতে পারবে না এ আশংকা থাকলে তার জন্য একাধিক বিয়ে করা নিষেধ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন - যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমরা তাদের প্রতি অন্যায় বা জুলুম করা হতে নিজেদেরকে রক্ষা করবে; তদ্রূপ নারীদের থেকেও বেঁচে থাকবে। সুতরাং তোমরা বিয়ে করবে না। তবে তোমরা যদি আত্মসংযমী

হতে পার অর্থাৎ অবিচার ও অন্যায় আচরণ হতে বেঁচে থাকতে পার, তবে এক হতে চারজন পর্যন্ত তোমাদের প্রতি বিয়ে করার অনুমতি আছে।

আরবী ভাষায় এমন কি আল্লাহ্ পাকের কালামেও কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত আদেশ সূচক ক্রিয়া নিষেধ, ধমকী ও সতর্কী-করণার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (যার ইচ্ছা বিশ্বাস করবে এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে- সূরা কাহ্ফ ঃ ২৯) তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য, ভোগ করে লও। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে সূরা রূম ঃ ৩৪)। এ আয়াতে দু'টি আদেশের স্থলে নয় বরং ভয়-ভীতি, ধমকী, বাধা প্রদান এবং নিষেধ অর্থে উক্ত আদেশ সূচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ এটা নিষেধ অর্থে ব্যবহৃত যথা- فلا تنكحوا الا ماطاب لكم من النساء

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-এর অর্থ আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপভাবে এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

৮৪৮২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, তুমি যদি আশংকা কর যে, এক জনের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীকে গ্রহণ কর।

৮৪৮৩. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত বন্দিনীদেরকে বিয়ে করবে।"

৮৪৮৪. রবী' থেকে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, যদি তোমরা আশংকা কর যে, একজনের প্রতিও সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসী অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে গ্রহণ কর।

৮৪৮৫. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا -এর ব্যাখ্যা বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে সহবাস ও ভালবাসায় সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে তার পরিবর্তে গ্রহণ কর।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا -'এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।'

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা যদি আশংকা কর যে, দু'জন বা তিনজন অথবা চারজন স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমরা একজনকে বিয়ে কর। অথবা যদি তোমাদের এ ভয়েরও উদ্রেক হয় যে, একজন স্বাধীনা

নারীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে বা তোমাদের বন্দিনী নারীকে বিয়ে করবে। যেহেতু তাতে অধিকতর পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ক্রীতদাসী ও বন্দিনীর প্রতি তোমাদের অন্যায় হবে না, বা পক্ষপাতিত্ব হবে না। তা থেকেই বলা হয়- عال الرجل فهو يعول عولا وعيالة লোকটির অনেক সন্তান। প্রয়োজনে পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে عال يعول عيلة ব্যবহৃত এবং মুখাপেক্ষী অর্থেও ব্যবহৃত। অর্থাৎ যখন মুখাপেক্ষী হয় তখন এ শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, করিব কবিতার নিম্ন ছন্দে এর প্রমাণ-

وما يدرى الفقير متى غناه * وما يدرى الغنى متى يعيل

অর্থাৎ দীনহীন ব্যক্তি জানে না, সে কখন সম্পদশালী হবে- আর সম্পদশালী ব্যক্তি জানে না, সে কখন পরমুখাপেক্ষী হবে। অর্থাৎ يَعِيلُ অর্থ يفقر

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও তা বলেছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যায় নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

৮৪৮৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন تعولوا -এর ক্রিয়ামূল العول -এর অর্থ মহিলাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা।

৮৪৮৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী ذٰلِكَ اَدنى اَلَّا تَعُوْلُوْا -এর মধ্যে لَاتَعُوْلُوْا - অর্থ আবেগপ্রবণ হয়োনা, পক্ষপাতিত্ব করো না।

৮৪৮৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا - অর্থ ان لا تميلوا অর্থাৎ এতে ঝুঁকে না পড়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

৮৪৮৯. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সনদে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

৮৪৯০. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন اَلَّا تَعُوْلُوْا -এর অর্থ اَلَّا تَمِيْلُوْا - অর্থাৎ আকৃষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী বা ঝুঁকে না পড়ার সম্ভাবনা অধিক।

৮৪৯১. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন اَلَّاتَعُوْلُوْا - অর্থ اَنْ لَا تَمِيْلُوْا -এতে তোমাদের কোন বিষয়ে কম বেশী না করার সম্ভাবনা নেই। এ অর্থের প্রমাণে আবূ তালিবের একটি উপস্থাপন করেছেন بِمِيْزَانِ قِسْطٍ لَا يَخُسُّ شَعِيْرَةً وَّوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُهٗ غَيْرُ عَائِلٍ

وَزْنُهٗ غَيْرُ عَائِلٍ -অর্থ- তার ওযনে কোন ত্রুটি বা কম নেই।

৮৫৯২. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী اَلَّا تَعُوْلُوْا অর্থে বলেছেন اَنْ لَاتَمِيْلُوْا

৮৪৯৩. ইবরাহীম (র.) হতে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৪৯৪. আবূ ইসহাক কূফী (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-কে কূফাবাসীরা যে বিষয়ে দোষী করেছিল, তিনি তাদের নিকট তার জবাবে পত্র লিখেছিলেন, انى لست بميزان لا اعول আমি এখন ব্যক্তি নই যে, আমার মাপ-কাঠি ঠিক থাকে না।

৮৪৯৫. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا -অর্থ, لاتَمِيلُوا -তোমরা পক্ষপাতিত্ব করো না, আবেগপ্রবন হয়ো না।

৮৪৯৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا -অর্থ, আকৃষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

৮৪৯৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী أَلاَّ تَعُولُوا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন تميلو - কারো প্রতি ঝুঁকে যাওয়া।

৮৪৯৮. হযরত রুবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا - অর্থ أَن لاَّ تَمِيلُوا -আবেগে যেন ঝুঁকে না যাও।

৮৪৯৯. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন- তাতে কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা কম।

৮৫০০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন أدنى ألاَّ تَعُولُوا -অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়ে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিক।

৮৫০১. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৮৫০২. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- ذَٰلِكَ أدنى ألاَّ تَعُولُوا -এর অর্থ, এতে তোমরা অন্যায় না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

৮৫০৩. আবূ মালিক (র.) হতে অনুরূপ অপর হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৮৫০৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আলোচ্য আয়াতে تعولوا অর্থ تميلوا

৮৫০৫. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- এর অর্থ হল, আল্লাহ্ পাক বলেন, এতে তোমার জন্য খরচের স্বল্পতা আছে। দু'জন তিনজন ও চার জনের চেয়ে একজনের খরচ অনেক কম। স্বাধীনা নারীর চেয়ে তোমার দাসীর ভরণ-পোষণের খরচ খুবই সহজ। أن لاتعولوا -অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির খোরপোষ তোমার জন্য খুবই সহজ।

স্ত্রীকে মহরানা প্রদানের বিধান

(٤) وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَیۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـئًا مَّرِیۡٓـئًا ○

৪. এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্টচিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- " وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً " (এবং নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।)

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা যে, ইরশাদ করেছেন " وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً " -এ আয়াতাংশ দ্বারা এ কথাই বুঝায় যে, মহর যদিও দানের পর্যায়ে; কিন্তু শরীআতের বিধানে ফরয বা অপরিহার্য অবশ্য পালনীয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫০৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً " -আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন- মহর প্রদান করা ফরয।

৮৫০৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন " نحلة " -অর্থ মহর।

৮৫০৮. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহর নির্ধারণ করে প্রদান করা ফরয।

৮৫০৯. ইব্ন ওহাব (র.) বলেন, আমি ইব্ন যায়দ (রা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি " وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً " -আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- আরবী ভাষায় আবশ্যকীয় বিষয়কে " نحلة " বলা হয়, যেমন বলা হয় لاينكحها الابشئ واجب لها -অর্থাৎ কোন নারীকে তার প্রাপ্য নির্ধারণ না করে বিয়ে করবে না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আবির্ভাবের পরে কোন ব্যক্তির জন্য মহর ব্যতীত বিয়ে করা বৈধ নয়, তেমনি ধোঁকা দিয়ে মহর অনির্ধারিত রেখে বিবাহ্ করা অবৈধ।

অন্যান্য তাফসীরকারক বলেছেন- " وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً " আয়াতাংশে নারীদের অভিভাবক উদ্দেশ্য। অভিভাবকগণই তখন নারীদের মহর গ্রহণ করতেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫১০. আবূ সালিহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন কেউ বিধবাকে বিয়ে দিতো, তখন সে তার মহর গ্রহণ করতো; তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয় ঃ " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেছেন- সেকালে নারীদের অভিভাবকগণ অন্যভাবে মহর আদায় করতো। যেমন- এক লোক অন্য এক লোকের নিকট তার বোনকে বিয়ে দিয়ে দিত এবং যার নিকট বোনকে বিয়ে দিত, তার বোন সে নিজে বিয়ে করতো। এরূপ বিবাহ্ বন্ধনে মহর হিসাবে অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা হত না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এরূপ আচরণ হতে বিরত থাকতে বলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫১১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল 'আলা হতে বর্ণিত, সেকালে এরূপ প্রচলন ছিল যে, একজন তার বোনকে অন্য পুরুষের নিকট বিবাহ্ দিত এবং ঐ ব্যক্তির বোনকে নিজে বিয়ে করতো। এ ক্ষেত্রে অধিক মহর গ্রহণ করতো না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন- " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " -নারীদেরকে তাদের মহর প্রদান কর।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যাসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে উত্তম হলো, বিয়ে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যারা বিয়ে করবে তাদেরকে সম্বোধন করে এ আয়াত শুরু করেছেন। তাতে নারীদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম ও অন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় হতে কিভাবে তারা মুক্তি পাবে সে পথও তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এমন কোন প্রমাণ বা নিদর্শন নেই, যাতে অন্য কারো প্রতি সম্বোধন বা ইঙ্গিত করা হয়েছে, এরূপ বুঝা যেতে পারে। কাজেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সর্ব সম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত যে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ তাদেরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " -অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা বিয়ে করবে, তাদেরকেই তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মহর প্রদান কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আয়াতে ইরশাদ করেছেন- فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ (তোমরা বিয়ে করবে নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভাল লাগবে।) শুধু فانكحوا -বলেন নি, যাতে- وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ -এর অর্থে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত নারীদের অভিভাবকগণও সম্পৃক্ত হতে পারে।

যে সকল স্বামীর তাদের স্ত্রীর সাথে মিলন হয়েছে এবং তাদের স্ত্রীর মহর নির্ধারণ করা হয়েছে, তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র আদেশ তারা যেন স্ত্রীদের মহর প্রদান করে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীগণ মহরের কিয়াদংশের দাবী ত্যাগ করলে তোমরা স্বচ্ছন্দে তা ভোগ করবে।)

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- যদি তোমাদেরকে তাদের মহর হতে কিছু অংশ সন্তুষ্ট-চিত্তে দান করে, তবে তোমরা তা সানন্দে ভোগ করতে পারবে। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৫১২. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তার অর্থ মহর।

৮৫১৩. অপর এক সনদে ইকরামা হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, নারীদের মহর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন।

৮৫১৪. সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا -আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- এ আয়াতে স্ত্রীগণের কথা বলা হয়েছে।

৮৫১৫. উবায়দা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন। আমাকে ইবরাহীম (র.) বলেছেন, তুমি কি সানন্দে ভোগ করেছ? আমি তাকে বললাম, তা কি? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী তোমাকে তার মহর হতে যা কিছু দান করেছেন।

৮৫১৬. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকামা (রা.) খাবার গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। তাকে খাবার তার স্ত্রীর নিজের মহর হতে দিয়েছেল। আলকামা (রা.) সে লোকটিকে বললেন- কাছে এস এবং সানন্দে খাও।

৮৫১৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- প্রতারণা না হয়, স্বামী তার স্বাচ্ছন্দের জন্য স্ত্রীর অংশ বিশেষ ভোগ করতে পারবে।

৮৫১৮. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি হল মহর। তোমরা সানন্দে তা ভোগ কর।

৮৫১৯. ইব্ন ওয়াহাব বলেন, আমি ইব্ন যায়দ (র.)-কে বলতে শুনেছি فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন- স্ত্রীদের মহর আদায়ের পর তারা যদি তোমাদেরকে তা থেকে কিছু দেয়, তবে তা তোমরা সানন্দে ভোগ কর।

৮৫২০. মু'তামার তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا লোকেরা তাদের স্ত্রীদেরকে মহর থেকে যা আদায় করত, এর কোন অংশ ফেরত নেওয়াকে পাপ কাজ মনে করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

৮৫২১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রীগণ স্বেচ্ছায় কোন প্রকার যবরদস্তি ছাড়া তাদের মহর হতে যে অংশ প্রদান করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমদের জন্য তা হালাল করেছেন, সুতরাং তুমি তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতাংশে নারীদের অভিভাবকদের প্রতি সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের প্রতি স্ত্রীদের মহর নির্ধারণ করে বিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তারা যদি তা হতে তোমাদেরকে প্রদান করে, তবে তোমরা তা সানন্দে ভোগ কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫২২. আবূ সালিহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا -মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন- এক ব্যক্তি তার কন্যার মহর নিজে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে তা ভোগ করার জন্য নিয়ে যায়; তখন অভিভাবকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়–

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সে ব্যাখ্যাটি উত্তম ও সঠিক, যে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতের মধ্যে স্বামীদেরকে সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে। যেহেতু তাদের কথা উল্লেখ করেই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত শুরু করেছেন। মহান আল্লাহ্র বাণী- فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا সন্তুষ্ট-চিত্তে তারা মহরের কিছু অংশ তোমাদেরকে ছেড়ে দিলে- এখানে لكم -দ্বারা প্রথমেই স্বামীদেরকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যদি কেউ বলেন যে, فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا (সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মহরের কিছু অংশ তোমাদেরকে ছেড়ে দিলে) কিভাবে বলা হয়? অথচ তার অর্থ হল فان طابت لكم انفسهن بشئ এতে نفس -শব্দটি বহু বচনের পরিবর্তে এক বচন লওয়া হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ কেন বহু বচনের হবে? যখন অর্থ বহু বচনের করতে হচ্ছে তখন বহু বচনের শব্দ কেন লওয়া হল না?

জবাবে বলা যায় যে, এখানে মূলতঃ نفس বা 'আত্মা'সমূহ উদ্দেশ্য নয়, বরং যাদের আত্মা বা نفس আছে তাদের ক্রিয়া কর্মের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ ধরনের ব্যবহার উল্লেখ যোগ্যভাবে প্রচলিত আছে। যেমন- وقررت بهذا الامر عينا - ضقت بهذا الامر ذراعا وذرعا -এর অর্থ ضاق به ذرعى - قرت به عينى - উভয় উদাহরণে কর্তৃকারক উত্তম পুরুষ। কিন্তু আসলে তার অর্থ বা মর্ম প্রথম পুরুষ। আর যেমন কবি বলেছেন اِذَا لَتَّيَازُ ذُوالعَضَلَاتِ قُلْنَا اِلَيْكَ اِلَيْكَ ضَاقَ بِهَاذِرَاعًا- কবির এ উদাহরণে ذِرَاعًا শব্দটি সিফাত। কিন্তু মূলতঃ তা দিয়ে উদ্দেশ্য موصوف -এর فعل -এর স্থানে شعر -এর মধ্যে লওয়া হয়েছে। তদ্রূপ نفس শব্দটি এখানে যদিও এক বচন, কিন্তু خبر -এর স্থানে ব্যাখ্যার আকারে ব্যবহৃত। অপর দিকে نفوس -এর পরিবর্তে نفس -এক বচন।

এজন্য লওয়া হয়েছে نفس দ্বারা এখানে هوى (হাওয়া) বা প্রবৃত্তি উদ্দেশ্য, যা বহু বচনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। অন্য এক উদাহরণে যেমন কবি বলেছেন وَفِى حَلْقِكُم عَظم وَقَد شَجِيْنَا এখানে حلقكم দ্বারা حلق এক বচন উদ্দেশ্য নয়। বরং حلوق বহু বচন উদ্দেশ্য। কূফার কিছু সংখ্যক আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, এখানে نفس -শব্দটি এক বচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- ضقت به ذرعا -এ বাক্যে ذرعا -এর পরিবর্তে اَذْرُعًا বহুবচনও ব্যবহার করা যায়। এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে বহু বচনের পরিবর্তে এক বচন শব্দ লওয়া হয়েছে। আর এখানে نفس শব্দের পূর্বে বহু বচন জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে نفس যদিও এক বচন, কিন্তু তাতে বহু বচনের অর্থ প্রকাশ পায়। তদুপরি نفس -এমন এক স্থানে ব্যবহৃত যাদ্বারা বহু বচনের অর্থ আদায় হয়ে যায় বা সহজেই বুঝায়।

(৫) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৫. তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না; তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ

অভিভাবকদের প্রতি সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

"وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ ط"

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ আয়াতে উল্লেখিত " السُّفَهَاءِ" - (নির্বোধ সকল) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যে সকল নির্বোধের হাতে ধন-সম্পদ অর্পণ করতে অভিভাবকদের প্রতি নিষেধ করেছেন, তারা কে বা কোন শ্রেণীর লোক? এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেছেন- উক্ত আয়াতে 'নির্বোধ' দ্বারা নারীগণ এবং শিশু সন্তান উদ্দেশ্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫২৩. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে-নির্বোধ অর্থ, নারী ও ছেলেমেয়ে।

৮৫২৪. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- তোমরা শিশু সন্তান এবং নারীগণের হাতে কোন সম্পদ অর্পণ করো না।

৮৫২৫. অপর এক সনদে হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- উক্ত আয়াতে স্ত্রী ও শিশুকে নির্বোধ বলা হয়েছে।

৮৫২৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " السُّفَهَاءَ " দ্বারা এখানে নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে নারীগণ অধিকতর বির্বোধ।

৮৫২৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- " السُّفَهَاءُ " দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল- তোমার নির্বোধ ছেলে এবং তোমার নির্বোধ স্ত্রী এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন- "তোমরা দু'শ্রেণীর দুর্বল লোকের প্রতি সাবধানতা অবলম্বনে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। এক শ্রেণী হল ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে আর এক শ্রেণী হল স্ত্রী লোক।"

৮৫২৮. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- " السُّفَهَاءُ " - দ্বারা নারী ও শিশু উদ্দেশ্য।

৮৫২৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- " السفهاء " (নির্বোধগণ) অর্থ, ছেলে-মেয়ে এবং নারী।

৮৫৩০. ইমাম দাহ্হাক (রা.) হতে তিনি যে মহান আল্লাহ্র বাণী- " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَموَالَكُم " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন লোক তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর হাতে যেন তার সম্পদ অর্পণ না করে। আর স্ত্রী লোক হল সর্বাধিক বোকা।

৮৫৩১. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُم " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে নির্বোধ অর্থে ছেলে-মেয়ে ও নারীকে বুঝায়। যত নির্বোধ আছে তন্মধ্যে নারীগণ অধিকতর নির্বোধ। তাদের হাতে ধন-সম্পদ অর্পণ করলে তারা তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

৮৫৩২. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদের সন্তান ও নারী অর্থাৎ তাদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ সোপর্দ করো না।

৮৫৩৩. ইমাম দাহ্হাক (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে- " السُّفَهَاءُ " -অর্থ নারীগণ ও শিশুগণ।

৮৫৩৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর- السُّفَهَاءُ -এর অর্থে বলেছেন, নারী ও সন্তান।

৮৫৩৫. হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, " السُّفَهَاءُ " - অর্থ নারীগণ ও সন্তানগণ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- তোমাদের সম্পদ নারীদের ও ছেলে-মেয়েদের হাতে অর্পণ করো না।

৮৫৩৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا " মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পদ সম্পর্কে আদেশ করেছেন যে, এ সম্পদ যেন উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। নির্বোধ ছেলে-মেয়ে ও নির্বোধ স্ত্রী উক্ত মাল (সম্পদ) নিয়ে যেন কোন কর্তৃত্ব না করতে পারে।

৮৫৩৭. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন - " السُّفَهَاءُ " -অর্থ- নারী ও শিশু।

৮৫৩৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলের নিকট তোমার সম্পদ অর্পণ করবে না। السُّفَهَاءُ -শব্দ দ্বারা শিশু সন্তান ও নারীদের কথা বলা হয়েছে, নির্বোধগণের মধ্যে নারীগণ অধিকতর নির্বোধ।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন- বরং " السُّفَهَاءُ " বলতে বিশেষভাবে শিশুগণকেই বুঝায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৩৯. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর السُّفَهَاءُ -অর্থ ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে।

৮৫৪০. সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানে 'সুফাহা' অর্থ ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে।

৮৫৪১. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- কোন অর্থ-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হাতে তোমরা অর্পণ করো না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন- নির্বোধ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির স্বীয় (ছোট) ছেলে মেয়ের কথা বলা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৪২. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনিই " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- অর্থাৎ যে সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জীবিকা হিসাবে দান করেছেন, সে সম্পদ তোমার নির্বোধ সন্তানের হাতে প্রদান করো না। তার নেতৃত্ব তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

৮৫৪৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার নির্বোধ সন্তানের প্রতি কোন কর্তৃত্ব প্রদান করো না। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলতেন, যারা নির্বোধ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের সম্পদের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন কর্তৃত্ববোধ নেই।

৮৫৪৪. আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন শ্রেণীর লোক মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলে আল্লাহ্ পাক তাদের দু'আ কবূল করেন না। যথা যার স্ত্রী চরিত্রহীনা হওয়া সত্ত্বেও তাকে তালাক না দিয়ে রেখে দেয়, যে ব্যক্তি তার সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " (তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না) তৃতীয় হল যে ব্যক্তি কোন লোকের নিকট ঋণে দায়বদ্ধ, কিন্তু সে ঋণের ব্যাপারে সাক্ষী রাখেনি।

৮৫৪৫. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- তোমার মূলধন, বাগান এবং যে সম্পদ তোমার জন্য জীবিকা, তা হতে কোন বস্তু তোমার কোন নির্বোধ সন্তানের হাতে অর্পণ করো না।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, السفهاء -(নির্বোধ) দ্বারা এখানে বিশেষ করে নারীগণ উদ্দেশ্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৪৬. সুলায়মান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তার সম্পদ স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করেছিল । তারপর সে অযথা খরচ করে ফেলায় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন," وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ "।

৮৫৪৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন السُّفَهَاءُ -এর দ্বারা নারীগণ উদ্দেশ্য।

৮৫৪৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَموَالَكُم " -আয়াতাংশে যে নির্বোধদের কথা বলেছেন, মুজাহিদ (র.) বলেন, সে নির্বোধ অর্থ নারীগণ।

৮৪৪৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, পুরুষগণ যেন তাদের সম্পদ সেসব নারীদের হাতে অর্পণ না করে, যারা তাদের স্ত্রী অথবা মাতা বোন।

৮৫৫০. মুজাহিদ (র.) হতে ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৫৫১. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ আয়াতাংশে নির্বোধ স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

৮৫৫২. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- নারীরা অধিকতর নির্বোধ।

৮৫৫৩. মুওয়াররাক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-এর নিকট দিয়ে একবার এক মহিলা যাচ্ছিল। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন- وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِى

جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا 'তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের আলোকে আমার বক্তব্য হলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " -এতে নির্বোধদের মধ্য হতে কাউকেও নির্দিষ্ট করে বলেননি। সুতরাং কেউ কোন প্রকার নির্বোধের হাতে সম্পদ অর্পণ করা বৈধ নয়; শিশু হোক বা বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক। "سفيه" -শব্দের অর্থ ঃ নির্বোধ, যার হাতে সম্পদ অর্পণ করা বৈধ নয়। সম্পদ নষ্ট হওয়া, বিনষ্ট করা ও সম্পদ ধ্বংসের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকার দায়িত্ব মালিকের। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- আমি " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ " -এর যে ভাবার্থ উল্লেখ করেছি, তার কারণ এই যে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

" وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ "

"ইয়াতীমদেরকে যাচাই করতে থাকবে যে পর্যাপ্ত না তারা বিয়ে-যোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে (৪ ঃ ৬)।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমদের অভিভাবকগণকে আদেশ করেন, তারা যেন ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়, যখন তারা বিয়ের যোগ্য হয় এবং ভাল-মন্দ বিবেচনা করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। " اَلْيَتَامٰى " বলতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বুঝায়। তাদের কোন সম্পদ তাদের মধ্যে নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষকে বা পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর হাতে অর্পণ করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় নি। কাজেই ইয়াতীমদের অর্থ সম্পদ তাদের হাতে যথোপযুক্ত সময়ে অর্পণ করার জন্য তাদের অভিভাবকদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং তাদের সাথে বেচা-কেনা ও লেনদেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্মের অনুমতি মুসলমানদের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, অভিভাবকগণ যেন ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ তাদের নিকট অর্পণ না করে এবং মুসলমানদেরকে তাদের সাথে লেনদেন ও অন্যান্য কাজ-কর্ম করতে নিষেধ করা হয়নি। কাজেই, একথা সুস্পষ্ট যে, যারা নির্বোধ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হাতে তাদের সম্পদ অর্পণ করতে নিষেধ করেছেন। রক্ষণাবেক্ষণ করা ও যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সে অভিভাবকদের উপর এবং যথা সময়ে যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ করা তাদের কর্তব্য। যাদের অভিভাবকত্বের প্রয়োজন নেই, তারা নির্বোধ নয়। কেননা যারা বিয়ের যোগ্য এবং ভাল-মন্দের জ্ঞান রাখে, তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অভিভাবকদের উপর বর্তায় না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ " اَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوْهُمْ " -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- নির্বোধদের মধ্য হতে নারী ও শিশুদের হাতে

তোমাদের সম্পদ অর্পণ করো না। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, পূর্বে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাতে বলা হয়েছে, হে জ্ঞানমান ব্যক্তিগণ! তোমরা যে সকল সম্পদের অধিকারী, শিশু ও নারীদের হাতে যদি সে সম্পদ দাও, তবে তারা সে সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলবে। তাদেরকে সম্পদ না দিয়ে বরং যদি তাদের প্রয়োজনীয় খরচের দায়িত্ব তোমাদের উপর থাকে, তবে সে সম্পদ হতে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা তোমরাই করবে এবং তাদের সাথে ভালভাবে কথাবার্তা বলবে। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.), হাসান (র.) মুজাহিদ (র.) এবং কাতাদা (র.) ও হাদরামী (রা.)। যাঁদের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়নি, তাঁদের বক্তব্য পরে উল্লেখ করবো।

৮৫৫৪. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী- " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا " -এর উদ্ধৃতি দিয়ে তার ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- তোমার যে সম্পদ আছে, তা তোমার স্ত্রী ও সন্তানের হাতে অর্পণ করো না। আর যারা তোমার উপরই নির্ভরশীল হবে। তাদেরকে তোমার সম্পদ হতে অন্ন-বস্ত্র প্রদান কর।

৮৫৫৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- তোমার অর্থ-সম্পদের উপর তোমার নির্বোধ সন্তানকে প্রভাবান্বিত করো না।

৮৫৫৬. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী- " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- তোমার নিজের যে সম্পদ আছে, সে সম্পদ হতে নির্বোধের হাতে কোন বস্তু প্রদান করো না।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন- আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হল- নির্বোধদের হাতে তাদের সম্পদ অর্পণ করবে না। অভিভাবকগণ তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক। সে জন্যই তাদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৫৭. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ হল- তোমার নিকট ইয়াতীমের যে সম্পদ আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তার হাতে সম্পদ অর্পণ করবে না। সে যে পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়; সে পর্যন্ত তার জন্য যে খরচ প্রয়োজন, তা তুমি করতে থাক। তিনি " اموالكم " -বলে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু তারা সম্পদের রক্ষাণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ " - আল্লাহ্ তা'আলার এ আদেশের মধ্যে সমস্ত নির্বোধ অন্তর্ভুক্ত। কারণ " اموالكم " দ্বারা সব সম্পদকে বুঝায়, সম্পদের কিছু অংশ বা নির্বোধ দ্বারা তাদের কতিপয়কে আংশিকভাবে ধরা হয়নি যে, কাউকে

আদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বা কাউকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন আরবগণ যখন কোন সম্প্রদায় বা দলকে সম্বোধন করে কোন ঘোষণা দেয় বা কিছু বলে, তখন উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন- " اكلتم يا فلان اموالكم بالباطل " - এরূপ সম্বোধনে সকলেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। " اكلتم يا فلان اموالكم بالباطل " -এর অর্থ انك واصحابك أو قومك اكلتم اموالكم -তুমি ও তোমার সাথীরা আবার তোমরা দলের সকলে তোমাদের সম্পদসমূহ গ্রাস করে ফেলেছে)। " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ " আল্লাহ্ পাকের এ বাণীও তদ্রূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর অর্থ, لاتوتوا ايها الناس - سفهاء كم اموالكم التى بعضها لكم وبعضها لهم - فيضيعوها (হে লোক সকল! তোমাদের এবং নির্বোধদের যে সম্পদ তোমাদের নিকট আছে, তা হতে কোন সম্পদ তোমাদের যে সকল নির্বোধ আছে, তাদের হাতে অর্পণ করো না, যেহেতু নির্বোধরা তা নষ্ট করে ফেলবে।

কাজেই যখন সমস্ত নির্বোধ সাধারণভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ কোন সম্পদই নির্বোধদের হাতে অর্পণ করা যাবে না, এতে কারো কোন সম্পদ আংশিক বাদ দিয়ে কোন অংশকে খাছ করা হয়নি; তখন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য যা জীবিকা দান করেছেন, তাদের হাতে অর্পণ করবে না। সমস্ত নির্বোধের কথাই " لكم " সম্বোধনের মধ্যে রয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী- اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُم قِيَامًا -এর- قيامًا – قيمًا ও قِوَامًا -এর একই অর্থ। " القِيَام "- মূলতঃ " القوام " " – واو -এর পূর্বাক্ষর " القاف " (ক্বাফ) যের বিশিষ্ট " واو " -এর পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট " واو " - কে " ياء " দ্বারা বদল করা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, " صُمْتُ صيامًا " ও " صلت صيلا " এবং তা থেকেই বলা হয়-" فلان قوام أهل بيته " ও " قيام أهل بيته " - " قِيَامًا " -এর পাঠরীতিতে একাধিক মত প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُم - قاف قِيَمًا -এ-যের দিয়ে এবং ياء -কে الف -ব্যতীত যবর দিয়ে পাঠ করেছেন। অন্যান্য অনেকে (قِيَامًا) -অর্থাৎ الف -এর সাথে (قِيَامًا) - الف -যুক্ত করে পাঠ করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন-" الف " - বিহীন পাঠ করা যদিও ভুল বা অশুদ্ধ নয়, তবুও আমরা (قِيَامًا) - الف -যোগে পাঠ করা পসন্দ করি- কেননা, মুসলিম দেশসমূহে এ পাঠরীতিই প্রসিদ্ধ। আমরা সে রীতিতে পাঠ করা পসন্দ করি; যে রীতি মুসলিম দেশসমূহে বিশেষভাবে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। যদিও কোন শব্দ ও হরফের পাঠরীতিতে মতভেদে কিন্তু অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। আমরা যে পাঠরীতি প্রসিদ্ধ, সেটাকেই গ্রহণ করি এবং পসন্দ করে থাকি। ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন " قيامًا " -এর ব্যাখ্যায় যে আলোচনা আমরা করেছি। তাফসীরকারগণও তাই করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৫৮. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا " -আয়াতাংশের " اَمْوَالَكُم " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জীবন দান করার পর যে সম্পদ তোমার জীবনোপকরণ।

৮৫৫৯. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا " মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থ-সম্পদ মানুষের জীবন ধারণের উপায়, তাদের জীবিকা। অর্থাৎ যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন- তুমি নিজেই স্বীয় পরিবারবর্গের অভিভাবক হও। তোমার স্ত্রীর (ও তোমার সন্তানের) হাতে তোমার কোন সম্পদ অর্পণ করবে না। (যদি করো) তবে তারা তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

৮৫৬০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا " - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তোমার সম্পদের প্রতি এবং জীবিকা হিসাবে তোমাকে আল্লাহ্ পাক যা কিছু দান করেছেন, তার প্রতি এরূপ মনোভাব নিবে না যে, তুমি তা তোমার স্ত্রী-পুত্রকে দিয়ে দেবে আর তোমার হাতে (নিকট) যা আছে, সে দিকে লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে যাবে। বরং তুমি তোমার অর্থ-সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দাও এবং খরচের দায়িত্বে তোমাকেই থাকতে হবে যে, তাদের অন্ন-বস্ত্র ও দৈনন্দিন খরচের খাতে তুমি নিজেই ব্যয় করবে।" ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন- মহান আল্লাহ্র বাণী - " قِيَامًا " - অর্থ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ।

৮৫৬১. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, " قِيَامًا " -অর্থাৎ তোমার জীবন ধারণের উপকরণ।

৮৫৬২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি الَّتِى جَعَلَ اللّٰهُ لَكُم قِيَامًا - কে الف যোগে পাঠ করে বলেন- তোমার জীবন ধারণের উপকরণ।

৮৫৬৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " اَموَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّٰهُ لَكُم قِيَامًا " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তোমার নির্বোধ সন্তানের হাতে সম্পদ জাতীয় কোন বস্তু অর্পণ করো না। অর্থাৎ জীবন ধারণের যে বস্তু তোমার অধিকারে, তা কোন নির্বোধের হাতে অর্পণ করবে না। মহান আল্লাহ্র বাণী " وَارْزُقُوهُم فِيهَا وَاكْسُوهُم " -এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। যাঁরা বলেছেন, " وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُم " -আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَموَالَكُم (তোমাদের ধন-সম্পদ) দ্বারা নির্বোধদের ধন-সম্পদের কথা বলা হয়নি, বরং নির্বোধদের অভিভাবকদের ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য। যারা এ ব্যাখ্যা করেছেন, তারা বলেন, মহান আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থ হল হে লোক সকল! নির্বোধদের মধ্যে তোমাদের যে সকল নারী ও সন্তানাদি আছে, তাদেরকে তোমাদের সম্পদ হতে তাদের আহার্য দান কর এবং তাদের যা প্রয়োজনীয় খরচ, তা আর তাদের বস্ত্র দান কর। যাঁরা এ ব্যাখ্যায় একমত, তাঁদের কয়েকজনের বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতের অনুসারী যাঁদের বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি, তাঁদের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল।

৮৫৬৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন অভিভাবকদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের সম্পদ হতে তাদের নির্বোধ স্ত্রী, মা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিকা প্রদান করে।

৮৫৬৫. অপর এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৫৬৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَارْزُقُوهُم " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তাদের জন্য তোমরা খরচ কর।

৮৫৬৭. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَارْزُقُوهُم فِيهَا وَاكْسُوهُم " -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদের সম্পদ হতে তাদেরকে অন্ন-বস্ত্র দান কর।

এখানে উল্লেখ যে, " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُم " -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন- নির্বোধগণের অর্থ-সম্পদ তাদের অভিভাবকগণ যেন তাদের হাতে অর্পণ না করে, তারা وَارْزُقُوهُم فِيهَا وَاكْسُوهُم -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- হে অভিভাবকগণ! তোমরা যারা নির্বোধগণের অর্থ-সম্পদের অভিভাবক, তোমরা তোমাদের সে নির্বোধদেরকে তাদের অর্থ-সম্পদ হতে তাদেরকে জীবিকা দাও এবং তাদের পোশাকাদি যা একান্ত প্রয়োজন, তা তাদেরকে প্রদান কর।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন-" وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُم "-এ আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা সঠিক হিসাবে আমরা মনে করছি, তার বিশুদ্ধতার বর্ণনা পূর্বে প্রদান করায় এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَارْزُقُوهُم فِيهَا وَاكْسُوهُم -এর ব্যাখ্যা " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَموَالَكُم " -এর ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন "তোমাদের সম্পদের উপর নির্বোধদেরকে কর্তৃত্ব করতে দেবে না। কারণ, তারা তোমাদের অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলবে। তোমাদের নির্বোধ সন্তান ও নারী ব্যতীত যে সকল নির্বোধের যাবতীয় বিষয়ে তোমরা অভিভাবক বা তোমাদের রয়েছে, তাদের পানাহার ও পোশাকাদি ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাদের সম্পদ হতে তোমরা খরচ করবে।" সর্বজন স্বীকৃত মতে এটা তাদের কর্তব্য বা দায়িত্ব। এতে কোন মতভেদ নেই।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ করেন " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا " আর তাদের সাথে ভালভাবে কথা বলবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন- " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا " -এর অর্থ, তাদেরকে সৌজন্যমূলক ও উপদেশ পূর্ণ শ্রুতিমধুর ও মিষ্টি কথায় প্রতিশ্রুতি দান কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৬৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا " মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন- তাদেরকে অর্থাৎ অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন ওদের সাথে ভাল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলে অর্থাৎ নির্বোধ নারীদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়।

৮৫৬৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান কর।

অন্যান্য তাফসীরগণ বলেছেন আয়াতাংশের অর্থ, তোমরা তাদের জন্য দু'আ কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৭০. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, وقولوا لهم قولا معروفا তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার যদি এমন পর্যায়ের কোন সন্তান না থাকে এবং এরূপ কোন লোক না থাকে- যার যাবতীয় খরচ বহন করা তোমর উপর ওয়াজিব নয়, তবে তুমি তাদের সাথে সংগত কথা বল অর্থাৎ তাদেরকে এ কথা বল যে, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণ করুন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের মধ্যে ইব্‌ন জুরাইজ (র.) যা বলেছেন, তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আর তা হলো, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হলো, হে নির্বোধদের অভিভাবকগণ! তোমরা নির্বোধদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে। এভাবে যে, তোমরা উপযুক্ত হলে এবং ভাল-মন্দ বুঝবার বয়স হলে তোমাদের সম্পদ তোমাদের হতে সমপর্ণ করবো। তোমাদের সম্পদ তোমাদের বিবেচনাধীন থাকবে। তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে তোমারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করবে। আর এজাতীয় অন্যান্য বর্ণনায় মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রেরণা ও তাঁর বিরুদ্ধাচারণের প্রতি নিষেধ রয়েছে।

(٦) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ٥

৬. ইয়াতীমদেরকে যাচাই করবে, সে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবে না। যে অভাবমুক্ত সে যেন বিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- " وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " (তোমরা ইয়াতীমদেরকে যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَابتلُوا الْيَتَامى - অর্থাৎ তোমাদেরই ইয়াতীমগণের বিবেক ও বিবেচনায় জ্ঞান, ধর্মীয় যোগ্যতা ও আচরণ এবং তাদের ধন-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখবে। যেমন- নিম্নের হাদীসমূহে বর্ণিত আছেঃ

৮৫৭১. কাতাদা (র.) ও হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আছে। তাঁরা উভয়ে وَابْتَلُوا الْيَتَامى -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা করে দেখ।

৮৫৭২. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- اَبْتَلُوا الْيَتٰمى অর্থ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যাচাই করে দেখবে।

৮৫৭৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন " وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى " -অর্থ, তোমরা ইয়াতীমদের বুদ্ধি-বিবেক যাচাই কর।

৮৫৭৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন وَابْتَلُوا الْيَتَامى -অর্থ, ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখ।

৮৫৭৫. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " -এর ব্যাখ্যায় বলেন- তোমরা ইয়াতীমকে তার বিবেক-বিবেচনা ও তার জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখবে কিরূপ। যখন বুঝা যাবে যে তার ভাল-মন্দের জ্ঞান আছে, তখন তার অর্থ-সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেবে। ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেছেন, এ জ্ঞান বালেগ হওয়ার পর হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- ابتلاء -অর্থ- اختيار যাচাই করা বা পরখ করা। এর ব্যাখ্যায় এর অর্থ আমি পূর্বে যা উপস্থাপন করেছি, তা-ই যথেষ্ট মনে করে এখানে আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজনবোধ করি না।

আল্লাহ্‌পাকের বাণী وَاِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ -এর অর্থ- যখন তারা বালেগ হয়। যেমন- নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

৮৫৭৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী- حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (যখন তারা বিবাহ যোগ্য হয়)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- যখন তারা বালেগ হয়।

৮৫৭৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তাদের বিয়ের বয়স হয়।

৮৫৭৮. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ -এর অর্থ যখন তারা বলেগ হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর ব্যাখ্যা ঃ (আর তাদের মধ্যে ভাল মন্দের জ্ঞান দেখলে।)

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর অর্থ হল, তোমরা যদি পাও এবং বুঝতে পার যে, তাদের মধ্যে ভাল-মন্দের জ্ঞান আছে। যেমন- বর্ণিত আছে ঃ

৮৫৭৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন- যদি তোমরা বুঝতে পার (যে তাদের ভাল-মন্দের জ্ঞান আছে।)

উল্লেখ্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.)-এর পাঠরীতির মধ্যে রয়েছে- (উক্ত আয়াতাংশের) فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর অর্থ أَحْسَسْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা পাও (তাদের মধ্যে ভাল-মন্দের জ্ঞান।)

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে যে الرشد -শব্দটি উল্লেখ করেছেন, তাফসীরকারগণ তার অর্থ-সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতে الرُّشد -অর্থ ধর্মীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৮৫৮০. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এ আয়াতাংশের رُشْدًا -অর্থ আকল ও যোগ্যতা।

৮৫৮১. কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন رُشْدًا -অর্থ তার জ্ঞান ও ধর্মীয় যোগ্যতা।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে তার অর্থ, তাদের ধর্মীয় যোগ্যতা ও অর্থ-সম্পদে যত্নবান হওয়া।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৮২. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ- ধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান এবং ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা।

৮৫৮৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের অবস্থা ও তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে জ্ঞান আছে, যদি তা দেখতে পাও।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন رُشْدًا দ্বারা বিশেষ ভাবে আকল বুঝায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৮৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইয়াতীমদের হাতে তার সম্পদ অর্পণ করা যাবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখা যাবে, যদিও সে দাড়ি ধরে (টানাটানি করে) বা নিজে দাড়ি রাখে এবং যদিও সে বয়স্ক হয়ে যায়।

৮৫৮৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন رُشْدًا -এর অর্থ আকল।

৮৫৮৬. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- দাড়ি গজালেই যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানী হতে পারে না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন الرُّشدُ -অর্থ শুধু জ্ঞান নয়, বরং যোগ্যতা, যার দ্বারা নিজে সংশোধন হতে পারে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৮৭. ইব্ন জুরায়জা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন الرُّشْدُ -অর্থ- যোগ্যতা ও বিদ্যা, যার দ্বারা সে সংশোধন হতে পারে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণের উল্লেখিত ব্যাখ্যায় الرشد -শব্দের যে সকল অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে الرشد -এর অর্থ আকল ও ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা- এ অর্থই উত্তম। যদিও সে দীনের বিধানসমূহে ও আচরণ অনুসরণে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়, তবুও সে যখন ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করার উপযোগী হবে, তখন তার ধন-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের এবং ইয়াতীমকে বাধা দেওয়ার যে অধিকার অভিভাবকের উপর ছিল, সে অধিকার আর থাকে না। কাজেই সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যখন ইয়াতীম বালেগা হয়ে যায়, তখন পিতার স্থলে সে তার যে অভিভাবকের দায়িত্বে ও কর্তৃত্বে যে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ছিল, যা ইয়াতীম নাবালেগ হওয়ার কারণে যে ধন-সম্পদ হাকীমের (প্রশাসকের) নিয়ন্ত্রণে ছিল, তা সে ইয়াতীম বালেগ জ্ঞান-সম্পন্ন এবং তার ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত হওয়া শর্তে তার হাতে অর্পণ করা অভিভাবক ও হাকীমের (প্রশাসকের) উপর ওয়াজিব। কেননা, তার সম্পদের উপর যার অধিকার, তার সম্পদ সে নিয়ন্ত্রণ করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য। এর অর্থ অভিভাককের নিয়ন্ত্রণাধিকারে যার সম্পদ, তাকে সে সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেওয়া সে অভিভাবকের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য। সর্বজন স্বীকৃত মতে ইয়াতীম যদি সুষ্ঠু জ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং তার হাতে যে অর্থ সম্পদ আছে, তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা লাভ করে, তবে তার সে সম্পদে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না। এমতাবস্থায় হস্তক্ষেপ করা অবৈধ হওয়ার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলীল রয়েছে, যদিও পূর্বে অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে ছিল। বর্তমানে তার নিয়ন্ত্রণে থাকা না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি যা বলেছি, তা সর্বজন স্বীকৃত। الرشد -দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন ইয়াতীম বা নির্বোধ বালেগ হলে, সে যদি ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করার মত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রমাণিত হয়, তবে তাকে তখন তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا (তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে এবং অন্যায়ভাবে তা খেয়ে ফেল না)।

এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ তত্ত্বাবধানকারিগণকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেন, যখন তোমাদের ইয়াতীমগণ বালেগ হবে, তখন যদি তোমরা তাদেরকে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন এবং তাদের অর্থ-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে যোগ্য দেখতে পাও, তবে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে। তাদের কোন অর্থ-সম্পদ আটক করে রাখবে না।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন فَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا -অন্যায়ভাবে তা খেয়ে ফেলবে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তা ব্যতীত তাদের সম্পদ হতে কিছুই অন্যায়ভাবে নিজের জন্য খরচ করবে না। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৫৮৮. কাতাদা (র.) ও হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- তাদের ধন-সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কোন খরচ করবে না।

৮৫৮৯. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسرَافًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- (তাদের সম্পদ হতে) খাওয়া-দাওয়ায় অতিরিক্ত কিছু খরচ করবে না। اسراف -এর প্রকৃত অর্থ, বৈধ সীমা লংঘন করে অবৈধ কাজ করা। এ সীমা লংঘন কোন কোন সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে, আবার কোন কোন সময় প্রয়োজন অনুপাতে না করেও হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْا -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী بِدَارًا -শব্দের অর্থ তাড়াতাড়ি। বক্তার বক্তব্য بَادَرْتُ هٰذَا الْاَمْرَمُبَادَرَةً وَبِدَارًا হতে بِدَار ক্রিয়া মূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমগণের ধন-সম্পদের অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ তোমরা খেয়ে ফেলো না। অর্থাৎ ইয়াতীমরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এবং ভাল-মন্দ বুঝলে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করা তোমাদের উপর কর্তব্য। তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার জন্য তাড়াহুড়ো করো না। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৫৯০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি اسرافًا وَبِدَارًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইয়াতীম প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবে, এ ভয়ে তাড়াতাড়ি তার সম্পদ গ্রাস করে ফেলা, যাতে তার মধ্যে এবং তার সম্পদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

৮৫৯১. কাতাদা (র.) ও হাসান (র.) হতে বর্ণিত, যাঁরা وَلَا تَأْكُلُوهَا اسرافًا وَبِدَارًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা তাতে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কিছু করবে না এবং তাড়াতাড়ি করবে না।

৮৫৯২. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি بِدَارًا -শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- তারা বড় হয়ে তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে যাবে, সে ভয়ে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।

৮৫৯৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِسْرَافًا وَبِدَارًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করে তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। যখন অভিভাবকের কোন আহার্য বস্তুর প্রয়োজন হয়ে পড়তো, তখন সে ইয়াতীমের সম্পদ থেকে উপভোগ করতো এবং ইয়াতীমের সম্পদের প্রতি লোভী হয়ে তা ফিরিয়ে দিতে বা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করতো, যাতে সে ইয়াতীমের সম্পদ হতে একটা অংশ উপভোগ করার সুযোগ লাভ করতো। হস্তান্তর করার পর সে সুযোগ থাকতো না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ " "যে অভাব মুক্ত, সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত, সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন مَنْ كَانَ غَنِيًّا ইয়াতীমগণের সম্পদের উপর যাদের অভিভাবকত্ব আছে, তার মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ, সে যেন ইয়াতীমগণ বড় হয়ে যাবে মনে করে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি করে তাদের সম্পদ গ্রাস না করে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন, তাতে যেন সন্তুষ্ট থাকে।

যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৫৯৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন- যে ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ, ইয়াতীমের সম্পদ তার ভোগ নিষ্প্রয়োজন। সে যেন ইয়াতীমের সম্পদ ব্যবহারে নিবৃত্ত থাকে।

৮৫৯৫. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত, সে যেন নিজ সম্পদের উপর নিবৃত্ত থাকে।

৮৫৯৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অভাব মুক্ত, সে যেন ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা হতে বিরত থাকে। আর, অভিভাবকদের মধ্যে হতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীমের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী, সে যেন সংগত পরিমাণে গ্রহণ করে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ اَلْمَعْرُوْفُ -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন, অর্থাৎ ইয়াতীমদের সম্পদ তত্ত্বাবধানকারী যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং তাদের সম্পদ অভিভাবকের গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা المعروف বলে যে অনুমতি প্রদান করেছেন, তার পদ্ধতি ও পরিমাণ ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কিছু সংখ্যক তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- ইয়াতীমের সম্পদ তার অভাবগ্রস্ত অভিভাবক কর্জ হিসাবে ভোগ করতে পারবে, কিন্তু পরে তা পরিশোধ করতে হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৫৯৭. হারিছা ইব্ন মুহারিবা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত (আমার) সম্পদকে ইয়াতীমের সম্পদের পর্যায়ে স্থান দিয়ে থাকি। যদি আমি অভাব মুক্ত থাকি, তবে আমি অধিক গ্রহণ থেকে বিরত থাকি। আর যদি জীবিকার মুখাপেক্ষী হই, তবে আমি সংগত পরিমাণে গ্রহণ করি। এরপর আমি যখন স্বচ্ছল থাকি, তখন তা পরিশোধ করি।

৮৫৯৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন بِالْمَعْرُوفِ -দ্বারা এখানে কর্জের কথা বলা হয়েছে।

৮৫৯৯. উবায়দা সালমানী (রা.) হতে বর্ণিত, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (এবং যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে।)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইয়াতীমের সম্পদ হতে খরচ করে, তা সে ব্যক্তির উপর কর্জ হিসাবে ধার্য হয়ে যায়।

৮৬০০. মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দা (রা.)-কে وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর মূল বিষয় বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ইয়াতীমের যে সম্পদ তার অভিভাবক ভোগ করবে, তা কর্জ হিসাবে গণ্য। উবায়দা (রা.) তাকে বলেন, তুমি কি দেখনা! আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ (তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দেবে, তখন সাক্ষী রেখো) মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেন, "আমি মনে করেছি, তিনি নিজস্ব অভিমত হতে এটা বলেছেন।"

৮৬০১. উবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা তার উপর কর্জ। অর্থাৎ ইয়াতীমের অভাবগ্রস্ত অভিভাবক যদি তার সম্পদ হতে নিজে কিছু ভোগ করে, তবে তা কর্জ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৮৬০২. উবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে المعروف -অর্থ কর্জ। এর সমর্থনে তিনি فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার মর্ম অনুধাবন করার জন্য বলেছেন।

৮৬০৩. উবায়দা (রা.) হতে হিশাম (র.)-এর হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীছে বর্ণিত আছে।

৮৬০৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি অবাবগ্রস্ত হবে, সে সংগত পরিমাণে কর্জ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

৮৬০৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক যদি অভাবমুক্ত হয়, তবে তার জন্য ইয়াতীমের সম্পদ হতে কিছুই ভোগ করা জায়েয হবে না। আর যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তার সম্পদ হতে কর্জ গ্রহণ করবে। পরে যখন স্বচ্ছলতা লাভ করবে, তখন তার থেকে যা কর্জ নিয়েছিল, তা পরিশোধ করে দিতে হবে। এ হল সংগত পরিমাণে গ্রহণ করার তাৎপর্য।

৮৬০৬. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, সংগত পরিমাণে ভোগ করা অর্থ-কর্জ গ্রহণ করা।

৮৬০৭. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশে المعروف -এর অর্থ কর্জ কাজেই ইয়াতীমের সম্পদ হতে যা গ্রহণ করবে, যখন তার অবস্থা স্বচ্ছল হবে, তখন তা পরিশোধ করবে।

৮৬০৮. হাম্মাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-কে وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, অভিভাবক যদি ইয়াতীমের মাল হতে প্রয়োজন মুতাবিক কিছু গ্রহণ করে, এরপর সে স্বচ্ছল হয়ে গেলে, তা পরিশোধ করতে হবে। আর স্বচ্ছল হওয়ার পূর্বে যদি তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়, তবে ইয়াতীমের নিকট হতে তা অনুমতিক্রমে হালাল করে নেবে। আর ইয়াতীম যদি নাবালেগ হয়, তবে তার অভিভাবকের নিকট হতে হালাল করে নেবে।

৮৬০৯. অপর এক হাদীছে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তা কর্জ হিসাবে গ্রহণ করবে।

৮৬১০. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অভিভাবক অভাবগ্রস্ত হলে কর্জ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

৮৬১১. শা'বী (রা.) হতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ইয়াতীমের মাল খাওয়া যাবে না। তবে খাদ্য সংকটে যে অবস্থায় মৃতের মাংস প্রাণে বাঁচার তাগিদে খাওয়া যায়। তদ্রূপ অবস্থায় ইয়াতীমের মাল খেতে পারবে। ইয়াতীমের সম্পদ যা গ্রহণ করবে, কর্জ হিসাবে তা পরিশোধ করতে হবে।

৮৬১২. মুজাহিদ (র.) হতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, সংগত পরিমাণে কর্জ হিসাবে ইয়াতীমের মাল গ্রহণ করতে পারবে।

৮৬১৩. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সনদে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

৮৬১৪. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াতীমের মাল হতে যা গ্রহণ করবে, তা পূর্ববর্তী ঋণের ন্যায় পরিশোধ করতে হবে।

৮৬১৫. অপর এক হাদীছে মুজাহিদ (র.) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর ব্যাখ্যায় তাঁরা উভয়ে বলেছেন, সংগত পরিমাণে যা ভোগ করবে, তা কর্জ হিসাবে গণ্য করা হবে।

৮৬১৬. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত। ইয়াতীমের যে সম্পদ তার অভিভাবক গ্রহণ করবে, তা কর্জে পরিণত হবে। সে তার সম্পদ হতে যা নিজের জন্য গ্রহণ করবে, সে স্বচ্ছলতা লাভ করলেই তা পরিশোধ করতে হবে।

৮৬১৭. আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যা ভোগ করবে তা কর্জ হিসাবে পরিগণিত। বর্ণনাকারী বলেন, আবুল আলীয়া আমাকে বলেছেন, فَإِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -তুমি আল্লাহ্‌র এ বাণীর প্রতি খেয়াল কর না?

৮৬১৮. আবূ ওয়ায়েল (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৬১৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন অভিভাবক অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার কোন উপায়ও যখন থাকে না, এমতাবস্থায় ইয়াতীমের সম্পদ হতে (প্রয়োজন পরিমাণে) গ্রহণ করবে এবং তা লিখে রাখবে। এরপর অবস্থা ভাল হলে, তা পরিশোধ করতে হবে। স্বচ্ছলতা লাভের পূর্বে যদি তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তখনই ইয়াতীমকে ডাকবে এবং হালাল করিয়ে নেবে।

৮৬২০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, সে যেন প্রয়োজনমত ইয়াতীমের সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পারে। আর প্রয়োজনমত যা গ্রহণ করল, তা পরিশোধ করতে হবে না।

উল্লেখ্য فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -এর অর্থ সংগত পরিমাণে ভোগ করা। এ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ইয়াতীমের খাদ্য দ্রব্য হতে সে নিজের হাত দ্বারা খেয়ে নেবে। তার সম্পদ হতে পরিধেয় গ্রহণ করতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬২১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা শ্রবণকারী সুদ্দী (র.)-কে অবহিত করেছেন যে, ইয়াতীমের অভাবগ্রস্ত অভিভাবক ইয়াতীমের খাদ্য হতে আংগুলের অগ্রভাগ দ্বারা খেতে পারবে।

৮৬২২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৮৬২৩. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী অভিভাবক যদি স্বচ্ছন্দ হয়, তাহলে সে যেন ইয়াতীমের খাদ্য ভক্ষণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকে। আর ইয়াতীমের অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সে যেন ইয়াতীমের সাথে খাদ্য খেয়ে নেয়। খাদ্য গ্রহণে সে যেন কোনরূপ অপচয় না করে এবং ইয়াতীমের সম্পদ থেকে পোশাক পরিধান করে।

৮৬২৪. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ইয়াতীমের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে বলেছেন, সাথে যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, সে কাজ অবশ্যই করবে; কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করবে না। যেমন- একটি টুপিও না।

৮৬২৫. ইকরামা (র.) ও 'আতা (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে ইয়াতীমের অভিভাবকের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অভিভাবক নিজ হাতে কাজ করবে। অন্যান্য তাফসীরকারকগণ উক্ত আয়াতের " المعروف " -এর বিশ্লেষণে বলেছেন, যে পরিমাণ খাদ্য তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজন সে পরিমাণ খাদ্যই সে খেতে পারবে এবং 'ছতর ঢাকা' পরিমাণ কাপড় ইয়াতীম হতে নিয়ে অভিভাবক পরিধান করতে পারবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬২৬. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, المعروف (সংগত) বলতে কাতান ও রেশমী কাপড় পরিধান করা বুঝায় না বরং যাতে ক্ষুধা নিবারণ হবে এবং যা দিয়ে সতর ঢাকা যাবে।

৮৬২৭. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাতান ও রেশমী অর্থাৎ মূল্যবান বা উন্নত মানের কাপড় পরিধান করাকে المعروف (সংগত) বলা হত না; বরং যে পরিমাণ খাদ্য দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং যে পরিমাণ সাধারণ কাপড় দ্বারা সতর ঢাকা যায়, সে পরিমাণ ভোগ করা সংগত হিসাবে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৮৬২৮. হাসান ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৬২৯. আবূ মা'বাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাকহুল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইয়াতীমের অভিভাবক অভাবগ্রস্ত হয়ে গেলে সে সংগত পরিমাণে কি ভোগ করবে? মাকহুল (রা.) জবাবে বলেছেন, সে ইয়াতীমের সঙ্গে একত্রে আহার করবেন, তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে বস্ত্র? তিনি বলেন, ইয়াতীমের কাপড় হতে সে পরিধান করবে। এরপর পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সে ইয়াতীমের কোন সম্পদ নিজের জন্য নিতে পারবে কিনা? তিনি বললেন " না"।

৮৬৩০. আবূ কুরায়ব (র.) হতে বর্ণিত, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যে পরিমাণ খাদ্য ক্ষুধা নিবারণ করে এবং যা দ্বারা 'সতর ঢাকা' যায়, তাকেই সংগত পরিমাণ বলা হয়েছে। কাতান ও রেশমী অর্থাৎ উন্নত মানের বা অধিক মূল্যবান কাপড় পরিধান করা অসংগত হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য তাফসীরকাগণ আয়াতে উল্লেখিত المعروف -এর বিশ্লেষণে বলেছেন- المعروف হল ইয়াতীমের খেজুর খাওয়া এবং তার পালিত পশুর দুধ পান করা, যে পশু সে অভিভাবক দেখা-শুনা করে। ইয়াতীমের স্বর্ণ ও রৌপ্য এ দু'টির কোনটাই অভিভাবক নিজে স্পর্শ করতে পারবে না, তবে ধার হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬৩১. কাশিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, আমার তত্ত্বাবধানে কয়েকজন ইয়াতীমের অনেক

www.eelm.weebly.com

সম্পদ আছে। একথা বলে সে তা হতে নিজে ভোগ করার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি চাইল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাকে বললেন- যদি তুমি তাদের বিক্ষিপ্ত উটগুলো তালাশ করে আন, সেগুলোর খড়-পানির ব্যবস্থা সঠিকভাবে কর, কোন রোগ দেখা দিলে তার চিকিৎসা কর; পানির হাউসগুলো ঠিক রাখ; সর্বোপরি রক্ষণাবেক্ষণ যদি ঠিক মত কর, তবে তুমি তাদের উটের দুধ পান করতে পার।

৮৬৩২. কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার একজন গ্রাম্য লোক হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে বলেন- আমার তত্ত্বাবধানে কয়েকজন ইয়াতীম আছে। তাদের উট আছে, আমারও উট আছে। আমি আমার উটের সমস্ত দুধ যারা গরীব এবং যাদের উট নেই তাদেরকে দান করি। এখন আমার জন্য কি ইয়াতীমের উটের দুধ পান করা বৈধ হবে? তিনি বলেন, যদি তুমি তাদের বিক্ষিপ্ত উটগুলো তালাশ করে আন, সেগুলোর খড়কুটার (খাদ্যের) ব্যবস্থা কর, পানির ইন্দিরা ঠিক করে রাখ এবং উটগুলোকে পানি পান করাও, তবে বিনা দ্বিধায় তাদের উটের দুধ পান করতে পার। তবে এতে শর্ত হল তাদের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৮৬৩৩. মুছান্না (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ হতে তার তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক দুধ ও খেজুর, যা ইয়াতীমের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে। তা ভোগ করতে পারবে।

৮৬৩৪. ইবনুল মুছান্না (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াতীমের সম্পদ তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করার ফলে সে তার পশুর দুধ ও খেজুর খেতে পারবে। কিন্তু কোন সম্পদ ভোগ করতে পারবে না। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি লক্ষ্য করে দেখনা? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন " فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ "-তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে।

৮৬৩৫. আবূ কুরায়ব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াতীমের অভিভাবকের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন যে তার সম্পদ তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করার ফলে তার পশুর দুধ ও খেজুর হতে খেতে পারবে, ইয়াতীমের ওলীকে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য হুবহু ফেরত দিতে হবে। তারপর তিনি فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -আয়াতাংশটি তিলাওয়াত করেন, আর বলেন, তাকে ফেরতও দেয়া কর্তব্য।

৮৬৩৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তাদের সম্পদ ছিল খেজুর এবং গৃহপালিত পশু, তাই তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কারো বিশেষ প্রয়োজন হয়, তবে তা থেকেও গ্রহণ করতে পারবে।

৮৬৩৭. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সে ইয়াতীমের সম্পদ খেজুর খেতে পারবে, দুধ পান করতে পারবে এবং দুধ দোহন করে নিতে পারবে।

৮৬৩৮. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত আছে যে, ছাবিত ইবন রিফা'আ যখন ইয়াতীম হয়ে তার চাচার তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন তার চাচা জনৈক আনসার আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমার ভাইয়ের একটি ইয়াতীম ছেলে আমার তত্ত্বাবধানে আছে। তার সম্পদ হতে কোন কিছু ভোগ করা কি আমার জন্য হালাল হবে? তিনি ইরশাদ করেন- তুমি সংগত পরিমাণে তা ভোগ করতে পারবে, তবে তোমার থাকাবস্থায় তোমার সম্পদ রিজার্ভ রেখে তার সম্পদ ভোগ করতে পারবে না। তোমার সম্পদ পূর্ণরূপে জমা রাখার উদ্দেশ্য তার সম্পদ নিজের জন্য খরচ করতে পারবে না। সে ইয়াতীমের একটি খেজুর বাগান ছিল। তার অভিভাবক সে বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং পানিও দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতো। যে কারণে সে উক্ত বাগান হতে কিছু খেজুর নিজের জন্য নিয়ে যেত। সে ইয়াতীমের কিছু সংখ্যক গৃহপালিত পশু ছিল, তার অভিভাবক সে গুলোর তদারকীতে নিয়োজিত থাকতো, অথবা সেগুলোর রোগ হলে তার চিকিৎসা ও আনুসাঙ্গিক খরচের ব্যবস্থা করতো। এতে উদ্বৃত্ত যে অংশ থেকে যেত, বা বাদ পড়ত, যে সকল পশু চিকিৎসার পর ভাল হত না এবং সে সব পশুর (কিছু) দুধ তার অভিভাবক নিয়ে ভোগ করতো। পশুসমূহ ও খেজুর বাগান রক্ষা করা (তার) কর্তব্য, সে ইয়াতীমের সম্পদ বিনষ্ট হওয়া কামনা করতে পারে না, ক্ষতি থেকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। (عوارض -শব্দটি عارضة -এর বহু বচন। যে বকরী বা উট কোন কারণে চলত শক্তি হারিয়ে ফেলতো অথবা রুগ্ন হয়ে পড়তো, সে গুলোকে عارضة বলা হয়। এ ধরনের পশু অভিভাবকগণ যবাই করে ফেলত তাতে কোন দোষ হত না।)

৮৬৩৯. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সংগত পরিমাণে যা ভোগ করতে বলেছেন, তা হল চতুষ্পদ পশুর উপর আরোহণ করা এবং খাদিমের সেবা নেওয়া। অভিভাবক স্বচ্ছল অবস্থায় যদি ইয়াতীমের কোন সম্পদ ধার হিসাবে গ্রহণ করে, তা পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব। ইয়াতীমের ধন-সম্পদ হতে কিছুই সে ভোগ করতে পারবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, অভিভাবক সব রকমের সম্পদ হতে ভোগ করতে পারবে। তদারকী অর্থাৎ তত্ত্বাবধানে থাকাবস্থায় সে যা কিছু ভোগ করবে, তা পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬৪০. কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়াতীমের সম্পদ হতে তার অভিভাবকের জন্য কি ভোগ করা জায়েয আছে? তিনি বলেছেন, অভিভাবক যদি অভাবমুক্ত হয়, তবে সে নিবৃত্ত থাকবে, আর যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সংগত পরিমাণে তা থেকে ভোগ করতে পারবে।

৮৬৪১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলতেন, ইয়াতীমের অভিভাবকের জন্য যা হালাল, তার কাজ কর্ম তদারককারীর জন্যও তা হালাল যেহেতু আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

" مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "

৮৬৪২. আতা ইব্ন আবী রিবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অভিভাবক মুখাপেক্ষী হলে ইয়াতীমের সম্পদ থেকে সংগত পরিমাণে ভোগ করবে। এরপর যখন সে স্বচ্ছল হবে, তখন পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়।

৮৬৪৩. ইকরামা (রা.) ও হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্য কেউ ভোগ করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- " مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " (অভিভাবক অভাব মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে সে যেন নিবৃত্ত থাকে। আর অভাবগ্রস্ত হলে সংগত পরিমাণে ভোগ করতে পারবে। তবে সংগত পরিমাণে ভোগ করার ক্ষেত্রে সে তার ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদে হস্তক্ষেপ বা ব্যয় করতে অবশ্যই আল্লাহ্কে ভয় করে তা ভোগ করবে।

৮৬৪৪. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মনে করেন, অভিভাবক নিজের প্রয়োজনের তাগিদে কিছু ভোগ করলে তা পরিশোধ করতে হবে না।

৮৬৪৫. অপর এক হাদীসে ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ওসী (মৃত ব্যক্তি যাকে তার ইয়াতীম সন্তান ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওসীয়াত করে যায়) যা ভোগ করবে, তা পরিশোধ করতে হবে না।

৮৬৪৬. ইবরাহীম (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদে যদি তার অভিভাবক কাজ করে, তবে সে সংগত পরিমাণে ভোগ করতে পারবে।

৮৬৪৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (র.) বলতেন যদি ইয়াতীমের অভিভাবক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সে ইয়াতীমের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারে এবং তা হবে মহান আল্লাহ্ তরফ থেকে অভিভাবকের সংগত পরিমাণে ভোগ করার প্রয়োজন তার জন্যে রিয্ক।

৮৬৪৮. হাসান বস্রী (র.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরয করলেন, আমার তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম আছে, আমি কি তাকে প্রয়োজনে শাসন করতে পারব? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে যেভাবে প্রয়োজনে শাসন কর, সেভাবে করতে পারবে। লোকটি বলল, আমি কি তার কোন সম্পদ ভোগ করতে পারব? নবী করীম (সা.) বললেন, সংগত পরিমাণে ভোগ করতে পার, তবে তোমার সম্পদ জমা রেখে ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করতে পারবে না।

৮৬৪৯. হাসান বসরী (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৮৬৫০. 'আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াতীমের অভিভাবক একই খাদ্য পাত্রে একত্রে আহার করবে। ইয়াতীমের সম্পদ থেকে ভোগ সে তার সেবন ও কাজ পরিমাণে ভোগ করতে পারবে।

৮৬৫১. হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইয়াতীমের অভিভাবক যখন খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হবে,তখন সে ইয়াতীমের খাদ্য-দ্রব্য হতে প্রয়োজন পরিমাণে খেয়ে নেবে, যেহেতু সে আর সম্পদের রক্ষক।

৮৬৫২. ইবন ওহ্‌ব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন যায়দ (র.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর মর্ম ও হুকুম জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেন, অভিভাবক যদি অভাবমুক্ত হয়, তবে সে বিরত থাকবে; আর যদি অভাবী হয়,তবে সে যেন সংগত পরিমাণে ইয়াতীমের খাদ্য হতে খেয়ে নেয়। তিনি আরও বলেন, ইয়াতীমদের সাথে নিজ হাতে একত্রে খাবে, যেহেতু সে তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। তারা যা খায় সেও তা হতে খাবে, আর যদি অভাবী না হয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, তবে তা হতে বিরত থাকবে, কোন কিছুই যেন ভোগ না করে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " -এর মধ্যে المعروف -শব্দের ব্যাখ্যায় যে কয়টি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে যারা বলেছেন, নিতান্ত প্রয়োজনে ইয়াতীমের সম্পদ তার অভিভাবক ধার হিসাবে ভোগ করতে পারবে, এছাড়া তা ভোগ করা জায়েয নেই, তাদের এ অভিমতই উত্তম ও সঠিক বলে বিবেচিত। যেহেতু সর্বজন গৃহীত হয়েছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবক কখনও ইয়াতীমের সম্পদের মালিক হবে না। শুধু ইয়াতীমের মালের হিফাজত করা এবং তত্ত্বাবধান করা দায়িত্ব। সর্বসম্মতিক্রমে যখন ইয়াতীমের সম্পদ তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবকই ইয়াতীমের সম্পদে কোন অধিকার নেই, তখন কারো জন্যই ইয়াতীমের সম্পদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা জায়েয নেই। যদি কেউ কোন প্রকার ক্ষতি করে, তবে সর্বজনস্বীকৃত মতে সে ব্যক্তি দায়ী হবে। ইয়াতীমের সম্পদের উপর অন্যের যেমন কোন অধিকার নেই, তদ্রূপ তার অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ হতে যা ভোগ করবে তা ফেরত দেওয়া কর্তব্য। অন্যের জন্য যে বিধান, তার জন্যও একই বিধান। যদিও অভিভাবক তার বিশেষ প্রয়োজনে ধার স্বরূপ নিতে পারে। এ পার্থক্য যেমন অন্যেও ইয়াতীমের সম্পদ থেকে ধার নিতে পারে, সেহেতু অভিভাবক ধার সূত্রে নেওয়ার অধিকার রাখে তেমনি ভাবে অভিভাবকও পারে। যে ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, ফলে পরিশোধের শর্তে ভোগ করার তার জন্য অবকাশ রাখা হয়েছে।

যারা بالمعروف -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইয়াতীমদের অভিভাবক ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারবে, যেহেতু যখন সে ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকীর দায়িত্বে

আছে। তখন তাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হয় এবং কিছু কাজও করতে হয়, সে জন্য তার বদলে পারিশ্রমিক হিসাবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে ভোগ করতে পারবে। কিন্তু তাদের এ ব্যাখ্যা ও যুক্তি ভুল। কারণ ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদের তত্ত্বাবধানে থাকাবস্থায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে শ্রম দিতে হলে তা ইয়াতীমের জ্ঞাত থাকতে হতে যে, এ কাজ অর্থের বিনিময়ে করানো প্রয়োজন এবং তার অভিভাবক এ কাজটি করবে, যেমন অন্যরা পারিশ্রমিককের বিনিময়ে করে থাকে এবং যেমন ইয়াতীমের কিছু খরিদ করা প্রয়োজন হলে তার অভিভাবক ধনী বা গরীব হোক তাতে সহায়তা করে। সতরাং আল্লাহ্ পাক তাঁর বাণীতে যে উল্লেখ করেছেন, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -তাতেই প্রমাণিত হয় যে, অভিভাবকের মধ্যে যে কপর্দকহীন অবস্থায় এবং তার খাদ্যের প্রয়োজন, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ ইয়াতীমের সম্পদ হতে ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অর্থের বিনিময়ে করাতে হলে সে ক্ষেত্রে ধনী-গরীব কোন পার্থক্য নেই। ধনী বা গরীবও কার কি অবস্থা, তার কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই।

অতএব, বুঝা যায় যে, যে সকল অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ হতে যা বৈধভাবে ভোগ করতে পারবে, তা সর্ব অবস্থায়ই পারবে; সে কাজ করুক বা না করুক। তাতে এমন কোন ইঙ্গিত বা বর্ণনা নেই যে, কোন অবস্থান পারবে বা কোন অবস্থায় পারবে না।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি যে অভিমত বা সিদ্ধান্তের কথা বললাম, যারা এ কথা বলে তা অস্বীকার করে যে, ইয়াতীমের অভিভাবক তার প্রয়োজনে সে ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করতে পারবে এবং ধার হিসাবে তা পরিশোধ করতে হবে না । তারা উল্লেখিত আয়াত দ্বারাই তাদের অভিমতের প্রমাণ দিয়েছেন। তাহলে তাদের নিকট আমার প্রশ্ন- وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -এর যে ব্যাখ্যা, তোমরা তাতে কি সকলেই একমত? যদি তারা বলে, না আমরা একমত নই।

প্রশ্ন ঃ তোমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছ, তার দলীল কি? অথচ তোমাদের জানা আছে যে, অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদের মালিক নয়।

উত্তর ঃ যদি বলে যে, আল্লাহ্ তাকে ভোগ করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ভোগ করার অনুমতি কি সাধারণ ভাবে দেয়া হয়েছে, না শর্ত সাপেক্ষে দেয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ শর্ত সাপেক্ষে, আর তা হল " اكل بالمعروف "

প্রশ্ন ঃ তাহলে اكل بالمعروف -কি? অথচ তুমি জ্ঞাত আছ যে, সাহাবাগণ, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনগণ এবং পরেও যারা রয়েছেন, তারা সকলেই বলেছেন যে, সে অভিভাবক ধার হিসাবে ভোগ করবে।

প্রশ্ন ঃ করা যেতে পারে যে, অনেক অভিভাবক এমন আছে, তাদের নিজের অনেক সম্পদ আছে, তা সত্ত্বেও ইয়াতীমদের সম্পদ কর্জ হিসাবে ভোগ না করে রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে ভোগ করা কি তাদের জন্য বৈধ হবে? সর্বজন স্বীকৃত মতে এরূপে ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা বৈধ

হবে না। যদি বৈধ করা হয় তাহলে ইয়াতীমের সম্পদ ও অভিভাবকের সম্পদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " -তোমরা যখন তাদেরকে সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে।"

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ইয়াতীমদের অর্থ সম্পদসমূহের অভিভাবকগণ! তোমরা যখন তাদের অর্থ সম্পদ তাদের নিকট হস্তান্তর করবে তখন তোমরা তাদের সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করছে, এ ব্যাপারে ইয়াতীমদের উপর সাক্ষী রাখ। যেমন- হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

৮৬৫৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ তার নিকট সমর্পণ করবে, তখন যেন সাক্ষী উপস্থিত রাখা হয়। যেমন আল্লাহ্ আদেশ করেছেন।

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন- وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট। আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- যাদেরকে সাক্ষী রাখবে, তাদের সাক্ষীর চেয়ে আল্লাহ্র সাক্ষী যথেষ্ট। ইয়াতীমের সম্পদ তার নিকট হস্তান্তর কালে যাদেরকেই সাক্ষী রাখুক না কেন আল্লাহ্র সাক্ষীই যথেষ্ট।

৮৬৫৪. সুদ্দী (র.)- হতে বর্ণিত, তিনি كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন এখানে حسيبا -অর্থ شهيدا- অথ্যাৎ যত সাক্ষী রাখুক না কেন এবং পরে, সাক্ষ্য যা-ই দেক না কেন, সবার উপরে আল্লাহ্ই সাক্ষী আছেন এবং তাঁর সাক্ষীই যথেষ্ট।

(٧) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

৭. পুরুষদের জন্য (তারা ছোট হোক বা বড় হোক) একটা অংশ (নির্ধারিত) রয়েছে, যা পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায় এবং নারীদের জন্যও (ছোট হোক বা বড় হোক) একটা অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতাও নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়– সে বস্তু কম হোক বা বেশী হোক অংশ অকাট্য।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন মৃত ব্যক্তির পুরুষ সন্তানদের জন্য তার ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে এবং নারী সন্তানদের জন্য তার ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে একটি অংশ রয়েছে। মৃত্যুর সময় ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি কম হোক বা বেশী হোক তাদের প্রত্যেকের একটা নির্ধারিত অংশ অবশ্যই প্রাপ্য। উল্লেখ্য,

অজ্ঞতার যুগে শুধু পুরুষরাই মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হতো, নারীগণ- কিছুরই মালিক বা স্বত্বাধিকারী হতো না। এ অবাঞ্ছিত প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যেমন- নিম্নোক্ত হাদীছসমূহে বর্ণিত আছে ঃ

৮৬৫৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, জাহিলিয়াতের যুগে নারীদেরকে সম্পদের ওয়ারিস করা হত না। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় " وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ "

৮৬৫৬. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু কাহ্লা ছালাবা, আওছ ইব্ন ছুওয়াইদ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। তাঁরা ছিলেন আনসারী। তাদের মধ্যে এক জন ছিলেন উম্মু কাহ্লার স্বামী আর দ্বিতীয় জন ছিলেন তার কন্যার চাচা। উম্মু কাহ্লা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আরয করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমার স্বামী আমাকে এবং তাঁর কন্যাকে রেখে মারা গেছেন। আমরা কি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবো না? তাঁর কন্যার চাচা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে তো ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে না, বোঝা বহন করতে পারে না, শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে না এবং কোন উপার্জন করতে পারে না। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا "

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

৮৬৫৭. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বর্বরাবাদ যুগে নারীরা সম্পদে পিতার ওয়ারিস হতো না যারা অধিক বয়সের হত তারা অংশীদার হত, অল্প বয়সের আত্মীয়রা অংশীদার হত না, যদিও তারা পুরুষ । তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَو كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا -

(৮) وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৮. সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।

এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের হুকুম কি বহাল আছে, না রহিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন- উক্ত আয়াতের হুকুম বলবৎ আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬৫৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত অর্থাৎ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُوْلُوا الْقُرْبٰى -এর হুকুম বলবৎ আছে। মানসূখ হয়নি।

৮৬৫৯. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক সনদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৮৬৬০. ইমাম শা'বী (র.) ও ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, আয়াতের হুকুম বহাল আছে।

৮৬৬১. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি, বরং তা পালন করা ওয়াজিব; ওয়ারিশগণের মধ্য হতে যারা বন্টনের সময় উপস্থিত হবে, তাদেরকে কিছু কিছু প্রদান করে সন্তুষ্ট করে দেবে।

৮৬৬২. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন এ আয়াতের হুকুম ওয়ারিশগণের পালন করা ওয়াজিব। আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে খুশী করবে।

৮৬৬৩. শা'বী ও ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেছেন, এ আয়াতের হুকুম বলবৎ রয়েছে, রহিত, হয়নি।

৮৬৬৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতের হুকুম পালন করা ওয়ারিশগণের একান্ত উচিত, যাতে তারা খুশী হয়ে যায়।

৮৬৬৫. সাঈদ ইবন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁকে وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُوْلُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ আয়াত দ্বারা মানুষ মৃত ব্যক্তির অভিভাবক দু'শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণী হল, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যারা অংশীদার বা মালিক হয় না। যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক বা অংশীদার হয়, তাকেই আদেশ করা হয়েছে, সে যেন যারা অংশীদার হয় না তাদেরকে নিজের অংশ হতে কিছু দিয়ে দেয়, অর্থাৎ দান স্বরূপ তাদেরকে কিছু প্রদান করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যারা উত্তরাধিকারীকার সূত্রে মালিক হয় না, তাদের সাথে সদালাপ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের হুকুম বহাল রয়েছে; রহিত হয়নি।

৮৬৬৬. ইবরাহীম, (র.) হতে বর্ণিত, অন্য সূত্রে একটি অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ আয়াতের হুকুম বহাল রয়েছে। কিন্তু মানুষ কৃপণতা ও লোভে লিপ্ত।

৮৬৬৮. হাসান ও মানসূর (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, এর হুকুম এখনও কার্যকর তা রহিত করা হয়নি।

৮৬৬৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আদেশ এখনও কার্যকর, এর উপর আমল করতে হবে। আত্মীয়-স্বজন ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে তা থেকে কিছু দিয়ে খুশী করবে। এটা তাদের প্রাপ্য এবং তা দান করা ওয়াজিব।

৮৬৭১. যুহরী ও হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ - এ আয়াতের হুকুম এখনও কার্যকর।

৮৬৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন খানা মাদানী আয়াতের হুকুম বহাল রয়েছে, কিন্তু মানুষ সে মুতাবিক আমল করা ত্যাগ করেছে। প্রথম হলো, উল্লেখিত এ আয়াত, দ্বিতীয় হলো, সূরা নূর এর ৫৮ নং আয়াত। যাতে গৃহে প্রবেশের অনুমতি লাভের নির্দেশ রয়েছে। (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হতে اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ পর্যন্ত এবং তৃতীয় আয়াত يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)।

৮৬৭৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (র.) বলতেন, এ আয়াতের হুকুম এখনও কার্যকর।

অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

৮৬৭৪. সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, উত্তরাধিকার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে বন্টনের এ নিয়ম ও নীতি কার্যকর ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরাধিকারিগণের জন্য বিধান অববতীর্ণ করেন, তখন যারা আত্মীয় অথচ উত্তরাধিকারী নয়,তাদের জন্য ওসীয়াত কার্যকারিতার আদেশ করা হয়।

৮৬৭৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা.)- কে বন্টনের এ আয়াত وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ -এর কার্যকারীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন এর কার্যকারিতা নেই।

৮৬৭৬. অপর এক হাদীসে কাতাদা (র.)-এর সনদে বাশার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেছেন, ফারায়েয ও উত্তরাধিকার বিধানের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এ আয়াতের হুকুম কার্যকর ছিল, কিন্তু ফরায়েয ও উত্তরাধিকার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর উক্ত আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

৮৬৭৭. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উত্তরাধিকার বিধানের আয়াত এ আয়াতের হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে।

৮৬৭৯. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى হতে قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -পর্যন্ত এ আয়াতের হুকুম ফারায়েয এর আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল, আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার কিছু দিন পর আল্লাহ্ তা'আলা ফারায়েয এর বিধান নাযিল করেন। এর মাধ্যমে উত্তরাধিকারিগণের প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ প্রাপ্য বন্টন ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আর মৃত ব্যক্তির ওসীয়াতকে সাদকা বা দান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

৮৬৮০. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উত্তরাধিকার বিধানের আয়াত এ আয়াতের হুকুমকে বাতিল করে দিয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি, বরং এর হুকুম এখনও কার্যকর। তবে وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ -এর অর্থ, মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার সম্পত্তি যাদের জন্য ওসীয়াত করবে, সে সম্পত্তির বন্টনকালে যারা উপস্থিত থাকবে। তাফসীরকারগণ বলেছেন- এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি হতে কিছু অংশ কারো জন্য তার মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত করতে চায়, তবে সে সব লোকদের জন্য ওসীয়াত করবে যাদের নাম আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৮৬৮১. কাশিম ইবন মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আইশা (রা.) জীবিত থাকাবস্থায় আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) তাঁর পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করে পরিবারবর্গের প্রত্যেককে এমনভাবে প্রদান করেন যে, তা থেকে কেউ বাদ পড়েন নি। বন্টন করে দেওয়ার পর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ কাশিম (র.) বলেন, এরপর আমি ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উক্ত ঘটনা বললে তিনি বলেন, সে যা করেছে, আয়াতের মর্মে তা বুঝা যায় না। বরং আয়াতের মধ্যে ওসীয়াত সম্বন্ধীয় বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে আত্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ হতে বঞ্চিত, তাদের জন্য মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত করবে এবং মৃত্যুর পর ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবে।

৮৬৮২. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে অপর সনদে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৬৮৩. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আত্মীয়গণের মধ্যে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করার আদেশ করা হয়েছে।

৮৬৮৪. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তার ওসীয়াতকৃত এক তৃতীয়াংশ বন্টনের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৮৬৮৫. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسٰكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ওসীয়াতকৃত সম্পদ হতে প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

৮৬৮৬. ইব্ন যায়দ (র.)-হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسٰكِينَ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায় বলেছেন القسمة অর্থ ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি বন্টন। যখন কোন ব্যক্তি ওসীয়াত করত, তখন সে মারা গেলে অন্যান্যরা বলতো, অমুকের সম্পত্তি বন্টন করা হবে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন- ارزقوهم منه অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইরশাদ করন, যাদের জন্য ওসীয়াত করা যায়, তাদের জন্য ওসীয়াত কর। قولوا لهم قولا معروفا অর্থাৎ ওসীয়াতকৃত সম্পদ বন্টন কালে উপস্থিত আত্মীয়-অনাত্মীয়গণের মধ্যে যারা ওসীয়াতের অর্ন্তভুক্ত নয়, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন- এ আয়াতের যারা ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতের কার্যকারিতা বা হুকুম এখনও রহিত হয়নি, তাদের ব্যাখ্যাকেই আমি উত্তম ও বিশুদ্ধ মনে করি। অর্থাৎ ওসীয়াতকারীর আত্মীয়গণের প্রতি ওসীয়াতের ক্ষেত্রে এ আয়াতের হুকম এখনও কার্যকর। ইয়াতীম ও মিসকীনদের মধ্যে যারা ওসীয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদেরকে কিছু দান করা সম্ভব না হলে, ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করবে।

তিনি বলেন, এ ব্যাখ্যাটিকে আমি এ জন্য উত্তম মনে করি যে, যেহেতু পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্র যে হুকুম বা নির্দেশ রয়েছে, অথবা হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র যবানে তিনি যে আদেশ করেছেন, তাতে একথা বলা বৈধ হবে না যে, মহান আল্লাহ্র এ হুকুম অন্য হুকুমের জন্য ناسخ (নাসিখ) বা রহিতকারী অথবা এ হুকুমটি অন্য হুকুমের কারণে منسوخ (মানসূখ) বা অকার্যকর। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি দু'টি হুকুম একই সময়ে একই বিষয়ে একটি ناسخ এবং অপরটি منسوخ হয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তখন একটিকে ناسخ এবং অপরটিকে منسوخ মেনে নিতে হবে অর্থাৎ একটির কার্যকারিতা থাকবে। কাজেই মহান আল্লাহ্র বাণী وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ -এর মর্ম হবে ওসীয়াতকারীর ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি বন্টনের সময় আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনগণ যদি উপস্থিত হয়, তা হলে যে সকল আত্মীয় উত্তরাধিকারী হিসাবে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশীদার নয়, তাদেরকে فارزقوهم منه -এর মর্ম অনুযায়ী ওসীয়াতকৃত সম্পত্তির কিছু অংশ প্রদান করবে, আর অন্যান্য যারা ইয়াতীম এবং মিসকীন, তারা কিছু যদি না পায়, বা দান করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের প্রতি সদাচরণ করবে এবং সদালাপের মাধ্যমে বিদায় করে দেবে, যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ-

তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথা অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হল। এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য (সূরা বাকারা ঃ ১৮০)।

মীরাছের আয়াত দ্বারা এ আয়াতের হুকুম রহিত (منسوخ) হয়নি এবং মীরাছের আয়াত দ্বারা এ আয়াতের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এ কথাও বলা কারো জন্য ঠিক হবে না। কেননা, এর কার্যকারিতা নেই বলে কুরআন বা হাদীসে তার কোন প্রমাণ নেই। আর এ আয়াতের গ্রহণযোগ্য স্পষ্ট ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, পরবর্তীতে মীরাছের আয়াতে সম্পত্তিতে যাদের অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তাদের পক্ষে ওসীয়াতের আর প্রয়োজন নেই। তাদের জন্যেই শুধু ওসীয়াত রহিত করা হয়েছে।

কাজেই اذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ -যে আত্মীয়দের জন্য সম্পত্তি বন্টনের ওসীয়াত করা হয়, তাদের মধ্যে ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি বন্টনের সময় যাদের জন্য ওসীয়াত করা হয় নি, তাদেরকে কিছু দান করবে। وَقُوْلُوا لَهُم قَوْلاً مَّعْرُوْفًا -অর্থাৎ ওসীয়াতের সম্পত্তি বন্টন কালে উপস্থিত বা আগত ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে কিছু প্রদান করা সম্ভব না হলে, তাদের প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করে সদালাপে সন্তুষ্টভাবে তাদেরকে বিদায় করবে। মীরাছের আয়াত নাযিল হওয়ার পর যারা বলেছেন এ আয়াতের কার্যকারিতা নেই, আর যারা বলেছে এর কার্যকারিতা এখনও আছে, আবার বলেন উক্ত আয়াতে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ আদিষ্ট, এরা সকলেই এ কথায় একমত যে, আল্লাহ্ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُو لُو الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ -এতে ইরশাদ করেন- তার সম্পত্তি হতে তাদেরকে কিছু দান কর। وَقُوْلُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا (এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর)। এ মত পোষণকারীদের কতিপয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বাকী ব্যাখ্যাকারদের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা গেল ঃ

৮৬৮৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى الْمَسَاكِيْنُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ মু'মিনগণকে আদেশ করেছেন, তাদের মধ্যে হতে কোন লোক তার মৃত্যুকালে যদি ওসীয়াত করে যায়, তবে তাদের সে সম্পত্তির ওসীয়াতকৃত অংশ হতে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীমদেরকে যেন কিছু প্রদান করে। যদি ওসীয়াত না করে যায়, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে প্রদান করবে।

৮৬৮৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের সময় ....।

৮৬৮৯. হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.) হতে মুছ'আব (র.)-এর মৃত্যুর পর যখন তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়, তখন সে সম্পত্তি হতে হিশামকে তার পিতা 'উরওয়া কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন।

৮৬৯০. ইব্ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মৃতের সম্পত্তি বন্টনকালে তারা ওদেরকে সামান্য কিছু প্রদান করতো।

৮৬৯১. হিত্তান (র.) হতে বর্ণিত, আবূ মূসা আদেশ করেছেন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনকালে বিত্তহীন প্রতিবেশী উপস্থিত থাকলে তা হতে তাদেরকে কিছু দান করবে।

৮৬৯২. হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ্ রুকাশী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ -এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আবূ মূসা সম্পত্তি বন্টন করেছেন।

৮৬৯৩. হিত্তান হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ -এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আবূ মূসা মৃতের সম্পত্তি বন্টন করেন।

৮৬৯৪. আলা ইব্ন বদর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তারা সে ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে সিন্দুকে রক্ষিত সম্পদ দান করে দিতেন এবং যা বন্টনের পর বেঁচে যেত তাও দান করতেন।

৮৬৯৫. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) এবং হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলতেন, সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে কিছু দান করার জন্য আয়াতে বলা হয়েছে।

৮৬৯৬. হাসান (র.) ও আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ আয়তাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন- তারা সামান্য কিছু উপস্থিত আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে দিতেন এবং ভাল ব্যবহার দিয়ে বিদায় করতেন।

যে সকল তাফসীরকার এ আয়াতের হুকুম এখনও কার্যকর বলেছেন, তাঁরা তারপর একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। উত্তরাধিকারীদের উপর আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভবগ্রস্তদের জন্য সম্পত্তি বন্টন করা ওয়াজিব। কোন কোন উত্তরাধিকারী যদি কম বয়সী (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) হয়,তবে তার সম্পত্তির যে ব্যক্তি অভিভাবক হবে, সেই তার পক্ষে বন্টন করবে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকের অভিভাবক, উক্ত সম্পত্তি এবং ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি বন্টন করার বা কাউকে প্রদানের অধিকার তার নেই। কেননা, সে উক্ত সম্পত্তির মালিক নয় বরং মৃতের সম্পত্তি বন্টনকালে যারা উপস্থিত থাকবে, তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, তাদের প্রতি সদালাপ করার জন্য মহান আল্লাহ্ (ইয়াতীমের) যে অভিভাবককে আদেশ করেছেন, সে তো ইয়াতীমের সম্পত্তি (মৃতের) ইয়াতীমের মধ্যে এবং ইয়াতীমের সাথে অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে যখন বন্টন করবে, তখন ইয়াতীমের সম্পত্তির সে অভিভাবক মাত্র। তবে সে অভিভাবক যদি ওয়ারিশগণের অর্থাৎ উত্তরাধিকারিগণের মধ্য হতে সে একজন অংশীদার হয়, তবে সে তাদেরকে নিজের অংশ হতে কিছু দান করতে পারবে এবং যে অভিভাবক অন্য অন্য অংশীদারদের সাথে নিজে অংশীদার হওয়ায় সকলের অংশের উপর কর্তৃত্ব করার যদি ক্ষমতা রাখে, তবে সে সকলের অংশ হতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে কিছু দান করতে পারবে। তাঁরা আরও বলেছেন, কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পত্তির উপর যার অভিভাবকত্ব, সে সম্পত্তি হতে তাদেরকে কিছুই দান করা তার জন্য জায়েয হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬৯৭. আবূ সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.)-কে এ আয়াত وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জবাবে তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তি যদি তাদের জন্য কোন বিষয়ে ওসীয়াত করেন, তবে সে ওসীয়াত তাদের জন্য কার্যকরী হবে এবং যদি ওয়ারিশ বয়স্ক হয়, তবে তাদেরকে সামান্য কিছু দেবে। আর যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে তাদের অভিভাবক বলে দেবে, আমি এ সম্পত্তির মালিক নই এবং এতে আমার কোন অংশ নেই। এ সম্পত্তি শিশুদের। এরূপে বলে দেওয়াই হল وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا -এর মর্মার্থ।

৮৬৯৮. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অভিভাবক দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর অভিভাবক হল যে উত্তরাধিকারী হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী হল যারা উত্তরাধিকারী হয় না। যে উত্তরাধিকারী হয়, সে দান করতে পারে এবং যে উত্তরাধিকারী হয় না, তার জন্যই আল্লাহ্ পাক বলেছেন وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا অর্থাৎ যে অভিভাবক কোন সম্পত্তির মালিক নয়, সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

৮৬৯৯. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) এবং হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলতেন, তাদের সম্পত্তি বন্টন কালে অর্থাৎ উক্ত আয়াতে যা বলা হয়েছে তা পালন করা হতো। প্রাপ্ত বয়স্ক মালিক হলে সে নিজে তা গ্রহণ করতো এবং অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে তা থেকে দান করতো। আর যদি ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম হতো, সে ইয়াতীমের অভিভাবক বলে দিতেন, এ সম্পত্তির মালিক ইয়াতীম অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এ থেকে কিছু দান করা সম্ভব নয়। আর তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন।

৮৭০০. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তরাধিকারিগণ যদি পূর্ণ বয়স্ক হতো, তবে তারা সামান্য কিছু দান করতো, আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে, কিছু প্রদান করা সম্ভব নয় বলে ওযর পেশ করতো।

৮৭০১. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কেউ অভিভাবক হলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দেরকে সে সম্পত্তি হতে সামান্য পরিমাণে দান করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে অপারগতা পেশ করে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন।

৮৭০২. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন প্রক্রিয়া তিন প্রকারে হতে পারে। প্রথম প্রকার ঃ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের জন্য ওসীয়াতকৃত অংশ, যাদের জন্য ওসীয়াত করা হয়, তারা

উপস্থিত হয়ে তাদের অংশ নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় প্রকার ঃ উত্তরাধিকারিগণ পুরুষ হলে তারা উপস্থিত হয়ে প্রাপ্য অংশ হিসাবে বন্টন করবে। আর তাদের কর্তব্য হল আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের জন্য কিছু দেওয়া। তৃতীয় ঃ উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার অভিভাবক তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আর যেসব আত্মীয় উপস্থিত থাকবে, তাদেরকে বলে দেবে, তোমাদের প্রাপ্য ঠিকই থাকবে এবং তোমাদের আত্মীয়তাও ঠিক থাকবে। সম্পত্তির মধ্যে আমার কোন অংশ থাকলে আমি তোমাদেরকে কিছু দিতাম। কিন্তু তারা অপ্রপ্ত-বয়স্ক হওয়ায় তাদের সম্পত্তি হতে কিছু দেওয়া যায় না, তবে তারা বয়স্ক হলে যখন তারা তোমাদের হক সম্পর্কে জ্ঞাত হবে বা বুঝতে পারবে এটাই হল قَوْلًا مَّعْرُوْفًا অর্থাৎ ভাল ব্যবহার।

৮৭০৩. সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উত্তরাধিকারী যদি (সম্পত্তি) বন্টন কালে উপস্থিত থাকে, যে মালামাল বন্টনযোগ্য নয়, যেমন- থালা-বাসন ইত্যাদি। তাহলে তাদেরকে সামান্য কিছু প্রদান করবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ইয়াতীম হয় তাহলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত-বয়স্ক হোক অথবা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক তার প্রাপ্ত সম্পদ থেকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীনকে দেওয়া ওয়াজিব। যদি উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়, তবে সে নিজেই বন্টনের সময় তাদেরকে কিছু দান করবে। যদি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক হয়, তবে তা তার অভিভাবকের দায়িত্ব থাকবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭০৪. উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার ওসীয়াতকৃত সম্পত্তির অভিভাবক হন। তারপর তিনি আলোচ্য আয়াতের আলোকে একটি বকরীর জন্য আদেশ করেন এবং যবাই করে খাদ্যের ব্যবস্থা করে তা উপস্থিত সকলকে খেতে দেন এবং বলেন- যদি এ আয়াত না হত, তবে তার আয়োজন আমার সম্পত্তি থেকেই করতে হত। উবায়দা (র.) বলেন, হাসান (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের হুকম মানসূখ হয়নি। তারা উপস্থিত থাকত, তারপর তাদেরকে কিছু জিনিষপত্র এবং মৃত ব্যক্তির পুরানো কাপড় দান করা হত। ইউনুস (র.) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.) একবার ওসীয়াতকৃত সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অথবা (বর্ণনায় সন্দেহ) ইয়াতীমদের অভিভাবক হন। তারপর তিনি একটি বকরীর ব্যবস্থা করে তা যবাই করে খানা তৈয়ার করেন এবং উপস্থিত সকলকে খেতে দেন। যেমন- উবায়দা (র.) করেছিলেন।

৮৭০৫. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, উবায়দা (র.) ইয়াতীমদের সম্পত্তি বন্টন করেন। বন্টনের পর তিনি তাদের অর্থে একটি বকরী ও খাদ্য ক্রয় করে খানার ব্যবস্থা করে এসকলকে খেতে দেন

এবং বলেন, যদি এ আয়াতটি না হত অর্থাৎ এর কার্যকারিতা না থাকত, তাহলে আমি নিজের অর্থ দ্বারা এ ব্যবস্থা করা পসন্দ করতাম। তারপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ "সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দেবে।"

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন- যাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এবং যারা বলেছেন- সম্পত্তি বন্টনের সময় উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু প্রদান করবে, তারা فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ -এর ব্যাখ্যায় অর্থ করেছেন, ত্যাজ্য সম্পত্তি তাদেরকে কিছু দান করবে। আর যারা উবায়দা (রা.) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের (র.) বর্ণনা দু'টিকে ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করেছেন, তারা فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন -এর অর্থ তা হতে তোমরা তাদেরকে খাদ্য দান কর।

তাফসীরকারগণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমদের অভিভাবকগণের প্রতি আদেশ করেছেন যে, যে সকল আত্মীয় উত্তরাধিকারী নয় এবং ইয়াতীম, মিসকীন যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনকালে উপস্থিত থাকে, তবে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ যেন তাদেরকে বলে দেয়, অভিভাবক হিসাবে অংশীদারগণের মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য হিসাবে তাদের অংশ সঠিকভাবে বন্টন করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু কিছু দান করায় অপারগ এ কথা ভদ্রতা ও শালীনতার ভাষায় কৌশলে তাদেরকে বলে দেবে। যেমন- বর্ণিত আছে ঃ

৮৭০৬. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা উত্তরাধিকারী নয়, এ ধরনের লোক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের সময় উপস্থিত থাকলে তাদের সাথে অভিভাবকগণ ভাল ব্যবহার করবে। যেমন এভাবে তাদেরকে বলে দেবে, 'যাদের অর্থ-সম্পদ, তারা উপস্থিত নেই' অথবা একথা বলবে, এসব সম্পত্তি নাবালেগ ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের, এতে তোমাদের কিছু দাবী বা 'হক' আছে, কিন্তু আমরা এর মালিক না হওয়ায় তোমাদেরকে তা থেকে কিছুই দিতে পারছি না। এটাই قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -এর ব্যাখ্যা।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন- وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন- ওসীয়াতের ক্ষেত্রে সম্পত্তি বন্টনকালে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। অর্থাৎ তাদের জীবিকা, ধন-সম্পত্তি এবং অন্যান্য যাবতীয় কল্যাণের জন্য দু'আ ও কুশল কামনা করবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

(৯) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

৯. আর যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অসমর্থ সন্তান-সন্ততি রেখে যায়, পরে তাদের অবর্তমানে তাদের অবস্থা যেন ভেবে দেখে, (এমন লোককে তাদের জন্য (পূর্বেই) ভীত এবং সঙ্কুচিত হওয়া উচিত)। কাজেই তারা যেন আল্লাহ্‌র ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন ঃ

৮৭০৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ- এ আয়াত সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। সে এমন ওসীয়াত করেছে যা তার ওয়ারিশানের জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্ পাক আদেশ করেন যেন সে আল্লাহ্ পাককে ভয় করে এবং সঠিকভাবে ওসীয়াত করে। আর ওয়ারিশানের প্রতি খেয়াল রাখে। যদি তার ওয়ারিশান বিপদগ্রস্ত হবে বলে ভয় করে, এমতাবস্থায় তার যা করণীয়, তাই যেন সে করে। ওসীয়াত মত সম্পত্তি বন্টনকারিগণ যেন মহান আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে স্থান দেয়, আরও উল্লেখ্য যে, সে তৃতীয় ব্যক্তি বা বন্টনকারী যেন তার নিজের ব্যাপারে এ ধরনের পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখে, তার উত্তরাধিকারিগণ যদি এরূপ অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন কি সে এরূপ হয়ে যাওয়াকে পসন্দ করবে, না কি তাতে উদ্বিগ্ন হবে?

৮৭০৮. অপর এক সনদে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাকে তখন বলা হতো, তুমি তোমার ধন-সম্পদ সাদকা-খায়রাত হিসাবে দান কর। গোলাম আযাদ কর এবং তা হতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান কর। কিন্তু পরে তাদেরকে এরূপ পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, তাকে যেন কেউ গোলাম আযাদ করার জন্য বা সাদকা-খায়রাতের জন্য অথবা মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার ধন-সম্পদ খরচ করার জন্য আদেশ না করে। বরং ঋণ- বা কর্জ বাবদ সে কারো নিকট পাওনা আছে কি না বা তার নিকট কেউ পাওনা আছে কি না, তার বিবরণ দেওয়ার জন্য তাকে বলা হবে। তার আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে না, তাকে যেন তার সম্পত্তি হতে কিছু অংশ ওসীয়াত করে দিয়ে দেয় এবং তাদের জন্য তার সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ অথবা এক চতুর্থাংশ ওসীয়াত করবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন- তোমাদের মধ্যে কি কেউ এটা খারাপ জানে না যে, সে যখন মরে যাবে,

তখন তার নাবালেগ সন্তানেরা অসহায় অবস্থায় থাকবে? তাদেরকে অর্থ-সম্পদহীন অবস্থায় তার মৃত্যুকালে ছেড়ে যাবে। তারপর তারা অন্যান্য লোকের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে অর্থাৎ অন্যের দ্বারস্থ হয়ে যাবে? কাজেই তোমাদের কারো জন্যই অন্যকে এমন কোন বিষয়ে আদেশ-উপদেশও দেওয়া উচিত হবে না, যা তোমরা নিজেদের জন্য এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য পসন্দ করো না। তবে যা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ, তা বলবে।

৮৭০৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাকে ন্যায়ও কল্যাণের কথা বলে এবং সে যদি ওসীয়াতে কোন অন্যায় ও জুলুম করতে চায় তবে তাকে তা হতে বিরত রাখবে, আর তার সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তিত হবে।

৮৭১০. কাতাদা (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "যখন তুমি কারো মৃত্যুকালে তার ওসীয়াতের সময় উপস্থিত থাকবে, তখন তুমি তাকে এমন বিষয় আদেশ করবে, যা তুমি নিজেকে আদেশ করতে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং তোমরা সন্তানদেরকে অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে তুমি মারা গেলে পরে তাদের কি অবস্থা হবে। মৃত্যুর পূর্বে তাদের জন্য সে চিন্তায় তুমি যেরূপ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে, সে ব্যক্তির অসহায় সন্তানদের ব্যাপারেও তদ্রূপ চিন্তিত হও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

৮৭১১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কোন লোকের মৃত্যুর সময় এসে গেলে তার ওসীয়াতের সময় লোকজন উপস্থিত হয়ে তাকে একথা বলা ঠিক হবে না যে, তোমার সমস্ত সম্পদ সম্পর্কে ওসীয়াত কর। তোমার আখিরাতের সম্বল সংগ্রহ কর। কেননা আল্লাহ্ পাকই তোমার সন্তানদেরকে রিয্ক দান করবেন। তার সমস্ত সম্পত্তি ওসীয়াত করানো ব্যতীত তাকে তারা ছাড়ে না। যারা তার মৃত্যুকালে তার নিকট উপস্থিত থাকে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি তার সন্তানাদির জন্য কোন সম্পত্তি না রেখে তাদেরকে নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তার সন্তান যদি থাকে অসহায়, এমন অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যেমন তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হবে, তদ্রূপ তোমাদের প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের অসহায় সন্তানদের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। কাজেই তার উচিত সঙ্গত কথা বলা।

৮৭১২. হাবীব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (র.) একবার সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ -এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, কোন লোকের মৃত্যুর সময় হলে তার নিকট যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাকে বলে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, আত্মীয়গণের সাথে

রক্তের সম্পর্ক ঠিক রাখ, তাদেরকে দান কর এবং তাদের সাথে সদাচরণ কর। আর তারা যদি এমন হত যাদেরকে সে ওসীয়াতের জন্য আদেশ করছে, তবে তারা তাদের সন্তানদের সম্পত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম মনে করত।

৮৭১৩, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের নিকট ইয়াতীমরা এসে বলত আল্লাহ্‌কে ভয় কর, রক্তের সম্পর্ক ঠিক রাখ এবং তাদেরকে দান কর। যদি তারা সে সব ইয়াতীমদের পর্যায়ে হত তবে তারা তাদের সন্তানদের জন্য সম্পত্তি রেখে যাওয়াকে পসন্দ করত।

৮৭১৪. দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তির মরণকালে সে ওসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে যখন কেউ তার নিকট উপস্থিত থাকবে তখন যেন সে তাকে এ কথা না বলে- "তোমার যে সম্পদ আছে তা দিয়ে গোলাম আযাদ কর এবং সাদকা কর।" এভাবে তার ধন-সম্পদ নিঃশেষ করে দিয়ে পরিবারবর্গকে অসহায় ও অভাবের মধ্যে ছেড়ে দেয়। তাকে তোমরা আদেশ করবে সে যেন লিপিবদ্ধ করে রাখে যে, সে মানুষকে যে কর্জ প্রদান করেছে তার সে কি পাওনা আছে এবং সে মানুষের নিকট যে ঋণী আছে, তা যেন লিপিবদ্ধ করে রাখে। আর তার ধন-সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সম্পদ তার যে সকল আত্মীয় উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত, তাদেরকে দান করে বাকী সমস্ত সম্পত্তি স্বীয় উত্তরাধাকারীদের জন্য ছেড়ে যাবে।

৮৭১৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্পত্তি বন্টনের বেলায় আল্লাহ্ পাকের ফয়সালাই যথেষ্ট। কাজেই যারা উপস্থিত থাকবে, তারা তার সন্তানদের জন্য বলবে, তুমি তার অংশ কম দিয়েছ। তাকে আরও বাড়িয়ে দাও। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ - অর্থাৎ তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তারা অসহায় অবস্থায় তাদের নিজেদের সন্তানদেরকে পেছনে ছেড়ে গেলে তাদের কি অবস্থা হত, যে জন্য তারা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত, তাকে বলে দেবে তোমার সন্তানের জন্য তোমার ধন-সম্পত্তি ন্যায়ানুগ কিছু রেখে যাও।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা ওসীয়াতকারীর ওসীয়াত করার সময় তার নিকট উপস্থিত থাকে, তারা সন্তানদেরকে অসহায় অবস্থায় পেছনে ছেড়ে গেলে তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতো। তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়াত করতে মানা করে এবং সন্তানাদির জন্য ধন-সম্পদ রেখে যেতে আদেশ করে।

উপস্থিত যারা ওসীয়াতের সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশী তারা যদি ওসীয়াতকারীর আত্মীয়ের মধ্যে হয়, আর তাদেরকে যদি সম্পত্তি ওসীয়াত করে দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদেরকে আনন্দ দান করবে। কিন্তু অসহায় সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা কিছুতেই করতে দেওয়া যায় না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭১৬. হাবীব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হাকাম ইব্‌ন 'উতায়বা একবার মিকসাম (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) কি বলেছেন? আমরা তাঁকে বললাম, তিনি এরূপ বলেছেন। মিকসাম (রা.) বললেন বরং তার অর্থ হল এই- কোন লোকের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, যে লোক তার নিকট উপস্থিত থাকবে সে তাকে বলবে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার ধন-সম্পত্তি তোমার নিকটেই সংরক্ষণ করে রাখ। তোমার ধন-সম্পত্তির তোমার সন্তানের চেয়ে বড় অধিকারী আর কেউ নেই।

৮৭১৭. হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মিকসাম (রা.) বলেছেন, তারা সে সব লোক, যারা বলে- আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার যে ধন-সম্পত্তি আছে, তা তোমার নিকট সংরক্ষিত রাখ। অথচ তারা যদি তার আত্মীয় হত এবং তাদেরকে সে তার ধন-সম্পত্তি ওসীয়াত করে দান করে দিলে তারা খুশী হতো।

৮৭১৮. মু'তামার (র.) তাঁর পিতা সুলায়মান (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হাদরামী (র.) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রকৃত মর্ম হল, ওসীয়াত যাদের জন্য করা যায়, ওসীয়াতকারী যেন তাদের জন্যই ওসীয়াত করে, সেজন্য তাকে তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তি যেন বলে দেয়। যেমন, উপস্থিত ব্যক্তি যদি তার পর্যায়ে হতো এবং তার সন্তানাদি থাকতো, তবে সে তাদের জন্য ওসীয়াত করে যাওয়াকে অধিক পসন্দ করতো। আর সে যদি নিজে উত্তরাধিকারী হয়, তখন সে নিজের হক পেতে বাধা দেবে না। সে নিজের মৃত্যুকালে তার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য যেমন করতো, অন্য যে ব্যক্তি মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত, তার সন্তানের জন্যও তদ্রূপ চিন্তা করে তাকে বলা পসন্দ করতো। কাজেই, মহান আল্লাহ্‌কে এ ব্যাপারে ভয় করে সে যেন ওসীয়াতকারীকে সঠিকভাবে ওসীয়াত করার জন্য নির্দেশ দেয়; যদিও সে নিজে তার উত্তরাধিকারী হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং আলোচ্য আয়াতের অর্থ, ইয়াতীমদের অভিভাবদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল যে, যারা ইয়াতীমদের অভিভাবক হবে, তারা ভালভাবে তাদের জানমালের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে তারা বড় হয়ে যাবে এ বলে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবে না। তারা তাদের এমনভাবে যত্নআদর করবে, যেমন নিজেদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হয়। তারা যদি সেসব লোক হত, যারা এমন অবস্থায় মারা গেছে যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে অসহায় ইয়াতীম ও নাবালক অবস্থায় ছেড়ে গেছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন ঃ

৮৭১৯. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার অসহায় নাবালক

সন্তান রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সে তাদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের জন্য উদ্বিগ্ন এবং তারপর যে ব্যক্তি তাদের অভিভাবক হবে সে তাদের সাথে সদাচরণ না করার আশংকা করে। এরূপ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন। এ ধরনের কোন লোকের ইয়াতীম অসহায় সন্তানের কেউ যদি অভিভাবক হয়, তা হলে সে সন্তানদের প্রতি অবশ্যই সদাচরণ করে এবং তারা বড় হয়ে যাবে ভয় করে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি করে তাদের সম্পদ যেন গ্রাস না করে। কাজেই তারা যেন মহান আল্লাহ্কে ভয় করে এবং ভালো কথা বলে।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সন্তানাদি রেখে মরে যায়, তাদের মৃত্যুর পর যে সকল সন্তানের জীবন নির্বাহের যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭২০. সাইবানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমা ইব্ন আবদুল মালিকের শাসন আমলে আমরা কুসতুনতানিয়ার অবস্থান করতাম, আমাদের সাথে ইব্ন মুহায়রি, ইবনুদ্ দায়লামী এবং হানী ইব্ন কুলছুম ছিলেন। সাইবানী (র.) বলেন- শেষ যমানায় কি অবস্থা হবে আমরা তা নিয়ে পরস্পর এক সময় আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন, আলোচনার মধ্যে একটা বিষয় আমি শুনে সংকোচিত হয়ে যাই। তিনি বলেন, আমি এরপর ইবনুদ্ দায়লামীকে বললাম, হে আবূ বাশার! আমার কখনও আর সন্তানাদি হবে না! একথা শুনে তিনি তার হাত দিয়ে আমার কাঁধে থাপ্পড় মারেন এবং বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এমন কোন প্রাণী নেই, যার সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক লিখে দিয়েছেন যে, সে কোন পুরুষের ঔরসে জন্ম নেবে, তবে তা অবশ্যই জন্ম নেবে, কেউ তা কামনা করুক বা না করুক।

এরপর তিনি তিনি বললেন, তোমাকে কি আমি কোন বিষয়ে এমন নির্দেশ দেব যে, তুমি তা আমল করলেই আল্লাহ্ পাক তোমাকে তা হতে মুক্তি দান করবেন। যদি তুমি মৃত্যুকালে সন্তান রেখে যাও, আল্লাহ্ পাক কি তাদেরকে হিফাজতে রাখবেন না? সাইবানীকে আমি বললাম- হাঁ অবশ্যই! তিনি বলেন, এরপর ইব্ন দায়লামী এ আয়াত তখন পাঠ করেন ঃ

" وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا

তারা যেন ভয় করে যে,অসহায় সন্তান পেছেনে রেখে গেলে তারা তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই, তারা যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং ভালভাবে কথা বলে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ -এর যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নের ব্যাখ্যাটিই উত্তম- যেমন, বলা হয়েছে যে, যারা মারা যাওয়ার পূর্বে তাদের ধন-সম্পত্তি অধিকাংশই শেষ করে ফেলে অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম অসহায় এবং বিত্তহীনদের জন্য ওসীয়াত করে বন্টন করে দেয় তারপর তাদের সন্তানদের জন্য যে সামান্য বাকী রেখে যায়, তার স্বল্পতা তাদের মৃত্যুর পর সে সন্তানদের

দারিদ্র ও সামর্থহীনতা তাদের জীবন ধারণের জন্য উদ্বেগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমতাবস্থায় তাদের মৃত্যুকালে যারা তাদের নিকট উপস্থিত থাকবে তখন তাদের ছেড়ে যাওয়া সন্তানদের ভবিষ্যৎ দারিদ্র ও অসহায়তার ব্যাপারে তারা যেন আল্লাহ্কে ভয় করে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। যেমন নিজেদের এরূপ মুহূর্তে তাদের মত পরিস্থিতি হলে নিজেরা অবশ্যই উদ্বিগ্ন হত। কাজেই, কোন ব্যক্তির মৃত্যু কালে সে যখন তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং ইয়াতীম-মিসকীন ও অন্যান্য খাতে ওসীয়াত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন যারা তার নিকট উপস্থিত থাকবে তারা যেন তাকে তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে। তারা যেন আল্লাহ্কে এ ব্যাপারে ভয় করে, তাদের যা কর্তব্য তা আদায় করে এবং সংগতভাবে তাকে ন্যায়নিষ্ঠার কথা বলে। তার মৃত্যুর পর ইয়াতীম সন্তানদের জন্য যা তাদের করণীয়, তা যেন আল্লাহ্কে ভয় করে সম্পাদন করে এবং নিজের সন্তানদের জন্য যা করে তাদের জন্যও যেন তা করে। এমনকি নিজের সন্তানকে যেরূপ ভালবাসে ও স্নেহ করে, তাদেরকেও যেন তা করে। ওসীয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক যা জায়েয করে দিয়েছেন এবং মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাব ও রাসূলের প্রতি গভীর বিশ্বাসিগণ ওসীয়াতকারী মু'মিনদের জন্য যা ভাল বা পসন্দ করেছেন, সে সম্বন্ধে তাকে অবহিত করবে, অর্থাৎ সঠিকভাবে তাকে বলে দেবে সে যদি দান খয়রাত ও ওসীয়াত একান্ত করেই তবে এক এক তৃতীয়াংশের বেশী যেন না করে বরং তার চেয়ে যেন কম করে এবং সে যেন স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের মধ্যে ফেলে না যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে আমরা যা বলেছি, তাই উত্তম। আমরা وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছি 'বন্টনের সময় দূরবর্তী আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত থাকলে তাদের জন্য কিছু ওসীয়াত করে যাবে। আমার পূর্বে وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى -আয়াতের যে অর্থ তাফসীরকার বর্ণনা করেছেন, সে নিরীখে আমাদের এ ব্যাখ্যা অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে উত্তম। কাজেই মহান আল্লাহ্র বাণী وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ -আয়াতের ব্যাখ্যার আলোকে وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ মহান আল্লাহ্র এ বাণীতে ওসীয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাদের জন্য শিষ্টাচারিতা ও মানবিক কর্তব্য পালন করার আদেশ করেছেন। কেননা এর পূর্বে আয়াতটিতে ওসীয়াত সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি। সুতরাং এ আয়াতের আদেশ এর পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করাই উত্তম। যেহেতু উভয় আয়াতের মর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ। وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا -এর ব্যাখ্যা সহকারে যে অর্থ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে ইব্ন যায়দ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৮৭২১. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا -আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মিসকীনকে এমন কথা বলবে, যাতে সে খুশী হয়ে যায় এবং যাতে ইয়াতীমের কোন অসুবিধা ও ক্ষতি না হয়। কেননা, সে অসহায়। নিজের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের ব্যাপারে বিবেচনা করবে।

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا অর্থাৎ নিশ্চয় অন্যায়ভাবে যারা ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا -অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ (গ্রাস) করার কারণে কিয়ামতের দিন তারা অগ্নি ভর্তি উদরে হাশরের মাঠে উত্থিত হবে, وسيصلون سعيرا -অর্থাৎ তারা ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করার কারণে উদর ভর্তি জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

৮৭২২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠান হবে যে, তার মুখ, কান, নাক ও চক্ষু হতে অগ্নি শিখা বের হতে থাকবে। যারা তাকে তখন দেখতে পাবে, তারা বুঝতে পারবে যে, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করার কারণে তার এ করুণ অবস্থা।

৮৭২৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর শবে মি'রাজের ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, "আমি সে রাতে এমন বহু লোক দেখেছি, যাদের প্রত্যেকের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত, আর তাদের প্রত্যেককে তাদের ঠোঁট ধরে ফেরেশতারা হা করাচ্ছিল, এরপর অগ্নিদগ্ধ শলাকা তাদের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দেহের নিম্নদেশ দিয়ে বের করছে। তা দেখে আমি বললাম হে জিবরীল! এরা কারা ? জিবরাঈল (আ.) বললেন- এরা সে সব লোক, যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো, তারা অগ্নি দ্বারা উদর পূর্ণ করে।

৮৭২৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমার পিতা বলেছেন- এ অবস্থা মুশরিকদেরই হবে। তাদের কেউ মারা গেলে তখন তাদের সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হতো না। তাদের সম্পদ মুশরিকরা গ্রাস করত। উল্লেখ থাকে যে, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا আয়াতাংশের سيصلون শব্দটি الصَّلَا হতে নিষ্পন্ন এবং الصلا হতে الاصطلاء بالنار (আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করা) ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, سيصلون سعيرًا -এর পাঠ-রীতিতে একাধিক মত রয়েছে।

মদীনা শরীফ ও ইরাকের বিশেষজ্ঞগণ সাধারণতঃ سَيَصْلَوْنَ -এর ياء -কে যবর দিয়ে পাঠ করেন। মক্কা ও কূফার অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ (سَيُصلَوْن) - ياء -কে পেশ দিয়ে পাঠ করেন। যেমন, তারা বলে থাকেন- شَاةٌ مَصلِيَةٌ -অর্থাৎ ভুনা বকরী।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী বলেছেন, 'পেশ' না দিয়ে 'যবর' দিয়ে পাঠ করাটা উত্তম। যেমন কুরআন করীম এর السعير -শব্দের অর্থ- জাহান্নামের উদ্দিপিত অগ্নি যা فعيل -এর ওযনে بالغه বা আধিক্যতার অর্থ প্রকাশ করে, তা থেকেই যুদ্ধের ময়দানে যখন তুমুল আকার ধারণ করে, তখন বলা হয় استعرت الحرب যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত। অতএব سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে وسيصلون نارا مسعرة জাহান্নামের লেলিহান উদ্দিপিত অগ্নিতে তারা প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ইয়াতীমদের সম্পদ যারা গ্রাস করে, তারা জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ করবে।

(١١) يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক ছেলের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু, শুধু কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ; আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যা ওসীয়াত করে তা দেওয়ার ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন ঃ

"يُوصِيْكُمُ اللّٰهُ فِى اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

(আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন এক ছেলের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।)

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন- তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি তোমাদের মধ্যে হতে কেউ মারা যাওয়ার সময় সে তার ছেলে ও মেয়ে সন্তানদেরকে পেছনে ছেড়ে যায়, তবে তার সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তার ছেলেমেয়েগণ। তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যখন তারা ব্যতীত আর কেউ না থাকে, তখন তারা সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। চাই তার সন্তান বালেগ বা নাবালেগ এবং কন্যা হোক সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে এক ছেলের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী রেখে মারা গেলে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির হুকুম ও বিধান সম্পর্কিত স্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি এ আয়াত নাযিল করেন। কেননা, জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা কোন লোক মারা যাওয়ার পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণকে বন্টন করে দিত না। বিশেষ করে যারা শত্রুর মুকাবিলা করতে পারত না এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যারা বিপক্ষের মুকাবিলা করতে পারত না, যেমন মৃত ব্যক্তির কম বয়সী সন্তান এবং স্ত্রীগণ, মৃত ব্যক্তির সন্তানদেরকে বাদ দিয়ে যারা যুদ্ধ করার উপযোগী হত তাদেরকেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করে দিত। এরূপ অন্যায় ও অবিচার উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণ যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ পেয়ে যায়, সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে এবং এ সূরার শেষাংশে প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির সন্তান শিশু হোক, বয়স্ক হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক তার প্রত্যেকেই তাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। অন্য কোন উত্তরাধিকারী যদি না থাকে, তাহলে এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭২৫. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ -আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা নারীদেরকে এবং অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেদেরকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিস করতো না। যে ছেলে সন্তানের যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকত, সে ছেলেই পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হতো। কবি হাসান (র.)-এর ভাই আবদুর রহমান মৃত্যুকালে উম্মু কুজ্জা নাম্নী এক স্ত্রী এবং তার পাঁচ বোনকে পেছনে ছেড়ে যায়। আবদুর রহমান মারা যাওয়ার পরেই প্রথা অনুযায়ী অন্য ওয়ারিশগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিবার জন্য এসে উপস্থিত হয়। তা দেখে উম্মু কুজ্জা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে এসে অভিযোগ পেশ করার পর মহান আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَت

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "কিন্তু শুধু কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ।" তারপর উম্মে কুজ্জা সম্বন্ধে বলেন ঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

অর্থাৎ তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ।

৮৭২৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান এবং পিতা-মাতার জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের নির্ধারিত অংশের বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা যে আয়াতে দিয়েছেন, ফারায়েযের সে আয়াত নাযিল হওয়ার পর অনেকে তা অপসন্দ করে, আর বলতে থাকে, স্ত্রীকে এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ এবং কন্যাকে অর্ধাংশ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে দেওয়া হলো, আর অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেকেও তার অংশ দেওয়া হলো, অথচ তাদের কেউ যুদ্ধ করার উপযোগী নয়, এমন কি যুদ্ধলব্ধ বা গনীমতের মাল তাদের জন্য বৈধ নয়!! তাদের এ অভিযোগে তাদেরকে বলা হল তোমরা এ সমালোচনা হতে চুপ থাক! হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে অনুরোধ করে বললে তিনি এ হুকুম বদলিয়ে দেবেন। তারপর কতিপয় লোক তাঁর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি মেয়েটিকে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দেব? সে তো ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে না এবং যুদ্ধ করতে পারে না। আমরা অবোধ শিশুকে সম্পত্তি দিচ্ছি অথচ তা কোন কাজেই আসছে না?! তারা অজ্ঞতার যুগে এরূপ করতো, পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু যারা যুদ্ধ করত তাদেরকেই দিতো; যারা প্রাপ্ত-বয়স্ক তাদেরকেই দেওয়া হতো। যে বড় যোদ্ধা তাকে বেশী দেওয়া হতো।

অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সম্পত্তি ছেলে সন্তানদের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং পিতা মাতার জন্য ছিল ওসীয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তা রহিত করে দেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭২৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ধন-সম্পত্তি ছেলে সন্তানের জন্য নির্ধারিত আর ওসীয়াত ছিল পিতা ও আত্মীয়গণের জন্য। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা তা রহিত করে প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করেছেন। পুত্র সন্তানের অংশ কন্যা সন্তানের দুই অংশের সমান, মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকাবস্থায় পিতামাতা

উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক অংশ স্ত্রী সন্তান ছেড়ে না গেলে স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধাংশ স্বামীর জন্য, আর সন্তান ছেড়ে গেলে চার ভাগের এক অংশ, কোন সন্তান ছেড়ে না গেলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, আর সন্তান ছেড়ে মারা গেলে এক অষ্টমাংশ। অর্থাৎ আট ভাগের এক অংশ।

৮৭২৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার সন্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং ওসীয়াত ছিল শুধু পিতা এবং আত্মীয়দের জন্য, কিন্তু পরে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত নিয়ম রহিত করে প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করেন যথা, ছেলে সন্তান একজনের অংশ কন্যা সন্তান দু'জনের অংশের সমান। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৮৭২৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৭৩০. মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ থাকাবস্থার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট তাশরীফ আনেন। তিনি এসেই উযূ করেন, উযূর পানি আমার শরীরে ছিঁটিয়ে দেন, তাতে আমি হুঁশ ফিরে পাই। তারপর আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার উত্তরাধিকারী তো হবে কালালা (كلالة-মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে তার অন্যান্য উত্তরাধিকারীকে কালালা বলা হয়) তাই আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিরূপ অবস্থা হবে? তারপরই ফারায়েযের আয়াত নাযিল হয়।

৮৭৩১. হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আবূ বকর (রা.) বনূ সালামা গোত্রের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আমাকে দেখতে গিয়ে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পান। আমাকে অজ্ঞান দেখে তিনি পানি আনিয়ে উযূ করেন। উযূ শেষ হওয়ার পর তিনি আমার উপর পানি ছিঁটিয়ে দেন। তাতে আমি জ্ঞান ফিরে পাই, তারপর আমি আরয পেশ করলাম আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার ধন-সম্পত্তি কি করব ? তখন এ আয়াত নাযিল হয় - يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তানগণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান।)

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ -যদি কন্যা দুই এর অধিক থাকে, তবে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ তিনভাগের দুই অংশ। ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- فَاِنْ كُنَّ -এর অর্থ যদি উত্তরাধিকারিগণ نساء فوق اثنتين -অর্থাৎ এখানে نِسَاءً মৃত ব্যক্তির কন্যাগণ فوق اثنتين -মূলতঃ এর অর্থ সংখ্যায় দুই হতে অধিক فلهن ثلثا ماترك - অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ

করেন, কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছেলে সন্তান পেছনে না ছেড়ে যদি কন্যা-সন্তান একাধিক ছেড়ে যায়, অন্য ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী থাকুক বা না থাকুক, তবে সে কন্যা সন্তানদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ তিন ভাগের দুই অংশ।

আরব ভাষাবিদগণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً -এর অর্থ বিশ্লেষণে একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন, ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, বসরা এবং কূফার কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً -এর অর্থ আমি যা বলেছি, তারাও সে মত পোষণ করেন। তারা অর্থাৎ বসরা ও কূফার অন্যান্য ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন- এর অর্থ- তা নয়, বরং তার অর্থ হল فَاِنْ كَانَ الْاَوْلَادُ نِسَاءً (অর্থাৎ ছেড়ে যাওয়া সন্তানরা যদি মেয়ে হয়) যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى اَوْلَادِكُمْ এখানে اَوْلَاد বলে উল্লেখ করেছেন, এরপর অংশ বন্টনের নির্দেশে বলেছেন فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً (যদি মেয়ে সন্তান হয়) আবার যা বলেছেন, তা তার অর্থ বা বিশ্লেষণে বলেছেন যথা- وان كان الاولاد نساء - الاولاد واحدة وان كان যদি সন্তান একমাত্র কন্যা হয়)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন- প্রথমে আমি বসরার ব্যাকরণবিদগণের যে অভিমত উল্লেখ করেছি আমার মতে সেটাই উত্তম। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ - আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ, এবং তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ, ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- وَاِنْ كَانَتْ -অর্থ পেছনে ছেড়ে যাওয়া উত্তরাধিকারী যদি শুধু মাত্র এক কন্যা হয়; فَلَهَا النِّصْفُ -অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, তবে সে এক কন্যার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ। কিন্তু অর্ধাংশ সে তখনই পাবে, যদি তার সাথে মৃত ব্যক্তির আর কোন ছেলে সন্তান বা কন্যা সন্তান না থাকবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এখানে এ আয়াতে কন্যা সন্তান এক বা দুইয়ের অধিক হলে, তাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কন্যা সন্তান দুইজন হলে, তাদের অংশ কোথায়? তবে তার উত্তর হল কন্যা সন্তান দুইজনের অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস দ্বারা নির্ধারিণ করা হয়েছে। যথা বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ترك رجل وامرأة بنتا ـ فلها النصف وان كانتا اثنتين او اكثر فلهن الثلثان .... اخرجه البخارى (الفتح ١٢ : ٨)

অর্থাৎ যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক যদি এক কন্যা ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অর্ধাংশ এবং দুই বা তার অধিক কন্যা সন্তান ছেড়ে গেলে তাদের জন্য দুই তৃতীয়াংশ (বুখারী)।

হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, উক্ত হাদীসের উপর কোন প্রকার সন্দেহ করা যায় না। তারপর মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلِاَبَوَيْهِ -এর অর্থ মৃতের পিতা-মাতা; لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ -অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তার উত্তরাধিকারী পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। উভয়ে সমান সমান এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। তাদের দুইজনের কেউ এক ষষ্ঠাংশের অধিক পাবে না। اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ তখন পাবে, যখন মৃত ব্যক্তি তার পিতা-মাতার সাথে কোন সন্তান ছেড়ে যাবে, সে সন্তান ছেলে হোক বা কন্যা হোক এবং একজন হোক বা একাধিক।

যদি প্রশ্ন করা হয় মৃতের পিতা-মাতার অংশ সম্পর্কে যদি উপরোক্ত ব্যাখ্যা মুতাবিক হয়। তবে তাতে অনিবার্য রূপে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, মৃত ব্যক্তির এক কন্যা সন্তান থাকাবস্থায় তার জীবিত পিতা তার পুত্র সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশের অধিক আর কিছুতেই পাবে না, অথচ এটা সর্বজন স্বীকৃত মতের খেলাফ বা বিপরীত। তা হলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা তার অংশ নিয়ে যাওয়ার পর বাকী অবশিষ্টাংশ কে পাবে? অথচ সর্বজন স্বীকৃত মতে মৃত ব্যক্তির কন্যা তার অংশ নিয়ে যাওয়ার পর বাকী সব সম্পত্তি তার পিতার?

জবাবে বলা যায়, ঘটনা তুমি যা মনে করেছ, তা নয়। মৃত ব্যক্তির সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, একজন হোক বা একাধিক হোক, থাকাবস্থায় তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবেন, তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতেই তাদের নির্ধারিত অংশ। এরপর এক কন্যা সন্তান তার অর্ধাংশ নিয়ে যাওয়ার পর সে কন্যা ও তার পিতা ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকা অবস্থায় তাকে বাকী অবশিষ্টাংশ অতিরিক্ত ভাবে দেওয়ার বিধান রয়েছে। পরে দ্বিতীয়বার পিতাকে অতিরিক্ত যে অংশ দেওয়ার বিধান রয়েছে, তা মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আছাবা হিসাবে। কেননা, উত্তরাধিকার সূত্রে অংশসমূহ বন্টনের পর, যে অংশ বাকী থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আছাবাহ্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক যবানের নির্দেশ অনুযায়ী তা প্রাপ্য। যখন মৃত ছেলের কোন ছেলে সন্তান না থাকবে, তখন সে ছেলের নিকটবর্তী আছাবা হিসাবে পরিগণিত হবে পিতা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ "সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ।"

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ -এর অর্থ মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থাকে وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হলে- فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ - তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি যা সে মৃত্যুকালে পেছনে ছেড়ে যাবে, তা সে সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তার মাতার জন্য।

যদি কেউ প্রশ্ন করে। এ অবস্থায় বাকী দুই তৃতীয়াংশ কার জন্য বা কে পাবে?

জবাবে বলা হবে মৃত্যু ব্যক্তির পিতার জন্য।

প্রশ্ন ঃ কি হিসেবে?

জবাব ঃ মৃত ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে এ অবস্থায় পিতাই মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী। এ জন্যই বাকী দুই তৃতীয়াংশ যার জন্য তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। সেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সালাম এর পবিত্র যবানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার উত্তরাধিকারিগণের অংশসমূহ প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ তার আছাবাগণের নিকটতর ব্যক্তি পাবে।

প্রধানতঃ একারণেই মাতার নির্ধারিত অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা ব্যতীত আর কোন ওয়ারিস পেছনে ছেড়ে না যায়, তদবস্থায় মাতা যে নির্ধারিত অংশ প্রাপ্য, সে নির্ধারিত অংশের কথাই উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। কেননা, মাতা কোন অবস্থাতেই মৃত সন্তানের আসাবা নয়; মাতার মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ সে মাতার জন্য তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে অবহিত করে দিয়েছেন। বাকী দুই তৃতীয়াংশের যে হকদার বা অধিকারী তার নামোল্লেখ করেননি। কেননা, উত্তরাধিকার সূত্রে যার যতখানি অংশ পাওনা, তা স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণরূপে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ যার প্রাপ্য তার নাম পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ

এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এখানে দেখা যায় মৃতের ভাই-বোনদের সাথে পিতা-মাতার হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে, আর মৃত ব্যক্তির এক ভাইয়ের সাথে তাদের দুই জনের হুকুম বাদ দেওয়া হয়েছে, এর তাৎপর্য কি?

জবাবে বলা যায় ঃ

মৃত ব্যক্তির একাধিক সংখ্যক ভাই-বোনের সাথে এবং এক ভাইয়ের সাথে তার পিতা-মাতার যে হুকুম, সে হুকুমের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে তার এক ভাই থাকার ক্ষেত্রে এখানে তা উল্লেখ করা হয় নি। কেননা, মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকাবস্থায় পিতা-মাতা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে নির্ধারিত অংশের ওয়ারিস হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যা এ হুকুমের জন্য যথেষ্ট। মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন এবং পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিস না থাকাবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে তারা দু'জনের জন্য যে হুকুম সে হুকুম অনুযায়ী তাদের জন্য যে অংশ নির্ধারিত, তাতে কোন পরিবর্তন নেই। যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী প্রত্যেক হক্‌দারের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে হকদারদের জানা আছে। মহান রাব্বুল আলামীন যার যে হক সম্পর্কে যা আদেশ করেছেন, সে হকের বা কারো অংশের পরিবর্তন হতে পারে না। তবে, আল্লাহ্ পাক কারো ক্ষেত্রে যদি কোন পরিবর্তন, করেন এখন সে পরিবর্তনই মেনে নিতে হবে। কাজেই, তা সুস্পষ্ট যে, মৃত সন্তানের পিতা-মাতা ব্যতীত

কোন ওয়ারিস ও ভাই যখন না থাকবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে অংশ তার মাতার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নির্ধারিত সে অংশই তার জন্য এবং সে নির্ধারিত অংশ মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ। তার (মাতার) জন্য এ অংশের যিনি নির্ধারক তিনি যে পর্যন্ত এর পরিবর্তন না করেন; সে পর্যন্ত তার এ হক অবধারিত। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তার হুকুম পরিবর্তন করে মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোনদের সাথে তার মাতার জন্যে যে অংশ অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ তিনি নির্ধারণ করেছেন, সে পরিবর্তিত অংশের কথা যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী فَاِنْ كَانَ لَه اخوَةٌ তে اخوة -(বহু বচনের শব্দ) উল্লেখ করেছেন। তার সংখ্যা নির্ণয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণের মধ্যে এক দল সাহাবা এবং তাঁদের পর প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট আলিমগণ বলেছেন- فَاِنْ كَانَ لَه اخوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -আল্লাহ্র এ বাণীতে اخوة দ্বারা একাধিক ভাই, বোন বুঝানো হয়েছে। ভাই দু'জন হোক বা তার অধিক হোক, দু'বোন হোক বা তার অধিক হোক; অথবা ভাই দু'জন হোক বা তার অধিক হোক, অথবা দু'জনের মধ্যে এক জন ভাই হোক এবং অপর জন বোন। যারা এ কথা বলেছেন তাদের যুক্তিপ্রমাণ হল আল্লাহ্র যে হুকুম রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং তাঁর পবিত্র যবানে বর্ণনা করেছেন জমহুর সে হুকুমের কথাই বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ্র নবীর উম্মতগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন চিত্তে পরম্পরায় তা অনুসরণ করেছেন, ফলে এ বিষয়ে কারো অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فان كان له اخوة -এর ব্যাখ্যায় বলতেন, اخوة - শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অনেক ভাই, যার সংখ্যা কম পক্ষে তিন। এ কারণে পিতা-মাতার সাথে ভাই এর সংখ্যা তিনজনের কম হলেও মাতার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুমের ক্ষেত্রে যে অন্তরায় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি দ্বিমত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, পিতা-মাতার সাথে দুই ভাই হলে মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ এবং বাকী অবশিষ্টাংশ পিতার জন্য। পিতা-মাতার সাথে ভাই থাকলেও আলিমগণ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৩২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, দুই ভাইয়ের বর্তমানে মাতা কেন এক ষষ্ঠাংশ পাবে ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ অর্থাৎ মৃতের ভাই যদি তিন বা তিনের অধিক হয় তা হলে তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আপনাদের ভাষায় اخوان -দু ভাইয়ের ক্ষেত্রে اخوة বলা হয় না। জবাবে উসমান (রা.) বললেন। এ ব্যাপারে আমার পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তা থেকে কি আমি হ্রাস করতে পারি ? সারা দেশে এমতটিই ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমার যুক্তিতে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনের দুই বা দুই-এর অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ -এর অর্থ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবা যা বলেছেন, সেটাই যথার্থ। সাহাবা (রা.) যা বলেছেন, তা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই বলেছেন এবং তা মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে এ ধারা চালু আছে। ইব্ন আব্বাস (রা.) যা বলেছেন, তা তাঁরা সমর্থন করেননি।

কেউ যদি বলেন اخوان (দুই ভাই) এর স্থলে اخوة বহুবচন কেন বলা হল? কারণ, আমি জানি اخوين (অর্থাৎ দুই ভাই) উদাহারণে اخوة অর্থাৎ দ্বিবচনকে বহু বচনের সাথে তুলনা করা হয় না। জবাবে বলা যায় যে, যদি এরূপ হয় না, কিন্তু অবস্থার দিক দিয়ে উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। কোন কোন দিক দিয়ে যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য, কিন্তু আরবী ভাষায় দ্বিবচন-বহুবচন অর্থে এবং বহুবচন শব্দ দ্বিবচন অর্থে ব্যবহারের প্রচলন আছে, যেমন- কেউ বলছে, ضربت من عبد الله وعمر رؤسهما এবং اوجعت منهما ظهورهما আমি আবদুল্লাহ্ ও আমরের মাথায় আঘাত করেছি এবং আমি তাদের উভয়ে পিঠে আঘাত করেছি। رأسان দু'জনের মাথা ও ظهرين দু'জনের পিঠ দ্বিবচনের পরিবর্তে বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ ব্যবহার আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত এবং এতে আরবী ভাষাবিদগণ ভাষার সৌন্দর্য মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে দ্বিবচনের জায়গায় বহু বচন ব্যবহার না করা যেমন ظهورهما না বলে ظهريهما বলা ভুল মনে করা হয়। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিবচন ব্যবহারের কোন উদাহরণ নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন দুইজন বা তার অধিক থাকাবস্থায় মাতা কোন হ্রস্ব অংশ পাবে? ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- এ বিষয় নিয়ে উলামারা একাধিক মত প্রকাশ করেছেন ঃ

কেউ কেউ বলেছেন, পিতার অংশ হ্রাস না করে মাতার অংশ এ জন্য হ্রাস করা হয়েছে যে, সন্তানের বিবিধ প্রয়োজনীয় খরচের দায়িত্ব পিতার উপরই ন্যস্ত, মাতা তা থেকে মুক্ত, সে জন্যই পিতার অংশে বেশী এবং মাতায় অংশে কম।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৩৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন তাদের মাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অথচ তাদের পিতা-মাতা থাকায় তারা তাদের মৃত ভাইয়ের ওয়ারিস হতে পারছে না। অপর দিকে এক ভাই তার মাতার এক তৃতীয়াংশে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। কিন্তু একের অধিক হলেই তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আলিমগণ চিন্তা করে দেখেছেন যে, তাদের কারণে মাতার অংশ এজন্য কমে যায় যে, তাদের বিয়ে-শাদী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচাদির দায়-ভার পিতার অভিভাবকত্বের উপর এবং মাতা এসব দায়িত্ব হতে মুক্ত।

অন্যান্য উলামারা বলেছেন যে, মাতার অংশ কমে যায় মাতার কারণেই এবং তার জন্য এক ষষ্ঠাংশে সীমিত করা হয়। মৃতের ভাই-বোনদের বিবিধ প্রয়োজনীয় খরচের কারণে ষষ্ঠাংশে তারা তাদের মাতার জন্য অন্তরায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৩৪. হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক তাউস (র.)-এর সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভাই-বোনেরা তাদের মাতার এক ষষ্ঠাংশের অন্তরায়। যেহেতু তারা অন্তরায় হওয়ার ফলে তাদের মাতার সে অংশ প্রত্যক্ষভাবে তাদের জন্য হয়ে যায়।

কিন্তু তাদের এ অভিমত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, অপর এক বর্ণনার বিপরীত। যেমন-

৮৭৩৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে ধারাবাহিক সনদে ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, সে 'কালালা।'

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, উল্লেখিত ক্ষেত্রে একথা বলাই উত্তম মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকলে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ, যেহেতু এতে মহান আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। সকলের এটা জানা আছে এবং এরূপ হওয়া সংগতও বটে, সন্তানদের জন্য তাদের পিতার বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আবার কোন কোন সময় তা ছাড়াও অন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থ খরচ হতে পারে। অপর পক্ষে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্য আমরা আদিষ্ট।

তাউস (র.)-এর সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা জমহুরের নিকট সমর্থিত নয় এবং এ বিষয়ে জমহুরের মধ্যে কোন মতভেদও নেই যে, মৃত ব্যক্তির ভাই ও তার পিতা বর্তমান থাকাবস্থায় ভাই তার ওয়ারিস হয় না। সুতরাং সর্বজন স্বীকৃত মতের উপর অন্য কোন মত গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ এসবই সে যা ওসীয়াত করে, তা দেওয়ার ও ঋণ পরিশোধ করার পর।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَو دينٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার পুত্র ও কন্যা সন্তানদের জন্য তাদের অংশ এবং তার পিতা-মাতার অংশ বন্টন বিধির বর্ণনা দান করেছেন। কিন্তু একই আয়াতের এ অংশে আল্লাহ্ পাক বলেন- মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে ঋণী অবস্থায় এবং কারো জন্য কোন সম্পত্তি ওসীয়াত করে যদি মারা যায় তবে তার দাফন-কাফন কার্য সম্পাদনের পর সর্বাগ্রে মৃতের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ

করেছেন। মৃত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতেই তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং তাতে যদি তার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির প্রয়োজন হয় তবুও তা করতে হবে। ঋণ পরিশোধের পূর্বে কোন উত্তরাধিকারীর ওয়ারিসী অংশ এবং ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি যার জন্য ওসীয়াত করেছে তা বন্টন করে দেয়া যাবে না, সে কথাই এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের পর বাকী সম্পত্তি হতে যাদের জন্য যা ওসীয়াত করেছে তা প্রদান করবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে পরিত্যক্ত সম্পক্তি হতে ঋণ পরিশোধ করার পর যে সম্পত্তি থাকবে। ওসীয়াতে যেন সে সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে না যায়। তবে যদি মৃত ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়াত করে থাকে, তাহলে তার উত্তরাধিকারী ওয়ারিসগণের ইচ্ছার উপর তা নির্ভর করবে। তারা অনুমতি দিলে এক তৃতীয়াংশের অধিক দিতে পারবে। অন্যথায় দেয়া যাবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন। আমি যা বলেছি তা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বজন স্বীকৃত মত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে যে হাদীস বর্ণিত আছে তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। যেমন-

৮৭৩৬. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা নিশ্চয়ই مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ -এ আয়াতখানি পাঠ করে থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওসীয়াতের আগে ঋণ পরিশোধ করার জন্য আদেশ করেছেন।

৮৭৩৭. অপর সূত্রে হযরত আলী (রা.) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৮৭৩৮. হযরত আলী (রা.) হতে আরও একটি সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

৮৭৩৯. মুজাহিদ (র.) হতে তাঁর পুত্র বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র.) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ -এ আয়াতাংশের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন- ওসীয়াতকৃত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মৃতের ঋণ-পরিশোধ করবে।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ-এর পাঠ্য-রীতিতে একাধিক মত আছে। মদীনা ও ইরাকবাসী সকলেই (সাধারণতঃ) يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ পাঠ করেন।

মক্কা, শাম ও কূফাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ يُوصَى بِهَا পাঠ করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত পাঠরীতিদ্বয়ের মধ্যে যাঁরা কর্তৃবাচ্য হিসাবে يُوصِي بِهَا পাঠ করেন, তাঁদের পাঠরীতি উত্তম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا তোমাদের পিতাগণ ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা অবগত নও।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ (তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তানগণ) তারা সে সব লোক, যাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টনের জন্য তোমাদেরকে যাদের

নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ বলে তাদের কথা বিশেষভাবে এ আয়াতাংশে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا অর্থাৎ- তাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে যাদেরকে নির্ধারিত অংশ দেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি, তাদেরকে তাদের সে হকসমূহ যথাযথভাবে প্রদান করা, যেহেতু তাদের মধ্য হতে কে তোমাদের নিকটতর এবং অবিলম্বে এ জগতে আর বিলম্বে পরকালে কে তোমাদের জন্য অধিকতর উপকারে আসবে তা তোমরা জান না।

لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন- তার অর্থ পরকালে কে তোমাদের জন্য উপকারে নিকটতর হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৪০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র.)-এর সনদে মুছান্না কর্তৃক বর্ণিত, اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا -আয়াতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পিতা-মাতার ও সন্তানের অনুরক্ত করে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তোমরা উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে। যেহেতু, আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে একে অপরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন- আয়াতাংশের অর্থ এ দুনিয়ায় তোমাদের জন্য উপকারে কে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা অবগত নও।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৪১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ "দুনিয়ার উপকারে কে তোমাদের নিকটতর"।

৮৭৪২. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৭৪৩. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- কেউ কেউ বলেছেন "পরকালের উপকারে" আবার কেউ বলেছেন "দুনিয়ার উপকারে"। অনেকেই আমার ব্যাখ্যার অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৪৪. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, দুনিয়া ও আখিরাতে (ইহকাল ও পরকালে) তোমাদের জন্য (উপকারে) উত্তম-কে যারা তোমাদের উত্তরাধিকারী তাদের মধ্যে তোমাদের পিতা-মাতা না সন্তান? তারা ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের নিকটবর্তী নয়। তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমাদের ধন-সম্পত্তিতে তাদের সাথে অন্য কেউ অংশীদার হবে না।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيْمًا- "এটা আল্লাহ্র বিধান, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ -এর অর্থ-মৃত ব্যক্তির যদি ভাই-বোন থাকে, তবে তার মাতার জন্য মহান আল্লাহ্র বিধান অনুসারে এক ষষ্ঠাংশ। যেমন- মহান আল্লাহ্ বলেছেন-وَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের জন্য অংশসমূহের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তাঁর বিধান অনুসারে তাদের নির্ধারিত অংশ। فريضة -শব্দের اعراب -এখানে যবরযুক্ত এবং শব্দটি مصدر এটা يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى اَو لَادِكُم হতে نصب -এর হালতে অবস্থিত। অধিকন্তু এমনও হতে পারে যে فريضة লِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ -শব্দটি فَاِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ হতেও যবর-এর হালতে অবস্থিত। যেমন- বলা হয়

هولك هبة وهولك صدقة منى عليك

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا "আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পর্কে সর্বদাই জ্ঞাত। তাই মহান আল্লাহ্ বলেন, হে লোক সকল! তোমাদেরকে তিনি যা আদেশ করেন, তা তোমরা পূর্ণরূপে পালন কর। আদিষ্ট কার্যাদি পালনে তা তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে এবং পরিণামে তোমরা তার সুফল ভোগ করতে পারবে। حَكِيْمًا -প্রজ্ঞাময়, অর্থাৎ- তিনি সর্বদা যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় এমন কি, যেমন- তোমাদের একে অন্যের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টনে উত্তরাধিকারী হওয়ায় এবং তোমাদেরকে যে সকল বিধি-বিধানের আদেশ করেন, তাতে তিনি প্রজ্ঞাময় আর সমস্ত আদেশ-নিষেধ ও বিধান যে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্ত। কারণ- তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও বিধানসমূহের আদি-অন্ত কোন স্থানে তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকে না।

(১২) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۞

১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক

চতুর্থাংশ; ওসীয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওসীয়াত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের। পর যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে, তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম-অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে; এটা যা ওসীয়াত করা হয়, তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنٍ -

"তোমাদের স্ত্রীদের যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য; আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমাদের জন্য, ওসীয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর।"

এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের মৃত্যুর সময় তারা যদি কোন পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান পেছনে ছেড়ে না যায়, তবে তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য। আর যদি কোন পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান পেছনে ছেড়ে যায়, তবে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। من بعد وصية يوصين بها اودين অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, মৃত্যুকালে যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় তারা নিজেরা দায়ী থেকে মারা যায়, সে ঋণ তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে প্রথমতঃ পরিশোধ করার পর এবং তারা যদি কোন ধন-সম্পত্তি বৈধ ওসীয়াত করে মারা যায়, তবে তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে সে ওসীয়াত কার্যকরী করার পর তাদের বাকী ধন-সম্পত্তির উল্লেখিত অংশসমূহ তোমাদের জন্য, উত্তরাধিকারী হিসাবে তা বন্টন করে নেবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُم وَلَدٌ فَاِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَو دَيْنٍ- "

"তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওসীয়াত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর।"

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমাদের কারো যদি ছেলে সন্তান ও কন্যা সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে তোমাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ। আর যদি ছেলে সন্তান অথবা কন্যা সন্তান থাকে, একজন থাকুক বা অধিক তবে তোমরা মৃত্যুর সময় যে ধন-সম্পত্তি পেছনে ছেড়ে যাবে, তা তোমাদের ঋণ পরিশোধ করার পর এবং ওসীয়াত করে থাকলে তা বৈধভাবে কার্যকরী করার পর তোমাদের বাকী পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ।

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَو دَيْنٍ (তোমরা যা ওসীয়াত করবে, তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর।)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ আয়াতাংশে ওসীয়াতকে ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ শরীআতের বিধান অনুসারে মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে সর্বপ্রথম ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আয়াতের মধ্যে ওসীয়াতের কথা ঋণ (دين -দায়ন)-এর পূর্বে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের অংশ এবং ওসীয়াতের অংশের সাথে বন্টনের ক্ষেত্রে মিল আছে। উভয়টাই বিনিময়হীন এবং বন্টনে উভয়টাতেই জটিলতা আছে। কিন্তু ঋণ পরিশোধে কোন জটিলতা নেই এবং ঋণ মৃত ব্যক্তির বিনিময়ের ব্যাপার যাতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা কারো আপত্তির অবকাশ নেই। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পর তার উত্তরাধিকারিগণের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থাকতেই এবং সে যাদের জন্য ওসীয়াত করে যায়, তা দিতেই হবে; এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কিন্তু, ঋণ পরিশোধের জন্য শরীআতের আদেশ।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন وَاِن كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَو امْرَاَةٌ "যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে"। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর মৃত্যুকালে সে পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রেখে মারা যায়। এখানে يورث -শব্দের পাঠরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম কিরাআত বিশেষজ্ঞের মতে পাঠরীতি হল اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً অর্থাৎ- পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি স্বীয় বংশের উত্তরাধিকারী রেখে যায়।

এ পাঠরীতি হিসাবে الكلالة তারা যা বলেছে تكلّه النسب تكلُّلاً وكلالةً হতে مصدر অর্থাৎ- বংশের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ পাঠ করেছেন اِن كَانَ رَجُل يُورِثُ كَلٰلَةً -অর্থাৎ- যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন পুরুষ তার স্ববংশীয় কোন উত্তরাধিকারী ছেড়ে মারা যায়, যেমন- ভাই অথবা বোন যদি উত্তরাধিকারী থাকে। الكلالة -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন ঃ

কেউ কেউ বলেছেন الكلالة (আল কালালা) অর্থ যার পিতা-মাতা ও কোন সন্তান নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৪৫. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মতানুসারে আমি الكلالة -এর অর্থ বলছি। যদি তা ঠিক হয়, তবে তা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বলছি। আর যদি ভুল হয় তবে শয়তানের পক্ষ হতে। আমার ভুল হলে সে দোষ হতে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত থাকবেন। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি ব্যতীত অন্য উত্তরাধিকারিগণ الكلالة। হযরত উমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তিনি এ ব্যাপারে বলেন যে, আমি আবূ বকর (রা.)-এর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে লজ্জাবোধ করি। তাঁর মতই আমার মত।

৮৭৪৬. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি الكلالة সম্পর্কে যা বলছি। যদি তা ঠিক হয়, তবে তা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ 'কালালা'। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, হযরত উমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর বলেছেন, আমি আবূ বকর (রা.) এর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে লজ্জাবোধ করি।

৮৭৪৭. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) বলেছেন, 'কালালা' অর্থ যার সন্তান ও পিতা-মাতা নেই।

৮৭৪৮. সামীত (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উমর (রা.)-এর বাম হাতও ডান হাতের ন্যায় শক্তি সম্পন্ন ছিল। একদিন বের হলেন এবং হাত ঘুরায়ে ইশারা করে বলেন, আমার এমন এক সময় ছিল, যখন আমি الكلالة (আল-কালালা) কি তা জানতাম না। তবে এখন বুঝি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ 'কালালা'।

৮৭৪৯. হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সন্তান ও পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যসব উত্তরাধিকারী 'কালালা'।

৮৭৫০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- পিতা-মাতা ও সন্তানহীন ব্যক্তি 'কালালা'।

৮৭৫১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মাতা-পিতা ও সন্তানহীন ব্যক্তি 'কালালা'।

৮৭৫২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্যান্য উত্তরাধিকারী 'কালালা'।

৮৭৫৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৭৫৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে আরোও এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্য উত্তরাধিকারিগণ 'কালালা'।

৮৭৫৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে আরোও বর্ণিত, তিনি وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِامْرَأَةٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতা-মাতা ও কোন সন্তান ছেড়ে না যায়, সেই 'কালালা'।

৮৭৫৬. সালীম ইব্‌ন আব্‌দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সকলেই এ কথায় এক মত যে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকলে সন্তান ও পিতা-মাতা ছেড়ে না যায়। সে "কালালা"।

৮৭৫৭. সালীম ইব্‌ন আব্‌দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সকলে একথায় একমত হয়েছেন যে, 'কালালা' হল, যার সন্তান ও পিতা-মাতা নেই।

৮৭৫৮. সালীম ইব্‌ন আব্‌দ (র.) বলেছেন, সন্তান এবং পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য সব 'কালালা'।

৮৭৫৯. সালীম ইব্‌ন আব্‌দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি পূর্ববর্তিগণকে বলতে শুনেছি, তারা বলেন কোন ব্যক্তি যখন মৃত্যুকালে সন্তান ও পিতা-মাতা ছেড়ে না যায়, তখন উত্তরাধিকারী যারা হয় তারাই 'কালালা'। অর্থাৎ সন্তান ও পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে, যারা তার উত্তরাধিকারী হয় তাদেরকে 'কালালা' বলা হয়।

৮৭৬০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِامْرَأَةٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে মৃত্যুকালে সন্তান, পিতা-মাতা, দাদা এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোনহীন অবস্থায় মারা যায়, সে 'কালালা'।

৮৭৬১. হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি 'কালালা'র ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্যান্যগণ 'কালালা'।

৮৭৬২. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- কালালা হল, যাদের উত্তরাধিকারী পিতা-মাতা ও সন্তান নেই, তাদের উত্তরাধিকারী 'কালালা' এবং যে লোক পিতা-মাতা ও সন্তানহীন, তার উত্তরাধিকারী পুরুষ হোক, নারী হোক সবাই কালালা।

৮৭৬৩. যুহরী, কাতাদা ও আবূ ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান নেই, সে 'কালালা'।

৮৭৬৪. যুহরী, কাতাদা ও আবূ ইসহাক থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

তাফসীরকারগণের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, সন্তানহীন ব্যক্তি 'কালালা'। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতেও এ উক্তি বর্ণিত আছে। এ মতানুসারে পিতা-মাতার সাথে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এক ষষ্টাংশের উত্তরাধিকারী হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৬৫. শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'কালাল' সম্পর্কে হাকাম (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছেন, পিতা ব্যতীত অন্য উত্তরাধিকারিগণ 'কালালা'।

(আরবী ভাষাবিদগণ الكلالة -শব্দে نصب -হওয়ার ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। বসরাবাসীদের কেউ কেউ বলেছেন كان -র خبر -হিসাবে كلالة - তে نصب -হয়েছে এবং يورث -ক্রিয়া বাচক শব্দটি তার পূর্বে অবস্থিত الرجل -এর صفت । আর كلالة এখানে كان -র 'খবর' না হয়ে حال হওয়ার কারণেও 'নসব' হতে পারে অর্থাৎ يورث كلالة যেমন বলা হয়ে থাকে يضرب قائما - ।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেছেন يورث -হতে كلا لة -শব্দটি منصوب (যবরযুক্ত), আর كان -র خبر হল يورث , আর যদিও এটা يورث হতে منصوب হয়, কিন্তু তা حال হিসাবে منصوب হয়নি, বরং مصدر হওয়ায় نصب হয়েছে)।

যে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে كلالة নামকরণ করা হয়েছে, তাতে আলিমগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন الكلالة -অর্থ الموروث অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তি স্বয়ং; যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় পিতা-মাতা সন্তান জীবিত না থাকে, অর্থাৎ যে ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্য লোক উত্তরাধিকারী, বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন ব্যক্তিকে كلالة বলা হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৬৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পিতা-মাতা ও সন্তানাদি ছেড়ে না যায় তাকে'কালালা' বলা হয়।

৮৭৬৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি হযরত উমর (রা.)-এর প্রধান নির্ভরযোগ্য লোক ছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "কালালা" হল যে ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়।

৮৭৬৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন, তাকেই 'কালালা' বলা হয়। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, মৃত ও জীবিত সবই 'কালালা'

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৬৯. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন সে কালালা অথবা যত লোক জীবিত আছে,সবই 'কালাল'।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেছেন,সে অর্থই আমার মতে ঠিক যা পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণ বলেছেন। অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্য যারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হয় তারাই "কালালা' এবং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে যে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন আমি তা থেকেই একথা বলছি। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার উত্তরাধিকারী হচ্ছে 'কালালা' তাই আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কি অবস্থা হবে? তা কি করতে হবে এবং কেন করতে হবে?

৮৭৭০. আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের সাথে দাস কেনা-বেচার বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন, তিনি আমাদের নিকট থেকে চলে গেলেন। আবার ফিরে এসে বলেন, বনূ সা'দ গোত্রের এ তিন ব্যক্তি আমার নিকট এ হাদীসটি

বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন- সা'দ (রা.) মক্কায় একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে দেখতে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নিকট আসার পর তিনি আরম্ভ করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অনেক অনেক ধন-সম্পত্তি আছে, অথচ কালালা ব্যতীত আমার কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাই আমি কি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওসীয়ত করে দেব? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন- না।

৮৭৭১. 'আলা ইব্‌ন যিয়াদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক বৃদ্ধ লোক হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে বলেন, আমি বৃদ্ধ। আমার কালালা ব্যতীত কোন উত্তরাধিকারী নেই, যা রক্তের বন্ধনে অনেক দূর সম্পর্কীয়। তাই আমি কি আমার ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করে যাব? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বললেন- 'না'।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) পরিশেষে كلالة (কালালা)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী কালালা (الكلالة) অর্থ- মৃত ব্যক্তি নয়, কালালা অর্থ মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত তার অন্য উত্তরাধিকারিগণ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَهُ اَخٌ اَو اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ -এর ব্যাখ্যা ("তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ, তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে তৃতীয়াংশে।")

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ -এর অর্থ যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী 'কালালা' ভাই অথবা বোন অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় মারা যাওয়ার পর তার উত্তরাধিকারী ওয়ারিস যদি বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন হয় (তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্টাংশ।) যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৭৭২. কাশিম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- মৃত ব্যক্তির কালালা ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোন যদি থাকে।

৮৭৭৩. ইয়া'লা ইব্‌ন আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি কাসিম ইব্‌ন রবী (র.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি সা'দ (রা.)-এর নিকট وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَو اُخْتٌ -মহান আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করার পর সা'দ (রা.) وَلَهُ اَخٌ اَو اُخْتٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোন।

৮৭৭৪. কাসিম ইব্‌ন রবী'আ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৭৭৫. কাশিম ইব্‌ন রবী'আ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস্ (রা.)-কে পাঠ করতে শুনেছি, وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ অর্থাৎ যদি পিতা-মাতার ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী এক বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, (له اخ واخت -এর সাথে তিনি لامة -শব্দটি বাড়িয়ে পাঠ করেছেন।)

৮৭৭৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এখানে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি একজন হয়, তবে এক ষষ্ঠাংশ তার জন্য এবং তারা যদি একাধিক হয়, তবে এক তৃতীয়াংশে সকলে সম–অংশীদার হবে। তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক।

৮৭৭৮. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে বৈমাত্রেয় ভাই- বোনদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা নারী পুরুষ সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সম–অংশীদার।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.)-এ আয়াতের فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় শুধু এক ভাই এক বোন থাকলে তখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ যে ভাই অথবা বোন থাকবে তার জন্য। যদি বৈমাত্রেয় এক ভাই ও এক বোন থাকে অথবা দুই ভাই বা দুই বোন থাকে এবং তাদের সাথে মৃত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, অথবা এক ভাই ও এক বোনের সাথে বৈমাত্রেয় আর কেউ না থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ করে তারা দুই জনের প্রত্যেকের জন্য। فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ যদি মৃত বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাই বোন সংখ্যায় দুই জনের অধিক হয়, তবে তারা এক তৃতীয়াংশে সম অধিকারী হবে। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন- তাদের দুই জনের জন্য যে এক তৃতীয়াংশ নির্ধারিত করা হয়েছে, তা তাদের দুই জনের জন্য সম অংশ। মৃত কালালা ভ্রাতার উত্তরাধিকারী তার বৈমাত্রেয় ভাই বোন দুইজনের অধিক যতই হোক না কেন, পুরুষ হোক বা নারী হোক, সকলেই সমভাবে পাবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের অংশ নারীর অংশের অধিক হবে না।

কেউ যদি বলেন- لهما اخٌ أو اختٌ না বলে কিভাবে وله اخٌ أو اختٌ বলা হল? অথচ এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে رجل أو امرأة যেমন আয়াতাংশে বলা হয়েছে وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَاَةٌ জবাবে বলা যায়– আরবদের রীতি হল خبر -এর পূর্বে যদি দুইটি اسم উল্লেখ থাকে, তবে একটিকে অপরটির উপর أو দ্বারা عطف করা হয়। তারপর خبر উল্লেখ করা হয়। خبر কে কোন কোন সময় উভয়টির দিকে আবার কোন সময় একটির দিকে اضافت করা হয়। যখন- দুইটির মধ্যে একটির দিকে اضافت করা হয় তখন যে কোন একটিকে উল্লেখ করায় কোন ক্ষতি নেই, যেহেতু এতে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না, যেমন من كان عنده غلام او جارية فليحسن اليه -এখানে

اليه -এর পরিবর্তে اليها বা اليهما বলা যেতে পারে। কাজেই, আল্লাহ্ পাকের বাণী فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ -এর পূর্বে اخ ও اخت -এর একটিকে অপরটির উপর عطف দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বুঝা যাচ্ছে, যে وله اخ أو اخت আয়াতাংশে দুই জনের যে কোন এক জনের দিকে اضافت করা যায়। কেননা, তার অর্থ উল্লেখিত দুইজনের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ - غَيْرَ مُضَارٍّ - وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ তা যা ওসীয়াত করা হয়, তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারও জন্য ক্ষতি কর না হয়। এ হলো, আল্লাহ্‌র নির্দেশ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সহনশীল।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আল্লাহ্ পাকের বাকী مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কোন লোক মারা গেলে, তার ভাই ও বোন অথবা তার একাধিক ভাই ও বোনেরা তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অংশ পাবে, তা এখানে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাদের এ অংশ বন্টনের পূর্বে মৃত ব্যক্তি যদি ঋণী অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে, তবে সে ঋণ প্রথমতঃ তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হতে পরিশোধ করতে হবে; তার পর যদি ওসীয়াত করে থাকে, তবে সে ওসীয়াত কৃত ধন-সম্পত্তি যার জন্য সে ওসীয়াত করেছে, তাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু তার ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পত্তি থাকবে, তার এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ওসীয়াত সীমিত থাকতে হবে।

যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৭৭৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সর্ব প্রথম সমুদয় সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করবে। অবশিষ্ট সম্পদ থেকে ওসীয়াত পুরা করবে। তারপর বাকী সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করবে।

غَيْرَ مُضَارٍّ -অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে যে ওসীয়াত করে যায়, তা সম্পূর্ণ দিতে গিয়ে যেন তার উত্তরাধিকারিগণের অংশে কোন ক্ষতি না হয়। এ ক্ষতি বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন, সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের ওসীয়াত বা উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কারো জন্য ওসীয়াত বা ঋণ না থাকা সত্ত্বেও ঋণের ঘোষণা ইত্যাদির মাধ্যমে। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

৮৭৮০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি غَيْرَ مُضَارٍّ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের সম্পত্তির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৮৭৮১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৭৮২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে অপসন্দ করেন এবং ক্ষয়-ক্ষতি হতে বেঁচে থাকতে বলেন। জীবনে ও মরণে ক্ষতিকর কিছু করা বা হওয়া উচিৎ নয়।

৮৭৮৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ওসীয়াত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা কবীরা গুনাহ্।

৮৭৮৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওসীয়াত দ্বারা ক্ষতি করা কবীরা গুনাহ্।

৮৭৮৫. অপর এক সনদে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৭৮৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিরিক্ত ওসীয়াত করা কবীরা গুনাহ্।

৮৭৮৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বণিত। তিনি বলেন, ওসীয়াতের মধ্যে ক্ষতিকর ও অতিরিক্ত কিছু করা কবীরা গুনাহ্।

৮৭৮৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্ষতিকর ওসীয়াত করা কবীরা গুনাহ্।

৮৭৮৯. আবূ দুহা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরুক (র.)-এর সাথে এক রুগীকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সে ওসীয়াত করছিল। মাসরূক (র.) তাকে বললেন, ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য করে ওসীয়াত কর, ভুল করো না।

غَيْرَ مُضَارَّ - কে يُوصى بِهَا - হতে نصب দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَصِيَّةً -এর উপর " يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ " হতে نصب -এর হালত। يوصيكم - হতে مصدر।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন- وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ হতে فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ -নসব বিশিষ্ট হয়েছে। যেমন, لك درهمان نفقة الى اهلك-এর نفقة এ نصب দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ -এর উপর نصب হওয়ার যে কারণ আমি বলেছি আমার সে কথাই উত্তম। যেহেতু মহান আল্লাহ্ সম্পত্তি বন্টনের বিষয়ে যে দু'আয়াতে উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনি উভয় আয়াত يُوصِيكُمُ اللّٰهُ বলে শুরু করেছেন এবং উভয় আয়াতই শেষ করেছেন وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ বলে; তা দিয়ে তিনি একথা অবহিত করেছেন যে, তিনি তার বান্দাগণকে যা বলেছেন, তা তাঁর আদেশ হিসাবেই গণ্য করতে হবে। কাজেই ব্যাখ্যা দিয়ে فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ -হতে نصب হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার চেয়ে يُوصِيكُمُ اللّٰهُ -এর مصدر হিসাবে نصب হওয়া উত্তম। অর্থাৎ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) এর অর্থ তোমাদের মধ্যে হতে যে ব্যক্তি মারা যায়, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি বা নির্দেশ দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

وَاللّٰهُ عليم আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য কিসে কল্যাণ ও ক্ষয়-ক্ষতি নিহিত সর্বোতভাবে আল্লাহ্ সর্বদা প্রতি মুহূর্তে জ্ঞাত। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্য হতে এবং বংশধরদের

মধ্যে হতে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কে হকদার থাকে সে হক দেওয়া যাবে এবং কাকে তা হতে মাহরূম বা বঞ্চিত করা হবে সে সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞাত এবং হকদার বা উত্তরাধিকারিগণের কে কি পরিমাণ অংশ বন্টনে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে ন্যায্য পাওনা ইত্যাদির ব্যাপারে তিনিই অধিক জানেন। حليم 'ধৈর্যশীল'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর ধৈর্যশীল। তারা পরস্পর একে অপরের প্রতি যে জুলুম ও অত্যাচার করে থাকে, তাৎক্ষণিকভাবে তার শাস্তি না দেওয়ার ব্যাপারেও অপেক্ষায় অত্যন্ত ধৈর্যশীল।

(١٣) تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এ মহাসাফল্য।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর অর্থ- এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শর্ত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৯০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশে উল্লেখিত حُدُوْدُ -শব্দের অর্থ শর্তাবলী বলে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, حُدُوْدُ শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৯১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের প্রত্যেকের আল্লাহ্ যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা মেনে নেওয়া। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর অর্থ আল্লাহ্‌র বিধান ও তাঁর আদেশ অপরদল বলেছেন- এখানে حدود الله -এর অর্থ فرائض الله -অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর তাঁর বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত বিধানসমূহ্।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জরীর তাবারী (র.) বলেন, এখানে حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে আমার ব্যাখ্যাই উত্তম, তা হল حدود বলতে প্রত্যেক বস্তুর সীমাকে বুঝায়, যা কোন বস্তুকে অন্য বস্তু হতে পৃথক ও পার্থক্য করে দেয়। এজন্যই যেমন বাড়ীর সীমানা

ও যমীনের বিভিন্ন অংশের সীমানাকে حدود বলা হয়। যেহেতু এটি নির্দিষ্ট বাড়ী অথবা যমীন অথবা যে কোন অংশকে এমনভাবে চিহ্নিত করে, যে চিহ্ন নির্দিষ্ট অংশকে অন্যটি হতে পৃথক ও পার্থক্য করে দেয়। تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ (এসব আল্লাহ্র নির্ধারত সীমা) এও তদ্রূপ; অর্থাৎ এ বন্টন যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বিধান বর্ণিত অংশসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এবং অন্য আয়াতে তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তোমরা যাঁরা তার উত্তরাধিকারী হিসাবে জীবিত আছ, তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। تلك -দ্বারা সে অংশ নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। حُدُوْدُ اللّٰهِ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা" অর্থাৎ তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তোমাদের মধ্যে বন্টনে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যে অংশসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা মেনে চলাই হল এখানে আনুগত্য এবং তা লংঘন করা মানে মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করা। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্র আনুগত্য ছেড়ে দেওয়াই হল সীমা লংঘন করা ترك طاعة الله -অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের বিধান লংঘন করা। মহান আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতে যে বিধান বা অংশসমূহের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তা তাদের অবগতির প্রতি লক্ষ্য করে সংক্ষেপে আল্লাহ্ তা'আলা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ বলেছেন এবং মহান আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর পর মহান আল্লাহ্র যে বাণী مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ এবং এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক যে বলেছেন مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ তা আমাদের ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ। তারপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে বন্টন নীতিমালা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য তাঁর আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সীমা-রেখা ও মাপকাঠি এ সীমাতেই তোমরা সীমিত থাকবে, কখনও তা লংঘন করবে না। যেহেতু এ ক্ষেত্রেও তোমাদের মধ্যে কে আনুগত্যশীল এবং বিরুদ্ধাচরণকারী, তা নির্ণয় করে দেখা হবে। কারণ তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে আদেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা স্পষ্ট বিধান, যা একান্ত পালনীয়। এরপর মহান আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেক দলের জন্য বিনিময়ে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা জানিয়ে দেন। আল্লাহ্ পাক যা আদেশ করেছেন এবং যে সব বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে অনুযায়ী যারা আমল করে, যেমন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ পাক যে সব বিধান ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকায় যারা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল তাদেরকে আল্লাহ্ জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ অর্থাৎ এমন উদ্যানসমূহ, যার বৃক্ষরাজির পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বীনি সমূহ প্রবাহিত। خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ অনন্তকাল তথায় অবস্থান করবে, যেখানে তারা অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাদেরকে আর কখনও সেখান থেকে বের করা হবে না।

وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -এবং তা মহাসাফল্য অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বিশেষভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটাই তাদের জন্য মহাসাফল্য। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৯২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

৮৭৯৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এ সব নির্ধারিত সীমা, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে তাদের অংশ বন্টনে যে বিধান ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন,তা পূর্ণরূপে মেনে চলবে এবং তাতে সীমা লংঘন করবে না।

(١٤) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৪. আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে আল্লাহ্ পাক যে আদেশ করেছেন, তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ্র বিধানসমূহ পালন করায় যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য থাকবে, আর মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তাতে যারা বিরোধিতা করে وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ -অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের যে সীমা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা সে আনুগত্য ও মহান আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের মাপ কাঠি, (যেমন তিনি যে উত্তরাধিকার আইন ঘোষণা করেছেন) তা যে ব্যক্তি লংঘন করবে। يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا - তিনি তাকে এমনভাবে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ- করবেন, যেখানে সে আবহমানকাল থাকবে। সেখানে তার মৃত্যু হবে না এবং তা থেকে বেরও করা হবে না। وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এবং সে অনন্তকাল অপমান কর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

www.eelm.weebly.com

ও যমীনের বিভিন্ন অংশের সীমানাকে حدود বলা হয়। যেহেতু এটি নির্দিষ্ট বাড়ী অথবা যমীন অথবা যে কোন অংশকে এমনভাবে চিহ্নিত করে, যে চিহ্ন নির্দিষ্ট অংশকে অন্যটি হতে পৃথক ও পার্থক্য করে দেয়। تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ (এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারত সীমা) এও তদ্রূপ; অর্থাৎ এ বন্টন যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বিধান বর্ণিত অংশসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এবং অন্য আয়াতে তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তোমরা যাঁরা তার উত্তরাধিকারী হিসাবে জীবিত আছ, তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। تلك -দ্বারা সে অংশ নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। حُدُوْدُ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা" অর্থাৎ তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তোমাদের মধ্যে বন্টনে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যে অংশসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা মেনে চলাই হল এখানে আনুগত্য এবং তা লংঘন করা মানে মহান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করা। যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছেড়ে দেওয়াই হল সীমা লংঘন করা ترك طاعة الله -অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিধান লংঘন করা। মহান আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতে যে বিধান বা অংশসমূহের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তা তাদের অবগতির প্রতি লক্ষ্য করে সংক্ষেপে আল্লাহ্ তা'আলা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ বলেছেন এবং মহান আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর পর মহান আল্লাহ্‌র যে বাণী مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه এবং এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক যে বলেছেন مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه তা আমাদের ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ। তারপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে বন্টন নীতিমালা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য তাঁর আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সীমা-রেখা ও মাপকাঠি এ সীমাতেই তোমরা সীমিত থাকবে, কখনও তা লংঘন করবে না। যেহেতু এ ক্ষেত্রেও তোমাদের মধ্যে কে আনুগত্যশীল এবং বিরুদ্ধাচরণকারী, তা নির্ণয় করে দেখা হবে। কারণ তোমাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে আদেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা স্পষ্ট বিধান, যা একান্ত পালনীয়। এরপর মহান আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেক দলের জন্য বিনিময়ে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা জানিয়ে দেন। আল্লাহ্ পাক যা আদেশ করেছেন এবং যে সব বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে অনুযায়ী যারা আমল করে, যেমন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ পাক যে সব বিধান ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকায় যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল তাদেরকে আল্লাহ্ জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ অর্থাৎ এমন উদ্যানসমূহ, যার বৃক্ষরাজির পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বীনি সমূহ প্রবাহিত। خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ অনন্তকাল তথায় অবস্থান করবে, যেখানে তারা অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাদেরকে আর কখনও সেখান থেকে বের করা হবে না।

وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -এবং তা মহাসাফল্য অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বিশেষভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটাই তাদের জন্য মহাসাফল্য। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৯২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি " تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه يُدْخِلْهُ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

৮৭৯৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এ সব নির্ধারিত সীমা, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে তাদের অংশ বন্টনে যে বিধান ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন,তা পূর্ণরূপে মেনে চলবে এবং তাতে সীমা লংঘন করবে না।

(١٤) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥

১৪. আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে আল্লাহ্ পাক যে আদেশ করেছেন, তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ পালন করায় যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য থাকবে, আর মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তাতে যারা বিরোধিতা করে وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَه -অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের যে সীমা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা সে আনুগত্য ও মহান আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের মাপ কাঠি, (যেমন তিনি যে উত্তরাধিকার আইন ঘোষণা করেছেন) তা যে ব্যক্তি লংঘন করবে। يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا - তিনি তাকে এমনভাবে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ- করবেন, যেখানে সে আবহমানকাল থাকবে। সেখানে তার মৃত্যু হবে না এবং তা থেকে বেরও করা হবে না। وَلَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এবং সে অনন্তকাল অপমান কর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, অন্য তাফসীরকারগণও তা বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৭৯৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের পূর্বে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টনের যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তার অমান্যকারী ও বিরুদ্ধাচরণকারীদের সম্বন্ধে এ আয়াতে বলা হয়েছে। ইব্ন জুরায়জ (র.) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি এমন গুনাহ্র কাজ করবে মহান আল্লাহ্ তাকে তজ্জন্য শাস্তি দান করবেন।

যদি কেউ বলে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করে, সেও কি আবহমান কালের জন্য জাহান্নামে থাকবে?

জবাবে বলা যায়, হ্যাঁ সেও আবহমানকাল জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্বে দু'টি আয়াতের মধ্যে তাঁর বান্দাদের জন্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির যার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার উপর সন্দেহ করে হোক বা জানা সত্ত্বেও হোক, তাতে কেউ মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করা আর অন্য বিষয়ে কোন বিধান বা হুকুম অমান্য করা একই সমান। যেহেতু, পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের বিধান ও আইন অবধারিত। তাই, সে বিধান ও আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা বা হুকুম লংঘন করার কোন অবকাশ নেই। যেমন, ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ বন্টন বিষয়ক يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ -এ আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াত নাযিল হওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এসব লোকও কি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হিসাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে, যারা ঘোড়ায় চড়তে পারে না,শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ্ করতে পারে না, এ শ্রেণীর লোকও কি মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ বা সমস্ত সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে? মৃতের নাবালক সন্তান ও তার স্ত্রীকে আল্লাহ্ নিজেই অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, একথা প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিগণের জন্য তাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের বিষয় পবিত্র কুরআনের মধ্যে যে উল্লেখ আছে, তার বিরোধিতা করা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করা আর তাঁদের হুকুম না জেনে বিরোধিতা করা একই সমান। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছাকাছি বা আশে পাশে যে সকল মুনাফিক থাকতো, তাদের ব্যাপারে, ইব্ন আব্বাস (রা.) যে বর্ণনা দিয়েছেন, এদের অবস্থাও তদ্রূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী কাফির এবং মিল্লাতে ইসলামের বহির্ভূত।

(১৫) وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে; যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের অন্য কোন ব্যবস্থা করেন। (ইসলামের প্রথম দিকে বিধান ছিল যদি কোন মহিলার ব্যভিচার কর্ম নির্ভরযোগ্য সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হত, তা হলে তাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হত সে আর বের হতে পারত না)।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের নারীদের মধ্য হতে যে সব বিবাহিত নারী ব্যভিচার করে, তাদের স্বামী বর্তমান থাকুক বা না থাকুক; তাহলে- فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ -তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে। অর্থাৎ নারীরা ব্যভিচার করলে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যারা মুসলমান আছ তাদের মধ্য হতে চারজন নির্ভরযোগ্য পুরুষ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। অতঃপর فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ -তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে অর্থাৎ অতঃপর যদি তারা ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে তবে সে ব্যভিচারিণী নারীদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত) ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ, حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ -যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে এমনিভাবে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী: اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا - অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ অথবা তারা যে ব্যভিচার কর্ম করছে তা থেকে রেহাই ও মুক্তির জন্য অন্য কোন বিধান আল্লাহ্ নাযিল যে পর্যন্ত না করবেন সে পর্যন্ত তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটক করে রাখতে হবে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৬৯৫. মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ব্যভিচারী নারীকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের বাণী اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا -এ উল্লেখিত سَبِيْلًا -শব্দের অর্থ-বিধান।

৮৬৯৬. মুজাহিদ হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী: وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ আয়াতাংশে উল্লেখিত اَلْفَاحِشَةَ - শব্দের অর্থ ব্যভিচার। অর্থাৎ বিধান হল ব্যভিচারিণীর বিরুদ্ধে চারজন ব্যক্তি সাক্ষী দিলে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ করে রাখা। اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا আয়াতাংশে سَبِيْلًا - শব্দের অর্থ বিধান।

৮৭৯৭. ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্র বাণী, উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর এক মহিলা ব্যভিচার করায় তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। তারপর আটক অবস্থাতেই সে মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপরই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের দ্বিতীয় আয়াত নাযিল করে ঘোষণা করলেন– ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে চাবুক মার। আর যদি তারা উভয়ে বিবাহিত হয়, তবে তাদেরকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে ফেল। তাদের উভয়ের জন্য এটাই হল মহান আল্লাহ্র পথ নির্দেশ বা বিধান।

৮৭৯৮. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর সনদে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী: اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً অর্থ ঃ কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন- আয়াতাংশে মহান আল্লাহ্ যে ব্যবস্থা করার কথা ইরশাদ করেছেন, তা হল চাবুক মারা এবং প্রস্তরাঘাত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া।

৮৭৯৯. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র উপরোক্ত আয়াতের ঘোষণা ব্যভিচারের বিধান নাযিল করার পূর্বে ছিল, আর তা ছিল তাদের উভয়কে কথার মাধ্যমে শাসন করা এবং মহিলাকে বন্দী করে রাখা। তারপর তাদের ব্যাপারে বিধান করে দিলেন যে, বিবাহিত যে হবে, তাকে একশত করে চাবুক মারবে, তারপর প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলতে হবে। আর যে ব্যক্তি অবিবাহিত, তাকে একশত চাবুক মারবে এবং এক বছর নির্বাসনে রাখবে।

৮৮০০. আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র.) ও আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ রাবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, ফাহেশা শব্দের অর্থ ব্যভিচার এবং ছাবীল অর্থ বিধান, আর তাহলো, পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, আর বেত্রাঘাত করা।

৮৮০১. ইমাম সুদ্দী (র.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ সে সকল নারীর ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন, যারা বিবাহিত এবং সাধ্বী তাদের মধ্য হতে যে নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং তার স্বামী যে মহর প্রদান করেছিল, তা সে ফেরত নিয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ـ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ـ وَعَاشِرُوْهُنَّ ـ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, নারীদেরকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না। যদি না তারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে, তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে (সূরা নিসা ঃ ১৯)।

ব্যভিচারের বিধান নাযিল হওয়ার পর এ হুকুম রহিত হয়। তার বিধান অনুযায়ী ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত করা হত এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যু দেওয়া হত। আর তার মহর ওয়ারেছী সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। আর আল্লাহ্ পাক যে সাবীল বা পথ নির্দেশ করবেন ইরশাদ করেছিলেন সে পথ নির্দেশটি হল বেত্রাঘাত বিধান।

৮৮০২. উবায়দ ইব্ন সালমান বলেন যে, আমি দাহ্হাক ইবন মাযাহিম (র.)-কে বলতে শুনেছি, اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً আয়াতাংশে উল্লেখিত سَبِيْلاً শব্দের মানে হল বিধান। আর এ বিধানের দ্বারাই আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

৮৮০৩. মুজাহিদ হতে বর্ণিত, سَبِيْلاً -শব্দের ব্যাখ্যা হল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে একশত বেত্রাঘাত করা।

৮৮০৪. মুজাহিদ হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, سَبِيْلاً -শব্দের মানে হল বেত্রাঘাত করা।

৮৮০৫. উবায়দ ইব্ন সামিত হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর উপর ওহী যখন নাযিল হত, তখন তিনি নিজের মাথা নীচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সাহাবিগণও তাঁদের মাথা নীচু করে ফেলতেন। এরপর যখন ওহী আসা শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি মাথা উঠিয়ে ইরশাদ করেন, ব্যভিচারিণীদের জন্য আল্লাহ্ বিধান নাযিল করে পথ নির্দেশ করেছেন যে, যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করে এবং অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে; তবে বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে একশত করে বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিতকে একশত করে বেত্রাঘাত করার পর এক বছরের জন্য নির্বাসনে দিতে হবে।

৮৮০৬. উবাদা ইব্ন সামিত হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে سَبِيْلاً -এর ব্যাখ্যা শোন। বিবাহিত পুরুষ যদি বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করে, তবে তাকে একশত করে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হবে। নারী পুরুষ অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করার পর এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে।

৮৮০৭. অন্য সূত্রে হযরত উবাদা ইব্ন সামিত হতে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর যখন ওহী নাযিল হত, তখন তিনি কষ্ট অনুভব করতেন এবং তখন তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করত। একদিন ওহী নাযিলের সময় অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল। ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি আমাদের বললেন আমার কাছ থেকে سَبِيْلاً -এর ব্যাখ্যা শোন। বিবাহিত নারী পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ তাদের শাস্তি হবে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।

৮৮০৮. ইব্ন যা'য়দ থেকে বর্ণিত, وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً

বলেন, তোমরা ব্যভিচারিণীদেরকে বিবাহ্ করো না। আল্লাহ্ তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেননি। এরপর এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারিণীদের ব্যাপারে বিধান দেন। বর্ণনাকারী বলেন, বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তরাঘাত করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর অবিবাহিত নারী পুরুষের ক্ষেত্রে বিধান হল একশত বেত্রাঘাত।

৮৮০৯. জুওয়ায়বার জানিয়েছেন যে, দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا আয়াতাংশে উল্লেখিত سَبِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন,বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাত।

৮৮১০. উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার নিকট سَبِيْلًا -এর ব্যাখ্যা শোন। বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সাথে এবং অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করলে বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে একশত বেত্রাঘাত, তারপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর অবিবাহিত নারী পুরুষ এর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও নির্বাসন।

৮৮১১. উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হত তখন এরূপ অবস্থা হত। অতঃপর ওহীর প্রস্তাব তাঁর উপর ক্রিয়াশীল হল,যেন তিনি অন্য সব দিক থেকে চেতনাহীনের ন্যায় হয়ে গেলেন। এরপর সচেতন হয়ে তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা আমার নিকট سَبِيْلًا -এর ব্যাখ্যা শোন। অবিবাহিত নারী পুরুষ উভয়কে একশত বেত্রাঘাত এবং উভয়কে এক বছরের নির্বাসন, আর বিবাহিত নারী-পুরুষ উভয়কে বেত্রাঘাত এবং প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا -আয়াতাংশের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হল এ ঘোষণা যে বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড আর অবিবাহিতদেরকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। কারণ, সহীহ্ হাদীসে হযরত রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন কিন্তু বেত্রাঘাত দেননি। তিনি আরও বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যে সব বর্ণনা সন্নিবেশন করা হয়েছে, তাতে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল ও মিথ্যা সংযোজন আছে এমন মন্তব্য করা জায়েয হবে না। অতএব, বিশুদ্ধ মত এই যে, নবী করীম (সা.)-এর যুগে তিনি ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত ছাড়া শুধু প্রস্তরাঘাত দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন। এটা স্পষ্টভাবে ঐ হাদীসকে অমূলক প্রমাণ করে যা হাসান (র.) হাত্তান থেকে, তিনি উবাদা থেকে, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) বিবাহিত নারী-পুরুষদের বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে শাস্তি দিয়েছেন। কেননা অবিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের জন্যে নবী করীম (সা.) একশত বেত্রাঘাত এবং এক

বছরের নির্বাসনের হুকুম দিয়েছিলেন। হুযূর (সা.)-এর সময় বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত না করে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। উবাদা মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) বলেছেন, বিবাহিত নারী পুরুষের জন্য পথনির্দেশ হল বেত্রাঘাত এবং প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

উল্লেখ আছে যে, উপরোক্ত আয়াতটিতে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) الفاحشة -এর স্থলে بالفاحشة পাঠ করেছেন, যেমন আরবগণ বলেন, أتيت امرا عظيما আবার কেউ বলেন اتيت بامر عظيم উভয় বাক্যের অর্থ একই রকম, আর تكلمت بكلام قبيح ও تكلمت كلاما قبيحا উভয়ের অর্থে কোন পরিবর্তন নেই।

(١٦) وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

১৬. তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাসন করবে; যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, তোমাদের মধ্য হতে যে দু'জন পুরুষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তাদের উভয়কে শাসন করবে। يـأتيـانها -শব্দটির মধ্যে " ها " সর্বনামটি পূর্ববর্তী আল্লাহ্র বাণী: وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ আয়াতাংশের اَلْفَاحِشَةَ -এর দিকে ইঙ্গিত করে।

আর উপরোক্ত আয়াতাংশের মর্মার্থে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে এ দু'জন তাদের মধ্য হতে নয়, বরং তারা ছাড়া এমন দু'জন যারা বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তাঁরা বলেছেন আল্লাহ্ পাকের বাণী: وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ -এর অর্থ হল– সে সকল বিবাহিতা নারী, যাদের স্বামী আছে; এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ -এর দ্বারা এমন দু'জনকে বোঝানো হয়েছে যাদের বিয়ে হয়নি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮১২. সুদ্দী হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে সব যুবক-যুবতীর বিয়ে হয়নি, এমন দু'জন এতে লিপ্ত হলে তাদেরকে শাসন করবে।

৮৮১৩. ইব্ন যায়দ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের মধ্য হতে দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত, হবে তাদেরকে তোমরা শাসন কর।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ আয়াতাংশে وَالَّذٰنِ -এর অর্থ হল, দু'জন ব্যভিচারী পুরুষ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮১৪. মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَالَّذٰنِ -এর দ্বারা দুইজন সমকামী পুরুষকে বোঝানো হয়েছে।

৮৮১৫. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি এখানে দুইজন ব্যভিচারী পুরুষের কথা বলেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, উক্ত আয়াতে পুরুষ ও নারী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এতে বিবাহিতকে বাদ দিয়ে শুধু অবিবাহিত উদ্দেশ্য নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮১৬. আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ ও নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদেরকে শাসন করতে হবে।

৮৮১৭. হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমে নারী এরপর পুরুষের কথা বলেছেন। এরপর উভয়কে একত্রে উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। "তোমাদের মধ্য হতে যে দু'জন এতে লিপ্ত হবে, তাদের উভয়কে শাসন কর, যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮৮১৮. ইব্ন জুরায়জ হতে বর্ণিত, আতা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের মধ্যে উত্তম হল তাদের কথা, যারা বলেছেন ব্যভিচারে লিপ্ত অবিবাহিত দুইজনের মধ্যে একজন পুরুষ অন্য জন নারী। কেননা, যদি শুধু পুরুষ ব্যভিচারী উদ্দেশ্য হত, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যভিচারিণী নারীর উদ্দেশ্যে যেভাবে বলা হয়েছে তাহলে এ আয়াতেও অনুরূপ বলা হত, এবং অন্য যারা শুধু দু'জন পুরুষের কথা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন তাদের অভিমত গ্রহণ করা যেত। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন বহুবচন সূচক শব্দ লওয়া হয়েছে এখানেও তদ্রূপ বহু বচন শব্দ-গ্রহণ করা হত, وَالَّذٰنِ -এর পরিবর্তে والذين বা والذى হত যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে والتى يأتين বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে واللتان يأتيان দ্বিবচনসূচক বলা হয়নি। যেমন আরববাসী কাউকে কোন কাজের উপলক্ষে ধমক স্বরূপ বা ওয়াদার ক্ষেত্রে বহুবচন ও একবচন সূচক শব্দ ব্যবহার করে

থাকে। কেননা বহুবচন ও একবচন শব্দ দ্বারা শ্রেণীকে বুঝায়, কিন্তু দ্বিবচন শব্দ যেমন اللذان ও اللاتان দ্বারা কখনও শ্রেণী বুঝায় না। আরবেরা বলে- الذين يفعلون كذا فلهم كذا এবং الذى يفعل كذا فله كذا কিন্তু দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করে এরূপ ক্ষেত্রে কেউ বলে না- اللذان يفعلان كذا فلهما كذا তবে যখন কোন ক্রিয়া দ্বিবিধ জাতীয় দু'জন দ্বারা সম্পাদন হয়, তখন দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়। যেমন ব্যভিচার ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর মাধ্যমেই হয় এরূপ হলে তখন দু'জনের ব্যাপারে দ্বিবচন সূচক শব্দ ব্যবহার করলে, যে কার্যটি করে এবং যার সাথে করা হয় তাদের উভয়কে বুঝায় দু'ব্যক্তি দ্বারা কোন কাজ পৃথক পৃথক ভাবে হতে পারে অথবা উভয়ের দ্বারা কোন কাজ একত্রে না-ও হতে পারে।

অতএব, যে ব্যক্তি শেষোক্ত আয়াতে দু'ব্যক্তি দ্বারা দু'জন সমকামী পুরুষ অর্থে গ্রহণ করেছেন তার মন্তব্য ঠিক নয়। আর যে ব্যক্তি উক্ত আয়াত দ্বারা পুরুষ ও নারী গ্রহণ করেছেন, তার সে মন্তব্যই সঠিক। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতে যে দু'জনের কথা বলা হয়েছে, তারা প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এখানে হল দ'জনের কথা আর পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল দল বা অধিক সংখ্যকের কথা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিধান নাযিল করা পর্যন্ত বিবাহিতা ব্যভিচারিণীদেরকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত গৃহবন্দী রাখা অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। গালাগালি করা, তিরস্কার ও কঠিন ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন করা গৃহবন্দীর ন্যায় কঠিন শাস্তি নয়; যেমন বিবাহিত ব্যভিচারিণীদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অবিবাহিত ব্যভিচারিণীকে একশত বেত্রাঘাত করা এবং এক বছর নির্বাসনে দেয়ার চেয়ে চরম শাস্তিদণ্ড।

فَاٰذُوْهُمَا ـ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

অর্থ ঃ তাদেরকে শাসন করবে, যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে রেহাই দিবে। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে যে বিধান এসেছে, এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন,ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের উভয়কে মৌখিক কথা দ্বারা লজ্জা দিয়ে, ভর্ৎসনা করে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে শাসন করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮১৯. কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হত, তাদেরকে কথা দ্বারা শাসন করা হত।

৮৮২০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন তোমরা তাদের দু'জনকে শাসন করবে, অতঃপর তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে, তবে তোমরা তাদের উভয়কে রেহাই দেবে। অর্থাৎ অবিবাহিত যুবক-যুবতী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে

তাদের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার কর এবং লজ্জা দিতে থাক, যাতে তারা উভয়ে সে পাপ কর্ম বর্জন করে ।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, মৌখিক শাসন করা, তবে গালাগালি নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন তাদের মধ্যে ঃ

৮৮২১. মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَاٰذُوْهُمَا -এর অর্থ গালি।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন الاذى -এর অর্থ কথায় এবং হাতের শাসন।

যারা এমত পোষণ করেন তাদের মধ্যে ঃ

৮৮২২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জনৈক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে লজ্জা দিয়ে এবং সেণ্ডেল মেরে শাসন করা হয়েছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে উত্তম হল, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত উভয় মুসলিম ব্যভিচারীকে দৈহিক শাসন করার জন্য মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন। মন্দ কাজের জন্য মানুষকে মৌখিকভাবে শাসন করা হয়। ঐ সময়ে মু'মিনরা কি ধরনের শাস্তি দিতো আয়াতে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতেও কোন হাদীস বর্ণিত নেই, যাতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এ শাস্তির ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এরূপ পাপের জন্য কঠোর ভাষায় অথবা হাতে অথবা মুখে ও হাতে উভয়ই উপায়ে শাসন করা জায়েয আছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের মাধ্যমে অবিবাহিত ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে একশত করে চাবুক মারার যে আদেশ করেছেন, তাতে আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮২৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, যে সূরা নূরের যে আয়াতটিতে শাস্তির বিধান ঘোষণা করা হয়েছে, সে তা দ্বারা আলোচ্য আয়াতের মানসূখ বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

৮৮২৪. অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৮২৫. হযরত হাসান বসরী (র.) হতেও বর্ণিত, তারা উভয়েই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এ আয়াতের বিধান সূরা নূরের বেত্রাঘাতের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

সূরা নূরের দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থ ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।

৮৮২৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا -এ আয়াতটির পর মহান আল্লাহ্ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -এ আয়াতখানি নাযিল করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ই বিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষও বিবাহিতা ব্যভিচারিণী নারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

৮৮২৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ -এ আয়াতটির বিধান ব্যভিচারের বিধান নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে।

৮৮২৮. হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, ব্যভিচারের বিধান দ্বারা আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে।

৮৮২৯. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ এবং وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ -এ আয়াত দু'টির হুকুম ব্যভিচারের বিধান দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

৮৮৩০. ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, বিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার এবং ব্যভিচারী পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত করার বিধান নাযিল হওয়ার পর وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا الاية আয়াতটির হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে।

৮৮৩১. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ (ব্যভিচারিণী নারীদেরকে তাদের মৃত্যু না আসা পর্যন্ত গৃহে বন্দী করে রাখ)। এ আয়াতের হুকুম ব্যভিচারের বিধান নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে।

فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا -এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থ ঃ যদি উভয়ে তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়,তবে তোমরা তাদেরকে রেহাই দেবে। মহান আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়ার পর যদি তারা তাদের অশ্লীল কাজ হতে তাওবা করে আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার জন্য আগ্রহী হয় এবং তারা যে ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজ করত তা হতে নিজেদেরকে তাওবার মাধ্যমে সংশোধন করে নেয়। আর আল্লাহ্ যে কাজে সন্তুষ্ট হন তদনুযায়ী আমল করে, তবে তাদের থেকে তোমরা বিরত থাক এবং তারা অশ্লীল কাজ করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে যে আদেশ দান করেছি, তা হতে তাদেরকে অব্যাহিত দান কর। তারা তাওবা করার পর তাদেরকে আর শাস্তি দেবে না

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا - অর্থ ঃ আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যারা নিজেদের গুনাহ্র কাজসমূহ হতে তাওবা করে, আল্লাহ্র পসন্দনীয় নির্দেশিত পথে চলাকে ভালবাসে এবং তার উপর আমল করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সদা ক্ষমাশীল, তাদের তাওবা কবুল করেন; আল্লাহ্ পরম দয়ালু ও অনুগ্রহশীল।

(১৭) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই সে সকল লোকের তাওবাগ্রহণ করেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং অবিলম্বে তাওবা করে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্র উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, অত্র আয়াতাংশ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, মু'মিনগণের মধ্য হতে যারা অসতর্কতাবশত গুনাহ্র কাজ করে অবিলম্বে যথা সময় যদি তারা আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাদের ছাড়া অন্য কারো তাওবা কবুল করেন না। অর্থাৎ যে সকল লোক তাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে তারা ভুলবশত গুনাহ্র কাজ করার পর যদি যথাসময় সে গুনাহ্ মাফের জন্য আল্লাহ্র দরবারে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এমনিভাবে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, সে মৃত্যু পর্যন্ত পূর্বের কৃত পাপ কার্য দ্বিতীয়বার আর করবে না, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করেন, এদের ব্যতীত অন্য কারো গুনাহ্ ক্ষমা করবেন না। অত্র আয়াতের মধ্যে مِنْ قَرِيْبٍ - দ্বারা এ কথাই বুঝায়।

আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত بِجَهَالَةٍ -শব্দটির মর্মার্থ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে এক দল আবূ জা'ফর তাবারী (র.) উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার উপর নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ মন্দ বা পাপ কাজ যা মানুষ করে তা ভুলবশত। নির্বুদ্ধিতার কারণেই করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৩২. আবুল আলীয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ বলতেন, মানুষ যে পাপ কাজ করে তা ভুলবশতই করে।

৮৮৩৩. কাতাদা (র.) হতে তিনি বলেন- বহু সাহাবী একত্র হয়ে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, বান্দা যে গুনাহ্ করেও তা ইচ্ছাকৃতই করুক, বা অনিচ্ছাকৃত সর্ব অবস্থাতেই তা ভুলবশতই করে।

৮৮৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের অবাধ্য হয় সে যে পর্যন্ত না উক্ত গুনাহ্ থেকে বিরত না হয় সে পর্যন্ত সে লোক জাহিল থাকে।

৮৮৩৫. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে লোক আল্লাহ্র অবাধ্যতাজনক পাপ-কর্ম করে, সে পাপ কর্ম থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অজ্ঞতার মধ্যেই থাকে।

৮৮৩৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে পর্যন্ত কোন লোক আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে, সে পর্যন্ত উক্ত লোক অজ্ঞ।

৮৮৩৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে লোক পাপ-কর্ম করে সে অজ্ঞ, অজ্ঞতার কারণেই মানুষ পাপ করে।

৮৮৩৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্য সে অজ্ঞ, যে পর্যন্ত না সে পাপ কাজ হতে বিরত হয়। ইব্ন জুরায়জ বলেন, আবদুল্লাহ্ মুজাহিদ (র.) থেকে ইব্ন কাছীর আমাকে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যখন গুনাহ্র কাজ করে, তখন সে অজ্ঞ অবস্থায় তা করে। ইব্ন জুরায়জ আরও বলেন- "আমাকে 'আতা' ইব্ন আবী রিবাহ্ও অনুরূপ বলেছেন"।

৮৮৩৯. ইব্ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় الجهالة সম্পর্কে বলেন, যারা আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তারা নাফরমানীর (গুনাহ্র) কাজ হতে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞ। তারপর তিনি এ মর্ম (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৯) هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ এবং (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৩) وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতাংশ দু'টি সূরা ইউসূফ হতে পাঠ করে বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নাফরমানী করে, সে অজ্ঞ যে পর্যন্ত না সে উক্ত নাফরমানী ও গুনাহ্র কাজ বর্জন করে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ উল্লেখিত جَهَالَةٍ -শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ -এ আয়াতাংশে যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ্র কাজ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, আয়াতাংশে উল্লেখিত جَهَالَةٍ -এর অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে করা।

৮৮৪১. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৮৪২. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ -এ আয়াতাংশে উল্লেখিত জিহালতের অর্থ ইচ্ছাকৃত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ জিহালত শব্দের ভাবার্থ দুনিয়া বলেছেন। তাঁদের মতে اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ -অর্থ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ যারা গুনাহ্র কাজ করে আল্লাহ্ তাদের তাওবা এ দুনিয়াতেই কবুল করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪৩. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি-إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهَالَةٌ অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় কাজ ভুলের আওতাধীন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম হল- তাওবা তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত গুনাহ্‌র কাজ করে। আর মন্দ কাজটাই হল মূর্খতা, তথা স্বেচ্ছায় পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া। তাদের এসব গুনাহ্ ও অসতর্কতার জন্যে আল্লাহ্ পাক যে শাস্তির বিধান দিয়েছেন, তা ভোগ করতেই হবে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ইচ্ছাকৃত ভুল করে, সে ভুলের জন্য বিশেষভাবে তাকেই যেন বুঝায় এরূপ কোন প্রতিশব্দ আরবী ভাষায় প্রচলিত নেই। তবে লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে কোন বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল করুক না কেন তাকে সে ব্যাপারে অজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভাল-মন্দ বা লাভ ও ক্ষতির ব্যাপারে যদি কোন লোক জ্ঞাত থাকে এবং তদনুযায়ী কাজ করারও তার ইচ্ছা শক্তি আছে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাক্রমে যদি কোন মন্দ কাজ তার দ্বারা হয়ে যায়, তবুও তাকে জাহিল বা মূর্খ বলা হবে না। কারণ, কোন বিষয়ে 'জাহিল' এমন লোককে বলা হয়, যার সম্মুখে সে বিষয়টি উপস্থাপন করলেও সে তা বুঝেও না এবং চিনেও না। অথবা যদিও জানে কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্ববশত প্রতিকূল অবস্থার কারণে সে কাজটির নির্ভুল সমাধান হওয়ার পরিবর্তে তার ভুল হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা হলে তাকে 'জাহিল' বলা যায়। যদিও সে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল। যেহেতু বিষয়টি যে রূপে তার নিকট উপস্থাপন করা উচিত; সেরূপ না করে অজ্ঞ লোকের ন্যায় উপস্থাপন করায় তাকে 'জাহিল' বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী:يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ -এর মর্মও তদ্রূপ। তবে কোন লোকের যদি কোন গুনাহ্‌র কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে তা করে, এতে ইচ্ছাকৃতভাবে সে কাজটি করছে বলে তাকে গণ্য করা হবে এবং উক্ত কাজ করা তার উপর হারাম হওয়ার কারণে সে মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে। যারা এরূপ কাজ করে তাদের উক্ত কাজ সে সব কাজের ন্যায় যা জঘন্য মূর্খতাবশত করে ফেলে, যে জন্য অবিলম্বে এ পৃথিবীতেই বা বিলম্বে পরকালে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হবে। তাই কোন লোকের অপরাধ জনিত কোন কাজের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে যদি উক্ত কাজ করে, তখন তাকে বলা হয় সে মূর্খের ন্যায় কাজ করেছে, এ হিসাবে বলা হয় না যে, সে জাহিল ছিল।

কোন কোন আরব লোক মনে করেন, তার মানে হল, এরূপ ভ্রান্ত কাজে নিশ্চিত শাস্তির কথা তারা ভুলে গেছে, একজন জ্ঞানী লোকের জ্ঞান অনুযায়ী সে জ্ঞান রাখেনি এবং সে হিসাবে কাজও করেনি। যদিও সে জানত যে এটা গুনাহ্‌র কাজ। এজন্যেই আল্লাহ্ এরূপ লোকদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ (অর্থাৎ যারা ভুলবশত গুনাহ্‌র কাজ করে)। যাঁরা এমত

পোষণ করেন, ঘটনা যদি তা হয় এবং উক্ত কাজের প্রকৃত পরিণাম সম্পর্কে জানা থাকে, তবে তার জন্য তাওবার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (আল্লাহ্ পাক শুধু তাদের তাওবাই কবুল করেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে তারপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে।)- অন্যদের নয়। যারা উক্ত মত পোষণ করেন, তাদের সে অভিমত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন। যারা তাওবা করে, আল্লাহ্ পাক তাদের তাওবা কবুল করেন। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন "তওবার দুয়ার খোলা আছে, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত"। তাদের উক্ত অভিমত মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণারও বিপরীত। ইরশাদ হয়েছে ঃ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا (তবে যে তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নেক আমল করে)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (তারপর তারা অবিলম্বে তাওবা করে)-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে قَرِيبٍ (কারীব) শব্দের মর্মার্থ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, قَرِيبٍ -এর তাৎপর্য, তারা তাওবা করে সুস্থাবস্থায়, রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ও মৃত্যুর পূর্বে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪৪. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন قَرِيبٍ দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে যে পর্যন্ত সুস্থ থাকে, সে সময়কে বুঝান হয়েছে।

৮৮৪৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, قَرِيبٍ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ জীবিত ও সুস্থ অবস্থায়, মৃত্যুর পূর্বে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন বরং এর অর্থ, মালাকুল মাওতকে প্রত্যক্ষ করার পূর্বে যারা তাওবা করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قريب শব্দের তাৎপর্য ঃ মালাকুল মাওতকে দেখার পূর্বে তাওবা করা।

৮৮৪৭. আবূ মাজলায্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালাকুল মাওত প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত মানুষ সর্বদা তাওবা করতে থাকবে।

৮৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মওতের আলামত দেখার পূর্বে তাওবা করা।

www.eelm.weebly.com

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪৩. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি-إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন اَلدُّنْيَا كُلُّهَا جِهَالَةٌ অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় কাজ ভুলের আওতাধীন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম হল- তাওবা তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত গুনাহ্র কাজ করে। আর মন্দ কাজটাই হল মূর্খতা, তথা স্বেচ্ছায় পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া। তাদের এসব গুনাহ্ ও অসতর্কতার জন্যে আল্লাহ্ পাক যে শাস্তির বিধান দিয়েছেন, তা ভোগ করতেই হবে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ইচ্ছাকৃত ভুল করে, সে ভুলের জন্য বিশেষভাবে তাকেই যেন বুঝায় এরূপ কোন প্রতিশব্দ আরবী ভাষায় প্রচলিত নেই। তবে লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে কোন বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল করুক না কেন তাকে সে ব্যাপারে অজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভাল-মন্দ বা লাভ ও ক্ষতির ব্যাপারে যদি কোন লোক জ্ঞাত থাকে এবং তদনুযায়ী কাজ করারও তার ইচ্ছা শক্তি আছে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাক্রমে যদি কোন মন্দ কাজ তার দ্বারা হয়ে যায়, তবুও তাকে জাহিল বা মূর্খ বলা হবে না। কারণ, কোন বিষয়ে 'জাহিল' এমন লোককে বলা হয়, যার সম্মুখে সে বিষয়টি উপস্থাপন করলেও সে তা বুঝেও না এবং চিনেও না। অথবা যদিও জানে কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্ববশত প্রতিকূল অবস্থার কারণে সে কাজটির নির্ভুল সমাধান হওয়ার পরিবর্তে তার ভুল হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা হলে তাকে 'জাহিল' বলা যায়। যদিও সে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল। যেহেতু বিষয়টি যে রূপে তার নিকট উপস্থাপন করা উচিত; সেরূপ না করে অজ্ঞ লোকের ন্যায় উপস্থাপন করায় তাকে 'জাহিল' বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ্র বাণী:يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ -এর মর্মও তদ্রূপ। তবে কোন লোকের যদি কোন গুনাহ্র কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে তা করে, এতে ইচ্ছাকৃতভাবে সে কাজটি করছে বলে তাকে গণ্য করা হবে এবং উক্ত কাজ করা তার উপর হারাম হওয়ার কারণে সে মহান আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করবে। যারা এরূপ কাজ করে তাদের উক্ত কাজ সে সব কাজের ন্যায় যা জঘন্য মূর্খতাবশত করে ফেলে, যে জন্য অবিলম্বে এ পৃথিবীতেই বা বিলম্বে পরকালে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্র আযাব আপতিত হবে। তাই কোন লোকের অপরাধ জনিত কোন কাজের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে যদি উক্ত কাজ করে, তখন তাকে বলা হয় সে মূর্খের ন্যায় কাজ করেছে, এ হিসাবে বলা হয় না যে, সে জাহিল ছিল।

কোন কোন আরব লোক মনে করেন, তার মানে হল, এরূপ ভ্রান্ত কাজে নিশ্চিত শাস্তির কথা তারা ভুলে গেছে, একজন জ্ঞানী লোকের জ্ঞান অনুযায়ী সে জ্ঞান রাখেনি এবং সে হিসাবে কাজও করেনি। যদিও সে জানত যে এটা গুনাহ্র কাজ। এজন্যেই আল্লাহ্ এরূপ লোকদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ (অর্থাৎ যারা ভুলবশত গুনাহ্র কাজ করে)। যাঁরা এমত

পোষণ করেন, ঘটনা যদি তা হয় এবং উক্ত কাজের প্রকৃত পরিণাম সম্পর্কে জানা থাকে, তবে তার জন্য তাওবার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (আল্লাহ্ পাক শুধু তাদের তাওবাই কবুল করেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে তারপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে।)- অন্যদের নয়। যারা উক্ত মত পোষণ করেন, তাদের সে অভিমত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন। যারা তাওবা করে, আল্লাহ্ পাক তাদের তাওবা কবুল করেন। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন "তওবার দুয়ার খোলা আছে, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত"। তাদের উক্ত অভিমত মহান আল্লাহ্র ঘোষণারও বিপরীত। ইরশাদ হয়েছে ঃ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا (তবে যে তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নেক আমল করে)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (তারপর তারা অবিলম্বে তাওবা করে)-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে قَرِيبٍ (কারীব) শব্দের মর্মার্থ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, قَرِيبٍ -এর তাৎপর্য, তারা তাওবা করে সুস্থাবস্থায়, রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ও মৃত্যুর পূর্বে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪৪. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন قَرِيبٍ দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে যে পর্যন্ত সুস্থ থাকে, সে সময়কে বুঝান হয়েছে।

৮৮৪৫. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, قَرِيبٍ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ জীবিত ও সুস্থ অবস্থায়, মৃত্যুর পূর্বে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন বরং এর অর্থ, মালাকুল মাওতকে প্রত্যক্ষ করার পূর্বে যারা তাওবা করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৪৬. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قريب শব্দের তাৎপর্য ঃ মালাকুল মাওতকে দেখার পূর্বে তাওবা করা।

৮৮৪৭. আবূ মাজলায্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালাকুল মাওত প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত মানুষ সর্বদা তাওবা করতে থাকবে।

৮৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মওতের আলামত দেখার পূর্বে তাওবা করা।

৮৮৪৯. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাওবা করার যথাযথ সময় হল, মালাকুল মাওতকে দেখার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত; কিন্তু মালাকুল মাওতকে দেখার পর তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শব্দের তাৎপর্য হলো। মৃত্যুর পূর্বে যারা তাওবা করে ঃ

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৫০. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, قَرِيبٍ -শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু ঘটে।

৮৮৫১. ইকরীমা (র.) হতে বর্ণিত, قريب - এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জাগতিক সবকিছুই।

৮৮৫২. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- قريب হল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

৮৮৫৩. আবূ কিলাবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বলা হয়েছে যে, ইবলীসকে যখন অভিসম্পাত করা হলো এবং তাকে অবকাশ দেওয়া হল, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল যে, "হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যাতের শপথ, বনী আদমের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার দেহ হতে বের হব না। তারপর মহান আল্লাহ্ বললেন, আমি আমার ইয্যাতের শপথ করে বলছি। যতক্ষণ তার দেহের মধ্যে প্রাণ থাকবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তওবা করতে মানা করব না।

৮৮৫৪. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। পরে আবূ কিলাবা (র.) এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তখন আলোচনা প্রসঙ্গে আবূ কিলাবা বললেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসের প্রতি অভিসম্পাত করলেন, তখন ইবলীস মহান আল্লাহ্র নিকট অবকাশ চেয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল যে, আপনার ইয্যাতের শপথ করে বলছি, আমি আদম সন্তানের অন্তর হতে কখনও বের হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে প্রাণ থাকবে। তারপর মহান আল্লাহ্ বললেন, আমি আমার ইয্যাতের কসম করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত বনী আদমের দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তাওবা করতে মানা করব না।

৮৮৫৫. আবূ কিলাবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইবলীসের উপর লা'নত করলেন, তখন ইবলীস মহান আল্লাহ্র নিকট অবকাশ চেয়ে প্রার্থনা করায় আল্লাহ্ পাক তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করলেন। এতে ইবলীস প্রতিজ্ঞা করে বলল, আপনার ইয্যাতের শপথ করে বলছি যে, আমি বনী আদমের অন্তর হতে কখনও বের হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রাণ থাকবে। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমি আমার ইয্যাতের শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তাওবা থেকে বারণ করবো না।

৮৮৫৬. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ইবলীস যখন আদম (আ.)-এর পেট খালী দেখতে পেল, তখন সে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রতিজ্ঞা করে বলল, আপনার ইয্যাতের শপথ! তার পেট হতে আমি কখনও বের হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রাণ থাকবে; ইবলীসের এ প্রতিজ্ঞা শুনে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, আমি আমার ইয্যাতের শপথ করে বলছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাওবা কবুল করব।

৮৮৫৭. আবূ আয়্যুব বুশাইর ইব্ন কা'ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মৃত্যু যন্ত্রণায় গড়গড়া শব্দ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন।

৮৮৫৮. উবাদা ইব্ন সামিত (র.) হতে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৮৫৯. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, বান্দা মৃত্যু যন্ত্রণায় গড়গড়া শব্দ প্রকাশ না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সঠিক হল, আল্লাহ্ পাক এমন ব্যক্তিদের তাওবা কবুল করেন, যারা মৃত্যুর পূর্বে এমন অবস্থায় তাওবা করে, যে অবস্থায় তাদের মধ্যে মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ বুঝবার মত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, আরও বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাস রাখে এবং হুঁশ ও জ্ঞান বহাল থাকে। মৃত্যু যন্ত্রণায় গড়গড়া আওয়ায কণ্ঠদেশে শুরু হয়ে গেলে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ বুঝবার মত ক্ষমতা যাদের থাকে না, আল্লাহ্ পাক তাদের তাওবা কবুল করেন না। কেননা, পূর্বে যে গুনাহ্র কাজ করেছে। সে কাজের উপর লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় সে কাজ আর করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াকেই তাওবা বলে। অর্থাৎ গুনাহ্র কাজ করার পর সুষ্ঠু জ্ঞান থাকাবস্থায় অবিলম্বে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় এরূপ কাজ আর করবে না বলে পাকাপোক্ত সংকল্প করাকেই তাওবা বলে। এমতাবস্থায় যারা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে, মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তারাই সে সকল তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের তাওবা কবুল করার এবং গুনাসমূহ ক্ষমা করার প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

উক্ত আয়াতের মধ্যে من قريب (মিন্-কারীব)-এর যে তাফসীর বা ব্যাখ্যা হাদীস ও অন্যান্য সূত্র থেকে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথাই বুঝা যায় যে, মানুষের সমগ্র জীবন কালই مِنْ قَرِيبٍ বা নিকটবর্তীর অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (এরাই হল সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاُولٰئِكَ -শব্দের ব্যাখ্যা হল, তারা সে সব লোক যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং অবিলম্বে তাওবা করে।

يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ (মহান আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন) অর্থাৎ- তারাই সেসব লোক, যাদের তাওবা আল্লাহ্ পাক কবুল করেন। তবে সে সব লোক নয়, যারা তওবা করেনি। এমন কি যারা অজ্ঞান হয়ে যায় এবং মৃত্যু তাদেরকে হাতছানি দেয়, অবস্থা এ হয়, তারা যা বলে, তা বুঝে না। তারা বলে اِنِّىْ تُبْتُ الاٰنَ আমি এখন তাওবা করছি। তার প্রতিপালককে প্রতারণা করে এবং তার দীনের প্রতি মুনাফিকী করে। يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ কথার তাৎপর্য হলো– আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্যের তাওফীক দান করেন এবং তার তরফ থেকে তাওবা কবুল করেন। অর্থাৎ সে তাওবা যা তাদের গুনাহ্ থেকে ফিরে আসার জন্য করেছে। وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়) عَلِيْمًا -শব্দের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোক সম্পকে সম্পূর্ণরূপে অবগত, যারা অপরাধ করার পর আবার তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর আবার সমগ্র সৃষ্টি থেকে ফিরে এসে একমাত্র মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতিই মুতাওয়াজ্জিহ্ হয়। حَكِيْمًا -শব্দের তাৎপর্য হলো, তাঁর কোন বান্দাহ্ স্বীয় গুনাহ্ হতে তাওবা করার পর কোন্ কাজে বা কোন্ বিষয়ে তার কল্যাণ হবে, মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত প্রজ্ঞার মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করেছেন এবং তাছাড়া সে তাওবার খাতিরে তিনি বান্দার তাকদীর ও তাদবীরেও পরিবর্তন করে দেন। তিনি অসীম প্রজ্ঞার অধিকারী। যার ফলে তাঁর কোন কাজের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্থলন কখনও ঘটতে পারে না।

(١٨) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۭ اُولٰۗئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৮. তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ করে; এবং তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্য তাওবা নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতায় যে সকল পাপাচারী বার বার মন্দ কাজ (গুনাহ্) করে। حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ তাদের জন্য তাওবা নয়। অর্থাৎ মৃত্যু যখন মাথার উপর ছায়াপাত করে এবং মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ও রূহ কবযকারী আল্লাহ্র

ফেরেশ্তা দৃষ্টিগোচর হয়, সে তখন নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, আর মৃত্যু যন্ত্রণায় কণ্ঠে গড়গড় শব্দ প্রকাশ ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ তখন যদি বলে আমি এখন তাওবা করছি, এমতাবস্থায় তার এ তাওবা মহান আল্লাহ্র নিকট তাওবা হিসাবে গণ্য হয় না। আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করেন না। কেননা, যে অবস্থায় তাওবা করার জন্য বলা হয়েছে, এ তাওবা করেনি সে অবস্থায়। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৮৮৬০. হযরত ইব্ন উমর (র.) বলেন, তাওবার দরজা সর্বদাই খোলা থাকে, যে পর্যন্ত মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু না হয়। তারপর ইব্ন উমর (রা.) উক্ত আয়াতাংশ পাঠ করে বলেন ঃ هل الحضور الا السوق - উপস্থিতি নয় বরং- গ্রেফতারী।

৮৮৬১. ইব্ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, মাওতের নিশানা প্রকাশ হওয়ার পর কেউ তাওবা করলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন না।

৮৮৬২. ইব্ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আজীবন গুনাহ্র কাজ করে, তাদের মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেলে তখন যদি সে ব্যক্তি তাওবা করে, তবে তার এ তাওবা আল্লাহ্র নিকট তাওবা হিসাবে গণ্য হয় না।

৮৮৬৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করে, তার তাওবা কবুল হয়ে যায়। এভাবে তিনি এক মাস, এক ঘন্টা এবং এক মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেন। জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.)-এর নিকট এ কথা শুনে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এরূপ কি করে হতে পারে? অথচ মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

হযরত আবদুল্লাহ্ (বা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে যা শুনেছি, তা আপনার নিকট বলবো।

৮৮৬৪. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শ্বাসনালী বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দ্বার উন্মুক্ত। এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতাংশে মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৬৫. হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথম আয়াত অর্থাৎ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ الاية মু'মিনগণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এবং মধ্যবর্তী আয়াত অর্থাৎ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এবং শেষাংশ অর্থাৎ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, উল্লেখিত আয়াতাংশে মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৬৬. সুফ্ইয়ান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যে, এ আয়াতাংশে যা বর্ণিত হয়েছে। তা মুসলমানগণের উদ্দেশ্যে, কেননা পরবর্তী وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ -অংশে স্পষ্ট রূপে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের কথা বলেছেন।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াত ঈমানদারগণের প্রতি লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু পরে এর হুকম মানসূখ হয়ে গেছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৬৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ -এ আয়াতের পরে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (نساء ٤٨-١١٦) (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। তাকে ব্যতীত অন্য যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন)। কাফির অবস্থায় যে ব্যক্তি মারা যায়। আল্লাহ্ পাক কখনও তাকে ক্ষমা করবেন না। আর যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করার আশা দিয়েছেন। মাগফিরাত সম্পর্কে তাদেরকে নিরাশ করেন নি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশ ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সুফ্ইয়ান ছওরী (র.)-এর ব্যাখ্যাই আমার নিকট উত্তম। তিনি বলেছেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের কাফিরদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি মুনাফিকদেরকে কাফির বলে উদ্দেশ্য করা না হতো, তবে وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ বলা হতো না। وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ - اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (এবং তাদের জন্য তাওবা নয়, যাদের মৃত্যু হয়, কাফির অবস্থায়। এরাই তারা, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ... وَلَا الَّذِيْنَ -এর অর্থ হলো وَلَا التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ -এর উপর عطف করা হয়েছে। وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ কে আল্লাহ্ পাকের বাণী لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ - السَّيِّاٰتِ -এর ব্যাখ্যা যেমন বর্ণিত আছে ঃ তাদের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হওয়ার কারণে, তাওবা থেকে তারা অনেক দূরে রয়েছে। اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

৮৮৬৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়, তারা তাওবা হতে অনেক দূরে।

اَعْتَدْنَا لَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় আরবী ভাষাবিদগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কোন বসরী ভাষাবিদ বলেন, اَعْتَدْنَا অর্থ اَفْعَلْنَا - শব্দটি عَتَاد থেকে নিষ্পন্ন। কোন কোন কূফাবাসী ভাষাবিদগণ বলেন اَعْدَدْنَا এবং اَعْتَدْنَا উভয়টি সমার্থক।

(١٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

১৯. হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়; তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন , তোমরা তাকেই অপসন্দ করছ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসিগণ! لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا-এর ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের আত্মীয়দের স্ত্রী ও বাপ-দাদাদের স্ত্রীকে উত্তরাধিকারী বানাবার জন্য যবরদস্তি করে বিয়ে করো না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে পুরুষেরা সেসব স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হতো এবং তাদের উত্তরাধিকারী না হওয়ার কারণ কি? অথচ আমরা জানি নারীগণও পুরুষদের ন্যায় উত্তরাধিকারী হতে পারে। জবাবে বলা যায়, তার অর্থ এই নয় যে, তারা মরে গেলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, বরং আসল ঘটনা হল এরূপ-

জাহিলিয়া যুগে আরব দেশে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে, সে স্বামীর ছেলে বা তার নিকটতম আত্মীয় স্মরণে বিধবা মহিলাকে নিজের আয়ত্ব ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেত এবং যথেচ্ছা ব্যবহার করত- তাকে নিজে বিবাহ করত অথবা তাকে আবদ্ধ করে রাখত, যাতে অন্য কেউ সে স্ত্রীর উপর অধিকার খাটাতে না পারে, এমন কি অন্যত্র বিবাহ দিত না এবং বিবাহের সুযোগও দিত না। এ অবস্থাতেই সে মহিলা মারা যেত। আল্লাহ্ তা'আলা এ সব গর্হিত কাজ তাঁর বান্দাদের উপর হারাম করে দেন এবং তাদের পিতা-পিতামহের পত্নীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যের বিবাহের ব্যাপারে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ ঘোষণা করেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৬৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاأٰتَيْتُمُوْهُنَّ -

-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কোন পুরুষ লোক মারা গেলে, তখন তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তার বিধবা স্ত্রীর অধিকারী হত। সে বিধবাকে তাদের মধ্যে কেউ নিজেই বিবাহ করত, অথবা অন্যত্র বিবাহ্ দিয়ে দিত, অথবা বিবাহ্ দিতো না। মহিলার নিজ পিতৃবর্গের চেয়ে তার উপর মৃত স্বামীর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা অনেক বেশী অধিকার খাটাত। তাদের এ হীন আচরণকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৮৮৭০. আবূ উসামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। যখন আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত (র.) মারা যায়, তখন তার পিতার স্ত্রীকে (সৎ মা) তাঁর পুত্র জাহিলীযুগের প্রচলন অনুযায়ী বিবাহ করার ইচ্ছা করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا আয়াত অবতীর্ণ করেন।

৮৮৭১. ইকরীমা ও হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ তার আত্মীয় লোকের স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হত এবং সে বিধবা-স্ত্রী লোকটি মারা না যাওয়া পর্যন্ত অথবা তার সে উত্তরাধিকারী পুরুষ লোকটির নিকট তার স্বামীর নিকট হতে প্রাপ্ত মহর ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তাকে অবরুদ্ধ করে রেখে দিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এর মীমাংসা করে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেন।

৮৮৭২. আবূ মাজলায্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন পুরুষ লোকের বন্ধু মারা গেলে তখন সে ব্যক্তি বন্ধুর স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হয়ে যেত এবং সে স্ত্রী লোকটির নিজস্ব অভিভাবকের চেয়েও অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে যেত। মদীনার আনসারগণ এরূপ করত।

৯৯৭৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোন পুরুষ লোকের পিতা অথবা কোন বন্ধু মারা যেত, তাহলে সে ব্যক্তি পিতার স্ত্রীর অথবা বন্ধুর স্ত্রীর অধিকারী হত। ইচ্ছা করলে সে তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারত। অথবা মুক্তিপণ হিসাবে নিজের মহর না দেওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখত। অথবা স্বাভাবিকভাবে সে মারা যাওয়ার পর তার ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যেত।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন, তাঁকে আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ্ (র.) বলেছেন যে, জাহিলীযুগের কোন লোক তার স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে এবং এ ব্যক্তির পরিবারে কোন শিশু সন্তান থাকলে তার পরিচর্যার জন্য স্ত্রী লোকটিকে আবদ্ধ করে রাখত। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

ইব্‌ন জুরায়জ আরো বলেন যে, মুজাহিদ (র.) বলেন- কোন লোকের পিতা স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে সে লোকটি (মৃত ব্যক্তির অপর স্ত্রীর ছেলে)-স্ত্রীর অধিক হকদার হত। স্ত্রী লোকটির যদি

কোন পুত্র সন্তান না থাকত তবে ইচ্ছা করলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারত অথবা নিজের ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বিয়ে দিত।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন যে, ইকরামা (র.) বলেন, আউস গোত্রের মা'আন ইব্‌ন আসিমের কন্যা কুবায়শার সম্পর্কে এ আয়তখানি নাযিল হয়। তার স্বামী আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত মারা যাওয়ার পর তার স্বামীর পুত্র তাঁকে বিবাহ্ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন কুবায়শা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর খিদমতে হাযির হয়ে আজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার স্বামীর উত্তরাধিকার সূত্রে আমি যা প্রাপ্য, তারা আমাকে তা দিচ্ছে না এবং অন্য কোন লোকের সাথে আমার বিবাহে বাধা দিচ্ছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়।

৮৮৭৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- কোন লোক মারা গেলে এবং তার বড় ছেলে থাকলে সেই উক্ত লোকের স্ত্রীর উপর অধিক দাবীদার হত এবং মহিলাটির গর্ভজাত ছেলে না থাকলে নিজেই তাকে বিবাহ্ করত, অথবা তার ভাই অথবা ভাতিজার নিকট বিবাহ্ দিত।

৮৮৭৫. আমর ইব্‌ন দীনার হতে বর্ণিত, তিনি মুজাহিদ (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৮৮৭৬. আমর ইব্‌ন দীনার (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৮৭৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলীযুগে কোন ব্যক্তির পিতা অথবা ভাই বা ছেলে স্ত্রী রেখে মারা গেলে সেই লোকটির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে যে সকলের আগে গিয়ে ঐ বিধবা মেয়ের উপর নিজের কাপড় নিক্ষেপ করতে পারত সেই উক্ত স্ত্রী লোকটির অভিভাবক হত। এমন কি তাকে বিবাহ্ দিয়ে সে ব্যক্তি তার মহর আত্মসাৎ করত। আর মহিলা যদি তাদের হস্তক্ষেপের পূর্বে পিত্রালয়ে চলে যেতে পারত, তাহলে সে পিত্রালয়ের লোকেরাই তার অভিভাবক হত।

৮৮৭৮. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান আল-বাহিলী বলেন, আমি দাহ্‌হাক (র.)-কে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, মদীনায় কোন লোকের কোন বন্ধু তার স্ত্রী রেখে মারা গেলে সে ব্যক্তি তার বন্ধুর স্ত্রীর উপর নিজের কাপড় নিক্ষেপ করতে পারলে, সে উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ্ করার অগ্রাধিকার পেত, আর এতেই তাদের বিয়ে হয়ে যেত। অথবা মুক্তিপণ আদায় না করা পর্যন্ত তাকে রেখে দিত। এটাই ছিল মুশরিকদের কাজ।

৮৮৭৯. ইব্‌ন যায়দ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মদীনায় (ইয়াসরাববাসীদের মধ্যে) উত্তরাধিকার আইনের প্রচলন ছিল। কোন লোক মারা গেলে তার ছেলে নিজের পিতার স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতো, যেমন- স্বীয় মাতার উত্তরাধিকারী হয়। এতে কেউ বাধা দিতে পারত না। তার পিতা যেভাবে তাকে ভোগ করত, সেও ইচ্ছা করলে তাকে ভোগ করতে পারত। আর যদি পসন্দ না হত, তবে তাকে পৃথক করে দিত এবং যদি তাদের মধ্যে কোন শিশু সন্তান থাকত, তবে সে শিশু সন্তান বড় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী লোকটিকে তার নিকট

রেখে দিত, সন্তানটি বড় হয়ে গেলে স্ত্রী লোকটিকে রাখা না রাখা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। এ বিষয়টিকেই আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন –

لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

৮৮৮০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মদীনার কোন লোকের বন্ধু মারা যেত, তখন সে এসে তার সে বন্ধুর স্ত্রীর উপর নিজের একখানা কাপড় নিক্ষেপ করত। এতে সে উক্ত স্ত্রীর বিয়ের মালিক হয়ে যেত এবং অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে পারত না এবং মুক্তিপণ না দেয়া পর্যন্ত তাকে আবদ্ধ করে রাখত। তাদের এ ঘৃণিত আচরণ নিষিদ্ধ করণে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৮৮৮১. মাকসাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– জাহিলীযুগে কোন স্ত্রী লোকের স্বামী মারা গেলে কোন পুরুষ লোক এসে যদি সে স্ত্রী লোকটির উপর কাপড় নিক্ষেপ করত, তবে সে স্ত্রী লোকটির উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার লাভ করত। তাদের এ আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও পিতামহের এবং আত্মীয়-স্বজনের উত্তরাধিকারী হয়ে জবরদস্তী তাদের স্ত্রীগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অথচ উক্ত আয়াতের মধ্যে পিতা-পিতামহ ও আত্মীয়-স্বজন এবং নিকাহ্ -এর কিছুই উল্লেখ নেই। তবে স্ত্রীদের উপর জবরদস্তী উত্তরাধিকারী হওয়া নিষিদ্ধ করে আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের জন্য এ ঘোষণাই যথেষ্ট। কেননা, তাদের এ কাজ ঘৃণাজনক ছিল, তা তাদের পূর্ব থেকেই জানা ছিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন- উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হল- হে মানবমণ্ডলী স্ত্রীদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তাদের উত্তরাধিকারী হওয়া যবরদস্তি করারই অর্ন্তভুক্ত। আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করার কারণ হল, তারা স্ত্রীদের দাসীদের উপর যবরদস্তি চালিয়ে তাদেরকে এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখত যে, তারা সে অবরুদ্ধ অবস্থায়ই মারা যেত। এরপর তারা সে নারীদের অর্থ-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যেত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৮২. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কোন লোক যখন তার দাসী রেখে মারা যেত তখন সে লোকের বন্ধু এসে উক্ত দাসীর উপর তার কাপড় নিক্ষেপ করত এবং অন্য লোক যেন তাকে বিয়ে না করতে পারে, তাতে বাধার সৃষ্টি করত। যদি দাসীটি রূপসী হত তবে সে নিজেই বিয়ে করত এবং অসুন্দরী হলে তবে সে তাকে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আবদ্ধ করে রাখত। এরপর সে তার সম্পদের অধিকারী হত।

৮৮৮৩. যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আনসারদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যে, তাদের মধ্য হতে কোন লোক যদি মারা যেত তবে তাদের মধ্য হতেই একজন সে লোকের স্ত্রীর অভিভাবক হিসাবে মালিক হয়ে যেত এবং যে পর্যন্ত স্ত্রী লোকটির মৃত্যু না হত, সে পর্যন্ত তাকে আবদ্ধ করে রাখত এবং সে মারা যাওয়ার পর তার উত্তরাধিকারী হয়ে যেত। উপরোক্ত আয়াতটি তাদের এ ঘৃণ্য কাজ নিষিদ্ধ-করণে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাটি উত্তম, যা আমি বর্ণনা করেছি। তা হল, তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যবরদস্তিমূলক একে অপরের স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা, উত্তরাধিকারের বিধানে প্রত্যেকের হক নির্ধারিত রয়েছে। এ বিধান অনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রত্যেক উত্তরাধিকারী নিজ নিজ অংশ নিয়ে নিবে। উত্তরাধিকার সূত্রে নারীদের সম্পদ বান্দাদের ভোগ করায়ে কোন বাধা নিষেধ নেই। উত্তরাধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে জোর করে বিয়ে করা বৈধ নয়।

জাহিলী যুগে প্রচলন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কেউ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত, তখন সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উপরও একচ্ছত্র অধিকারের দাবী করে বসত, অন্য কেউ সে স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারত না এবং বিয়ে দিতেও পারত না তারা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে তার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় নিজেদের উত্তরাধিকার মনে করত। যেমন মৃত ব্যক্তির ঘর-বাড়ি জায়গা-যমীন ইত্যাদি ইজারা দিয়ে নিজেরা লাভমান হত। আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি তাদের মধ্য হতে তার স্ত্রীর মালিক হয়, এ মালিকানার অর্থ এই নয় যে, যেভাবে তাদের মধ্যে কেউ মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ধন-সম্পদ ব্যবহার বা উপভোগ করার অধিকার লাভ করে, এভাবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উপরেও তার তদ্রূপ অধিকার আছে বিয়ের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বাঙ্গীণ মালিকানা ও অধিকার জন্মে। যেমন, অন্যান্য ধন-সম্পদের উপর মালিকানা থাকে, এতে উত্তরাধিকারিগণ মৃত ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদের ন্যায় তার স্ত্রীর উপরও তাদের অধিকারের দাবী করে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে। উত্তরাধিকারিগণ তার জায়গা-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ ইজারা দেওয়া, হেবা করা, দান করা ও বেচা-কেনা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে, তার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অধিকার রয়েছে মনে করে আসত। কিন্তু, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর অধিকার ও মালিকানা অন্যান্য ধন-সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বিধায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উপর উত্তরাধিকারীদের কোন অধিকার প্রয়োগ করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী: وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ (তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবদ্ধ রেখো না)।

আলোচ্য আয়াতাংশের বিশ্লেষণে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন لَاتَعْضُلُوْهُنَّ -তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না। অর্থাৎ যারা মৃত

ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তাদের প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ওহে! মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায়, তাদের স্ত্রী যদি কোন পুরুষের নিকট বিবাহ করতে চায় যাতে তারা সে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। তবে তাদেরকে তোমরা এমন ভাবে বন্দী করে রেখো না। মহান আল্লাহর বাণী: لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছিলে, তাদের মৃত্যুর পর সে সব সম্পদ তোমরা আত্মসাৎ করতে পার। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে অংশের স্ত্রীরা মালিক, তাদের সে সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না।

এমত পোষণকারী হলেন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হাসান বসরী (র.) ও ইকরামা (র.)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হল– হে মানুষেরা! তোমরা স্ত্রীদেরকে কষ্টদায়ক অবস্থায় বন্দী করে রাখবে না এবং তাদের নিকট তোমাদের এমন কোন কারণ নেই, যাতে তোমরা তাদের উপর এমন উৎপীড়ন চালাবে, **যে কারণে তোমরা তাদেরকে মহর হিসাবে যা দিয়েছিলে, তা মুক্তিপণ হিসাবে তারা তোমাদেরকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়।**

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৮৪. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, لَا تَعْضُلُوْهُنَّ - অর্থ তোমরা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করো না। لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ অর্থাৎ কোন পুরুষের যদি এরূপ স্ত্রী থাকে, যার সাথে বসবাস করা পসন্দ করে না, অথচ সে ব্যক্তির নিকট স্ত্রী লোকটির মহর পাওনা আছে; **যে কারণে সে স্ত্রীলোকটিকে এমন যাতনা দিচ্ছে; যে কারণে সে স্ত্রী লোকটি তার মহর মুক্তিপণ হিসাবে বিনিময় করতে বাধ্য হয়।**

৮৮৮৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী: لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তোমার স্ত্রীকে এমনভাবে কষ্ট দেয়া বৈধ নয় যাতে সে তোমার নিকট হতে মুক্তি পাওয়া জন্য পণ বিনিময় করতে বাধ্য হয়। ইবনুল বিলমানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশ দু'টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি জাহিলী যুগের অপরটি ইসলামী যুগের।

৮৮৮৬. আবদুর রহমান ইবন বিলমানী বলেন, لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا -এ আয়াত দু'টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। আবদুল্লাহ্ বলেন, لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا জাহিলী যুগের ঘটনার উপর আর, لَا تَعْضُلُوْهُنَّ অবতীর্ণ হয়েছে ইসলামী যুগের কর্মকাণ্ডের উপর।

৮৮৮৭. সাঈদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর অর্থ হল তাদেরকে তোমরা বন্দী করে রেখো না।

৮৮৮৮. সুদ্দী (র.)- হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, تَعْضُلُوْهُنَّ -এর অর্থ তাদেরকে তোমরা যাতনা দিচ্ছ যাতে তারা মুক্তিপণ বিনিময় করে।

৮৮৮৯. উবায়দ ইবন সুলায়মান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর মধ্যে اَلْعَضْلُ -অর্থ- পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীর উপর যবরদস্তি করা এবং কষ্ট দেয়া, যাতে স্ত্রী তার সাথে মুক্তিপণ বিনিময় করে। অথচ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ কিরূপে তোমরা তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সঙ্গত হয়েছ। (সূরা নিসা ঃ ২১)

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ আয়াতে স্ত্রীদেরকে অবরুদ্ধ করা অভিভাকদের নিষেধ করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৯০. মুজাহিদ (র.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াতে لَا تَعْضُلُوْهُنَّ দ্বারা যে বিধানের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতাংশের বিধানও তাই।

৮৮৯১. মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা এসেছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হয়ে গেলে পুনরায় উভয়ের মধ্যে বিবাহ উক্ত আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে, এরূপ ঘটনা ইসলামে যেন না হয়, তৎপ্রতি এ আয়াতের মধ্যে তাকীদ রয়েছে।

এ মত পোষণকারীদের আলোচনা ঃ

৮৮৯২. হযরত ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– মক্কার কুরায়শদের মধ্যে বাধা দেয়ার এরূপ প্রচলন ছিল যে, কোন ভদ্র অভিজাত সম্পন্ন মহিলাকে কেউ বিয়ে করলে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হত যে, সে পুরুষের সাথে মহিলাটি মিল হত না, ফলে সে উক্ত মহিলাটিকে এ শর্তের উপর পৃথক করে দিত যে, সে মহিলাটি তার অনুমতি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট বিয়ে বসতে পারবে না, এ শর্ত লিপিবদ্ধ করে রাখা হত এবং সাক্ষীও রাখা হত। অতঃপর কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিলে মহিলাটি মুক্তিপণ দিয়ে যদি তাকে খুশী করতে পারত তবে সে মহিলাটিকে অন্যত্র বিয়ে বসার জন্য অনুমতি প্রদান করত, নতুবা সে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখে দিত। ইব্‌ন যায়দ বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ الاية (তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আবদ্ধ করে রেখ না)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যাদের বর্ণনা দিয়েছি, তন্মধ্যে যারা বলেছেন, মহান আল্লাহ্র বাণী অত্র আয়াত দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর উপর সংকীর্ণতা করতে এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে ও কষ্ট দিতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। যেহেতু স্বামী তার স্ত্রীকে মহর

হিসাবে যা দিয়েছিল তা মুক্তিপণ হিসাবে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সে তার সাথে মেলামেশা করা অপসন্দ করছে এবং বিচ্ছেদকে ভাল জেনেছে। আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যাটি এজন্য উত্তম, সে স্ত্রীর উপর বাধা সৃষ্টি করার বিকল্প কোন পন্থা নেই, তবে দুই ব্যক্তির যে কোন একজন তার উপর বাধা সৃষ্টি করতে পারে, একজন হল তার স্বামী অপর জন হল তার অভিভাবক। স্বামী তাকে অপসন্দ করার ফলে সে তার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করত,যাতে সে তাকে যা দিয়েছিল, তা স্বেচ্ছায় মুক্তিপণ হিসাবে বিনিময় করতে বাধ্য হয়। অথবা সে স্ত্রীর অভিভাবক যে তাকে বিয়ে দিয়েছিল, এ লোক হতে মুক্ত করে নিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিবে। যখন এ দু'জন ব্যতীত অন্য কেউ বাধা দেয়ার মত নেই এবং অভিভাবকেরও জানা আছে যে, সে তো তাকে কিছু দেয়নি, তখন অবস্থা দৃষ্টে তাকে পুনরায় অন্যত্র বিয়ে দিতে বাধা দেয়ার অর্থ হল, তাকে সে স্বামী যা দিয়েছিল তা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যই এ বাধার সৃষ্টি করছে। এতে বুঝা যায় যে, বাধা দেয়ার মত ক্ষমতা একমাত্র তার স্বামীরই আছে। সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সে যেন স্ত্রীর এমন কষ্ট না দেয়, যাতে সে মুক্তি পাওয়ার জন্য পণ বিনিময় করতে বাধ্য হয়। অতএব স্বামী থেকে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটার পর তাকে পৃথক কোন প্রকার বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই। তবে যে স্ত্রী ফাহেশা কাজ করে, সে মুক্তিপণ বিনিময় না করা পর্যন্ত স্বামী তাকে আটকে রাখতে পারে। এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবন্ যায়দের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

আর সঠিক নয় অভিভাবকদের দ্বারা বিধবাদের আটকে রাখার কথা বলেছেন। আমরা যা বলেছি, সেটাই যথার্থ।

আল্লাহ্ পাকের বাণী وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ -এ আয়াতাংশটি أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا - উপর عطف হবার কারণে نصب নির্দিষ্ট।

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (যদি না তারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে)-এর ব্যাখ্যা। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)- এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের স্ত্রী তোমাদের অনুগত থাকাবস্থায় তোমরা তাদেরকে মহর হিসাবে যা দিয়েছ যদি তা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মেলামেশা না কর, তাদেরকে কষ্ট দাও এবং আটকে রাখ, তা বৈধ হবে না। তবে তারা প্রকাশ্য কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে পারবে, যাকে তারা মুক্তিপণ দিতে বাধ্য হয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فاحشة শব্দের অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ ব্যভিচার। অর্থাৎ কোন লোকের স্ত্রী যদি অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাকে আটকে রাখা এবং কষ্ট দেওয়া জায়েয হবে, যাতে মহর হিসাবে প্রদত্ত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৯৩. হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে নারী প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে, তাকে একশত বেত্রাঘাত করবে, এক বছর নির্বাসনে রাখবে, এবং স্বামীর নিকট থেকে যা গ্রহণ করেছে, তা ফিরিয়ে নেবে। অতঃপর হাসান (র.) আলোচ্য আয়াত খানির ব্যাখ্যা করেন-

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

৮৮৯৪. আতাউল খুরাসানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির স্ত্রী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তখন তাকে সে যা দিয়েছিল, তা ফেরৎ নেয়ে নিবে এবং তাকে বের করে দেবে। কিন্তু এ বিধান পরে রহিত হয়ে গিয়েছে।

৮৮৯৫. আবূ কিলাবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পায়, তখন তাকে এমন কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেওয়া অন্যায় হবে না যাতে সে নিজেই বিনিময় তালাক দিতে চায়।

৮৮৯৬. অপর সনদে আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত, কোন লোক তার স্ত্রীর ব্যভিচার কর্ম সম্পর্কে যদি জানতে পারে, তবে তার উপর এমন পীড়াদায়ক আচরণ করবে, যাতে সে বিনিময় হলে তালাক হয়ে যায়।

৮৮৯৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তা হলো ব্যভিচার। যদি তারা তা করে, তবে তাদের থেকে মহর ফিরিয়ে নাও।

৮৮৯৮. ইব্ন জুরায়জ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল করীম হাসান বসরীকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছেন যে, এখানে فاحشة অর্থ- ব্যাভিচার। তিনি আরও বলেন ঃ আমি হাসান এবং আবূ শা'সআকে বলতে শুনেছি যে, যদি স্ত্রী ব্যভিচার করে, তবে স্বামীর জন্য বৈধ হবে খুলা তালাকের ব্যবস্থা করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের الفاحشة المبينة -এর অর্থ- স্বামীর অবাধ্য হওয়া।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৮৯৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, الا ان ياتين بفاحشة مبينة - এর ব্যাখ্যা স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ও তার অবাধ্য হওয়া। কাজেই কোন স্ত্রী যদি এরূপ করেন তবে তার নিকট হতে মুক্তিপণ নেওয়া জায়েয হবে।

৮৯০০. মাকসাম (র.) হতে বর্ণিত, উক্ত আয়াতাংশটি ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর ক্বিরাআতে إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ অর্থাৎ যদি তোমার অবাধ্য হয় ও কষ্ট দেয়, তবে সে যা তোমার থেকে গ্রহণ করেছে, তা ফিরিয়ে নেওয়া তোমার জন্য বৈধ হবে।

৮৯০১. দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের فَاحِشَةً -এর অর্থ- স্বামীর অবাধ্য হওয়া, কাজেই স্ত্রী যদি অবাধ্য হয়, তবে তার সাথে خلع তালাকের ব্যবস্থা করা বৈধ হবে।

৮৯০২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -এর অর্থ- স্বামীর অবাধ্য হওয়া।

৮৯০৩. ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যদি তারা এ রকম করে অর্থাৎ অবাধ্য হয় তবে তাদেরকে রাখা না রাখা তোমাদের ইচ্ছা।

৮৯০৪. দাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, الا ان يأتين بفاحشة مبينة তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমার মহান প্রতিপালক বিচারে ঠিকই করেছেন। তিনি নারীদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ এখানে فاحشة (ফাহিশা) অর্থ অবাধ্য হওয়া বা উপেক্ষা করে চলা। স্ত্রীদের তরফ থেকে এরূপ হলে, মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল, তাকে মার-ধর করবে এবং তার বিছানা পৃথক করে দেবে। এরপরও যদি সে অবাধ্য থাকে, তবে তার নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করায় কোন গুনাহ্ হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর যে ব্যাখ্যাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে যারা বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশের মর্ম হল, যে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বাক-বিতণ্ডা করে, কটাক্ষ করে স্বামীকে কষ্ট দেয় এবং ব্যভিচার করে, মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামের উক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, এরূপ স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করা ও তার উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাদের স্বামীকে ক্ষমতা দান করেছেন এখানে উক্ত আয়াতের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে অশ্লীল কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ নেই, বরং স্পষ্টভাবে 'যে কোন প্রকাশ্য অশ্লীল' বলা হয়েছে। হযরত নবী করীম (সা.) হতেও এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

৮৯০৫. হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র কালিমা দ্বারা তাদেরকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা তোমাদের উপর কর্তব্য। তারা যেন তোমাদের বিছানায় অন্য কোন ব্যক্তিকে শয়ন না করায়, যা তোমরা অপসন্দ কর না। যদি তারা এরূপ করে তবে তাদেরকে এমনভাবে কিছু মারধর কর, যাতে আহত না হয়, আর নিয়মানুযায়ী তাদেরকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা তোমাদের উপর কর্তব্য।

৮৯০৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হে মানবমণ্ডলী! নারীগণ তোমাদের সঙ্গিনী। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানাত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র কালিমার মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের উপর তাদের অধিকার আছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল, তারা যেন তোমাদের বিছানা অন্য কাউকে নিয়ে ব্যবহার না করে এবং কোন ভাল কাজে তোমাদেরকে অমান্য না করে; যদি তারা এসব পালন করে বা মেনে চলে, তবে তাদের অন্ন-বস্ত্র সঠিকভাবে প্রদান করা তোমাদের উপর কর্তব্য। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামীর হক স্ত্রীর উপর হল, সে যেন স্বামীর বিছানা অন্য কাউকে নিয়ে ব্যবহার না করে এবং কল্যাণজনক বা ভাল কাজে যেন সে তার স্বামীর অবাধ্য না হয়। স্ত্রীকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা স্বামীর উপর যে কর্তব্য, তা সে সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর প্রতি মহিলার উপর যে করণীয় কর্তব্য তা সঠিকভাবে পালন করে এবং স্বামীকে মেনে চলে, যেমন স্বামীর বিছানা অন্যের ব্যবহারে না দেওয়া এবং ভাল কাজে স্বামীর সাথে হঠকারিতা না করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত উক্ত সহীহ্ হাদীসে একথা সুস্পষ্ট যে, স্ত্রী যদি তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজেকে লিপ্ত করে বা স্বামীর বিছানায় অন্যকে তার সাথে স্থান দেয়, তবে স্বামী সে স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা বন্ধ করে দেবে। যেমন স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, স্বামীকে মেনে না চলে, তাহলে স্বামী সে স্ত্রীকে অন্ন-বস্ত্র না দেওয়ার নির্দেশ আছে। কাজেই, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক আদায় করা যে কর্তব্য ছিল, এমতাবস্থায় সে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোন কর্তব্য নেই। কাজেই স্ত্রী স্বামী হতে যা পেয়েছিল (যেমন মহর) তা মুক্তিপণ হিসাবে স্বামীকে ফেরত দেবে এবং স্বামী তা গ্রহণ করে নেবে। স্ত্রী স্বেচ্ছায় না দিলে স্বামীর নিকট হতে সে যা নিয়েছিল, প্রয়োজনে তাকে আবদ্ধ করে তা আদায় করে নিতে পারবে। তার অতিরিক্ত আদায় করা নিষিদ্ধ এবং অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে না, নেবেও না। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে যারা বলেছেন الا ان يأتين بفاحشة مبينة আয়াতের এ অংশটুকু মানসূখ হয়ে গেছে, তাদের এ কথা ঠিক নয়। কারণ, যে সকল বিবাহিতা নারী স্বামী থাকাবস্থায় অন্যের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, তাদেরকেই অবরুদ্ধ করতে পারবে বলে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে ঘোষণা করেছেন। স্ত্রী স্বামী হতে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ বা আংশিক স্বামীকে ফেরত দিয়ে যেন সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়, এ জন্যেই অবরোধ করার ক্ষমতা স্বামীকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন যদি সে স্ত্রী অবাধ্য হয় তখন তাকে স্বামী অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখলে এবং তার কাজ-কর্মে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করলে সে তার নিকট হতে যা পেয়েছিল, তা মুক্তিপণ হিসাবে বিনিময়ে ফেরত প্রদানে বাধ্য হবে। এতে এক আয়াতের হুকুম অপরটির হুকুমকে বাতিল করে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের অর্থ হল- হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নারীদেরকে যে মহর দিয়েছ, তা ফেরত নেওয়ার জন্য তোমরা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা এবং সৎভাবে তাদেরকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান বিরত থাকা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে যদি তারা ব্যভিচার অর্থাৎ যিনা করে এবং অশালীন বাক-বিতণ্ডা করে আর তোমাদের প্রতি তাদের উপর যা করা ওয়াজিব বা কর্তব্য তাতে যদি প্রকাশ্য বিরোধিতা করে, তাহলে এ অবস্থায় তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছিলে তা ফেরত নেওয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে অবরুদ্ধ করে তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা তোমাদের জন্য অবৈধ হবে না অর্থাৎ যাতে তারা মুক্তিপণের বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে পুরুষেরা! তোমরা তোমাদের নারীদের সাথে ভালব্যবহার কর এবং যথা নিয়মে তাদের সঙ্গ দাও। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি তোমাদেরকে তাদের সাথে যেভাবে জীবন-সঙ্গী হয়ে থাকার আদেশ করেছি, সে ভাবেই তাদের সাথে তোমরা আচরণ করবে। তাদেরকে এমনভাবে রাখবে যে, তাদের যে সমস্ত হক আদায় করা আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলো সঠিক ভাবে আদায় করবে অথবা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মুক্ত করে দেবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯০৭. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -এর অর্থ হল। তাদের সাথে সদাচরণের সাথে মিলেমিশে চল ।

মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়নও এ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র উক্ত বাণীর অর্থ হল, আল্লাহ্ পাক বলেন, নারীরা তোমাদের সাথী, সঙ্গিনী বা সহচর, তাদের সাথে তোমরা সুব্যবহার কর।

মহান আল্লাহর বাণী: فَاِنْ كَرِهْتُمُوْ هُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -এর ব্যাখ্যা ঃ যদি তোমরা তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা সেটাকেই অপসন্দ করছো। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ বলেন– তোমরা তোমাদের নারীদেরকে যা প্রদান করেছো, যদি বিধি-সম্মত ও নিয়ম অনুযায়ী তাদের কাজ-কর্ম ও আচরণে তাদের কোন ত্রুটি না পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছ, তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখবে না। বরং তাদের সাথে নিয়ম অনুযায়ী সদ্ভাবে জীবন-যাপন করবে। তোমরা তাদেরকে অপসন্দ করছে। অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও যদি তাদেরকে সঙ্গিনী হিসাবে রেখে দাও তখন হতে পারে আল্লাহ্ তাদেরকে সন্তান দান করে তোমাদের প্রভূত কল্যাণের দ্বার খুলে দেবেন, যার ওসীলায় তোমাদের রিযিক দান করবেন, অথবা সে স্ত্রী, যে প্রথম অপসন্দ হয়েছিল, সে পুনরায় সংশোধন হয়ে সদাচরণ ও আনুগত্য দ্বারা তোমাদের আবেগ ও ভালবাসার পাত্র হয়ে যাবে।

৮৯০৮. মুজাহিদ (র.) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ অপসন্দনীয় বস্তুর মধ্যেও প্রভূত কল্যাণ নিহিত রাখতে পারেন।

৮৯০৯. মুজাহিদ (র.) হতেও একই রূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৯১০. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -এ আয়াতাংশের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রভূত কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে কল্যাণ হল সন্তান দান করা।

৮৯১১. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন– এ ক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ হল নারীর প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ করা, যাতে তার সন্তানের ওসীলায় জীবিকার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিষ্পাপ শিশু সন্তানের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

(২০) وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

২০. তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছু গ্রহণ করবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) উক্ত আয়াতের ভাবার্থে বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করার ইচ্ছা কর,তবে তোমাদের জন্য তাকে তালাক দেয়ার অবকাশ আছে। তবে যদি এমন হয় যে, তোমরা সে স্ত্রীকে মহর হিসাবে যে অগাধ অর্থ দিয়েছিলে সে অর্থ হতে তোমরা কিছুই গ্রহণ করবে না, অর্থাৎ যখন তোমরা তাকে তালাক দেওয়ার জন্য মনে মেনে স্থির কর, তখন থেকে তোমরা তার সাথে এমন পীড়া বা কষ্টদায়ক আচরণ করবে না, যাতে তোমরা তাকে যা দিয়েছ তোমাদেরকে তা ফেরত দান করে তার বিনিময়ে তোমাদের থেকে মুক্তি পেতে বাধ্য হয়। আর القنطار অর্থ– অগাধ সম্পদ।

৮৯১২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ভাবার্থে বলেন, তোমাদের কেউ যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করে, তবে যাকে তালাক দেবে, তার যত অধিক মালই থাকুক না কেন সে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হতে কিছু গ্রহণ করা তার জন্য হালাল হবে না।

৮৯১৩. মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের বাণী: اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -অর্থাৎ- তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশের তাৎপর্য হলো ঃ তোমরা মহর বাবদ তাদেরকে যা দিয়েছ, তা কি তাদের প্রতি তোমরা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সুস্পষ্ট অন্যায়ের মাধ্যমে যা গুনাহ্র মধ্যে শামিল, তাদের নিকট হতে নিয়ে নিবে? অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটনা করে তার নিকট হতে কিছু আদায় করা প্রকাশ্য জুলুম ও গুনাহ্র কাজ।

(২১) وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

২১. কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত আপন-জন হয়ে মিশেছিলে এবং তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, যখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেওয়ার এবং তাদের স্থলে অন্য স্ত্রীর গ্রহণ করার ইচ্ছা কর, তখন তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছ, তা মহর বাবদ। কিরূপে বা কি কারণে তাদের নিকট হতে তা আত্মসাৎ করবে অথচ তোমরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী রূপে জীবন-যাপন করেছো। এ বাক্যটি যদিও প্রশ্নবোধক, কিন্তু তাতে রয়েছে সতর্কবাণী। যেমন, কেউ অন্য জনকে ধমক ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনার্থে বলে থাকে كَيْفَ تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا وَاَنَا غَيْرُ رَاضٍ بِهٖ (তুমি এমন এমন কাজ কিরূপে করছ? অথচ আমি এ কাজে সন্তুষ্ট নই।

الافضاء -এর অর্থ কোন বস্তুর নিকট পৌঁছা অর্থাৎ কোন বস্তর সাথে মিশে যাওয়া। যেমন এ শব্দটি প্রয়োগ করে কবি বলেছেন - بلى (١) افضى الى كتبة * بدا سيرها من بالهن بعد ظاهر

হ্যাঁ, তোমরা যা ইচ্ছা তা বলতে পার। তবে সে সৈন্য দলের সাথে মিশে গিয়েছে। প্রকাশ্য দলের পর লুক্কায়িত দলটি যখন প্রকাশ পেয়েছে, তাদের সাথে সে তার অভিযান শুরু করেছে।

افضاء - এর নিছক অর্থ ছিদ্রের দিকে পৌঁছা। তাবারী (র.) বলেন, যারা افضاء - এর অর্থ এখানে যৌনাঙ্গের সংগত হওয়া বলেছেন। তাদের কথা অনুযায়ী আয়াতাংশের মর্মার্থ হয় কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে যা তোমরা তাদেরকে প্রদান করেছ, অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে সঙ্গমে মিশেছ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯১৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, الافضاء - অর্থ সহবাস করা। তবে করুণাময় আল্লাহ্ যে কোন দিকে ইঙ্গিত করতে পারেন।

৮৯১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এখানে উক্ত শব্দের অর্থ সঙ্গম করা। তবে মহান আল্লাহ্ তা অন্য অর্থেও গ্রহণ করতে পারেন।

৮৯১৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, الافضاء - অর্থ সঙ্গম করা।

৮৯১৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তোমাদের কেউ কেউ একে অন্যের সাথে সঙ্গত হয়েছ।

৮৯১৮. মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯১৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের অর্থ, তোমরা কি করে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে, তোমরা যে একে অন্যের সাথে সঙ্গত হয়েছ। অর্থাৎ পরস্পর সঙ্গম করা।

وَاَخَذْنَ منكُم مِّيثًا قًا غَلِيظًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে অর্থাৎ তারা তোমাদের নিকট হতে তাদের নিজের জন্য যে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, তার উপর তোমরাও নিজেরা অঙ্গীকার করেছ বা তাদেরকে তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, তোমরা তাদেরকে বিধি-সম্মত ও নিয়ম অনুযায়ী রাখবে। অথবা তাদেরকে না রেখে মুক্ত করে দিতে চাইলে তাদেরকে উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দেবে। মুসলমানদের বিবাহে প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা প্রচলিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি বিবাহ্ করে, তাকে বলা হয়ে থাকে الله عليك لتمسكن بمعروف او لتسرحنّ باحسان তোমার এ বিবাহে আল্লাহ্ সাক্ষী, তোমার উপর কর্তব্য হল তুমি অবশ্যই তাকে বিধি-সম্মত নিয়ম অনুযায়ী রাখবে, অথবা তাকে ত্যাগ করতে হলে ভালভাবে বিদায় দেবে।

৮৯২০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَاَخَذْنَ منكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (এবং তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে)। দৃঢ় প্রতিশ্রুতি হল, যা স্ত্রীদের জন্য পুরুষদের নিকট থেকে নেওয়া হয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে যথা নিয়মে রাখা, অথবা ইহ্সানের সঙ্গে বিদায় দেওয়া।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَاَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا - অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত ميثاق (প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার) শব্দের মর্মার্থ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, 'মীছাক' দ্বারা এখানে বিধি সম্মতভাবে স্ত্রীকে রাখার বা ভালভাবে তাকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে বিবাহের সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

তাদের এ মতের পক্ষে আলোচনা ঃ

৮৯২১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَاَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا -এর অর্থ হল, স্ত্রীকে যথাযথভাবে রাখা অথবা ইহ্সানের সাথে বিদায় করা।

৮৯২২. দাহ্হাক (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৯২৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, সে অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ পাক পুরুষ থেকে নারীর পক্ষে গ্রহণের কথা বলেছেন। আর তা হলো ভালভাবে স্ত্রীকে রাখা অথবা ইহ্সানের সাথে বিদায় করা।

৮৯২৪. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, বিয়ের সময় কনের অভিভাবক বলবে, আমি তাকে আল্লাহ্ পাকের আমানত হিসাবে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম, যাতে করে তুমি তাকে ভালভাবে রাখবে অথবা ইহ্সানের সঙ্গে বিদায় দেবে।

৮৯২৫. কাতাদা (র.) হতে অন্য সূত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও একটি বিবরণ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ميثاق অঙ্গীকার, শব্দটির অর্থ হল সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ্ পাক নারীদের পক্ষে গ্রহণ করেছেন। আর তা হল স্ত্রীকে ভালভাবে রাখা অথবা ইহ্সানের সাথে বিদায় করা। আর মুসলমানদের মধ্যে বিয়ের সময় এ প্রথা প্রচলিত ছিল। এটি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলা হতো।

৮৯২৬. মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা হল স্বামী স্ত্রীকে বিধি-সম্মতভাবে রাখবে অথবা ইহ্সানের সাথে বিদায় দেবে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বিবাহের সময় যে শব্দ ব্যবহার করলে স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ স্বামীর জন্য হালাল হয়, সে শব্দ ব্যবহার করাকেই প্রতিশ্রুতি বলা হয়েছে।

৮৯২৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা হল বিবাহের সময় যে শব্দ ব্যবহার করলে পুরুষের জন্য স্ত্রীদের যৌনাঙ্গ হালাল হয়ে যায়, সে শব্দ। মুছান্না (র.)-এর সনদে মুজাহিদ (র.) হতে একই বর্ণনা এসেছে।

৮৯২৮. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯২৯. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য একটি সূত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র বাণীতে যে দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা হল বিয়ের সময় পুরুষের نَكَحْتُ শব্দ (আমি নিকাহ্ করলাম) বলা।

৮৯৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাবুল কারামী হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অর্থে বলেন, তা হল, বিয়ের সময় পুরুষ قد ملكت النكاح (আমি নিকাহ- এর মালিক হয়ে গেলাম)-এ কথা বলা।

৮৯৩১. অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র.) বলেছেন, বিয়ের সময় নিকাহ্ এর শব্দ প্রয়োগ করা হল দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

৮৯৩২. ইব্‌ন ওহাব বলেন, ইবন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা হল বিয়ের বন্ধন।

৮৯৩৩. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বিয়ের সময় نَكَحْتُ শব্দটি ব্যবহার করাকেই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বলা হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াতকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গ আল্লাহ্‌র কালিমা দ্বারা হালাল করে নিয়েছ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৩৪. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জাবিরও ইকরামা (র.) একই বাক্যে وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا বলেন, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র কালিমা দ্বারা তাদের গুপ্তাঙ্গ হালাল করে নিয়েছ।

৮৯৩৫. রবী' হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ হল ঃ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি স্বামীর নিকট হতে স্ত্রীর জন্য কিভাবে নেওয়া হয়, উক্ত হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। বিবাহে স্ত্রীকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আমানতের কোন বস্তু ব্যবহার করা যায় না। আমানতদারের কাজ হল আমানতের হিফাজত করা। কিন্তু সে স্ত্রীকে স্বামী তার নিজের ব্যহারের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে তাঁদের ব্যাখ্যাই ঠিক যাঁরা বলেছেন, অত্র আয়াতের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা হল বিয়ের সময় স্ত্রীর জন্য স্বামীর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। এই মর্মে যে, সে তার স্ত্রীকে ভালভাবে রাখবে অথবা ইহসানের সাথে বিদায় করে দিবে এবং এ প্রতিশ্রুতির উপর স্বামী অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের হুকুম বর্তমানে বলবৎ আছে, না রহিত, সে ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটির হুকুম এখনও বলবৎ আছে। সুতরাং কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তাকে যে অর্থ দিয়েছেন, তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হবে না। তবে স্ত্রী যদি নিজেই তালাক হয়ে যেতে চায় তাহলে ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতটির হুকুম কার্যকর রয়েছে। স্বামী বা স্ত্রীর যে কেউ তালাক কামনা করুক না, স্ত্রীকে যা দিয়েছে কোন অবস্থাতেই তার কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়েয হবে না। বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মুযনী হতে এ মতটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৯৩৬. 'উকবা ইবন আবুস সাহ্‌বা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় তালাক চায়, তার সম্পর্কে বকরকে জিজ্ঞাসা করি, তার নিকট হতে স্বামী কিছু গ্রহণ করতে পারবে কি? তিনি বললেন, না। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا -তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন উপরোক্ত আয়াতের বিধান নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে ঃ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)।

আর তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা যা তোমাদের স্ত্রীকে প্রদান করেছ, তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ কর তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৩৭. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ হতে وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন- এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান ঘোষণা করেন, পরবর্তীকালে সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াত খানি নাযিল করে তা রহিত করে দেন-

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا ..... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে যারা আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের ব্যাখ্যাই সঠিক। স্বামী তাঁর স্ত্রীকে যা দিয়েছে স্ত্রীর কোন ত্রুটি বা অবাধ্যতার জন্য তাহতে কিছু ফিরিয়ে নেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নেই। এ বিধান রহিত না হওয়ার কারণ হল রহিতকারী বিধান বিপরীত বিধানকে বাতিল করে। অথচ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ এবং وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

উভয় আয়াতের হুকুমের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে, তখন সে স্বামীর জন্য তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না যেহেতু আল্লাহ্ বলেন, وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থ দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই গ্রহণ করবে না, অর্থাৎ স্বামী নিজ ইচ্ছায় যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়। তাহলে সে স্ত্রীকে যা দিয়েছিল, তা হতে কিছু গ্রহণ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। আর যদি স্ত্রী স্বামী হতে বিচ্ছেদ বা তালাক গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু স্বামী তাকে তালাক দিতে রাযী না হয়। তখন স্বামীকে তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করার অনুমতি আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে দান করেছেন।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ - তাদের উভয়ের কারোই কোন গুনাহ্ হবে না সে বিনিময় গ্রহণে, যা স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করার নিমিত্ত প্রদান করবে। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের একটিকে ناسخ -রহিতকারী এবং অপরটিকে منسوخ রহিত বলে হুকুম দেয়া যাবে না, তবে ناسخ - (নাসিখ) ও منسوخ (মানসূখ)-এর যদি স্পষ্ট বিধান বা সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তা মেনে নিতে হবে। এ ব্যাপারে বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মাযনী (র.) বলেছেন যে, কোন লোকের স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তার স্বামী হতে বিচ্ছেদ গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু স্বামী তাতে রাযী নয়, এ ক্ষেত্রে স্বামীকে তার সে স্ত্রী যা প্রদান করবে, সে তা গ্রহণ করে নেবে কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত হাদীসের আলোকে তার এ মত ঠিক নয়। বর্ণিত আছে যে, ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা.)-এর স্ত্রীকে তালাক দেয়া উপলক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে আদেশ করেছিলেন যে, যদি তার স্ত্রী তালাক হয়ে যেতে চায় এবং সে অবাধ্য, তবে ছাবিত ইবন কায়স তাকে যা দিয়েছিল তা যেন সে আদায় করে নেয়।

(২২) وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতা-পিতামহ যাদের বিয়ে করেছেন, তোমরা তাদের বিয়ে করো না। পূর্বে যা হবার হয়ে গিয়েছে। এটি অত্যন্ত জঘন্য অশ্লীলতা এবং অসন্তুষ্টির কাজ। আর অত্যন্ত নিকৃষ্টতর পন্থা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, জাহিলী যুগে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন ছিল যে, তারা পিতা, পিতামহের স্ত্রীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করত। ইসলামের আর্বিভাবের পরেও তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে আল্লাহ্‌র ভয় করত এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলত, তারা জাহিলী যুগে যে সব পাপ কার্য করেছিল, মহান আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেন।

এ সম্পর্কে যে সব বর্ণনা রয়েছে ঃ

৮৯৩৮. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের মানুষ যা হারাম, তাকে হারাম হিসাবে মেনেই চলত, তবে তারা পিতার স্ত্রীকে (সৎ-মা) বিয়ে করত এবং দু'বোনকে একই সময়ে স্ত্রী হিসাবে রাখত। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

(অর্থ ঃ নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতা-পিতামহ যাদের বিয়ে করেছেন, তোমরা তাদের বিয়ে করো না)।

৮৯৩৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যা হারাম করেছেন, জাহেলী যুগের মানুষ সে সমস্ত হারামই জানত, কিন্তু তারা পিতার স্ত্রীকে (সৎ-মা) স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করত এবং সহোদর দু'বোনকে একই সময়ে স্ত্রী হিসাবে রাখত। বরং তাদের এ ঘৃণ্য কাজ অবৈধ ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন -

لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

৮৯৪০. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়েছে। আবূ কায়স ইবনুল আসলাত, আসওয়াদ ইবন খাল্‌ফ, ফাখতা বিনতুল আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব এবং মঞ্জুর ইব্‌ন যাব্বান সম্পর্কে। তারা প্রত্যেকেই তাদের পিতার মৃত্যুর পর পিতার প্রতিনিধি হিসাবে তাদের স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল, ফাখতা বিনতুল আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ উমায়্যা ইবন খালফের স্ত্রী ছিল। উমায়্যা মারা যাওয়ার পর তার পুত্র সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা তার পিতার স্ত্রী ফাখতাকে বিয়ে করেছিল।

৮৯৪১. ইব্‌ন জুরায়জ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা' ইব্‌ন আবী রিবাহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এক ব্যক্তি বিয়ে করল। কিন্তু স্ত্রীকে দেখার পূর্বেই তাকেই তালাক দিয়েছিল। এমতাবস্থায় এ মেয়েটি তার ছেলের জন্য বিয়ে করা বৈধ হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ জুরায়জ (র.) বলেন, আমি আবার 'আতা' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম الا ما قدسلف -এর অর্থ বা মর্ম কি? তিনি বললেন, এর অর্থ হল জাহিলী যুগে তারা তাদের পিতা- পিতামহের স্ত্রীকে বিবাহ্ করত।

৮৯৪২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে সকল স্ত্রী লোককে তোমার পিতা ও তোমার পুত্র বিয়ে করেছে এবং এর পর তার সাথে সংগত হোক বা না হোক, সে স্ত্রী তোমার জন্য হারাম।

اِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ -এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, তা ছেড়ে দাও। অন্যান্য তাফসীরকারগণ

বলেছেন, এর অর্থ হল- তোমাদের পিতা ও পিতামহ যেরূপ বিয়ে করেছে তোমরা সেরূপ বিয়ে করবে না। তারা নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী বিয়ে করত না, এ ধরনের বিয়ে ইসলামে বৈধ নয়। তাদের সে রীতি ছিল অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির। তবে জাহেলী যুগের বিয়ে যে ভাবেই হয়ে থাকুক, সেরূপ বিয়ে ইসলামে জায়েয নেই। তবে এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা তোমাদের জন্য ক্ষমা করা হল। এবং তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী: وَلَا تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ -এ ঘোষণাটি হল তদ্রূপ, যেমন কেউ কোন লোককে লক্ষ্য করে বলে- لَا تَفْعَلْ مَا فَعَلْتُ আমি যা করেছি, তুমি তা করো না لَا تَأْكُلْ مَا اَكَلْتُ আমি যা খেয়েছি, তুমি তা খেয়ো না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ -এর অর্থ তোমরাদের পিতৃ পুরুষেরা যাদেরকে যথা নিয়মে বিয়ে করেছে, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৪৩. ইবন যায়দ وَلَا تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ। পূর্বে যা হয়েছে আয়াতের মধ্যে যে কথাটি মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, তার ভাবার্থ হল ব্যভিচার। কেননা, তা জঘন্য অপরাধ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সঠিক হল, যে নারীদেরকে তোমাদের পিতৃ পুরুষ বিয়ে করেছেন, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না। তবে জাহিলী যুগে যা হবার হয়েছে। তাদের সে বিয়ে ছিল জঘন্য ও নিকৃষ্ট। مِنَ النِّسَاءِ -এর من অব্যয়টি لاتنكحوا ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অব্যয়। مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُم -এর মধ্যে نكح ক্রিয়াটি ক্রিয়ামূলের (مصدر-এর) অর্থ বহন করে। الا ماقد سلف -এ অংশটি استثناء منقطع -অর্থাৎ الا অব্যয়টি পৃথকীকরণ অব্যয়। এ অব্যয় দ্বারা এটার পূর্বে অংশ পরের অংশের হুকুম ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়কে একটি বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়, পূর্বাপর একই জাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় হতে পারে। এখানে ভিন্ন জাতীয় বা استثناء منقطع - ।

(٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

২৩. তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু'ভগ্নীকে একত্র করা; পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ অত্র আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, তোমাদের মাতাকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এখানে নিকাহ্ বা বিয়ের কথা বলা হলেও নিকাহ্ শব্দের কোন উল্লেখ নেই। তার কারণ বাক্যের দ্বারাই বিয়ের কথা বুঝা যায়।

৮৯৪৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজ বংশের ৭ জন এবং শশুর পক্ষের ৭জনকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। এরপর তিনি حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ -হতে وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ পর্যন্ত আয়াতটি তিলওয়াত করে বলেন, সপ্তম জন হলেন, নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পিতা পিতামহ যাদের বিয়ে করেছেন।

৮৯৪৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজ বংশের ৭ জনকে এবং শশুর পক্ষের ৭ জনকে বিয়ে করা হারাম। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

৮৯৪৬. অপর একটি সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৪৭. যুহরী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৪৮. অপর এক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা. হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৪৯. অন্য একটি সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৫০. জনৈক আনসারের ক্রীতদাস আমর ইব্ন সালিম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বংশগত দিক থেকে ৭ জন এবং বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে ৭ জনকে বিবাহ্ করা হারাম করা হয়েছে। তোমাদের উপর তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, ভাগনীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং বৈবাহিক সূত্রে তোমাদের দুধ-মা, দুধ-বোন, তোমাদের শাশুড়ী, এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে তোমরা সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। আর যদি তোমরা তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তবে তাকে বিবাহ্ করতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দু'বোনকে একত্রে বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে পূর্বে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হবার, তা হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, আর তোমাদের জন্য হারাম সেই সমস্ত রমণী যাদের স্বামী বর্তমান রয়েছে, তবে তোমরা যাদের মালিক হয়েছে তারা তোমাদের জন্য

হারাম নয়। আর নারী দের মধ্য হতে যাদেরকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিয়ে করেছেন তাদেরকে তোমরা বিয়ে করো না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক যে সমস্ত নারীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং উক্ত আয়াতের মধ্যে বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন তাদের সাথে বিয়ে হারাম। এর উপর সমগ্র উম্মত একমত। এতে কোন দ্বিমত নেই। তবে যে সকল স্ত্রীর সাথে বিবাহের পর স্বামী সংগত হয় নি, তাদের মাতাকে বিবাহ্ করা যাবে কি না এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একাধিক মত ছিল। বিয়ের পর স্বামীর সাথে স্ত্রীর সঙ্গত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে সে অবস্থাতেও তার মাতাকে বিয়ে জায়েয হবে কি? এ ব্যাপারে সকল যুগের আলিমগণ বলেন, তা হারাম। তবে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার পূর্বে বিচ্ছেদ হলে ঐ স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ্ করা যাবে কিন্তু ঐ স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হলে তার কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয হবে না। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহের ক্ষেত্রে ঐ স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়া বা না হওয়ার শর্তটি স্ত্রীর মাতাকে বিয়ের বেলায়ও প্রযোজ্য। কিন্তু তাদের এ মত ঠিক নয়, কেননা দেখা যায় استثناء -কে কেন্দ্র করে তারা কথা বলেছেন যদি তা হয় তবে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এখানে যে استثناء করা হয়েছে, অনুরূপ استثناء -যত জনের কথা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করে হারাম করা হয়েছে, তার প্রত্যেক স্থানেই استثناء প্রযোজ্য হবে। কিন্তু استثناء -সে জাগাতেই হয়েছে, যেখানে অভিভাবকের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু امهات -এর ক্ষেত্রে অভিভাবকের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। وَالْمُحْصَنَاتُ - দ্বারা বুঝা যায় যে, مِنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -এর সাথে যে অভিভাবকের কথা উল্লেখ আছে বা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে তা اَلّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -এর মধ্যে স্ত্রীর মাতা অর্ন্তভুক্ত নয়। প্রথম জামানার কোন কোন আলিম হতে বর্ণিত, তারা বলতেন, যে সকল স্ত্রীর সাথে স্বামীর মিলন হয়নি, তাদের মাতাকে বিয়ে করা জায়েয, যেমন ঐ স্ত্রীর কন্যাকেও এর বিয়ে করা যায়।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৫১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বিবাহ্ করার পর সে তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়। এরপর হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে স্ত্রীর মাতাকে করতে পারবেন কি? জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন, এখানে ঐ স্ত্রীর মাতার অবস্থা স্ত্রীর কন্যার মত।

৮৯৫২. অপর এক সূত্রেও হযরত আলী (রা) হতে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৮৯৫৩. যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীর নিকট মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঐ ব্যক্তি গ্রহণ করে তখন তার পক্ষে মৃত স্ত্রীর মাতাকে বিয়ে করা হারাম। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে পূর্বে তাকে তালাক দেয় তবে ইচ্ছা করলে সে তার মাতাকে বিয়ে করতে পারবে।

৮৯৫৪. হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৫৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ হওয়া না হওয়া সে স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে প্রথম অভিমতটি সঠিক। অর্থাৎ যারা শর্তহীনভাবে মাতাকে বিবাহ্ করা হারাম বলেছেন। কেননা মাতাদের সাথে বিবাহ্ বৈধ হওয়া বা না হওয়ার জন্য তাদের কন্যার সাথে মিলনের শর্ত আরোপ করেননি, যেভাবে স্ত্রীর কন্যার সাথে বিয়ে জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে মিলনের শর্ত রেখেছেন। কারণ আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করা জায়েয নয়।

এ মতের সমর্থনে বর্ণিত ঃ

৮৯৫৬. মুছান্না আমর ইব্ন শুয়ায়ব এর দাদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন কোন মহিলাকে বিয়ে করলে তার সাথে মিলন হোক বা না হোক তার মাতাকে বিয়ে করা জায়েয নয়। আর কোন কন্যার মাকে বিয়ে করার পর তার সাথে মিলনের পূর্বে যদি তাকে তালাক দেয়, তবে সে ইচ্ছা করলে তার কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে যদিও আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সকলের ঐক্যমতে হাদীসটি সহীহ্ বলে স্বীকৃত। এর বিশুদ্ধতার উপর আরা প্রমাণাদি উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন।

৮৯৫৭. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে কোন ব্যক্তি বিয়ে করার পর স্ত্রীর সাথে দেখা বা মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল এমতাবস্থায় এ স্ত্রীর মাতাকে বিয়ে করা বৈধ হবে কি? আতা (র.) উত্তরে বললেন, না এরপর ইব্ন জুরায়জ (র.) পুনরায় আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম হযরত ইবন আব্বাস (রা.) কি وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ এভাবে পাঠ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, না।

اَلرَّبَائِبُ -শব্দটি رَبِيْبَةٌ -এর বহুচন। স্ত্রীর কন্যা সে লালিত-পালিত করে তাকে রাবীবা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কখনও কখনও স্ত্রীর স্বামীকে বলা হয়ে থাকে هو ربيب ابن امرأته -সে তার স্ত্রীর পুত্রের রাবীব।

مِنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন এ আয়াতে الدُّخول -শব্দের অর্থ হল স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৫৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী: مِنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِىْ دخلتم بهن -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে دخول অর্থ নিকাহ (نكاح)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে دخول - অর্থ تجريد -খালী করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৫৯. ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -এর মধ্যে যে دخول -এর কথা আল্লাহ্ বলেছেন, তার মর্মার্থ হল স্বামী স্ত্রীর মিলন। ইব্ন জুরায়জ বলেন, এরপর আমি তাঁকে বললাম, এ মিলন স্ত্রীর পিত্রালয়ে হলে আপনার অভিমত কি? তদুত্তরে তিনি বললেন, যেখানেই হোক না কেন? সে স্ত্রীর কন্যা এ স্বামীর জন্য হারাম। এভাবে স্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। তাহলে আমি যদি আমার দাসীর মাতার সাথে এরূপ কাজ করি তবে সে দাসীও কি আমার জন্য হারাম? উত্তরে আতা (র.) বলেন, হ্যাঁ, একই বিধান। আতা (র.) আরো বলেন, যদি দাসীর সাথে মিলন হয় তবে দাসীর কন্যা ও তার মা উভয়েই হারাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি মতের মধ্যে উত্তম মত হল, যা ইব্ন আব্বাস (রা.)- বলেছেন। دخول - অর্থ বিয়ে এবং মিলন। কারণ তাঁর এ মত দুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থার অর্ন্তভুক্ত। মানুষের মধ্যে دخول -এর যে অর্থ বিশেষভাবে প্রচলিত আছে, এখানে সে অর্থই ঠিক ও গ্রহণযোগ্য। আর তা হল তাদের উভয়ের নির্জনে একত্রিত হওয়া অথবা এর অর্থ উভয়ের মিলন। তবে সর্বজন স্বীকৃত মত হল কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে নির্জনে অবস্থান কালে তাকে স্পর্শ বা মিলন অথবা কামভাব নিয়ে স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার (যা মিলনের সমতুল্য) পূর্বে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে আমি যাদের মত সমর্থন করেছি, তাই সঠিক। فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (তবে যদি তাদের তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।) অর্থাৎ যে কোন বিধবা স্ত্রীকে কেউ বিবাহ্ করলে সে স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসের এবং তার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ্ করা যাবে কি না, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াতাংশে ঘোষণা করে বলেন, হে মানবকুল! তোমাদের প্রতিপালিত যে কন্যারা আছে অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীর সাথে তাদের পূর্ব-স্বামীর কন্যা তোমাদের অভিভাবকত্বে আসুক বা না আসুক, যদি তাদের মাতার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাদেররকে তোমরা তালাক দাও, তাহলে তোমাদের সে স্ত্রীর গর্ভজাত পূর্ব-স্বামীর কন্যাকে তোমরা বিবাহ্ করতে পারবে, এতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না।

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ - অর্থাৎ তোমাদের জন্য বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী। حلائل -শব্দটি حَلِيْلَة -এর বহুবচন, অর্থ সে তার স্ত্রী। কোন ব্যক্তির স্ত্রীকে আরবী ভাষায় حَلِيْلَة বলার কারণ স্ত্রীর তার স্বামী সাথে একই বিছানায় অবস্থান করে। ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী (পুত্র বধূ)-কে বিয়ে করার পর তারা সংগত হোক বা না হোক ঐ পুত্র-বধূকে কোন

অবস্থাতেই বিয়ে করা যাবে না। যদি কেউ বলেন– দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আপনিও কিছু বলছেন না অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম করেছেন। এর জবাবে বলা যায়, দুগ্ধপোষ্য ছেলের স্ত্রী এবং ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রী বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একই হুকুম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ -এর মর্মার্থ হল তোমাদের সে সকল সন্তানের স্ত্রী যাদেরকে তোমরা জন্ম দিয়েছ, তাদের স্ত্রীদেরকে তোমাদের বিবাহ্ করা হারাম। সে সকল সন্তানের স্ত্রী হারাম নয়, যাদেরকে তোমরা পালক-সন্তান বানিয়ে নিয়েছ, অর্থাৎ যারা পোষ্য-সন্তান। যেমন-বর্ণিত আছে ঃ

৮৯৬০. ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে মহান আল্লাহ্র বাণী: وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ -সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন, আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। বিষয়টা সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাকই অধিক জ্ঞাত। তবে ঘটনা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তাঁর পালক-ছেলে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা.)-এর স্ত্রীকে বিবাহ্ করলেন, তখন মুশরিকগণ এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর সমালোচনা করার প্রতিবাদে পরপর এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

(১) وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

(২) وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ

(৩) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

মহান আল্লাহর বাণী: وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ এবং তোমরা দু'বোনকে একত্র কর, অর্থাৎ– দু বোনকে একত্রে বিবাহ্ করে রাখা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। اِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ অর্থাৎ পূর্বে যা হয়েছে তা-তো হয়ে গিয়েছে اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাগণ যখন তাদের গুনাহ্সমূহ হতে তাওবা করে, তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেন। رَّحِيْمًا আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি পরম দয়ালু তাদের সে সব কাজে, যা তাদের উপর একান্ত পালনীয় হিসাবে ফরয করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি সহজও করে দিয়েছেন। তাদের উপর তাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে কিছু চাপিয়ে দেননি। তাই মহান আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল তাদের জন্য, যারা জাহেলী যুগে এবং হারাম ঘোষণা করার পূর্বে দুই বোনকে বিবাহ্ করে একত্রে রেখেছে। ক্ষমা তাদের জন্য, যারা এরূপ বিবাহ্ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপর আল্লাহ্কে ভয় করছে এবং সংযতভাবে তাঁকে অনুসরণ করে চল্‌ছে। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের অন্যান্য যারা তাঁর অনুগত, তাদের সকলের প্রতি পরম দয়ালু।

(٢٤) وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৪. আর তোমাদের জন্য হারাম সে সমস্ত রমণীগণ, যাদের স্বামী বর্তমান রয়েছে। তবে যাদের তোমরা মালিক হয়েছ, তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়, এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ; এ ছাড়া অন্যান্য রমণীগণ তোমাদের জন্য হালাল। যেন তোমরা স্বীয় অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে বিয়ে করতে পার। (সাবধন) ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, অনন্তর তোমরা উক্ত রমণীগণ থেকে যে উপকার লাভ করেছ, সে জন্য তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহরানা আদায় কর এবং মহরানা নির্ধারিত হওয়ার পরও সে বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হও তাতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -(আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে সকল নারীর স্বামী আছে, তাদেরকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে তোমরা যাদের মালিক হয়েছ, তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে اَلْمُحْصَنٰتُ -শব্দ দ্বারা কোন্ নারীদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, যে সকল নারী যুদ্ধবন্দী, তারা ব্যতীত অন্য যে সকল নারীর স্বামী আছে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের اَلْمُحْصَنٰتُ -দ্বারা সে সকল নারীর কথা বলেছেন। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -দ্বারা সে সব যুদ্ধবন্দী নারীর কথা বলেছেন, যারা যুদ্ধে বন্দী হওয়ার কারণে নিজেদের স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে যুদ্ধবন্দী নারী তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে যার (মুসলমানের) অধিকারে রয়েছে, তার জন্য হালাল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৬১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যার স্বামী বর্তমান তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া ব্যাভিচার। তবে যুদ্ধবন্দী নারী ব্যতীত।

৮৯৬২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৬৩. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে নারীর স্বামী আছে সে তোমার জন্য হারাম। তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত কোন দাসীর স্বামী যদি দারুল হরবে থাকে আর যদি সে সন্তান সম্ভবা না হয়, তা হলে সে দাসী তোমার জন্য হালাল।

৮৯৬৪. আবূ কুলাবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি যদি কোন নারীকে যুদ্ধের সময় বন্দী কর আর তার স্বামী যদি দারুল হরবে থাকে তবে সে নারী তোমার জন্য হালাল।

৮৯৬৫. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে , যে সকল স্বাধীনা নারীর স্বামী আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম, কিন্তু যুদ্ধবন্দী যে নারী তোমার অধিকারভুক্ত সে নারী সধবা হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করা তোমার জন্য হারাম হবে না। ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেছেন, তার পিতা প্রায়ই এ কথা বলতেন।

৮৯৬৬. মাকহূল (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় اِلَّامَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থ করেছেন বন্দিনী নারী।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ তাদের ব্যাখ্যার সূত্র ও উৎস সম্পর্কে বলেছেন যে, আওতাসের যুদ্ধে মুশরিকদের যে সকল নারী বন্দী হয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত হাদীসসমূহে উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

৮৯৬৭. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'হুনায়ন'- এর যুদ্ধের সময় একদল সৈন্য আওতাস এ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা শত্রুর সম্মুখীন হন, যুদ্ধে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক সধবা নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের সাথে মিলনে মুসলমানগণ গুনাহ্ এর আশংকা করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -অর্থাৎ তাদের 'ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) শেষ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল।

৮৯৬৮. অপর এক সনদে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে হযরত নবী (সা.) হুনায়নের যুদ্ধের সময় এক দল সৈন্যকে যুদ্ধ করার জন্য আওতাস প্রেরণ করেন। তাঁরা সেখানে আরবের একটি গোত্রকে পরাজিত করে তাদের কিছু সংখ্যক নারীকে বন্দী করে। কিন্তু তাদের সাথে মিলনে গুনাহ্-এর আশংকা করেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত খানি নাযিল করেন; এ আয়াতের সূত্র ধরেই তারা তোমাদের জন্য বৈধ হয়।

৮৯৬৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আওতাস-এর নারীদেরকে বন্দী করলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে নারীদের বংশ

এবং যাদের স্বামীকে আমরা চিনি, তাদের সাথে মিলিত হব কি ভাবে ? বর্ণনাকারী বলেন, এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৮৯৭০. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আমরা আওতাসের যুদ্ধে যে সকল নারী বন্দী করেছিলাম, তারা সবাই সধবা ছিল। তাদের স্বামী থাকার কারণে আমরা তাদের সাথে মিলিত হতে অপন্দ করি। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.)-কে আরয করলাম। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর আমরা তাদের হালাল মনে করলাম।

৮৯৭১. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আওতাসের যুদ্ধ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করি। যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কিছু সংখ্যক সধবা নারী বন্দী হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি আরও বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাদের হালাল জানি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে اَلْمُحْصَنَاتُ -অর্থ সমস্ত সধবা নারী, অর্থাৎ যে সকল নারীর স্বামী আছে, তারা তাদের নিজ নিজ স্বামী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য হারাম, তবে যে নারীর স্বামী আছে সে নারী দাসী হিসাবে যদি অন্যের মালিকানায় থাকে এবং সে দাসীকে যদি কোন ক্রেতা তার প্রভুর নিকট হতে খরিদ করে নেয়, তবে সে তার ক্রেতার জন্য হালাল হয়ে যাবে। দাসীর প্রভু তাকে বিক্রি করলেই স্বামীর সাথে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৮৯৭২. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সকল সধবা নারী তোমার জন্য হারাম। তবে যখন যে দাসীকে তুমি বিয়ে করবে অথবা তুমি যার মালিক হবে, তখন সে তোমার জন্য হালাল।

৮৯৭৩. ইব্রাহীম (র.) হতে বর্ণিত, যে দাসী, তার স্বামী থাকাবস্থায় বিক্রয় হয়ে গিয়েছে, তার হুকুম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, তাকে বিক্রি করার অর্থই হলো তাকে তালাক দেয়া। একথা বলে তিনি আলোচ্য আয়াতখানি পাঠ করেন।

৮৯৭৪. আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন। তুমি যে দাসীকে তার প্রভুর নিকট থেকে খরিদ করবে, সে ব্যতীত সকল সধবা তোমার জন্য হারাম। তিনি আরও বলতেন, দাসীকে বিক্রয় করার অর্থই হলো তাকে তালাক দেয়া।

৮৯৭৫. ইব্নুল মুসায়্যিব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে সকল নারীর স্বামী আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম, তবে যে নারী তোমার দাসী হিসাবে আছে, সে তোমার জন্য হালাল, তাকে বিক্রি করাই তার জন্য তালাক। মু'আম্মার বলেছেন, হাসান (র.) অনুরূপ বলেছেন।

৮৯৭৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যে দাসীর স্বামী আছে তাকে বিক্রি করলেই সে তালাক হয়ে যাবে।

৮৯৭৭. অন্য এক সনদে বর্ণিত আছে, উবায় ইব্ন কা'ব, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেছেন, দাসীকে বিক্রি করাই তার জন্য তালাক।

৮৯৭৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আছে, উবায় ইব্ন কা'ব, জাবির এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (র.) বলেছেন, দাসীকে বিক্রি করাই তার জন্য তালাক।

৮৯৭৯. অপর সূত্রে আবদুল্লাহ্ (র.) বলেছেন, দাসীকে বিক্রি করাই তার জন্য তালাক।

৮৯৮০. অপর এক সূত্রে আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাসীকে বিক্রি করাই তার জন্য তালাক।

৮৯৮১. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৮২. আবদুল্লাহ্ (র.) হতে আরও একটি সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮৯৮৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাসীদের তালাক ছয় প্রকার ঃ

(১) দাসীকে বিক্রি করলে, (২) তাকে মুক্ত করে দিলে, (৩) হিবা করে দিলে, (৪) তাকে তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিলে, (৫) স্বামী তালাক দিলে (৬) দাসীকে উত্তরাধিকারী বানালে।

৮৯৮৪. উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, দাসীকে বিক্রি করাই তার জন্য তালাক।

৮৯৮৫. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাসীকে বিক্রি করাই তালাক।

৮৯৮৬. আবূ কিলাবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দাসীকে খরিদ করে, সে তার জন্য হালাল।

৮৯৮৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন দাসীকে বিক্রি করলে সে তালাক হয়ে যায়।

৮৯৮৮. অপর এক সূত্রে হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাসীকে বিক্রি করাই তালাক।

৮৯৮৯. ইব্ন মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাসীর ক্রেতাই তার মালিক।

৮৯৯০. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, দাসীকে বিক্রি করাই তার তালাক। ইব্রাহীম (র.) জিজ্ঞাসা করা হলো, বিক্রিই কি ? উত্তরে তিনি বললেন, তার সে অবস্থা হবে যে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন اَلْمُحْصَنَاتُ -এর অর্থ পবিত্র সধবা নারী সকল। তারা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের জন্য সকল সধবা নারী হারাম। তবে তোমাদের দাসীরা তোমাদের জন্য হালাল। আর নারীগণের মধ্যে এক হতে চারজন নিকাহ্, মহ্র, ওলী এবং সাক্ষ্য স্থাপনের মাধ্যমে বৈধ।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৮৯৯১. আবুল আলীয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ নারীদের মধ্যে হতে যাদেরকে তোমাদের পসন্দ হয় বিয়ে করে নাও দু'জন, তিনজন অথবা চারজনকে। এরপর বলেছেন নিজ বংশ এবং শ্বশুর পক্ষের যারা হারাম, তাদের সম্পর্কে, এরপর বলেছেন, وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ - (এবং নারীর মধ্যে তোমাদের দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ)" আবুল 'আলীয়া (র.) আরো বলেন, এরপর বিয়ে সম্বন্ধে যে কথা প্রয়োজন, তা সূরার প্রথমে বলা হয়েছে যে, তোমরা নারীদের মধ্য হতে ৪জন পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। মহর, ওলী এবং সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে করা বৈধ নয়।

৮৯৯২. উবায়দা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরার প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য চার জন পর্যন্ত বৈধ করেছেন, এবং নারীর মধ্যে তোমাদের দাসী ব্যতীত চার জনের পর সকল নারী হারাম করা হয়েছে। মু'আম্মার (র.) বলেন, ইব্ন তাউস (র.) তাঁর পিতা হতে জানিয়েছেন, তিনি اِلاَّ مَامَلَكَتْ يَمِيْنُكَ -এর অর্থে বলেছেন, তোমার দাসী তোমার স্ত্রী। এরপর বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন, তোমার দাসী ব্যতীত কোন নারীর সাথে সংগম করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

৮৯৯৩. ইব্ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দা (র.) সে আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ।

৮৯৯৪. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৮৯৯৫. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, নারীদের মধ্য হতে চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েয। এর অধিক হারাম।

৮৯৯৬. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীদেরকে বিয়ে করা সম্পর্কে আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে (বিশেষ বিশেষ) নারীকে বিয়ে করা হারাম করেছেন। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন বলেন, চার জনের উর্ধ্বে বিবাহ্ করা হারাম।

৮৯৯৭. সুদ্দী (র.) হতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, মাতা ও ভগ্নীদেরকে বিয়ে করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে চারের অতিরিক্ত পঞ্চম নারীকে বিয়ে করা হারাম।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْمُحْصَنٰتُ -শব্দের দ্বারা সতী, সাধ্বী পবিত্র মুসলিম ও আহলে কিতাব নারীর কথা বলা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮৯৯৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَلْمُحْصَنٰتُ -এর অর্থ হল মুসলমান অথবা আহলে কিতাব নারীদের মধ্যে যারা সতী পবিত্র এবং বুদ্ধিমতী।

৮৯৯৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নিষ্কলুষ সধবা নারীগণ! অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْمُحْصَنٰتُ -শব্দের অর্থ হল সধবা নারী, যাদের স্বামী আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম করেছেন, বিয়ে করলে তাদের সাথে যিনা হবে। তবে যে সকল নারী اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এ আয়াতাংশের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বৈধ করে দিয়েছেন, তবে তাদেরকেও বিয়ে করতে হবে অথবা তাদের উপর মালিকানা থাকতে হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০০০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- وَالْمُحْصَنٰتُ -শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন।

৯০০১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন। এবং এক নারীর দুই স্বামী গ্রহণ করা হারাম।

৯০০২. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য হারাম। সধবা ব্যতীত চার জন নারী পর্যন্ত সাক্ষ্য ও মহর দিয়ে বিয়ে করা যায়।

৯০০৩. সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র.) হতে বর্ণিত, اَلْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ -সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তারা হলেন সধবা নারী।

৯০০৪. আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে যে সকল মুসলিম ও মুশরিক নারীদের স্বামী আছে, তাদের কথা বলা হয়েছে এবং জনৈক আলী বলেছেন, মুশরিক সধবাদের কথা বলা হয়েছে।

৯০০৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।

৯০০৬. মাকহূল (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯০০৭. ইবরাহীম (র.) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯০০৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- যে সকল নারীর স্বামী আছে, তাদেরকে বিয়ে করা বৈধ নয়। তিনি বলেন, প্রবঞ্চনা করো না,

প্রতিশ্রুতি দেবে না। যে সধবাকে প্রতিশ্রুতি দেবে বা যে সধবার সাথে প্রবঞ্চনা করবে, সে তার স্বামীর অবাধ্য হবে। আর কোন নারী যেন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মহর ব্যতীত বিয়ে না করে এবং সধবা হয়ে গেলে তাকে বিয়ে করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন। তবে নারীর মধ্যে যারা তোমাদের দাসী, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন। আর স্বাধীনা নারীদের মধ্য হতে আল্লাহ্ পাক দুই জন, তিন জন এবং চার জন পর্যন্ত হালাল করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে اَلْمُحْصَنَاتُ -অর্থ আহলে কিতাবদের সধবা নারী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০০৯. আবী মাজ্‌লায (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল কিতাবী সধবা নারী।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এরা হলেন স্বাধীনা নারী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০১০. আয্‌রা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ -এর অর্থ স্বাধীনা নারীগণ। আবার অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে اَلْمُحْصَنَاتُ -এর অর্থ পবিত্র সধবা নারীগণ। উভয় শ্রেণীর নারী হারাম করা হয়েছে। তবে বিয়ে করলে বা দাসী হলে তারা বৈধ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০১১. উকায়ল কর্তৃক শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, আছে, ইব্‌ন শিহাব (র.)-কে আল্লাহ্ পাকের বাণী: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الاَّ مَامَلَكَتْ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন, আমরা মনে করি নারীদের মধ্যে যারা সধবা, তাদের স্বামী থাকাবস্থায় অন্য পুরুষকে বিয়ে করা আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। اَلْمُحْصَنَاتُ -শব্দের অর্থ পবিত্র। বিয়ে করা অথবা মালিক হওয়া ব্যতীত কোন পুরুষের জন্য স্ত্রীলোক হালাল নয়। اِحْصَانٌ - দু'প্রকার ঃ এক শ্রেণী হল যাদের স্বামী আছে অর্থাৎ সধবা আর এক শ্রেণী হল যারা পবিত্র, এখনও বিয়ে হয়নি। এদেরকে বিয়ে করা অথবা মালিক হওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত সে সকল মুহাজির নারীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে যাদের স্বামী মক্কায় ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাদের বিয়ে করেন। পরবর্তীতে তাদের স্বামীগণ হিজরত করলে মুসলমানগণ ঐ সকল নারীকে বিয়ে করা নিষেধ করে দেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০১২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে স্ত্রীগণ হিজরত করে আমাদের সাথে চলে আসত। এরপর তাদের স্বামীগণ হিজরত করে আসত, অতঃপর সে নারীদের

থেকে আমরা বিরত থাকি, অর্থাৎ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ - আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী নাযিল হওয়ার পর আমরা তাদের থেকে বিরত থাকি।

উল্লেখ আছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের নিকট উক্ত আয়াতের অর্থ স্পষ্ট ছিল না। যেমন-

৯০১৩. কোন ব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.)-কে বলেছিলেন, আপনি কি জানেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলেননি, জবাবে তিনি বলেন- তিনি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতেন না।

৯০১৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যদি জানতাম, কোন ব্যক্তি আমাকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে পারবে, তা হলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হলেও আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন الْمُحْصَنَات -শব্দটি مُحصَنَة -এর বহুবচন- যে নারীর স্বামী থাকার কারণে তাকে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করা অবৈধ তাকে । مُحصَنَة বলা হয়। আরবীতে বলা হয়- اَحْصَنَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ فَهُوَ يُحْصِنُهَا اِحْصَانًا অর্থাৎ পুরুষ লোকটি বিয়ে করে তার স্ত্রীকে হিফাযত করেছে এব সে স্ত্রী লোকটিও নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছে। আর যখন কোন নারী তার সতীত্ব রক্ষা করে নিজেকে পবিত্র রাখে তখনই সে নারীদের মধ্যে সতী-সাধবী নারী হিসাবে অভিহিত হয়।

অনুরূপ ভাবে قَدْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَهِىَ مُحْصَنَة বলা হয়, যখন নারী পবিত্র থাকে এবং নিজেকে পাপ কর্ম হতে হিফাযত করে। যেমন মহান আল্লাহ্ মারয়াম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন, وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمرَانَ الَّتِى اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ('ইমরানের কন্যা মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যিনি নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছেন) [সূরা তাহরীম ঃ ১২] অর্থাৎ সে তাকে অপবাদ হতে রক্ষা করেছে এবং গুনাহ্ হতে বিরত রেখেছে। আর শহর ও গ্রামকে বা বাসস্থানকে শত্রুর আক্রমণ এবং বিদ্রোহ হতে রক্ষা ও নিরাপদ রাখার জন্য যে প্রতিরক্ষা বূহ্য তৈরি করা হয় অথবা নিরাপত্তার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে حُصُون বা حَصِين বলা হয়।

احصان -এর মূল অর্থ যদি বিরত রাখা বা থাকা এবং রক্ষা করা হয়, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলে اَلْمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ -এর সুস্পষ্ট অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা থাকতে পারে না। অর্থাৎ- নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল নিষিদ্ধ নারী বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।

اَلْمُحصَنَاتُ -এর উক্ত অর্থে সতী-সাধবী নারী স্বাধীনাও হতে পারে; যেমন সূরা মায়িদার পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

-(তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্যকার সতী-সাধবী নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল) অনুরূপ যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত তারা যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ فَاِذَا اُحصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (অনন্তর যখন সে ক্রীত দাসীগণ বিবাহে তা পত্নী হয়ে যায়; এরপর যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ করে তাহলে তাদের জন্য সে শাস্তির অর্ধেক শাস্তি হবে যা স্বাধীনা নারীদের হয়ে থাকে এবং সতীত্ব ও পবিত্র তার উপর ভিত্তি করে হতে পারে; যেমন সূরা নূরের চতুর্থ আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [যারা কোন সতী রমণীকে অপবাদ দেয়, এরপর তারা প্রত্যক্ষদর্শী চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে]। আর সধবাও হতে পারে। মহান আল্লাহ্ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ - তাঁর এ বাণীর মধ্যে সধবাদের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে নির্দিষ্ট করেন নি। সুতরাং اِحْصَان -এর যে কোন অর্থেই গ্রহণ করা হোক, সধবা আমাদের জন্য হারাম।

তবে নারীদের মধ্যে যারা আমাদের অধিকারভুক্ত হবে, তা খরিদ সূত্রে হোক; যেমন মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনে আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন, অথবা নিকাহ্ সূত্রে হোক, যাদেরকে মহান আল্লাহ্ কুরআন পাকে আমাদের জন্য অনুমতি দান করেছেন। স্বীয় বংশের এবং বিবাহ্ বন্ধনের ফলে শ্বশুর বংশীয় যাদেরকে বিয়ে করা আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে, তারা ব্যতীত আল্লাহ্ আমাদের জন্য স্বাধীনা নারী চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ করেছেন। অনুরূপভাবে দাসীদেরকেও তদুপরী শত্রুপক্ষের যে সকল নারী মুসলমানদের নিকট বন্দী হয়। নিজ বংশ ও শ্বশুর পক্ষের যে সকল স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করা অবৈধ্য এ (দাসীদের) ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বৈধ। বিয়ে করা সম্পর্কে দাসী হোক স্বাধীনা হোক বিয়ে বৈধ হওয়ার ব্যাপারে একই বিধান। তবে আহলে কিতাবদের বন্দী নারী যাদের স্বামী আছে (সধবা) তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। বন্দী স্ত্রীদের পবিত্র হওয়ার পর এবং তাদের মধ্যে গনীমতের যে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র হক, তা আদায়ের পরে তাদেরকে যারা বন্দী করবে তাদের জন্য আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন। যে কোন ব্যভিচার যার সাথেই হোক হারাম।

যে দাসীর স্বামী আছে, তার মনিবের জন্য সে হালাল নয়। তবে তার স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় অথবা স্বামীর যদি মৃত্যু এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়, এমন অবস্থায় সে মনিবের জন্য হালাল হবে। দাসীর মনিব যদি তাকে বিক্রি করে দেয়, তাতে দাসীর সাথে তার স্বামীর বিবাহ্ বন্ধন ছিন্ন হবে না। আর ক্রেতার সাথে সে দাসীর মিলন বৈধ। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বারীরা (রা.) নাম্নী এক দাসীকে আইশা (রা.) আযাদ (মুক্ত) করে দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উক্ত দাসীকে তার স্বামীর সঙ্গে থাকা অথবা বিচ্ছেদ গ্রহণের বিষয়টি তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তার আযাদীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তালাক হিসাবে গণ্য করেন নি। যদি তালাক হিসাবেই গণ্য করা হত, তা হলে বিষয়টি বারীরা (রা.)-র ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়ার কোন অর্থ হত না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন বারীরা (রা.)-কে তার স্বামীর সাথে থাকার বা বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বারীরা (রা.)-এর বিবাহ্ বন্ধন তদ্রূপ বহাল রয়েছে, যেরূপ হযরত আইশা (রা.) তাকে মুক্ত করে দেয়ার পূর্বে ছিল। কোন দাসীর স্বামী থাকাবস্থায় সে দাসীকে তার মালিক মুক্ত করে দিলে এবং মালিকের মালিকানা চলে গেলেও তাতে সে দাসী ও তার স্বামীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ দাস-দাসী যারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী, তাদের দু'জনের মধ্যে যদি এক জনকে বিক্রি করে দেয়া হয়, এবং অপর জনকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। আবার শুধু একজনকে যদি বিক্রি বা মুক্ত করে দেয়া হয়, তাতেও তাদের মধ্যে তালাক হয় না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন- এখানে আয়াতের মধ্যে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ হতে যে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে, তাতে অর্থ কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? কারণ চারজন ব্যতীত বা চারজনের অতিরিক্ত সংখ্যক নারী বিয়ে করা বা না করা কিছুই বলা হয় নি এবং বিবাহিতা নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসী তো এক শ্রেণীর নয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর বাণী: اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ দ্বারা যে দাসী অধিকারভুক্ত এবং তার স্বামী আছে, তাকে বাদ দিয়ে যে অধিকারভুক্ত দাসীর স্বামী নেই, তাকে নির্দিষ্ট করেন নি। বরং আল্লাহ্ পাকের বাণী: اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ উভয়কেই শামিল করে। অর্থাৎ দাস-দাসীর মালিক হওয়া এবং বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করানো এ সবই আমাদের অধিকারভুক্ত। এর একটি হল দৈহিক মিলনের অধিকার। আর অপরটি খিদমত গ্রহণের অধিকার, আর তাকে তার মনিবের বৈধ কাজে ব্যবহার করা। যিনি এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তিনি আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, সে দিকে লক্ষ্য না করেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তদুপরি আমাদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণও উপস্থাপন করেন নি।

উল্লেখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে যে হাদীস বর্ণিত আছে, সে হাদীসের উপর ভিত্তি করে কেউ দোষারূপ করে বলতে পারে যে, আয়াতাংশের যে সকল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং আয়াতের অন্য যে কয়টি শানে নুযূল উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আওতাসের যুদ্ধে যে সকল নারী বন্দী হয়েছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ পাক উক্ত আয়াতটি নাযিল করেছেন।

এ ভুল উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বলা হয়েছে যে, আওতাসের যুদ্ধ বন্দীদের সাথে তারা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত অধিকারভুক্ত হিসাবে তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করা হয়নি। তারা ছিল

মুশ'রিক পৌত্তলিক, আর তখনও বিধান ছিল যে, শুধু অধিকার বা মালিকানা দ্বারা মূর্তি উপাসকদের নারীদের ব্যবহার মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তাদের মধ্যে এবং তাদের মুশরিক স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ হুকুম শুধু বন্দীদের ক্ষেত্রে নয় বরং যে সকল অন্য ধর্মাবলম্বিণী সধবা নারী দেশ ত্যাগী বা স্বামী ত্যাগী ছিল, তাদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম ছিল। আওতাসের যুদ্ধবন্দী নারীগণ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পবিত্রতা লাভ করেছিল, তখন তারা মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য বৈধ হয়েছে। অন্য নারীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু সধবা বন্দী নারীদের কথাই وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ -তে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, এ কথা বলার অবকাশ নেই। যেহেতু এরূপ উক্তির কোন দলীল নেই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের আলোকে উক্ত আয়াত যদিও আওতাসের যুদ্ধ বন্দীদের উপলক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা উল্লেখ করেছি তা বাদ দিয়ে শুধু বন্দীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক বৈধ করণার্থে আয়াতটি নাযিল হয়নি। কুরআনের আয়াত যদিও কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে দেখা যায়, কিন্তু তার প্রয়োগ সামগ্রিকভাবে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (তোমাদের জন্য এটি আল্লাহ্র বিধান।) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, যে সব নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম বলে উল্লেখ করা হল, তাদের অবৈধতা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে মীমাংসিত। আবূ জা'ফর তাবারী আরো বলেছেন الكتاب শব্দটি অন্য একটি ক্রিয়া হতে مفعول مطلق এবং এরূপ হওয়া অশুদ্ধত নয়। কারণ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ হতে كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ পর্যন্ত আয়াতে কোন্ কোন্ নারীকে বিয়ে করা বৈধ অথবা বৈধ নয় তা আল্লাহ্ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাবারী (র.) বলেন ঃ আমার সাথে অন্যান্যগণও একমত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০১৫. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী: كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যা তোমাদের জন্য হারাম।

৯০১৬. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আতা (র.)-কে আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যা হল মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেন তোমরা এর অধিক না কর।

৯০১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -এ আয়াত সম্পর্কে উবায়দা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ইব্‌ন আওনকে তাঁর অঙ্গুলী দ্বারা চার সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৯০১৮. ইব্‌ন সীরীন (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উবায়দা (রা.)-কে كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তরে বলেন, চার জন।

৯০১৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, চার জন পর্যন্ত আল্লাহ্র বিধান আছে।

৯০২০. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। তিনি আরও বলেছেন, নারীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন এবং যাদেরকে হালাল করেছেন, তাদের বিবরণ দেয়াই এখানে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা। এ কথা বলে তিনি أُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ -- আয়াতটি শেষে পাঠ করে বলেন كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - অর্থাৎ যা তিনি ফরয করেছেন এবং তিনি যা আদেশ করেছেন, সেটাই তাঁর বিধান। এরপর আবার বলেন كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -অর্থাৎ আল্লাহ্ আদেশ করেছেন।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ মনে করেন- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ যবর বিশিষ্ট হয়েছে অনুপ্রেরণার দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ- তোমাদের উপরে আল্লাহ্র বিধান ফরয এবং আল্লাহ্র বিধানকে ফরয হিসাবে আদায় করতে হবে। তবে আরবী ভাষা বা কথাবার্তায় এভাবে ভাব প্রকাশের তেমন প্রচলন নেই।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ -(উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারী অর্থ ব্যয়ে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল)। আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতাংশের অর্থে একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য পাঁচ এর কম সংখ্যক নারী হালাল করেছেন। তোমরা স্বীয় অর্থের বিনিময়ে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইলে তা করতে পারবে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০২১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, চার জনের কম নারীকে তোমাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ।

৯০২২. উবায়দা সাল্‌মানী (র.) হতে বর্ণিত। অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- অর্থাৎ চারজনের কম। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন- তার অর্থ তোমাদের আত্মীয়দের মধ্যে যে সকল নারীকে তোমাদের জন্য নিষেদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা ব্যতীত অন্য নারীকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০২৩. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা (র.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন- আত্মীয় নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করতে পার।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, বরং এর অর্থ যে সব নারীকে বিয়ে করা হালাল, তাদের মধ্যে সধবা নারী ও দাসী ব্যতীত যত জনকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ, ততজনকে তোমরা বিবাহ্-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০২৪. আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, এ অর্থ দাসীগণ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে আমাদের বর্ণনাই সঠিক। আর তা এই যে- নিজ বংশের এবং শ্বশুর পক্ষের যে সকল নারী বিয়ে করা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন, তাদের কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর বর্ণনা করেছেন, যে সকল নারীর স্বামী আছে, তাদের মধ্যে যাদেরকে হারাম ও হালাল করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে। তারপর বর্ণনা করেছেন, উক্ত দু'আয়াতের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম করেছেন, তারা ব্যতীত অন্যান্য যাদেরকে বিয়ে করা হালাল তাদের সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, যেন মুসলমানরা স্বীয় অর্থ ব্যয়ে বিয়ে করে এবং দাসীদের অধিকারভুক্ত করে এবং যেন ব্যভিচার না করে। কেউ যদি বলেন, নিজ বংশের এবং শ্বশুর বংশের যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ, তা আমরা জানতে পেরেছি, তবে সধবা ও নিষিদ্ধ নারীদের মধ্যে কারা হালাল? উত্তরে বলা যায় উবায়দা (রা.) ও সুদ্দী (র.) হতে স্বাধীনা নারীর যে বর্ণনা আমরা দিয়েছি, সে বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচের কম এক হতে চার পর্যন্ত বিবাহ্ করা বৈধ। আর যে সব দাসীদের স্বামী আছে, তারা ব্যতীত দাসীদের সংখ্যা নির্ধারিত নয়। কারণ আল্লাহ্ পাকের বাণী وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ - দ্বারা নারীদের মধ্যে সবাইকে আমাদের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে হালাল করা হয়েছে। যাদেরকে আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে তাদেরকে আমরা স্বীয় অর্থের বিনিময়ে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারব। তাদের মধ্যে কে কার চেয়ে উত্তম এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা নেই। এ হুকুম মেনে চলা ওয়াজিব এর বিপরীতে কোন দলীলও নেই। وَأُحِلَّ لَكُم مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর গঠন পদ্ধতিতে একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ أُحِلَّ শব্দটি যবর দিয়ে أَحَلَّ পাঠ করেছেন। এর ফলে আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায় এ তোমাদের জন্য আল্লাহ্র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্ হালাল করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আল্লাহ্র বাণী: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ -এর পাঠরীতি অনুযায়ী أحل শব্দের الف -কে رفع (পেশ) এবং حاء - কে যের দিয়ে পড়েন وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ ইমাম আবূ

জা'ফর তাবারী (র.) বলেন আমরা জানি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র উভয় প্রকার পাঠরীতির প্রচলনা আছে। কারণ এতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং উভয় পাঠরীতিই সঠিক।

আল্লাহ্ পাকের বাণী مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ-এর ব্যাখ্যা হল - যে সকল নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তারা ব্যতীত। أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ -এর অর্থ হল অন্য নারীকে তোমরা যদি পেতে চাও তবে ক্রয়ের মাধ্যমে অথবা মহর দিয়ে বিয়ে করে পেতে পার। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন وَيَكْفُرُوْنَ بِمَاوَرَاءَهٗ (বাকারা ৯১) এখানে بماوراءه অর্থ بماسواه ও بماعداه তা ব্যতীত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তাবারী (র.) مُحْصِنِيْنَ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন- যে সকল নারী তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ্ পাক হারাম করেছেন, তাদের ব্যতীত অন্যান্য সতী-সাধ্বী নারীকে মহরের বিনিময়ে বিবাহ্ করতে চাওয়া; غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ -সে চাওয়ায় যেন ব্যভিচার না হয়। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৯০২৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী مُحْصِنِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের পরস্পর শরীআত সম্মত শর্তাধীনে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ -তাদের ব্যভিচার হিসাবে নয়।

৯০২৬. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯০২৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ -এর অর্থ হল তারা ব্যাভিচারী নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً (তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা মিলিত হয়েছ, তাদের নির্ধারিত মহর আদায় করবে।)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন, ব্যাখ্যাকারগণ মহান আল্লাহ্র বাণী فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল তোমরা তাদের মধ্য হতে যাদের বিয়ে করেছ এবং যাদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছ। فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -তাদের জন্য নির্ধারিত মহর আদায় কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০২৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বিয়ে করে তবে তার সমুদয় মহর পরিশোধ করা ওয়াজিব এবং স্বামী স্ত্রীর মিলন আলোচ্য আয়াতে الاستمتاع শব্দের অর্থ হয়- যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً (এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রদান করবে।) [সূরা নিসা ঃ ৪]

৯০২৯. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -এর মানে বিবাহ।

৯০৩০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ-এর অর্থ- বিবাহ।

৯০৩১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -এর অর্থ- বিয়ের আগ্রহ।

৯০৩২. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ নিকাহ্ বা বিয়ে করা। পবিত্র কুরআনে বিয়ের কথাই বলা হয়েছে। যখন বিবাহ্ করবে এবং তার সাথে মিলন হবে তখন তাকে তার মহর প্রদান করার পর সে যদি তোমাকে স্বেচ্ছায় কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমার জন্য তা খুশীর ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সে স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে। তিনি আরো বলেছেন اَلْاِسْتِمْتَاعُ - অর্থ নিকাহ্ করা এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করা।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হল, নিকাহ্ মুতা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৩৩. সুদ্দী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে নিকাহ্ মুতার কথা বলা হয়েছে। আর তা হল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দু'জন সাক্ষীর সামনে ওলীর অনুমতিতে বিয়ে হওয়া। নির্দিষ্ট সময় হলে ঐ নারীর মুক্ত হয়ে যায়। তবে তার উপর দায়িত্ব থাকে সে যেন তার গর্ভে যা আছে, তা হতে পবিত্র হয়ে যায় এবং তাদের কেউ একে অপর উত্তরাধিকারী হবে না।

৯০৩৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ- মুতা বিবাহ্।

৯০৩৫. ইব্ন হাবীব (র.)-এর পিতা হতে বর্ণিত আছে, (ইব্ন হাবীবের পিতা হলেন হাবীব ইব্ন ছাবিত) হাবীব (র.) ইব্ন আবী সাবিত হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা.) একখান গ্রন্থ দিয়ে বলেন, এ গ্রন্থখানা উবায় (রা.)-এর পাঠরীতির উপর সংকলিত আবূ কুরায়ব বলেন, ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, আমি নাসীরের নিকট গ্রন্থ খানা দেখেছি তাতে আয়াতাংশটি এভাবে ছিল।

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

৯০৩৬. আবূ নাদরা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নারীদের মুতা বিয়ে সম্পর্কে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি সূরা নিসা পাঠ কর না? আমি বললাম হ্যাঁ! পড়ি, তখন তিনি বললেন, তবে তুমি কি তাতে فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

-পাঠ করনি? আমি বললাম না! যদি তা এভাবে পাঠ করতাম তাহলে আপনাকে প্রশ্ন করতাম না! তিনি বললেন, তা এরকমই-

৯০৩৭. অপর এক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯০৩৮. আবূ নাদরা (র.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট একদিন فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -এ আয়াতটি পাঠ করলাম। এরপর ইব্ন 'আব্বাস (রা.) তার সাথে মিলিয়ে বলেন, اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى - তিনি বলেন, আমি এটা শোনে ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বললাম, আমি এরূপে কখনও পড়িনি। এরপর তিনি তিনবার করে বলেন- وَاللّٰهِ لَا نَزَلَ اللّٰهُ كَذَالِكَ -আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তিনি উক্ত আয়াতটি এভাবেই নাযিল করেছেন।

৯০৩৯. উমায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইব্ন আব্বাস (রা.) এর পঠনরীতি ছিল فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

৯০৪০. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯০৪১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)-এর পাঠরীতি অনুযায়ী রয়েছে فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

৯০৪২. শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাকাম (র.)-কে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ হতে فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এ আয়াতটি কি মানসূখ হয়ে গিয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন- না! হাকাম (র.) বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, উমর (রা.) যদি মুতা (অস্থায়ী) বিয়ে নিষিদ্ধ না করতেন, তাহলে মানুষ ব্যভিচার করে গুনাহ্গার হয়েই যেত।

৯০৪৩. আমর ইব্ন মুর্‌রা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-কে পাঠ করতে শুনেছেন فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, বর্ণিত ব্যাখ্যা দু'টির মধ্যে উত্তম হল, এই ব্যাখ্যা যে, যাদেরকে তুমি বিয়ে করেছ এবং তার সাথে মিলিত হয়ে তাদের মহর আদায় কর। যেহেতু আল্লাহ্ পাক মুতা হারাম করে দিয়েছেন, তথা সঠিক পন্থায় কোন নারীকে বিয়ে না করে তার সাথে মিলিত হওয়া আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন, যার দলীল প্রিয় নবী (সা.)-এর হাদীসে রয়েছে।

৯০৪৪. রবী' সাব্‌রাতুল জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা এই নারীদেরকে বিয়ে কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সে সময় اِسْتِمْتَاعٌ দ্বারা বিয়ের অর্থই গ্রহণ করতাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আমি অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে প্রমাণ করেছি যে, মুতা হারাম। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।) ইমাম-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন ঃ তাঁদের কেউ বলেছেন, এর অর্থ- হে পতিগণ! তোমরা বিবাহে যে মহর নির্ধারণ করেছ, তার একটি অংশ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রদান করার পর বাকী অংশ তাদেরকে দিতে কষ্টকর হলে এবং তোমরা পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে তা থেকে অব্যহৃতি নিলে কোন দোষ নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৪৫. হাদরামী (র.) বলেন, পুরুষরা মহর নির্ধারণ করত। কিন্তু পরবর্তীতে কারো কারো পক্ষে সে মহর আদায় করা কঠিন হতো। তাই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, মুতা বিয়ের সময় বৃদ্ধি করতে চাইলে এর উজরত (الاجرة)-ও বাড়াতে হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৪৬. সুদ্দী (র.) থেকে এমর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে। (পরবর্তী কালে মুতা বিয়ে হারাম হয়ে যায়।) সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ- হে লোক সকল! বিয়ের মাধ্যমে মিলিত হওয়ার নিমিত্তে স্ত্রীকে বিনিময় প্রদান করার পর পরস্পর সম্মতিতে একত্রে অবস্থান অথবা বিচ্ছেদ হওয়ায় কোন গুনাহ্ নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৪৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ পরস্পরের সম্মতি এ ব্যাপারে যে সে স্ত্রীকে তার মহর পরিশোধ করার পর একত্রে থাকা বা চলে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেবে।

অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, বরং এর অর্থ হল- তোমাদের নারীর মহর নির্ধারণের পর যদি তারা তাদের সে মহরের কিছু অংশ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯০৪৮. ইব্‌ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- স্ত্রী যদি তোমাকে তার মহর থেকে কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমার জন্য বৈধ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি ঠিক এবং উত্তম। আর তার নজীর আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا (এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা স্বচ্ছন্দে তা ভোগ করবে)। [সূরা নিসা ঃ ৪]

ইমাম তাবারী (র.) আরো বলেন, সুদ্দী (র.) যা বলেছেন তা ভিত্তিহীন। কেননা, বিবাহ্ বন্ধন ব্যতীত এবং দাসী ব্যতীত কোন নারী বা দাসীর সাথে মেলামেশা করা কিছুতেই বৈধ নয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়)। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের বিয়ে এবং তোমাদের অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে আর তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য যা প্রয়োজন ও কল্যাণকর, তার সব কিছু সম্পর্কে তিনি সর্বদা জ্ঞাত। তোমাদের জন্য যা কিছু প্রয়োজন এবং তোমাদেরকে যে সব বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করেন, সববিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রজ্ঞা ও কৌশলগত কোন বিষয়ে ও কাজে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পর্শ করতে পারে না।

(٢٥) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৫. তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ে করবে; আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান, সুতরাং তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়, তাদেরকে তাদের মহর ন্যায়সংগতভাবে দেবে। বিবাহিতা হওয়ার পর, যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে তা তাদের জন্য; ধৈর্য-ধারণ করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহর বাণী وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً (তোমাদের মধ্যে কারো সামর্থ্য না থাকলে) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে যে اَلطَّوْلُ উল্লেখ করেছেন তার অর্থ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ- অধিক ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৪৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- বর্ণিত অর্থ-সম্পদ।

৯০৫০. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, এর অর্থ, যার সামর্থ্য নেই।

৯০৫১. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন -এর অর্থ, যার সামর্থ্য নেই।

৯০৫২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

৯০৫৩. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের الطول -অর্থ, ধন-সম্পদ।

৯০৫৪. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে অপর এক যুক্তি বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الطول - অর্থ- ক্ষমতা।

৯০৫৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখায় তিনি বলেন طولاً অর্থ, ধন-সম্পদের ক্ষমতা।

৯০৫৬. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে طولاً -এর অর্থ, স্বাধীনা নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকরগণ বলেছেন, এখানে الطول -অর্থ, আকাঙ্ক্ষা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৫৭. রাবী'আ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, الطول -অর্থ, আগ্রহ্। তিনি আরো বলেন- সে দাসীকে বিয়ে করবে, যদি তাতে তার আগ্রহ্ থাকে।

৯০৫৮. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাবী'আ (রা.) কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ ও নরম কথা বলতেন, তিনি বলতেন। যখন কোন ব্যক্তির অন্য কাউকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন দাসীকে ভালবাসে তবে তখন আমি মনে করি ঐ দাসীকে বিয়ে করাই উত্তম।

৯০৫৯. জাবির (রা.)-হতে বর্ণিত, কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসীকে বিয়ে করা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, যদি সে ব্যক্তি সম্পদশালী হয়, তবে বিয়ে করতে পারবে না। এরপর আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি সে লোকের অন্তরে উক্ত দাসীর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়? তার উত্তরে তিনি বলেন, যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তাকে (দাসীকে) বিয়ে করতে পারে।

৯০৬০. উবায়দা (র.) হতে বর্ণিত, ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, স্বাধীন পুরুষ লোক দাসীকে বিয়ে করবে না, তবে যদি পসন্দনীয় স্বাধীনা নারী না পায়, তখন দাসীকে বিয়ে করতে পারবে। তিনি বলেন, ইব্রাহীম (র.) বলতেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

৯০৬১. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি 'আতা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (বর্তমানে) সম্পদশালী, সে দাসীকে বিয়ে করা আমি অপসন্দ করিনা; যদি সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত আয়াতে الطول -শব্দের যে দু'টি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটিই উত্তম, যেখানে বলা হয়েছে, এ আয়াতে الطول মানে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য, যেহেতু সকলে এ কথায় একমত যে, স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা দাসী বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ যা তার উপর হারাম করা হয়েছে, সে যদি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তখন তার সে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যা নিষিদ্ধ তা তার জন্য বৈধ। সামর্থ্য থাকাবস্থায় দাসীকে বিয়ে করা ব্যতীত অন্য বিষয়ে যখন সকলেই একমত, যেমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য দাসীকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। দাসীর আকর্ষণ যত প্রবলই হোক না কেন, সে দাসী তার জন্য বৈধ নয়। কারণ, তার কাম-প্রবৃত্তি ও আসক্তি স্বাধীনা নারী দ্বারা যখন নিবারণ করার মত সামর্থ্য রয়েছে, সে অবস্থায় কোন দাসীর প্রতি আসক্ত হওয়া বা তাকে বিয়ে করা বৈধ হতে পারে না এবং তা এমন জরুরী অবস্থাও নয়, যাতে সে শরীআতের অনুমতি পেতে পারে, যেমন অনাহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় খাদ্যের অভাবে প্রাণে বাঁচার তাকীদে শরীআতের বিধানে মৃতের গোশত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ যা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের নেহায়েত প্রয়োজন এবং যা না হলে প্রাণে মারা যাওয়ার বা ধ্বংস হওয়ার আশংকা হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অনুমতি দান করেছেন, যাতে সে প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং প্রাণে বাঁচতে পারে। কিন্তু কোন হারাম বস্তু বা কাজ দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি ও সাধ মিটাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। একথা সর্ববাদী সম্মত যে, কোন লোক যদি কোন স্বাধীনা নারী অথবা দাসীর উপর অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ে, তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে তাকে বিয়ে না করে, অথবা দাসী হলে তাকে খরিদ করে অধিকারভুক্ত করে না নেয়।

যে ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের اَلطَّوْلُ অর্থ اَلْهَوٰى -আসক্তি বা কাম-প্রবৃত্তি বলেছেন এবং কোন লোকের স্বাধীনা নারী বিয়ে করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা বৈধ বলেছেন, তার এ ব্যাখ্যা বাতিল।

এ আয়াতের অর্থ হল যার স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন অধিকারভুক্ত দাসীকে বিয়ে করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ [স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার (সামর্থ্য না থাকলে) তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ে করবে।]

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যারা স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না। اَلْمُؤْمِنَاتِ -অর্থ হল, মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা সত্যবিধান নিয়ে এসেছেন, তাতে বিশ্বাস করে। তাদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য তোমাদের মধ্যে যে সকল স্বাধীন পুরুষের নেই, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসীকে বিয়ে করতে পারবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা اَلْمُحْصَنَاتُ -এর ব্যাখ্যায় যে বিবরণ দিয়েছি, ব্যাখ্যাকারগণ ও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৬২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নারীদের বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে যেন ঈমানদার দাসী বিয়ে করে।

৯০৬৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اَلْمُحْصَنَاتُ -অর্থ, স্বাধীনা নারীগণ (স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে) সে যেন ঈমানদার দাসীকে বিয়ে করে।

৯০৬৪. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯০৬৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন فَتَيَاتِكُمْ -এর অর্থ, তোমাদের দাসীগণ।

৯০৬৬। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য যে ব্যক্তির নেই, সে দাসী বিয়ে করতে পারবে।

৯০৬৭. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তির স্বাধীনা নারী বিয়ে করার মত সামর্থ্য না থাকলে বিয়ে করতে সে দাসী পারবে। আর এভাবেই পবিত্রতা বজায় রাখবে। আর সে ব্যক্তির পক্ষে দলীয় সন্তানগণ দাসীর খরচ বহনের জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ সন্তান বড় হয়ে দাসীর খরচ বহন করলে ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে।

৯০৬৮. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, স্বাধীনা স্ত্রী থাকতে দাসী বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষেধ করেছেন। তবে দাসী স্ত্রী থাকতে স্বাধীনা নারী বিয়ে করা যাবে। আর যে ব্যক্তির স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন দাসীকে বিবাহ্ না করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতাংশের পাঠরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। কূফা ও মক্কা শরীফের এক দল কিরাআত বিশেষজ্ঞ أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصِنَاتِ -এর পাঠরীতিতে ص -যের দিয়ে পাঠ করেছেন। এবং وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের المحصنات ব্যতীত অন্য সব জায়গাতেই তাঁরা اَلْمُحْصِنَاتُ -এর ص -কে যের দিয়ে পাঠ করেছেন। আর সূরা নিসার المحصنات-এর ص যবর (ـَ) দিয়ে পাঠ করেছেন। যবর দিয়ে পাঠ করে তারা সে সকল সাধ্বী বিবাহিতা নারীদের বুঝিয়েছেন, যারা তাদের স্বামীর সাথে বর্তমান, এবং স্বামীরা তাদের পবিত্রতা বজায় রেখেছেন। আর পবিত্র কুরআনের অন্য সব জায়গায় তাঁরা ص -এর নীচে যের (ـِ) দিয়ে পাঠ করে সে সমস্ত নারীদের বুঝিয়েছেন, যারা নিজেদের পবিত্রতা নিজেরা রক্ষা করেছেন।

মদীনা এবং ইরাকের লোকেরা সকলেই المحصنات -শব্দের ص -কে যবর ص দিয়ে পাঠ করেছেন।

মুতাকাদ্দিমীনদের মধ্যে কেউ কেউ উক্ত শব্দের ص -কে সব জায়গাতেই যের দিয়ে পাঠ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ ব্যাখ্যাকারগণের দুই পাঠরীতি প্রসঙ্গে আমার মত এই যে, উভয় পাঠরীতিরই প্রচলন রয়েছে এবং যে রীতিতেই পাঠ করা হোক না কেন, তাই সঠিক।

তবে সূরা নিসার ২৪নং আয়াতের প্রথম শব্দ المحصنات -এ كسره বা যের হওয়াকে আমি সমর্থন করি না। কারণ প্রত্যেক মুসলিম অঞ্চলে উক্ত শব্দের ص -এ যবর দিয়ে পাঠ করা হয়। আয়াতে উল্লেখিত فتيات -শব্দটি فتاة -এর বহু বচন, অর্থাৎ যুবতী নারীগণ। পরবর্তীতে এর দ্বারা সমস্ত বয়স্কা বা যুবতী দাসীদেরও বুঝান হয়েছে। আর والعبد দ্বারা যুবককে বুঝান হয়েছে। যে সব দাসী ঈমান আনেনি তাদের বিয়ে করার ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাকের বাণী- مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ দ্বারা কি আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম করেছেন, না ঈমানদার পুরুষদের শিষ্টাচারিতার জন্য আল্লাহ্ পাক এর অনুমতি দিয়েছেন? কেউ কেউ বলেছেন, মুশরিকদের দাসী বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য হারাম, আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা তাই বুঝা যায়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯০৬৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অধিকারভুক্ত কোন খৃষ্টান দাসীকে বিয়ে করা উচিৎ নয়।

৯০৭০. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অধিকারভুক্ত খৃস্টান দাসীকে বিয়ে করা স্বাধীন মুসলমানের জন্য উচিত নয়।

৯০৭১. ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন, আমি আবূ আমর, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয, মালিক ইব্‌ন আনাস এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মারয়ামকে বলতে শুনেছি যে, খৃস্টান দাসীকে বিয়ে করা স্বাধীন মুসলমান এবং মুসলমান দাসের জন্য হালাল নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -অর্থাৎ ঈমানদার নারীকে (বিয়ে করবে)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশে অমুসলমান নারীকে বিয়ে করা হারাম করেননি, আয়াতে আল্লাহ্ যা বলেছেন। তা তাঁর অনুমতি। ইরাকের বিশিষ্ট এক দল আলিম এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৭২. মুগীরা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আবূ মায়সারা (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর সাথীগণ অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা নিম্নের আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ - وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ - وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ - وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ -

"সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হল। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল আর তোমাদের খাদ্য-দ্রব্য ও তাদের জন্য বৈধ এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদের মহর প্রদান কর বিয়ের জন্য" (সূরা মায়িদা ঃ ৫) তাঁরা বলেছেন, আহলে কিতাবের সচ্চরিত্রা নারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য বৈধ করেছেন, তাদের মধ্যে স্বাধীনা নারী বা দাসীকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তারা বলেন আল্লাহ্‌র বাণী فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -এর অর্থ, মূর্তিপূজারী মুশরিক ব্যতীত যে সকল দাসী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমত দু'টির মধ্যে তাদের অভিমতটি সঠিক ও উত্তম যারা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বাণী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আহলে কিতাবের দাসীদেরকে বিবাহ করা হারাম। অধিকরভুক্ত না হওয়া ব্যতীত তারা বৈধ নয়; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে বিয়ে করা বৈধ করেছেন। যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সেসব শর্ত পাওয়া না যাবে, সে পর্যন্ত বিয়ে কর। মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, সূরা মায়িদার উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে আহলী কিতাবের দাসীদেরকে বিয়ে করা জায়েয আছে কি? তদুত্তরে বলা যায়

সূরা মায়িদায় স্পষ্টভাবে সচ্চরিত্র। স্বাধীনা নারীর কথাই বলা হয়েছে, দাসীদের কথা নয়। সূরা নিসার مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ এবং সূরা মায়িদার উক্ত আয়াত এ দু'টির হুকুমের একটি অপরটির বিপরীত নয়। বরং একটি বিধান অপরটিকে স্পষ্ট করে। যদি একটি অন্যটির হুকুমকে রহিত করে তবে উভয়টি একটি সাথে শুদ্ধ হয় না। অথচ আয়াত দু'টির বিধান সমানভাবে বিশুদ্ধ। অতএব, এটা সিদ্ধান্ত দেওয়া ঠিক নয় যে, একটি আয়াতের বিধান দ্বারা অপর আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

মহান আল্লাহর বাণী: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাধিক অবগত, তোমরা একে অপরের সমান।)-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের এ অংশটি যদিও শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ পূর্বের সাথে সম্পৃক্ত। এর ব্যাখ্যা ঃ তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে। তোমরা একে অপরের সমান। البعض -শব্দটি আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পেশ বিশিষ্ট, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী:فَمِنْ مَّامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে فَلْيَنكِحْ مِنْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এরপর একই অর্থে بعضكم (পুনরুল্লেখ) হওয়ায় তা পেশ বিশিষ্ট হয়েছে।

তারপর মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নিকট হতে তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার উপর ঈমান এনেছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন লোকের স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে সে ঈমানদার অধিকারভুক্ত নারী (দাসী) বিয়ে করবে। অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যার স্বাধীনা নারীকে অর্থ-সম্পদের দ্বারা বিয়ে করার ক্ষমতা নেই, সে যেন এমন অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ে করে যে কাজ-কর্মে তার ঈমান প্রকাশ করে এবং তাতে সে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার গোপন বিষয়সমূহ মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করে। যেহেতু তোমাদের ও তাদের বিষয়ে তোমরা যা জান, মহান আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এবং তাদের গোপনীয় সব কিছু সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (কাজেই তাদেরকে বিয়ে করবে, তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মহর ন্যায়সংগত ভাবে দেবে)-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- فَانْكِحُوْهُنَّ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে, এবং بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ -অর্থ তাদের অভিভাবকগণের অনুমতিক্রমে, এবং তাদের আদেশ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমাদের সাথে তাদের বিয়ে হতে পারে وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -এর অর্থ তাদেরকে তাদের মহর প্রদান কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৭৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন أُجُوْرَهُنَّ -অর্থ, মহর, এখানে আল্লাহ্‌র বাণী: بِالْمَعْرُوْفِ -এর অর্থ, ন্যায়সংগত ভাবে তোমরা তাদের মহর দেবে, যাতে তোমরা উভয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পার এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যা হালাল ও বৈধ করেছেন, তা থেকে তোমরা তাদেরকে তাদের মহর পরিশোধ করে দেবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী: مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ (যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপ-পতি গ্রহণকারীও নয়) -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী مُحْصَنَاتٍ -অর্থ, সতী-সাধ্বী নারী غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ -অর্থ, যে সকল নারী ব্যভিচারিণী নয়, وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ -অর্থাৎ যারা ব্যভিচারে বন্ধুদেরকে গ্রহণ করেনি।

উল্লেখ আছে যে, আয়াতে এবং আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় এরূপ বলার কারণ হল, জাহিলী যুগে আরবে যে সকল নারী ব্যভিচারিণী ছিল, তারা ব্যভিচার করার জন্য ঘোষণা দিত। আর المتخذات الأخدان অর্থ- যে সকল নারী উপপতি গ্রহণকারিণী ছিল, তারা নিজেদেরকে বন্ধু-বান্ধবের সাথে অপকর্মের উদ্দেশ্যে ঘোষণা ছাড়াই গোপনে অন্যান্যদেরকে অগোচরে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রতি নিজেদেরকে বিলিয়ে দিত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯০৭৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَّلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে, যারা সতী-সাধ্বী নারী প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে যারা ব্যভিচারিণী নয় এবং বন্ধুদেরকে যারা উপপতি গ্রহণ করে না।

৯০৭৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক সনদে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এতে غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ اَلْمُسَافِحَاتُ -অর্থ যে সকল নারী ব্যভিচারের ঘোষণা দেয় وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ -অর্থ, যার একজন বন্ধু আছে। অর্থাৎ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যভিচার প্রকাশ পেত জাহিলী যুগের অজ্ঞ লোকেরা তাকে নিষিদ্ধ বা হারাম জানত। আর গোপনে ব্যভিচার করাকে তারা বৈধ মনে করত। যার ব্যভিচার প্রকাশ হয়ে যেত। তাকে নিন্দিত মনে করত এবং যে ব্যভিচার গোপনে হতো, সেটাকে তারা কিছু মনে করত না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-আনআম -এর এ আয়াত নাযিল করেন- وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজে তোমরা জড়িত হবে না) [সূরা আনআম ঃ [illegible]]।

৯০৭৬. আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ব্যভিচার দুই প্রকার। একটি হল বন্ধুর সাথে ব্যভিচার করা বন্ধু ব্যতীত অন্য কারো সাথে যিনা না করা। দ্বিতীয় প্রকার হল, নারী পণ্যদ্রব্য স্বরূপ হয়ে যাওয়া। এরপর তিনি আয়াতটি পাঠ করেন ঃ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَّلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ

৯০৭৭. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَلْمُحْصَنَاتُ -অর্থ, সতী-সাধ্বী নারী সকল, দাসী তার মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে করবে اَلْمُحْصَنَات শব্দটি مُحْصَنَة -এর বহুবচন غَيْرَ مُسَافِحَة-অর্থ, ব্যভিচারিণী নয়- المسافحة -ব্যভিচার কাজে যে নারী কাম-প্রবৃত্তি প্রকাশ করে এবং বন্ধুকে উপ-পতিরূপে গ্রহণ করে।

৯০৭৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ বান্ধবীকে গ্রহণ করে এবং বন্ধু নারীকে গ্রহণ করে।

৯০৭৯. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯০৮০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আছে, তিনি مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَّلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, المسافحة -হল, সে নারী যে অর্থের বিনিময়ে নিজের দেহ প্রদান করে। ذات الخدن -অর্থ- যার এক জন বন্ধু আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ খারাপ নারীকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

৯০৮১. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান বলেন, আমি দাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র.)-কে বলতে শুনেছি المحصنات -অর্থ, স্বাধীনা নারীগণ। তাই তিনি বলেন, تزوج حرة -সে স্বাধীনা নারী বিয়ে করেছে। المسافحات -অর্থ, মহর ব্যতীত প্রকাশ্যভাবে যে সকল নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ -অর্থ, যে মহিলা তার বন্ধুর সাথে গোপন সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব নিষেধ করেছেন।

৯০৮২. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ব্যভিচার দু'প্রকার ঃ এর মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিক ঘৃণিত। বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত যার তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সবচেয়ে ঘৃণিত। দ্বিতীয় প্রকার হল: প্রকৃত স্বামী ব্যতীত অন্যের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করা।

৯০৮৩. ইব্‌ন যায়দ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, المسافح -অর্থ, যে ব্যক্তি নারীর সাথে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং المخادن -অর্থ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী কাজে কোন নারীর সাথে মিলিত হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَاِذَا أُحْصِنَّ (বিবাহিতা হওয়ার পর)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন أحصن -শব্দের পাঠরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ الف -এর উপর যবর দিয়ে أَحْصَنَّ পাঠ করেছেন। তাতে অর্থ হয়,যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তাদের অবৈধ যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হয়।

অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞ فَاِذَا أُحْصِنَّ অর্থাৎ الف -এর উপর পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন, অর্থাৎ স্বামী থাকার কারণে তাদের গুপ্তাঙ্গ অন্যের জন্য নিষিদ্ধ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে উভয় পাঠরীতি সঠিক। উভয় পাঠরীতি সমস্ত মসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত রয়েছে। উভয় রীতির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাতে অর্থ ঠিক থাকবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ যদি ধারণা করে যে, পাঠরীতি সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা সঠিক নয়, কারণ, উভয় পাঠরীতিতে অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অথচ দু'রকম পাঠরীতি তখনই সঠিক হতে পারে, যখন উভয় অবস্থায় অর্থ এক হবে। এরূপ সন্দেহকারী বা প্রশ্নকারী প্রকৃত মর্ম অনুধাবনে অমনোযোগী। যেহেতু, দুই রকম পাঠরীতির কারণে যদিও অর্থের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়, তাতে একটি দ্বারা অপরটির অর্থ রহিত হয় না। কারণ, মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে তাঁর উম্মাতগণের মধ্যে যারা মুসলমান এবং যারা মুসলমান নয়, তাদের উপর বিধান ও শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৯০৮৪. হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন বাঁদী যদি ব্যভিচার করে, তবে তাকে যেন বেত্রাঘাত করা হয়। এটা মহান আল্লাহ্র বিধান। আর তাকে গালাগালি করা যাবে না। পুনরায় যদি সে একই অপরাধ করে, তবে তাকে প্রহার করবে এবং গালাগালি করা যাবে। এ হলো মহান আল্লাহ্র বিধান। এরপর যদি আবার সে তা করে, তবে তাকে প্রহার করবে। কিন্তু তাকে গালাগালি করা যাবে। এ হলো মহান আল্লাহ্র বিধান। এরপর চতুর্থ বার যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে প্রহার করবে, এ হলো মহান আল্লাহ্র বিধান। একটি রশির বদলে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।

৯০৮৫. হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-ইরশাদ করেছেন, যে তোমাদের অধিকারভুক্ত, তার উপর তোমরা বিধানসমূহ কায়েম কর।

এ হাদীসে দাসীদের কারো স্বামী আছে এবং কারো স্বামী নেই, তন্মধ্যে কাউকে খাস্ বা নির্দিষ্ট করা হয়নি। দাসীদের উপর বিধান প্রতিষ্ঠা করা তাদের মালিকের কর্তব্য, যখন তারা মহান আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধে কোন গুনাহ্র কাজ করবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি কী সূত্রে এসব কথা বলেছেন ঃ

৯০৮৬. আবূ হুরায়রা (রা.) এবং যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) হতে বর্ণিত, ব্যভিচারিণী অবিবাহিতা দাসী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জবাবে তিনি বলেছেন, তাকে বেত্রাঘাত কর। এরপর আবার ব্যভিচার করলে তাকে বেত্রাঘাত করবে। এরপরও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে আবারও বেত্রাঘাত করবে। চতুর্থবারেও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তিনি তৃতীয়বারে বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চতুর্থবারে বলেছেন, তবে পশমের (বা চুলের) বদলে হলেও বিক্রি করে ফেলবে।

৯০৮৭. আবূ হুরায়রা (রা.) ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী দাসীর উপর যে বিধান কায়েম করা ওয়াজিব, তা দাসীদের স্বামী গ্রহণের পূর্বে যদি এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন

তাদের জন্য উক্ত হুকুম কিন্তু বিয়ের পর যদি হয়, তবে তাদের উপর যে বিধান ওয়াজিব করা হয়েছে, তা মহান আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয় কেন? এর জবাবে বলা যায়, আমরা বর্ণনা করেছি, الاحصان -এর একটি অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা এবং দ্বিতীয় অর্থ বিয়ে করা। الاحصان -এর কয়েকটি অর্থ, রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। عن الامة تزني قبل ان تحصن - দাসী মুসলমান হওয়ার পূর্বে বা বিয়ের পূর্বে যদি ব্যভিচার করে, তবে তার হুকুম কি? কিন্তু কোন হাদীসে এরূপ বর্ণনা নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; কোন দাসী তার বিয়ের পূর্বে যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তার হুকুম কি? এটা যে ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ অর্থে ব্যভিচারিণী দাসীর উপর শাস্তির বিধান জারি করেছেন, যে দাসী মুসলমান বিবাহিতা নয় বা বিবাহিতা কিন্তু মুসলমান নয়, তার জন্য দলীল হতে পারে। কাজেই যখন তার অভিমতের পক্ষে প্রমাণযোগ্য কোন বর্ণনা নেই, তখন এ কথাই ঠিক: যে কোন অধিকারভুক্ত দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার মালিকের উপর কর্তব্য সে যেন তার সে দাসীর উপর শাস্তির বিধান কায়েম করতে চাই, সে বিবাহিতা হোক বা বিবাহিতা না হোক যা মহান আল্লাহ্র কালাম ও তাঁর রাসূলের হাদীসের প্রকাশ্য বিধান। কাজেই, আমরা فاذا أحصن -এর যে পাঠরীতি পসন্দ করেছি, সেটাই ঠিক।

যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর এ বাণীতে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات

তিনি যা উল্লেখ করেছেন তাতে বুঝা যায় যে, তাঁর বাণী: فَاذَا اُحْصِنَّ -এর অর্থ তারা বিবাহিতা হওয়ার পর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات -এ বাণীতে দাসীদের ঈমানের বিষয় বলার পর তিনি فاذا احصن উল্লেখ করেছেন, যাতে এ কথাই তার অর্থ বিয়ে ছাড়া অন্য কোন অর্থ নয়। যেহেতু তাদের ঈমানের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে- এ ধারণার ভুল। ব্যাখ্যাস্বরূপ আয়াতের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, তা কিছুতেই হতে পারে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ مِنْكُم طَوْلاً أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّامَلَكَتْ اَيْمَانُكُم مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات

فَاِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ তারা ঈমানদার হওয়ার পর (যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক) আল্লাহ্ তা'আলা وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ হতে مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات পর্যন্ত প্রথমে দাসীদের যে ঈমানের ও বিয়ের কথা বলেছেন, তারপর তারা যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাদের উপর যে শাস্তির বিধান আল্লাহ্ পাক ওয়াজিব করেছেন, তা এ আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন। আর এর পূর্বে দাসীদের মধ্যে ঈমানদার পুরুষ যে দাসীকে বিয়ে করা বৈধ এবং যাকে বিয়ে করা অবৈধ, তার বর্ণনা দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

কাজেই فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর অর্থ, 'ইসলাম গ্রহণ' বাদ দিয়ে 'বিবাহিত' অর্থের কথা বলা অবৈধ বা এর কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

তদুপরি যারা مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ -এর ص -কে ফাতাহ্ (যবর) দিয়ে পাঠ করেন, তাঁদের فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ -এর উপর পেশ দিয়ে পাঠ করাকে আমি পসন্দ করি।

ব্যাখ্যাকারগণ فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর পাঠরীতির উপর বিভিন্ন মতের অনুসরণে তাদের ব্যাখ্যায়ও বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেছেন فَاِذَا اُحْصِنَّ - অর্থ, মুসলমান হওয়া।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯০৮৮. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেছেন, দাসীদের ইসলাম গ্রহণ অর্থেই বলা হয়েছে فَاِذَا اُحْصِنَّ

৯০৮৯. হুমাম ইব্নুল হারিস হতে বর্ণিত, নু'মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেছেন, আমার দাসী ব্যভিচার করেছে। তিনি (ইব্ন মাসঊদ) বলেন, তাকে ৫০টি বেত্রাঘাত কর। তিনি [নু'মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)] বললেন, 'সে তো বিবাহিতা নয়। তারপর ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, সে তো মুসলমান فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর অর্থ, মুসলমান হওয়া।

৯০৯০. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, নু'মান ইব্ন মাকরান (র.) ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন দাসী ব্যভিচার করেছে, কিন্তু তার স্বামী নেই (অর্থাৎ দাসীটি অবিবাহিতা ছিল) জবাবে ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, তার ইসলাম গ্রহণ করাই এখানে اِحْصَانٌ -এর অর্থ বুঝায়।

৯০৯১. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, নু'মান (র.) বলেছেন, ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে আমি বলেছিলাম "আমার দাসী ব্যভিচার করেছে এখন তার জন্য হুকুম কি ?" তিনি বলেন, তাকে চাবুক মার। আমি বললাম, সে তো বিবাহিতা নয়! তিনি বলেন, সে তো মুসলমান।

৯০৯২. আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ (রা.) বলতেন; দাসীর ক্ষেত্রে احصان -অর্থ, তার মুসলমান হওয়া।

৯০৯৩. ইমাম শা'বী (র.) এ আয়াত পাঠ করে বলেছেন, فَاِذَا اُحْصِنَّ -অর্থ اِذَا اَسْلَمْنَ -অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের কালামের অর্থ, যদি তারা মুসলমান হয়।

৯০৯৪. ইমাম শা'বী (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, দাসীর ক্ষেত্রে احصانها -অর্থ, তার মুসলমান হওয়া।

৯০৯৫. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর অর্থ اِذَا اَسْلَمْنَ ।

৯০৯৬. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি الاحصان -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা মুসলমান হয়।

৯০৯৭. ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন ঃ উমর (রা.) অনেক আমীরের অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় লোকের অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্কা দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাদেরকে বেত্রাঘাত মেরেছেন।

৯০৯৮. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা মুসলমান হয়।

৯০৯৯. সালিম ও কাশিম (র.) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে আল্লাহ্র বাণী فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ اِحْصَانُهَا অর্থ তার (দাসীর) মুসলমান হওয়া এবং তার পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করা।

অন্যান্য অনেক ব্যাখ্যাকার বলেছেন, فَاِذَا اُحْصِنَّ আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থ, তারা বিবাহিতা হওয়ার পর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১০০. ইব্ন আব্বাস (রা.) আল্লাহ্র বাণী فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ, যদি তারা স্বাধীন পুরুষের সাথে বিবাহিতা হয়।

৯১০১. অপর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলতেন "এর অর্থ, যদি তারা বিবাহিতা হয়।"

৯১০২. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে আরও একটি সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ পাঠ করে বলতেন, এর অর্থ, 'তারা বিবাহিতা'।

৯১০৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, দাসীর (তাৎপর্যপূর্ণ) বিয়ে হল তাকে স্বাধীন পুরুষ বিয়ে করবে এবং দাসের (তাৎপর্যপূর্ণ) বিয়ে হল সে স্বাধীনা নারী বিয়ে করবে।

৯১০৪. আমর ইব্ন মুররা (র.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, "দাসী বিবাহিতা হওয়ার পূর্বে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে প্রহার করা যাবে না।"

৯১০৫. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ, যখন তারা সধবা হবে।

৯১০৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ, "তারা সধবা হলে।"

৯১০৭. আবূ যুনায়দ হতে বর্ণিত যে, শা'বী (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে জানতে পেরেছেন, তাঁর (ইব্ন 'আব্বাসের) একটি দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর اُحْصِنَّ -তে আলিফকে 'পেশ' যোগে পাঠ করেন, তাদের পাঠরীতির ভিত্তিতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর যাঁরা فَاِذَا اَحْصَنَّ -এর আলিফকে 'যবর' যোগে পাঠ করেন, তার ভিত্তিতেও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে যে ব্যাখ্যা ও পাঠরীতি আমাদের মতে ঠিক, তার বিবরণও আমরা প্রদান করেছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ (যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ -এর ব্যাখ্যা তোমাদের বাঁদী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, অথবা বিয়ের পর যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ - তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক হবে। যেহেতু তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ব্যভিচার করেছে।

আলোচ্য আয়াতাংশে اَلْعَذَابُ -শব্দের অর্থ, নির্ধারিত শাস্তি। সেটাই হল মহান আল্লাহ্‌র বিধান, আর তা হল বিবাহিতা বাঁদী ব্যভিচার করলে বিধান অনুযায়ী যে শাস্তি, তার অর্ধেক ৫০ চাবুক ও ৬ মাস (অর্ধ বছর) নির্জনবাস (এ দু'টির যে কোন একটি)। যেহেতু স্বাধীনা নারী তার বিয়ের পূর্বে যদি ব্যভিচার করে, তবে বিধান মতে তার শাস্তি একশত চাবুক এবং এক বছর নির্জনবাস। তারই অর্ধেক পঞ্চাশ চাবুক ও এক বছরের অর্ধেক নির্জন বাস। বাঁদী বিবাহিতা হওয়ার পর যদি ব্যভিচার করে; তবে তাদের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

৯১০৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক)।

৯১০৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, পঞ্চাশটি চাবুক। নির্জন বাস বা প্রস্তর নিক্ষেপ নয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের আশংকা করে, তা তাদের জন্য।) আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন; হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কোন লোকের স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার মত সামর্থ্য না থাকলে আমি তার জন্য অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বৈধ করেছি। আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট করে এখানে আরো বলেন- যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে, আমি তার জন্য এ বিয়ে বৈধ করেছি। যে ব্যক্তির ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয়-ভীতি নেই, তার জন্য বৈধ করিনি।

উল্লেখিত এ আয়াতের মর্মার্থে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১১০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী: لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার।

৯১১১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যারা দাসী বিয়ে করে, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ব্যভিচার থেকে বাঁচতে পারে।

৯১১২. অন্য সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার।

৯১১৩. জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার।

৯১১৪. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যারা দাসী বিয়ে করে, তারা ব্যভিচার হতে কমই বেঁচে থাকতে পারে, সে কথাই এ আয়াতাংশে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেছেন,

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

৯১১৫. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হতে আবূ সালমা কর্তৃক অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৯১১৬. 'আতিয়্যা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার

৯১১৭. অন্য এক সনদে মুছান্না (র.) 'আতিয়্যাতুল 'আওফী হতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

৯১১৮. ইমাম দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন العنت -অর্থ, ব্যভিচার।

৯১১৯. ইমাম দাহ্‌হাক (র.) ও উবায়দা (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার।

৯১২০. 'আতিয়্যা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اَلْعَنَتَ -অর্থ, ব্যভিচার।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন- তার অর্থ, কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যা বিধান অনুযায়ী দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার ক্ষমতা নেই, তদুপরি সে ব্যক্তি অবিবাহিত বা চিরকুমার থাকলে তাতে সে যদি তার দীনের ও তার শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় করে, তার জন্য মহান আল্লাহ্ অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী (দাসী) বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত اَلْعَنَتَ -শব্দের অর্থ, যা মানুষকে কষ্ট দেয়, তা থেকেই যখন কেউ দীন বা দুনিয়ার কোন বিষয়ে ক্ষতিকর

অবস্থায় পতিত হয়, তখন বলা হয় قَدعَنِتَ فُلَانَ فَهُوَ يَعْنَتُ عَنَنًا -অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি কষ্টকর অবস্থায় পড়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী: وَدُّوامَاعَنِتُّمْ - (যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তারা সেটাই কামনা করে)। (আলে-ইমরান ঃ ১১৮) অনুরূপ অর্থ বহন করে; এবং যখন কেউ কোন লোকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন যেমন বলা হয় قد اعنتى فلان فهو يُعنتى অমুক ব্যক্তি আমাকে বিপদে ফেলেছে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, اَلعَنَتَ -অর্থ, ধ্বংস।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় العَنَتَ -এর অর্থ ব্যভিচার বলেছেন, তারা এ অর্থ বলার কারণ হল, ব্যভিচার দীনের জন্য ক্ষতিকর এবং সে অর্থেই العنت ব্যবহৃত। যাঁরা ব্যাখ্যার মধ্যে العنت শব্দটি 'গুনাহ্' অর্থে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা বলেছেন, সমস্ত গুনাহ্ দীনের জন্য ক্ষতিকর এবং প্রধানতঃ তা العنت এর অন্তর্ভুক্ত।

যাঁরা ব্যাখ্যায় العنت অর্থ 'শাস্তি' বলেছেন, তাঁদের যুক্তি হল, দুনিয়ায় অধিকতর শাস্তি শারীরিকভাবে যা দেওয়া হয়, তার মধ্যে সব চেয়ে যন্ত্রণা ও কষ্টকর শাস্তি দেওয়া হয় ব্যভিচারের কারণে। সে জন্য এখানে الزنا -শব্দের পরিবর্তে الاعنت -শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর বাণী لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُم দ্বারা ব্যাপকভাবে اَلعَنَتَ -এর সবগুলো অর্থকে শামিল করেছেন এবং সবগুলো অর্থ الزنا শব্দের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত। কারণ, যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, পার্থিব জীবনেই তার উপর শারীরিক কঠিন শাস্তি অপরিহার্য। ব্যভিচার এমন এক ঘৃণ্য ও জঘন্যতম পাপ, যা দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর ক্ষতিকর। উল্লেখিত অর্থে সকলেই এক মত পোষণ করেন। যদিও প্রকৃত অর্থে প্রথমতঃ যৌন ক্রিয়া সম্ভোগে স্বাদ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার পরিণাম শোচনীয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল, আল্লাহ্ পাক ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) وَاَنْ تَصْبِرُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে লোক সকল! তোমরা দাসীদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর خَيْرٌ لَّكُمْ এতে তোমাদের মঙ্গল হবে। وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। যেহেতু মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। তবে তোমরা দাসীদেরকে বিয়ে এ শর্তের উপর করবে, যে শর্তের উপর তাদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বৈধ করেছেন এবং যে কারণে তোমাদের জন্য অনুমতি দান করেছেন। আর বিয়ের পূর্বে যা ঘটেছে, সে সব কারণে তোমরা নিজেদের উপর যে সকল জুলুম করেছ এবং মহান আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করে যে সকল অপরাধ করেছ, তাতে তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَحِيْمٌ মহান আল্লাহ্ 'পরম দয়ালু। কেননা তোমাদের দারিদ্র্যের কারণে, স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকায়, আল্লাহ্ পাক দয়া করে বাঁদী বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন।

যে তাফসীরকার আমাদের বক্তব্য সমর্থন করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৯১২১. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করে বাঁদী বিয়ে না কর, তবে তোমাদের জন্য উত্তম হবে।

৯১২২. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যদি তোমরা বাঁদী বিয়ে না করে ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম।

৯১২৩. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং বাঁদী বিয়ে না কর তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। কেননা যদি তা করো তবে তোমার সন্তান হবে গোলাম।

৯১২৪. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা যদি দাসীদেরকে বিয়ে না করে ধৈর্য ধারণ কর তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম অথচ যদিও তা বৈধ।

৯১২৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা যদি বাঁদীদের বিয়ে করায় ধৈর্য ধারণ করে বিরত থাক, তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গল হবে।

৯১২৬. আতীয়্যা (র.) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে।

৯১২৭. তাউছ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাঁদী বিবাহ্ থেকে বিরত থাকা তোমাদের জন্য উত্তম।

৯১২৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বাঁদী বিবাহ্ থেকে বিরত থাকা তোমাদের জন্য উত্তম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(২৬) يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৬. আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করেন, যে তোমাদের নিকট তাঁর বিধানসমূহ বর্ণনা করেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন যেন তোমাদেরকে মা'ফ করেন এবং আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ -বাণীতে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন- তিনি তোমাদেরকে হালাল এবং হারাম অর্থাৎ বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেন। وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদের আচরণসমূহ এবং পূর্বে দু'টি আয়াতের মধ্যে মা, বোন, কন্যা এবং অন্যান্য যাদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন তা তাদের ও যে রীতি-নীতি ছিল, তা তোমাদেরকে অবহিত করতে ইচ্ছা করেন। وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ তিনি বলেন, ইসলাম পূর্ব কালে এবং মহান আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তোমরা মহান আল্লাহ্‌র যে সকল নাফরমানীর কাজে লিপ্ত ছিলে, তা হতে তাঁর আনুগত্যের প্রতি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করেন وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার আনুগত্য স্বীকার করার পূর্বে তোমাদের দ্বারা যে সকল অশ্লীল ও গুনাহ্‌র কাজ হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক মর্যী করেন যেন তোমরা তোমাদের কৃত গুনাহ্ থেকে তাওবা কর এবং আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের পূর্ববর্তী সব কিছু ক্ষমা করে দিবেন। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ -অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দীন ও দুনিয়া ইত্যাদির যাবতীয় ক্ষেত্রে কোন্ কাজের মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং তাদের জন্য তিনি যত কিছু বৈধ ও অবৈধ করেছেন, তা কে মেনে চলে এবং কি পরিমাণ পালন করে আর কে তা লংঘন করে না। সব কিছুই তিনি সর্বদা সর্বাধিক জ্ঞাত। حَكِيْمٌ - প্রজ্ঞাময়; অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার কখন কি প্রয়োজন এবং কিভাবে প্রতিটি প্রয়োজন মিটে যাবে, তার ব্যবস্থাপনায় তিনি একমাত্র সর্বোত্তম প্রজ্ঞার অধিকারী।

আরবী ভাষাবিদগণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ -এর অর্থে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা হালাল হারাম বা তাঁর বিধানসমূহ তোমাদেরকে অবহিত করতে ইচ্ছা করেন। যেমন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, وَأُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে সুবিচার করতে। (সূরা ঃ ১৫)

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ - (এর অর্থ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, তিনি তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করবেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তিগণের রীতি-নীতি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। তাঁরা বলেছেন, আরবী ভাষায় প্রচলন আছে যে, শব্দের পেছনে (পূর্বে) كَيْ এবং لام كى ও أن প্রকাশ্য ব্যবহার হয়। এ তিনটির প্রত্যেকটি أمرت ও أردت শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন তারা বলে امرتك ان تذهب এবং اردت أن تذهب ولتذهب এমনকি মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (আমরা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি) (সূরা আন্'আম ঃ ৭১) অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ (হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্য আমিই প্রথম ব্যক্তি হই।) (সূরা আন্'আম ঃ ১৪) এবং আরও তিনি ইরশাদ করেছেন يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْرَ اللّٰهِ (তারা মহান আল্লাহ্‌র আলো নিভাতে

চায় (সূরা সাফ্ফ ঃ ৮)। আরো ইরশাদ হয়েছে, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا (তারা নিভিয়ে দিতে চায় (সূরা তাওবা ঃ ৩২)। উল্লেখিত পৃথক পৃথক অব্যয় তিনটির প্রয়োগ একই ধরনের। এরূপ প্রয়োগের কারণ দেখাতে গিয়ে তারা বলেছেন, أمرتُ ও أردتُ -র সাথে - أن - كى -এর অর্থ প্রকাশ করে এবং كى -এর অর্থ অনুরূপ ব্যবহারে أن -এর অর্থ বুঝায়। আর أردت এবং أمرت যদিও অতীতকালের ক্রিয়া, কিন্তু তারপর أن ও كى ব্যবহার করলে পরবর্তী ক্রিয়াপদ ভবিষ্যৎকালের অর্থে হবে। যেমন, কুরআন হতে চয়নকৃত উদাহরণগুলোর মধ্যে দেখা যায়। অতীতকালের (ماضى) কোন শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না- যেমন أمرتك أن قمت এবং اردت أن قمت বলা যাবে না, তাঁরা বলেছেন, أن কখনও কখনও أردت ও امرت - শব্দ দু'টি ব্যতীত অন্য যে কোন অতীতকালে ক্রিয়ার পর ভবিষ্যৎকালের অর্থে তাকীদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, কিন্তু অতীতকালের কোন ক্রিয়া পদের সাথে أن -এর ন্যায় كى এবং যে, لام -এর অর্থ كى সে لام ব্যবহার করাই যাবে না। তবে কোন কোন সময় আরবগণ উভয়টিকে একস্থানে ব্যবহার করেছেন। যেমন-

أَرَدْتَ لِكَيْمَا أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي * فَتَتْرُكَهَا شَنًّا بِبَيْدَاءَ بَلْقَعَ

এখানে শব্দগত যদিও দুই রকম, কিন্তু অর্থগত এক হওয়ায় উভয়টি একই স্থানে তাকীদের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আরবের অন্য এক কবি একই অর্থবোধক দুই রকম শব্দ একই স্থানে ব্যবহার করেছেন ঃ

قَدْ يَكْسِبُ الْمَالَ الْهِدَانُ الْجَافِي * بِغَيْرِ لَاعَصْفٍ وَلَا اصْطِرَافٍ

এখানে কবি (না-বোধক) غير এবং لا - উভয়টিকে একই স্থানে তাগীদের জন্য ব্যবহার করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, যে সকল স্থানে فعل ماضى ব্যবহৃত নয় বা مستقبل -এর فعل ছাড়া অন্য فعل ব্যবহৃত নয়, সে সব স্থানে বা বাক্যে كى -এর জায়গায় أن এবং أن -এর জায়গায় كى ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু যেখানে ماضى -এর ক্রিয়াপদ এবং مستقبل ব্যতীত অন্য ক্রিয়া পদ হবে, সেখানে أن ব্যবহার করা বৈধ হবে না, যেমন, বলা হয়, ظننت ليقوم এবং اظن ليقوم যার অর্থ اظن أن يقوم -এরূপ বলা জায়েয হবে না। কেননা, أن শব্দটি ظن -এর সাথে তখনই ব্যবহার হয়, যখন তার পরবর্তী ক্রিয়াপদ مستقبل-ماضى এবং اسم হবে, যেমন, أظن أن سيقوم زيد - أظن ان قد قام زيد এবং أظن انك قائم।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত দ্বিবিধ মতের মধ্যে আমি সে ব্যক্তির কথাই উত্তম মনে করি যিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ -এর অর্থ يريد الله ان يبين لكم গ্রহণ করেছেন।

(٢٧) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

২৭. আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আর যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ চান যে, তিনি তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে ফিরিয়ে নেবেন এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ করে দেবেন; যাতে পূর্বে তোমাদের যে সকল গুনাহ্র কাজ হয়েছে, তিনি সে সকল গুনাহ্ মাফ করে দেন। জাহিলী যুগে যে সকল ঘৃণিত কাজ হয়েছে, তা তিনি বিলোপ করে দেবেন। যেমন- তোমাদের পিতা পিতামহের এবং ছেলে-সন্তানদের স্ত্রী বিবাহ করা, যা হারাম করা হল, তা তোমরা নিজেদের ইচ্ছা মত বৈধ করে নিজেদের ব্যবহারে লাগাতে অর্থাৎ সমস্ত অবৈধ বিষয় বৈধ তুল্য ভোগ-উপভোগ করে, তোমরা মহান আল্লাহ্র যত নাফরমানী করেছ, তা থেকে ক্ষমা ও মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে ফিরিয়ে নিতে চান। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা পার্থিব ছলনায় ভোগ বিলাসের অন্বেষায় আছে এবং তাতে মত্ত হয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হতে চায় أن تَمِيلُوا "যেন তোমরা মহান আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ থেকে বিপথগামী হয়ে তোমাদের জন্য যে সকল কাজ হারাম করা হয়েছে, তা করে যেন পাপাচারে লিপ্ত ও নিমজ্জিত হও। ميلا عظيما ভীষণভাবে পথচ্যুত হয়ে যাও।

يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ - দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কাদেরকে বুঝিয়েছেন, এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তারা হল ব্যভিচারী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১২৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, الشَّهَوَاتِ -শব্দের অর্থ ব্যভিচার। আর أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا -এর অর্থ তারা চায় যে, তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হও।

৯১৩০. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা চায় তোমরা তাদের মত হও এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হও।

৯১৩১. মুজাহিদ (র.) হতে এক সূত্রে বর্ণিত أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তারা চায় তারা যেমন ব্যভিচার করে মুসলমানগণও যেন তদ্রূপ ব্যভিচার করে যেমন

কুরআন পাকে অন্য এক আয়াতে আছে وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ - তারা পসন্দ করে তুমি নমনীয় হও, তা হলে তারাও নমনীয় হবে, (সূরা কালাম ঃ ৯)।

৯১৩২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, أن تَمِيلُوا -এর অর্থ তোমরা যেন ব্যভিচার কর।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন ঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারিগণ দ্বারা এখানে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে;

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৩৩. আস্‌বাত (র.) হতে বর্ণিত আছে, সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতাংশে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বুঝান হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকাগণ বলেন ঃ তাদের দ্বারা বিশেষ করে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি তাদের খেয়াল ছিল মুসলমানগণ যেন ইয়াহূদীদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ-পূর্বক। ফুফুদেরকে বিয়ে করে। তারা এ ধরনের বিবাহকে বৈধ মনে করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন। যারা ফুফুদের কে বিয়ে করা বৈধ জানে, তারা চায় তোমরা যেন সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ফুফুদেরকে বিয়ে করা বৈধ মনে কর।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হল কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি চায় অন্যরাও যেন তার মত হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৩৪. ইব্ন ওহাব (র.) বলেন, তিনি ইব্ন যায়দ (র.)-কে অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছেন- বাতিলপন্থী এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারীরা চায় যেন তোমরা তোমাদের দীন থেকেও চরমভাবে পথচ্যুত হও এবং তাদের (বিরত) ধৈর্যের রীতি-নীতির অনুসরণ কর। আর আল্লাহ্র আদেশও তোমাদের ধৈর্যের রীতি-নীতির অনুসরণ কর। আর আল্লাহ্র আদেশ ও তোমাদের ধৈর্যের রীতি-নীত পরিত্যাগ কর।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলন, يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ -এর ব্যাখ্যায় যে সকল মত ব্যক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তম হলো যিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, যারা বাতিলপন্থী, ব্যভিচারী ফুফুদেরকে বিয়ে করে এবং অন্যান্য যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন, সে সমস্ত কাজে যারা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা সত্য পথ হতে এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা আদেশ করেছেন তা থেকে তোমরা বিচ্যুত হও। আর যেন তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্য হও এবং আল্লাহ্ পাক যা হারাম ঘোষণা করেছেন, সে বিষয়ে তোমরাও তাদের অনুসারী হও।

আর আমরা এ মতকে উত্তম এজন্য বললাম, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ঃ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ -তে যাঁরা অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাদের কথা সাধারণভাবে বলেছেন, নির্দিষ্ট করে বলেননি তাই যা প্রকাশ্য অর্থ তাই গ্রহণীয় আর যা অস্পষ্ট তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি এই অর্থই গ্রহণ করা হয় তবে وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ আয়াতাংশের মধ্যে ইয়াহূদ, নাসারা, ব্যভিচারী সকলই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা যা আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন, এদের প্রত্যেকেই তার অনুসারী। অতএব তারা অন্যায় অশ্লীল কাজের অংশীদার।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায়, আমি যা বলেছি তাই উত্তম।

(২৮) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে তিনি তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান যেন তোমরা ঈমানদার বাঁদী বিয়ে করতে পার وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا - অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তিনি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যে, তোমরা ঈমানদার বাঁদী বিয়ে করবে। কেননা সাথে স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকতে তোমরা সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল। তোমরা এ বিষয়ে কম ধৈর্যশীল। সুতরাং স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিয়ে করার সামর্থ্য তোমাদের না থাকায় তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার ভয় আছে,সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ঈমানদার বাঁদী বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন, যাতে তোমরা ব্যাভিচারে লিপ্ত না হও।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আরও বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ আমার সাথে এ প্রসঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৩৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের কঠিন বিষয় সহজ করে দিতে চান। যেমন- বাঁদী বিয়ের করা এবং অন্যান্য বিষয়ে সহজ করা।

৯১৩৬. ইব্ন তাউস (র.) তার পিতা থেকে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে স্ত্রী মিলনে দুর্বল।

৯১৩৭. ইব্ন তাউস তার পিতা থেকে অপর এক বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই নারীদের বিষয়ে দুর্বল।

৯১৩৮. ইব্ন তাউস তার পিতা থেকে অন্য এক সূত্রে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষরা সৃষ্টিগতভাবে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অধিক দুর্বল। মানুষ নারী ক্ষেত্রে যত অধিক দুর্বল অন্য কোন বিষয়ে এত দুর্বল নয়।

৯১৩৯. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য এই বাঁদীকেই বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন, যখন তোমরা তাদের প্রতি ব্যাকুল হয়ে পড়বে وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থ, মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষকে যদি বাঁদী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া না হত এবং স্বাধীনা নারী বিয়ে করতে হতো তাহলে প্রথম অবস্থায়ই ঘটত। অর্থাৎ যে কারণে দাসী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে সে অবাঞ্ছিত ব্যভিচারে লিপ্ত হত।

(২৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

২৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত একে অন্যের ধনরত্ন গ্রাস করো না। এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে লোক সকল! তোমরা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পরস্পর একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায় ও অবৈধভাবে গ্রাস করো না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যেভাবে একজন অপর জনের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। তোমরা কেউ কারো সম্পত্তি গ্রাস করবে না। যেমন- সূদ, জুয়া এবং অন্যান্য যে সকল সম্পদ অসদুপায়ে আহরণ করতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন তোমরা কেউ তা করবে না। তবে ব্যবসায়ের অবকাশ আছে। যেমন বর্ণিত আছে-

৯১৪০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন- ঈমানদারগণ তারা যেন একে অপরের কোন ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করে। যেমন সূদ প্রথা, জুয়া প্রতারণা ও জুলুমের মাধ্যমে অন্যের অর্থ হস্তগত করা। জুলুম তবে উভয়ের সম্মতিতে লাভজনক ব্যবসায়ের অনুমতি রয়েছে।

৯১৪১. ইব্ন আব্বাস (র.) لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন জিনিষ ক্রয় করে এবং অন্যকে অর্পণ করে সে জিনিসটির বিনিময়ে অর্থ দেয়, এরই নাম ব্যবসা।

৯১৪২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, অবৈধভাবে অপরের অর্থ গ্রাস করা যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি বা কোন দোকানদার হতে কাপড় খরিদ করার সময় বলছে "যদি সে কাপড় খানা পসন্দ করে তবে আমি তা রেখে দেব নতুবা ফেরত দেব এবং ফেরত দেয়ার সময়, তার সাথে এক টাকা দেব।" ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, এভাবে টাকা-পয়সা যেন লেন-দেন করা না হয়; সে দিকে লক্ষ্য করেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন لَاتَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -অর্থাৎ- তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, খরিদ করা ব্যতীত অপরের খাদ্য গ্রাস করতে নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এমন কি নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেহমান হিসাবেও অন্য কারো খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। আয়াতটি হল ঃ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا......اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ অর্থ ঃ অন্ধের জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করা তোমাদের গৃহে। (সূরা নূর ঃ ৬১)। এরপর আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯১৪৩. হাসান বসরী (র.) ও ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে আল্লাহ্ পাকের বাণী لَاتَاكُلُوْا اَموَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ الاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মানুষ অন্য কোন লোকের খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করাকে গুনাহ্ মনে করত। পরে সূরা নূরের নিম্নে উল্লেখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ায় উপরোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ أَو بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ - اَو بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوَاتِكُمْ اَو بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَو بُيُوتِ عَمَّاتِكُم اَو بُيُوتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ اَوصَدِيقِكُم - لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا -

অর্থ ঃ অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করা তোমাদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে, যার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধু তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই (সূরা নূর ঃ ৬১)। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে

এনে খাওয়াতে শুরু করে এবং বলে, আমি আমার গুনাহ্ হতে বাঁচতে চাই! التحرج অর্থ التجنح অর্থাৎ গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা এবং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর স্বচ্ছল ব্যক্তিরা বলতে থাকে "মিসকীনবর্গ আমার খাদ্য-দ্রব্যের উপর আমার চেয়েও অধিক হকদার"। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করে দেন- যে জন্য সব প্রাণী আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করে যবাই করা হত এবং তারা আহলে কিতাবের খাদ্য খেতে পারবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে সুদ্দী (র.)-এর ব্যাখ্যাটি উত্তম। তিনি বলেছেন, একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এর ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেননা এভাবে অপরের সম্পদ গ্রাস করা হারাম। মহান আল্লাহ্ অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভোগ করার অনুমতি দান করেননি।

সুতরাং যারা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন- "এমন কি মেহমান হিসাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কোন খাদ্য খাওয়াকেও উক্ত আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এ আদেশটি বাতিল হয়েছে।" একথার কোন অর্থই হয় না এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত অভিমত। মেহমানদের মেহমানদারী এবং আহার্য প্রদান করা মুশরিক ও মুসলমানদের এমন এক আচরণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যার প্রশংসা করেছেন এবং আপামর সকলকেই এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ কোন সময় বা কোন যুগে তা নিষিদ্ধ করেন নি, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

সুতরাং যখন এ অর্থ গ্রহণ করা হল, তখন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বর্ণিত অর্থ গ্রহণযাগ্য নয়। ناسخ অথবা منسوخ -হওয়ার ঘটনাও এখানে পৃথক ব্যাপার, যে বিষয়টি নিষিদ্ধ তা-ই منسوخ হয়। কিন্তু এখানে নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুকে নিষেধ করা হয় নি। সুতরাং কোন কিছু বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তা منسوخ হতে পারে। এমতাবস্থায় যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি, তা-ই যথার্থ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে তাঁর বান্দাদের উপর যা হারাম করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীতে যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ, আমরা তার বর্ণনা স্পষ্টভাবে দিয়েছি।

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُم -আয়াতাংশের পাঠ-রীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ تِجَارَةٌ শব্দকে تِجَارَةٌ পাঠ করেছেন। পেশ দিয়ে পাঠ করলে এর অর্থ হবে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল। অধিকাংশ হিজায এবং বসরাবাসী পেশ দিয়ে পাঠ করেন। কূফাবাসিগণ জবরসহ تِجَارَةً পাঠ করেছেন (اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً) -এ অবস্থায় এর অর্থ হল তোমরা যদি তোমাদের যৌথ ব্যবসায়ে পরস্পর রাযী হয়ে একে অন্যের অর্থ গ্রাস কর অর্থাৎ নিজের কোন কাজে ব্যয় কর, তা করতে পারবে, কোন অন্যায় হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً -এর মধ্যে উভয় পাঠ-রীতি সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। উভয় রীতিতে অর্থেরও মিল রয়েছে। আমার নিকট পেশ দিয়ে পাঠ করাই অধিক পসন্দনীয়।

৯১৪৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ব্যবসা হল আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত রিযিক লাভের একটি পন্থা। তিনি যে সকল বিষয় বৈধ করেছেন, তন্মধ্যে এ ব্যবসাও একটি। এ ব্যবসা তাদের জন্য, যারা সত্যের অনুসারী। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ কিয়ামতের দিন যে সাত ব্যক্তি আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় স্থান পাবে, আমানতদার সততা পরায়ণ ব্যবসায়ীও তাদের অন্যতম হবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী عَنْ تَرَاضٍ -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন ঃ

৯১৪৫. মুজাহিদ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল ব্যবসায় অথবা দান, তা হতে হবে সন্তুষ্টচিত্তে।

৯১৪৬. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯১৪৭. মায়মূন ইব্ন মিহরান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- ব্যবসায় হবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে। এক মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া অবৈধ।

৯১৪৮. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বেচা-কেনার জন্য একজন অপরজনের হাতের উপর তার হাত মারলে তাতে কি বেচা-কেনা হয়? (জাহিলী যুগে এরূপে বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়ে যেত) তিনি জবাবে বলেন, তাতে বেচা-কেনা হয় না, বেচা-কেনায় ঐক্যমতে পৌছার পর ক্রেতাকে ইখতিয়ার দিতে হবে। বেচা-কেনায় ক্রেতা ও বিক্রেতা ঐক্যমতে পৌছার পর তা গ্রহণ করা না করা ক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে اَلتَّرَاضِي -এর অর্থ কি হবে? সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের মধ্যে التراضي (تراض)-অর্থ- ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেচা-কেনা ঠিক রাখা, না রাখার অধিকার থাকবে। বিক্রয়ের স্থান শারীরিকভাবে ত্যাগ করার অধিকারও থাকবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৪৯. কাযী শুরায়হ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- দুই ব্যক্তি পরস্পর বিতর্ক করছিল, তারা একজন অপর জনের নিকট হতে একটি টুপী ক্রয় করে বলল, আমি এ লোকের নিকট হতে একটি টুপী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে তাকে সম্মত করার জন্য বহু চেষ্টা করছি, কিন্তু সে রাযী হচ্ছেনা!! তা শুনে তিনি বললেন, তুমি তার প্রতি রাযী হয়ে যাও, যেভাবে সে তোমার প্রতি রাযী হয়েছে। এরপর ক্রেতা বললেন, এ টুপীর মূল্য যে কয় দিরহাম হতে পারে, আমি তাকে সে কয় দিরহামই দিয়েছি। কিন্তু সে রাযী হয় না। তিনি পুনরায় বিক্রেতাকে বললেন, সে তোমার টুপী খরিদ করার

জন্য যেভাবে খুশী মনে চায়, সেভাবে তুমিও তার প্রতি সম্মত হয়ে যাও। ক্রেতা বললেন, আমি তাকে রাযী করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সে তো রাযী হয় না। তারপর কাযী শুরায়হ্ (র.) বললেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা যে পর্যন্ত পৃথক না হয়, সে পর্যন্ত উভয়ের অধিকার থাকে।

৯১৫০. কাযী শুরায়হ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ক্রেতা ও বিক্রেতা যে পর্যন্ত পৃথক না হয়, সে পর্যন্ত উভয়ের অধিকার থাকে।

৯১৫১. অপর এক সনদে কাযী শুরায়হ হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯১৫২. কাযী শুরায়হ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের অধিকার থাকে। আবূ দুহা (র.) বলেছেন, শুরায়হ্ (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করতেন।

৯১৫৩. হযরত মায়মূন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন সীরীন (র.) হতে খেজুর কিনেছিলাম। তিনি আমাকে তার খেজুরের পাত্রটিও নিতে বলেন। আমি তাকে বললাম, খুবই ভাল! তারপর তিনি বলেন, তুমি কি তা নিবে , না নিবে না? তারপর আমি তার থেকে তা নিলাম এবং মূল্য নির্ধারণ করে দিরহাম দেই। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি দিরহাম নিয়ে যাও, তা না হয় খেজুরে পাত্র নাও। তারপর আমি খেজুরের পাত্রও নিয়ে নেই।

৯১৫৪. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্পর্কে বলতেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা বেচা-কেনার স্থান হতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা না করার অধিকার থাকে। উভয় স্থান ত্যাগ করলে বিক্রি অপরিহার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

৯১৫৫. জাবিয়্যা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আলী (রা.) এক দিন আমরা উভয়ে বাজারে ছিলাম। তখন একটি মেয়ে ফল ক্রয়ের জন্য দিরহাম নিয়ে ফল বিক্রেতার নিকট এসে বল্ল, আমাকে এটি দিন। সে তাকে তা দেওয়ার পর মেয়েটি বলল, আমি তা এখন নিতে চাই না বরং আমাকে আমার দিরহাম ফিরিয়ে দিন! কিন্তু সে তা দিতে অস্বীকার করায় হযরত আলী (রা.) তার নিকট হতে দিরহাম নিয়ে মেয়েকে দিয়ে দিলেন।

৯১৫৬. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি টাট্টু ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার সময় তাদের নিকট ইমাম শা'বী (র.) হাযির হয়ে দেখতে পান যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বে ক্রেতা ঘোড়াটি ফেরত দিয়েছে। তা দেখে যা ঘটেছে, তার উপরই ইমাম শা'বী (র.) ফয়সালা করে দেন। তারপর আবূ দুহা সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ দেন যে, কাযী শুরায়হ (র.)-ও অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন অর্থাৎ শা'বী (র.) শুরায়হ্ (র.) একই রকম ফয়সালা দিয়েছেন।

৯১৫৭. কাযী শুরায়হ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বলতেন যে, যদি ক্রেতা দাবী করে যে, তার ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে এবং বিক্রেতা যদি

বলে, আমি তার নিকট বিক্রি করা সাব্যস্ত করিনি, এমতাবস্থায় ক্রেতার পক্ষে দু'জন ন্যায়-পরায়ণ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে ক্রয়-বিক্রয়ের পর উভয়ের পরস্পর সম্মতিক্রমে তারা পৃথক হয়ে গিয়েছে। নতুবা বিক্রেতা তার দাবীর উপর শপথ করে বলবে যে, আমরা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে পৃথক হয়ে গিয়েছি। অথবা অধিকার চলে যাওয়ার পর পৃথক হয়ে গিয়েছে।

৯১৫৮. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, শুরায়হ্ (র.) বলতেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর এবং অধিকার চলে যাওয়ার পর রাযী হয়েই উভয়ে পৃথক হয়ে গিয়েছে এর উপর দুইজন ন্যায়-পরায়ণ লোক সাক্ষ্য দিতে হবে অথবা বিক্রেতা আল্লাহ্র শপথ করে বলতে হবে যে, আমরা ক্রয়-বিক্রয়ের পর বা অধিকার চলে যাওয়ার পর আমরা পরস্পর রাযী হয়ে পৃথক হইনি।

৯১৫৯. কাযী শুরায়হ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন- এ বিষয়ে দুইজন ন্যায়-পরায়ণ লোকের সাক্ষ্য দিতে হবে যে, তারা দুইজনের ক্রয়-বিক্রয় বা অধিকার চলে যাওয়ার পর তারা দু'জন পৃথক হয়ে গিয়েছে।

উপরোক্ত উক্তি পেশ করার কারণ ঃ

৯১৬০. ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণনা করেছে যে, প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা-কেনা যে পর্যন্ত তারা পৃথক না হয় সে পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত হয় না, পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা ও না করার অধিকার বহাল থাকে।

৯১৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আবূ যারআ কোন লোকের নিকট কিছু বিক্রি করার সময় তাকে বলতেন, আমাকে আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। এরপর তিনি বলতেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন- দু'জনে অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা যেন পরস্পর সম্মতি ব্যতীত পৃথক না হয়।

৯১৬২. আবূ কিলাবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হে 'বাকী'-'এর অধিবাসী! তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি আবার বলেন, হে 'বাকী'র অধিবাসী! তাঁরা তাঁর আওয়ায চিনতে পারবেন। এরপর তিনি আবারও বলেন, হে বাকী'র অধিবাসী! ক্রেতা ও বিক্রেতা যেন রাযী হওয়া ব্যতীত পৃথক না হয়।

৯১৬৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক লোকের নিকট কিছু দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে বললেন, তুমি গ্রহণ কর। সে বলল, আমি গ্রহণ করলাম। এরপর রাসূল (সা.) বলেন- এভাবেই বেচা-কেনা হয়।

হাদীস বিশারদগণ বলেন ঃ বেচা-কেনা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমেই হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপটেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার স্বাধীনতা রয়েছে তাদের সম্মতিক্রমে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার মধ্যে। অথবা তাদের পৃথক হয়ে যাওয়ার পৃষ্ঠে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত

হওয়ার পর তা প্রত্যাহার করায় অথবা বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর একই বৈঠক থেকে শারীরিকভাবে উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে اَلتِّجَارَةُ عَنْ تَرَاضٍ অনুযায়ী স্বাধীনতা থাকবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন; বরং ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতার পরস্পর সম্মতির অর্থ হল- যে বস্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যার ফলে একজন অন্যজনকে মালিক বানিয়ে দেয়ার পর তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় স্থান থেকে পৃথক হয়ে যাক বা না যাক অথবা বেচা-কেনার পর সে ব্যবসার স্থানে উভয়ের অধিকার থাকুক বা না থাকুক। এ ব্যাখ্যার কারণ সম্পর্কে তাঁরা বলেন, কথার মাধ্যমেই বেচা-কেনা হয়। যেমন- সকলের মতে বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনে উভয়ে ইজাব ও কবুল দ্বারা বিয়ে হয়ে যায়। তারা স্থান ত্যাগ করুক বা না করুক। বেচা-কেনার বিষয়টিও অনুরূপ। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী البَيِّعنا بالخيار مالم يتفرقا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ কথা-বার্তা অব্যাহত রাখে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের অধিকার থাকে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেছেন, সে ব্যক্তির ব্যাখ্যাই উত্তম, যিনি বলেছেন, ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে সম্পন্ন হয়। যে পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা ঐ স্থান ত্যাগ না করে। ততক্ষণ উভয়েরই বেচা-কেনা মাধ্যমে রাখ না রাখার ইখতিয়ার থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত আছে-

৯১৬৪. ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন- ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের অধিকার থাকে। অথবা একে অপরকে বলে أختر অধিকার লাভ কর।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে এরূপ বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে বলা যাচ্ছে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন অপর জনকে অধিকার প্রদানের কথা বেচা-কেনার পূর্বে অথবা বেচা-কেনার সময় বা বেচা-কেনার পর বলতে পারে। তবে বেচা-কেনার কথা চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে অধিকার-এর বিষয় বা অধিকার লাভের কথা অর্থহীন। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচা-কেনা চূড়ান্ত না হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় ব্যক্তি তো দ্রব্যের মালিকই হয় না। যে ব্যক্তির কোন বস্তুর মালিকানা নেই, তার কোন অধিকারও লাভ হয় না এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে অধিকার কখন লাভ হয় এ বিষয় যে ব্যক্তি অজ্ঞ, সেক্ষেত্রে অজ্ঞ ব্যক্তিরও অধিকার বা খেয়ার লাভ হয় না।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বেচা-কেনার কথা সিদ্ধান্ত হয়ে, যাওয়ার সাথে সাথে তাদের উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য খরিদ বিক্রির অধিকার আসে।

অথবা যদি উক্ত দুই অবস্থাতেও অধিকার কারো নিকট গ্রহণীয় না হয় তবে সিদ্ধান্তের পর অবশ্যই অধিকার লাভ হবে। এমতাবস্থায় অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ে অধিকার লাভের যে কথা বলা

হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ما لم يتفرقا (যে পর্যন্ত তারা উভয়ে পৃথক না হয় বা স্থান ত্যাগ না করে)-দ্বারা সেটিই বুঝায়। বেচা-কেনা সিদ্ধান্ত হওয়ার পর পৃথক হওয়ার কথাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন। সিদ্ধান্তের পরেই অধিকার লাভ হয়। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ সুতরাং অধিকার লাভ এবং বেচা-কেনার স্থান হতে পৃথক হয়ে যাওয়া আর ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে আমরা যা কিছু বলেছি, তা বেচা-কেনা সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই হবে আমাদের এ কথাই ঠিক। আর যে ব্যক্তি **الاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ** -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ **তবে তোমাদের মধ্যে যারা কোন সম্পত্তিতে যৌথ অধিকার সূত্রে মালিকানায় অংশীদার থাকে তাদের যে কোন একজনে গ্রহণ করলে তাতে তোমার অধিকারও সাব্যস্ত হবে। তার এ ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য।**

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু (৪ ঃ ২৯)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না। কারণ, তোমরা একই দীনের অনুসারী। মহান আল্লাহ্ সমস্ত মুসলমানকে এক করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই অঙ্গাংগীভাবে জড়িত। যে হত্যাকারী সে-ই নিহত। হত্যাকারী যেন নিজকেই হত্যা করেছে, কেননা, হত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি নিহত তারা উভয়েই নিজ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৬৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা নিজ ধর্মের কোন লোককে হত্যা করো না।

৯১৬৬. 'আতা' ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু) অর্থাৎ- মহান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদা-সর্বদা দয়াবান। তাঁর একটি দয়া হল পরস্পরকে হত্যা করা হতে বিরত রাখা। হে মু'মিনগণ! ন্যায় বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ব্যতীত তিনি পরস্পরকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করেছেন। আরেকটি দয়া হল একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হতে বিরত রাখা। তবে ব্যবসায়িক লেন-দেনের মাধ্যমে সম্পদের মালিক হতে পারবে। তাছাড়া পরস্পরের সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমেও মালিক হতে পরবে। যদি হত্যা করা ও অন্যের সম্পদ

অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম না হত, তাহলে তোমরা একজন অপরজনের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করার জন্য পরস্পর হত্যা, ছিনতাই, লুটপাট এবং জোর জবরদস্তি-পূর্বক অধিকার লাভ করতে এবং পরস্পর হত্যাকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যেতো।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

(৩০) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

৩০. এবং যে কেউ সীমালংঘন করে ও অন্যায়ভাবে তা করে, তাকে অচিরেই অগ্নিতে দগ্ধ করব; এবং তা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ কাজ।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন; তার অর্থ যে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করে, অর্থাৎ - যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে এবং অন্যায়ভাবে তার কোন ঈমানদার ভাইকে হত্যা করে, আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করবো তাতে সে দগ্ধ হতে থাকবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৬৭. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আতা (র.)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী: وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তা-কি সকল ব্যাপারেই প্রযোজ্য? নাকি وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর প্রসংগে প্রযোজ্য? তিনি বলেন, না, শুধু وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, বরং এর অর্থ হল সূরার (সূরা নিসার)-শুরু হতে মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ পর্যন্ত আয়াতসমূহে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে, সে সকল নিষিদ্ধ কাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে। যেমন- যাকে বিয়ে করা হারাম, তাকে বিয়ে করা এবং বিধি-বিধান লংঘন করা, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করা ও অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, বরং এর অর্থ হল যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সম্মতি ব্যতীত তার অর্থ-সম্পদ গ্রাস করে এবং অন্যায়ভাবে তার কোন ঈমানদার ভাইকে হত্যা করে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন- আমি অবশ্যই তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا -এর অর্থ, একথা বলাই সঠিক মনে করি। এ সূরার ১৯ নং আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا হতে وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ -পর্যন্ত এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয় হারাম করেছেন, যেমন- যে সকল নারীকে বিয়ে করা হারাম, (তাদের বিয়ে করা) মহিলাদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে অন্যত্র বিয়ে না দিয়ে আটকিয়ে রাখা। কারো অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা এবং কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ সীমালংঘন করে তাদেরকে শাস্তির কথা করেছেন। যদি কোন লোক প্রশ্ন করে ঃ এ সূরার প্রথম হতে যত জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন, সেখানে ذٰلِكَ - শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি এ বিষয়টি কেন উল্লেখ করেননি?

জবাবে বলা যায় ঃ এ কথা না বলার কারণ হল ঃ এর পূর্বে আল্লাহ্ পাক যে সকল স্থানে তাঁর আদেশ নিষেধে সীমা লংঘন না করার জন্য বলেছেন, সেসব জায়গায় তার সাথেই সীমালংঘন বা নিষেধ অমান্যকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -তারাই সেসব লোক, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তারপর থেকে যে সকল আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য না করার জন্য বলেছেন, যে গুলোর সাথে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ নেই। কাজেই আমি যা বলেছি, মহান আল্লাহ্র বাণী وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ -দ্বারা সে অর্থই ঠিক। এ গুলোর সাথে শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। আমার এ কথায় সকলেই একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসমস্ত কাজে সীমা-লংঘনকারীদের প্রতি শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। যে নিষেধাজ্ঞার সাথে নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের প্রতি পূর্বে শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে, সেগুলোকে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ -এর অন্তর্ভুক্ত না করা উত্তম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ عُدْوَانًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তা লংঘন করে হারামের পর্যায়ে পৌছা ظُلْمًا -অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজের অনুমতি দেননি, তা করা।

মহান আল্লাহ্র বাণী فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا অচিরেই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব, তাতে সে জ্বলতে থাকবে। وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আর তা আল্লাহ্ পাকের জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি উক্ত নিষিদ্ধ কাজ করবে, তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে তাতে জ্বালানো হবে, যা মহান আল্লাহ্র জন্য অতিশয় সহজ কাজ। কেননা, সে ইচ্ছাকৃত যে খারাপ করছে সে জন্য তার প্রতিপালক যে শাস্তি দেবেন, তাতে সে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পাবে না।

(৩১) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ○

৩১. যদি তোমরা বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো মোচন করে দেব এবং একটি অত্যন্ত সম্মানিতস্থানে প্রবেশের সুযোগ দিব।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ اَلْكَبَائِرِ -এর অর্থে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ- যে সকল গুরুতর (কবীরা) গুনাহ্ হতে বিরত থাকলে মহান আল্লাহ্ ছোট ছোট গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলোই কবীরা গুনাহ্।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেছেন اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ যে সকল গুরুতর গুনাহ্ হতে বিরত থাকতে বলেছেন, সে সকল গুনাহ্ সূরা নিসার প্রথম হতে ৩০ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৬৮. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা নিসার প্রথম হতে ৩০ নং আয়াত পর্যন্ত যে সকল গুনাহ্র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সবই কবীরা গুনাহ্।

৯১৬৯. ইবরাহীমের সনদে আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯১৭০. ইব্ন মাসঊদ (রা.) হতে অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯১৭১. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা নিসার প্রথম হতে اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ পর্যন্ত যে সকল পাপের কথা বলা হয়েছে, সবই কবীরা গুনাহ্।

৯১৭২. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯১৭৩. মাসরূক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলছেন, সূরা নিসার শুরু হতে ৩০ আয়াতের মধ্যে যত গুনাহ্র কথা বলা হয়েছে, সবই কবীরা গুনাহ্।

৯১৭৪. ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা নিসার শুরু হতে ৩০ আয়াত পর্যন্ত যত গুনাহ্র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সবই কবীরা গুনাহ্।

৯১৭৫. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন- সূরা নিসা-এর প্রথম হতে ৩০ আয়াত اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ পর্যন্ত যে সকল গুনাহ্র কথা বলা হয়েছে, সবই কবীরা।

৯১৭৬. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাঁরা (তৎকালীন তাফসীরকারগণ) মনে করতেন, সূরা নিসার প্রথম হতে اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ -পর্যন্ত উল্লেখিত সব গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্।

৯১৭৭. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: সূরা নিসার প্রথম হতে ৩০ আয়াত পর্যন্ত এর মধ্যে সমস্ত গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্। তারপর اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيمًا -এ আয়াত ইবন মাস'উদ (রা.) পাঠ করেন।

৯১৭৮. আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা নিসার প্রথম হতে ৩০ আয়াত পর্যন্ত এর মধ্যে যতগুলো গুনাহ্র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, الكبائر -অর্থাৎ কবীরা গুনাহ্ ৭ প্রকার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার কূফার এ মসজিদে ছিলাম। তখন মসজিদের মিম্বর থেকে হযরত আলী (রা.) ভাষণ দিচ্ছিলেন ঃ তিনি বলেন, হে লোকসকল! কবীরা গুনাহ্ ৭ প্রকার। এতে সবাই চীৎকার করে উঠেন। তিনি এ কথাটি তিন বার বলেন, তারপর তিনি সকলের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমরা আমাকে এ কবীরা গুনাহ্সমূহ কি সে সম্বন্ধে কেন প্রশ্ন করছো না? তাঁরা সকলে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেগুলো কি? তিনি বললেন, সেগুলো হলো (১) মহান আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, (২) কোন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা (৩) সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া (৪) ইয়াতীমের অর্থ-সম্পত্তি গ্রাস করা, (৫) সূদ খাওয়া, (৬) জিহাদ ছেড়ে পলায়ন করা এবং (৭) হিজরতের পর আবার বেদুঈন হয়ে যাওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আব্বাজান! হিজরতের পর تعرّب কি? এখানে তা প্রযোজ্য হল কি ভাবে? তিনি বলেন, প্রিয় বৎস! হিজরত করার চেয়ে অধিক সওয়াবের কাজ আর কিছু নেই,এমন কি যে জিহাদ করা বা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা তার উপর ওয়াজিব, সে জিহাদে বিজয়ী হয় এবং গর্দান বা দেহে তীরবিদ্ধ হয়, তার চেয়েও হিজরত অধিক সওয়াবের কাজ। কিন্তু হিজরত করার পর যদি সে প্রত্যাবর্তন করে চলে যায়, তবে সে যে বেদুঈন ছিল, সে বেদুঈনই হয়ে গেল।

৯১৮০. উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কবীরা গুনাহ্ ৭ প্রকার। তার চেয়ে বড় কোন গুনাহ্ নেই। যেহেতু এ গুনাহ্গুলো সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

১. মহান আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা যেমন, মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ - (যে কেউ মহান আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে, সে যেন আকাশ হতে পড়ে গেল (সূরা হাজ্জ ঃ ৩১)

২. ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করা, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا - (যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে) (সূরা নিসা ঃ ১০)।

৩. সূদ খাওয়া ঃ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -(যারা সূদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)।

৪. সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحصنَات الغافلات المؤمنات لعنوافى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ -(যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে,তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত) (সূরা নূর ঃ ২৩)।

৫. যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করা ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الاَدْبَارَ (হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না) (সূরা আনফাল ঃ ১৫)।

৬. হিজরত করার পর আবার বেদুঈন হয়ে যাওয়া ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى -(যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা ত্যাগ করে (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৫)।

৭. অন্যায়ভাবে হত্যা করা ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا (কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে) (সূরা নিসা ঃ ৯৩)।

৯১৮১. উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ সাত প্রকার ঃ

১. আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করা ঃ যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ (আর যে কেউ মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ হতে পড়ে গেল। তারপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল)।

২. স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا (কেউ স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে সেখানে স্থায়ী হবে (সূরা নিসা ঃ ৯৩)।

৩. সূদ খাওয়া ঃ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ (যারা সূদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে।)

৪. ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা ঃ اِنَّ الَّذِينَ يَاْكُلُوْنَ اَموَالَ اليَتمى ظُلْمًا - الاية - (যারা ইয়াতীমের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে)।

৫. সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা, যেমন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (নিশ্চয় যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে।)

৬. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা ঃ

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ ـ فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ـ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

(সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগ-ভাজন হবে এবং তার আশ্রয় স্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল (সূরা আনফাল ঃ ১৬)।

৭. হিজরত করার পর ইসলাম হতে দূরে সরে যাওয়া ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ ـ

(যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা ত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৫)।

৯১৮২. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উবায়দা (রা.)-কে কবীরা গুনাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, কবীরা গুনাহসমূহ হল ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা; ইচ্ছাকৃত কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, যুদ্ধের সময় পলায়ন করা, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা, সূদ খাওয়া, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বলতেন, হিজরত করার পর আবার বেদুঈন হয়ে যাওয়া। ইবন 'আউন (র.) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ (র.)-কে বলেছিলাম, তাহলে যাদুটা কি? তিনি জবাবে বলেন, অপবাদ অনেক গুনাহের কারণ।

৯১৮৩. উবায়দা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, الكبائر অর্থাৎ কবীরা গুনাহ্সমূহ হল: শির্ক করা, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা; যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, হিজরত করার পর আবার বেদুঈন হয়ে যাওয়া।

৯১৮৪. উবায়দ (র.) হতে অন্য সনদে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

উপরোক্ত উক্তিগুলো প্রকাশ করার যে কারণ, তা নিম্নে যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বর্ণিত আছে ঃ

৯১৮৫. না'ঈম আল-মুজমির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুহায়ব (রা.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট শুনেছেন, তাঁরা দু'জনে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা

আমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি (এ শপথ বাক্য তিনি) তিনবার বলেন, আর তিনি নীচের (মাটির) দিকে দৃষ্টি করে মাথা নত করেন। সবাই তাঁর সাথে নীচের দিকে দৃষ্টি করে মাথা নত করেন এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কাঁদতে থাকেন। কিন্তু তিনি কিসের শপথ করেছেন, তা কেউ জানেন না। তারপর তিনি তাঁর মাথা উঠান। তখন তাঁর পবিত্র মুখ মণ্ডল ঝলমল করছিল, যা আমাদের নিকট হলদে রংএর উট ও বকরীর চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল। তারপর তিনি বলেন, এমন কোন আল্লাহ্র বান্দা নেই, যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। রমযান মাসের রোযা রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং ৭ প্রকার গুরুতর গুনাহ্র কাজ হতে বিরত (বেঁচে) থাকে, যার জন্য জান্নাতের দরওয়াজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না তারপর বলা হবে না, যে, তুমি শান্তভাবে প্রবেশ কর।

৯১৮৬. 'আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ ৭ প্রকার ঃ যথা– হত্যা করা, সূদ খাওয়া; ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা; সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা; মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া; পিতা-মাতাকে অমান্য করা এবং যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেনঃ তা (কবীরাহ্ গুনাহ্) হলো ৯ প্রকার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯১৮৭. তায়সালা ইব্ন মিয়াস্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাজ্দবাসী (খারিজী)-দেরকে সাথে ছিলাম, তখন বহু গুনাহ্ করেছি, আমি মনে করি আমার সে সব গুনাহ্ কবীরা তারপর ইব্ন উমর (রা.) -এর 'সাথে আমি সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে বলি ঃ আমি বহু গুনাহ্ করেছি যার সবগুলোই কবীরা! তিনি বল্লেন, সে সব গুনাহ্সমূহ কি? আমি বল্লাম আমি এ এ গুনাহ্র কাজ করেছি। তিনি আমাকে বললেন ঃ তিনি কোন গুনাহ্র নাম উল্লেখ করেননি। ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, প্রধান গুনাহ্ ৯টি; তার সবগুলোই আমি এখন হিসাব করে দিচ্ছি যথা– আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণী হত্যা করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা; সূদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা, মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে বিবাদ করা, পিতা-মাতার সাথে সন্তান এমন দুর্ব্যবহার করা যাতে তাদের কান্না আসে। যিয়াদ (র.) বলেন, তায়সালা (র.) আরও বলেছেন ঃ যখন ইব্ন উমর (রা.) আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করাকে ভয় কর? আমি তাঁকে বললাম, হ্যাঁ! তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান্নাতে প্রবেশ করা ভালবাস? জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার "মা" আছেন; তিনি আমাকে বললেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যদি তুমি তোমার মায়ের সাথে বিনম্র ব্যবহার কর এবং তাঁকে পানাহার করাও আর যদি তুমি কবীরা গুনাহ্সমূহ হতে বিরত থাক, তবে অবশ্যই তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৯১৮৮. তায়সালা ইব্ন আলী নাহ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-এর নিকট আরাফার দিন গিয়েছিলাম। তিনি এরাক বৃক্ষের ছায়ায় বসে নিজের মাথায় ও মুখমণ্ডলে পানি দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে অনুরোধ করে বললাম; আমাকে কবীরা গুনাহ্সমূহ সম্বন্ধে অবহিত করুন? তিনি বললেন ঃ কবীরা গুনাহ্ ৯টি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম সেগুলো কিকি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, সতী-সাধ্বী ঈমানদার সধবার প্রতি অপবাদ আরোপ করা। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হত্যার পূর্বে অপবাদের কথা উল্লেখ করলেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ! ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা; যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, যাদু করা; সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা; মুসলমান পিতা-মাতার নাফরমানী করা;হরম শরীফের মধ্যে বিবাদ করা, যা তোমাদের মৃত ও জীবিত সকলের কিবলা।

৯১৮৯. উবায়দ (র.) তাঁর পিতা উমায়র (র.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হত্যার পূর্বে অপবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ ৪ প্রকার।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯১৯০. ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্সমূহ হল ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মহান আল্লাহ্র রহ্মত হতে নিরাশ হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সন্তুষ্টি হতে হতাশ হয়ে যাওয়া এবং মহান আল্লাহ্র শাস্তির ভয় না করা।

৯১৯১. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল মহান আল্লাহ্র শাস্তির ভয় না করা।

৯১৯২. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্সমূহ হল মহান আল্লাহ্র সাহায্য ও সন্তুষ্টি হতে হতাশ হয়ে যাওয়া এবং মহান আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বেপরোয়া হওয়া।

৯১৯৩. আবূ তুফায়ল (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্ ৪ প্রকার। মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মহান আল্লাহ্র রহ্মত হতে নিরাশ হওয়া, মহান আল্লাহ্র সাহায্য ও সন্তুষ্টিলাভে হতাশাগ্রস্ত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্র আযাব হতে নির্ভীক হয়ে যাওয়া।

৯১৯৪. আবূ তুফায়ল (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন মাসউদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ কবীরা গুনাহ্সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা।

৯১৯৫. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯১৯৬. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ ৪টি মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, আল্লাহ্র শাস্তি হতে নির্ভীক হয়ে যাওয়া, মহান আল্লাহ্র সাহায্য হতে হতাশ হয়ে পড়া এবং মহান আল্লাহ্র রহ্মত হতে নিরাশ হওয়া।

৯১৯৭. আবূ তুফায়লের সনদে আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৯১৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯১৯৯. ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে আবূ তুফায়ল হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ ৪টি, মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মহান আল্লাহ্ যাদেরকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাদেরকে হত্যা করা, মহান আল্লাহ্র শাস্তি হতে নির্ভীক হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া।

৯২০০. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ হল মহান আল্লাহ্র রহ্মত হতে নিরাশ হওয়া, মহান আল্লাহ্র সাহায্য হতে হতাশ হওয়া, মহান আল্লাহ্র শাস্তি হতে নির্ভীক হয়ে যাওয়া এবং মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে সব কাজই কবীরা গুনাহ্।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২০১. ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট কবীরা গুনাহ্সমূহের কথা উল্লেখ করি, তখন তিনি বলেন: মহান আল্লাহ্ যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তাই কবীরা গুনাহ্।

৯২০২. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলতেন, মহান আল্লাহ্ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই কবীরা।

৯২০৩. তাউস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলেন আমাকে কবীরা গুনাহ্ ৭টি, সে সম্পর্কে অবহিত করুন। ইব্ন আব্বাস (রা.) তদুত্তরে বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ ৭টিরও অধিক।

৯২০৪. তাউস (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিছুলোক ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করে। তারা বলেন, কবীরা গুনাহ্ ৭টি। তিনি বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ ৭টির অধিক।

৯২০৫. আউফ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মজলিসে তার সাথে আমিও ছিলাম, সে মজলিসে লোকেরা বলে, কবীরা গুনাহ্ ৭টি,কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, কবীরা গুনাহ্সমূহ ৭০টি হবে বা তার চেয়ে অধিক হতে পারে।

৯২০৬. যুহ্রী হতে বর্ণিত আছে, ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: তা কি ৭টি? তিনি বলেন: তার সংখ্যা ৭০।

৯২০৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা কত? তাকি ৭টি হবে? তিনি বলেন, তা প্রায় ৭০৭ হবে। কিন্তু তাওবা করলে কবীরা গুনাহ্ থাকে না, তা মাফ হয়ে যায়, এবং যে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনাহ্ -এ পরিণত হয়ে যায় সে গুনাহ্ও মাফ হয়ে যায়।

৯২০৮. তাউস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে ৭টি কবীরা গুনাহ্‌র কথা উল্লেখ করেছেন, আপনি কি সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন? সেগুলো কি? তিনি বলেন ঃ তার সংখ্যা প্রায় ৭০৭টি।

৯২০৯. তাউস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বলা হয়েছিল, কবীরা গুনাহ্ কি ৭টি? তিনি উত্তরে বলেছেন, তা প্রায় ৭০টি।

৯২১০. আবুল ওয়ালিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে কবীরা গুনাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, যে কাজেই আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করা হয়, তাই কবীরা গুনাহ্।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২১১. ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ তিনটি (১)আল্লাহ্‌র সাহায্য হতে হতাশ হওয়া (২) আল্লাহ্ পাকের রহমত হতে নিরাশ হওয়া। (৩) আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে নির্লিপ্ত হওয়া।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ প্রত্যেক বড় গুনাহ্ এবং যে সকল গুনাহ্‌র জন্য মহান আল্লাহ্ দোযখের শাস্তি ঘোষণা করেছেন, সে সবই কবীরা গুনাহ্ ঃ

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২১২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, الكبائر -এর অর্থ হল সে সেব গুনাহ্, যে গুলোর পরিণামে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের আগুন বা গযব বা অভিশাপ অথবা আযাবের কথা ঘোষণা করেছেন।

৯২১৩. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বড় গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্।

৯২১৪. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল পাপাচার জাহান্নামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, সে সকল হল কবীরা গুনাহ্।

৯২১৫. সালিম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হাসান (র.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনে যত পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি কবীরা গুনাহ্।

৯২১৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী: اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন كبائر অর্থ গুরুতর বড় গুনাহ্সমূহ ঃ

৯২১৭. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯২১৮. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সব গুনাহ্‌র জন্যে আল্লাহ্ পাক দোযখের শাস্তি ঘোষণা করেছেন, সেগুলোই কবীরা। যে সব কাজের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, সগুলোই কবীরা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ এ (কবীরা গুনাহ্) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে যে সকল হাদীস বর্ণিত আছে, আমি তা থেকেই কবীরা গুনাহ্ সম্বন্ধে বলেছি। যেমন–

৯২১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- কবীরা গুনাহ্সমূহ সম্পর্কে এক দিন আলোচনা করেন, অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ্সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করা, কোন লোককে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। (কবীরা গুনাহ্) এরপর তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি, তা কি তোমাদের বলব? তিনি ইরশাদ করেন, মিথ্যা কথাবলা অথবা তিনি বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি ইরশাদ করেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

৯২২০. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি কবীরা গুনাহ্সমূহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাহল আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।

৯২২১. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট কবীরা গুনাহ্সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন রাসূল (সা.) বলেন, তা হলো, মহান আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার সাথে নাফরমানী করা এবং হত্যা করা (এরপর তিনি বলেন) আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহ্সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব? কবীরা গুনাহ্সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল মিথ্যা বলা।

৯২২২. হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) ইরশাদ করেন, কবীরা গুনাহ্সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ মহান আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা, অথবা হত্যা করা। তিনি ইরশাদ করেন, বর্ণনাকারী শুবাহ (র.) সন্দেহ করে আরো বলেন, মিথ্যা শপথ করা।

৯২২৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাযির হয়ে বলেন, কবীরা গুনাহ্সমূহ কি? তিনি (সা.) বলেন ঃ মহান

আল্লাহ্র সাথে শরীক করা; বেদুঈন তা শোনে বললেন, এরপর কি? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, তিনি বললেন, তারপর কি? তিনি ইরশাদ করেন। মিথ্যা শপথ করা- আমি শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, اليمين الغموس কি? তিনি জবাবে বলেন, যে মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে কোন মুসলমান ব্যক্তি তার সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়, তাই মিথ্যা সাক্ষ্য।

৯২২৪. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে এবং কবীরা গুনাহ্সমূহ হতে বেঁচে থাকে, তার জন্যই জান্নাত। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, কবীরা গুনাহ্সমূহ কি? তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা।

৯২২৫. হযরত আবূ আইউব খালিদ ইব্ন আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ যে কোন বান্দা আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে তাঁর ইবাদত করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে এবং গুরুতর (কবীরা) গুনাহ্সমূহ হতে বেঁচে থাকে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কবীরা গুনাহ্ কি? তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা,যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়ন করা এবং হত্যা করা।

৯২২৬. আবূ উসামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবী কবীরা গুনাহসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে হেলানো অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁরা বলেন, মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে পলায়ন করা, সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা, মাতা-পিতাকে অমান্য করা মিথ্যা কথা বলা; খিয়ানত করা, যাদু করা এবং সূদ খাওয়া। এসব কিছুই কবীরা গুনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে যা ইরশাদ করেছেন, তা তোমরা কোন্ পর্যায়ে রাখবে?

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

(যারা মহান আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চাইবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে) (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৭)।

৯২২৭. আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (সা.)-কে কবীরা গুনাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ইরশাদ করেন, কবীরা গুনাহ্ হল মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক

করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; তোমার সাথে তোমার সন্তান আহার্যে অংশীদার হবে, সে জন্য তাকে হত্যা করা এবং তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এ কথা বলে তিনি আমাদেরকে এ আয়াত পাঠ করে শোনান ঃ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا -

(এবং তারা মহান আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে) (সূরা ফুরকান ঃ ৬৮)।

৯২২৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নিকৃষ্ট আমল কি? তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাকের সাথে তোমার শরীক করা, অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার সাথে তোমার সন্তান আহার করবে সে ভয়ে তাকে হত্যা করা এবং প্রতিবেশী নারীর সাথে ব্যভিচার করা আর তিনি আমাকে وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ -আয়াতাংশটি পাঠ করে শোনান।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন ঃ الكبائر (কবীরা গুনাহ্সমূহ)-এর ব্যাখ্যায় অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যা বলেছেন, সে সব ব্যাখ্যার চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাখ্যাই উত্তম। প্রত্যেক ব্যাখ্যাকার যে যা বলেছেন তাদের সে সব কথা আমি উল্লেখ করেছি। গবেষণায় তাঁদের অন্তরে যা ঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে তারা সে ব্যাখ্যাই দিয়েছেন এবং তারা যে ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, তা বিশুদ্ধ। কাজেই, কবীরা গুনাহ্সমূহ হল ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার সাথে নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। তা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা এবং মিথ্যা শপথ করা ও যাদু করা। আহার্য দানের ভয়ে নিজ সন্তান হত্যা করা। জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত, প্রত্যেকটি হাদীসই সহীহ্। একটি অপরটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। যেমন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ ৭টি। তার ,অর্থে বলা যায়, তিনি অপর এক হাদীসে প্রসংগে বলেছেন ঃ সেগুলো আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা যেমন তাঁর (সা.)-এর বাণী وقول الزور (এবং মিথ্যা কথা বলা) কয়েক প্রকার অর্থ বহন করে, মিথ্যা বলা (قول الزور) সকল প্রকার মিথ্যাকেই শামিল করে। যে ব্যক্তি এমন সব কবীরা গুনাহ্ যে গুলো হতে বিরত থাকলে মহান আল্লাহ্ তার অন্যান্য সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার এবং তাকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল কাজ ফরয হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো আদায়কারীর প্রতি যা ওয়াদা করেছেন, তার সবকিছুই সে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহ্র নিকট হতে পেয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী: نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (তোমাদের সাধারণ পাপগুলো আমি মোচন করে দেব) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মহান প্রতিপালক যে সকল কবীরা গুনাহ্ হতে তোমাদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সকল গুনাহ্ হতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের সাধারণ অর্থাৎ ছোট ছোট পাপসমূহ্ মোচন করে দেব। যেমন- বর্ণিত আছে ঃ

৯২২৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰ تِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এখানে سيئات অর্থ ছোট ছোট গুনাহ্।

৯২৩০. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, কয়েক ব্যক্তি একবার মিসরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বলেন ঃ আমরা মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থে কতগুলো বিষয় দেখতাম যে, যেসব বিষয়ে আমল করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু তার উপর আমল করা হয় না। তাই, এ ব্যাপারে আমরা আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাত করার মনস্থ করেছি। তারপর তিনি এবং তাঁর সাথে তারা সকলেই আমীরুল মু'মিনীনের নিকট আগমন করেন। তাদের আগমনের খবর শোনে হযরত উমর (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কিভাবে কখন এসেছ? তিনি জবাবে আসার সময় জানিয়ে দেওয়ার পর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি অনুমতি নিয়ে আগমন করেছ? তিনি বলেন, তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেব তা আমি খুঁজেই পাইনি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) বলেন, আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব সরাসরি না দিয়ে তাঁকে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! কয়েক ব্যক্তি মিসরে আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেছেন, আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থে কতগুলো বিষয় দেখতে পেলাম যে, সে সব বিষয়ে আমল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ তার উপর আমল করা হয় না। এ ব্যাপারে তাঁরা সকলে আপনার সাথে সাক্ষাত করা উত্তম মনে করেছেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ তাদের সকলকে একত্র করে আমার নিকট নিয়ে এস। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) বলেন, পরে আমি তাদের সকলকে একত্র করে তার নিকট নিয়ে আসি। ইব্‌ন 'আউন বলেন, আমি মনে করি, তিনি অতিথি অভ্যর্থনা কক্ষের কথা বলছেন। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর নিকটে ছিলেন তাকে বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্ পাকের শপথ করে ও ইসলামের যে হক তোমার প্রতি রয়েছে, তার দাবীতে বলছি, তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছ? তিনি বলেন, হ্যাঁ; ইব্‌ন আউন বললেন ঃ তুমি কি তা হৃদয়ঙ্গম করেছ? তিনি বললেন না। ইব্‌ন 'আউন বলেন, যদি সে হ্যাঁ বলত তবে কথা বেড়ে চলত। ইব্‌ন 'আউন পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি তা শুধু তোমার চক্ষু দ্বারা অবলোকনই করেছ ? তা হিফয করতে পারনি? তোমার চলা-ফেরার মধ্যেও কি তুমি তৎপ্রতি লক্ষ্য করার সুযোগ পাওনি ? এরপর তিনি তাদের প্রত্যেকের কাছে এমন কি শেষ প্রান্তের লোকটির নিকট যান এবং বলেন, 'উমরের মাতার সামনে তার মৃত্যু হোক!! তোমরা কি তাঁকে এজন্য কষ্ট দিচ্ছ যে, মানুষ আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ? আমাদের মহান প্রতিপালক অবশ্যই পরিজ্ঞাত যে, আমাদের দ্বারা অনেক পাপকার্য হবে।

এরপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তন্মধ্যে যা কবীরা তা হতে তোমরা বিরত থাকলে তোমাদের সগীরা পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।

তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। তোমরা কি জন্য এসেছ, সে সম্পর্কে মদীনাবাসী বা অন্য কেউ কি জানতে পেরেছে ? তাঁরা বললেন, না! কেউ জানে না। এরপর তিনি বলেন, যদি তারা জানতো তবে আমি তোমাদেরকে কিছু উপদেশ দিতাম।

৯২৩১. মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিকট যাওয়ার পর তিনি আমাদেরকে হাদীস শোনান। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে বিধি-নিষেধ আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তার কোন নমুনা আমাদের মাঝে দেখতে পাই না। আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পত্তির কিছুই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বের করি না।

এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, এরপর বলেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সহজ বিধি-নিষেধ দিয়েছেন। এমন কি কবীরা গুনাহ্ ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ্ মাফ করে দেন। তাহলে আমরা কি পেয়েছি আর কি করছি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

৯২৩২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্‌সমূহ হতে বেঁচে থাকে, মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা কবীরা গুনাহ্‌সমূহ হতে বিরত থাক এবং সঠিক পথে চলো। তারপর সুসংবাদ গ্রহণ কর।

৯২৩৩. ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা নিসার ৫টি আয়াতে মহান আল্লাহ্ যে সব বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, সে বিষয়গুলো আমার নিকট দুনিয়ার সব কিছু হতে অধিক প্রিয়। যথা, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

(১) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গুনাহ্ তা থেকে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ্‌সমূহ্ ক্ষমা করে দেব।

(২) اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا

২. নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এক বিন্দু মাত্রও অত্যাচার করেন না, আর যদি কোন নেক কাজ থাকে, তবে তার সওয়াব দ্বিগুণ প্রদান করেন (৪ ঃ ৪০)।

(٣) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

৩. আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (৪ ঃ ৪৮)।

(٤) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

৪. কেউ কোন মন্দ কার্য করলে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করলে, তারপর সে মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে (৪ ঃ ১১০)।

(٥) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

৫. যারা আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না, সহসাই তাদেরকে তিনি পুরস্কার দেবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু (৪ ঃ ১৫২)।

৯২৩৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা নিসার নিম্নোক্ত ৮ খানা আয়াত এ উম্মতের জন্য আবহমান কালব্যাপী কল্যাণকর।

(١) يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

১. আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তিগণের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৪ ঃ ২৬)।

(٢) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ - وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا -

২. আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান; আর যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও (৪ ঃ ২৭)।

(٣) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ - وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا -

৩. আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান; মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল (৪ ঃ ২৮)।

ইব্ন আব্বাস (রা.)- এরপর ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) যে আয়াতগুলো পূর্ববর্তী (৯২৩৩ নং) হাদীসে উল্লেখ করেছেন, সে আয়াতগুলো উপস্থাপন করেন। তবে তিনি শেষ আয়াতের শেষাংশে ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন وَكَانَ اللّٰهُ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا الذُّنُوْبَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -যারা অপরাধ করে আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ্র বাণী: وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا -এর পাঠ রীতিতে একাধিক মত রয়েছে ঃ মদীনাবাসী এবং কিছু সংখ্যক কূফাবাসীর পাঠ-রীতি وَنُدْخِلْكُمْ مَّدْخَلًا كَرِيْمًا - অর্থাৎ مدخلا -শব্দের মিম (م)-কে ফাতাহ্ (যবর) দিয়ে পাঠ করেন; যেমন সূরা 'হাজ্জ' এর মধ্যে আছে لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ -(তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন, যা তারা পসন্দ করবে) (সূরা হাজ্জ-৫৯) وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا -এর মর্মার্থ তারা সম্মানের সাথে প্রবেশ করবে। যারা এ পাঠরীতি অনুসরণ করেন, সে পাঠরীতি অনুযায়ী المدخل অর্থ স্থান বা প্রবেশ স্থলও হতে পারে। কেননা, আরববাসিগণ এরূপ অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত, তাতে অধিকাংশ সময় مـيـم (মীম) এর উপর যবর (ـَ) দিয়েই পাঠ করে থাকেন। যেমন কবি রাজেয بِمَصْبَحِ الْحَمْدِ وَحَيْثُ نُمْسِى

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি আরব কবির নিকট শুনে বলেছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَمْسَانَا وَمَصْبَحَنَا * بِالْخَيْرِ صَبَّحَنَا رَبِّى وَمَسَّانَا

অন্য এক ব্যক্তি এ ছন্দাংশটি বলেছেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُمْسَانَا وَمُصْبَحَنَا কেননা, এ ছন্দসমূহের মধ্যে ব্যবহৃত مصبح ও ممسا শব্দগুলো أصبح ও أمسى হতে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সকল ক্রিয়াবাচক শব্দ মূলতঃ ৪ হরফ বিশিষ্ট বা ক্রিয়ামূলে ৪ হরফ দ্বারা গঠিত, আরবগণ সেগুলোতেও অনুরূপ করে থাকেন। অর্থাৎ তাতে ميم -কে পেশ দিয়ে থাকেন। যেমন-

دحرجته أدحرجه مُدحرجا فهو مُدحرج

অপর পক্ষে أفعل يفعل -এর ওযনে যা আসে তার উপর واو অক্ষর ব্যবহার করে থাকে, সে হিসাবে يُدخل যেমন يُفعل - যদিও চার হরফে শব্দ গঠিত কিন্তু তার গঠন মূলত يؤفعل -যেমন يؤدخل ও يؤخرج -শব্দ সমূহ; অনুরূপ يدحرج -শব্দ তুল্য অন্যান্য শব্দসমূহ।

কিন্তু অধিকাংশ কূফা ও বস্‌রাবাসীদের পাঠরীতির অনুকরণে مدخل -শব্দের 'মীম' -এর উপর পেশ দিয়ে পাঠ করেন। যার অর্থ وندخلكم ادخالا كريما অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই সম্মানজনকভাবে দাখিল করব।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন; উল্লেখিত দুই প্রকার পাঠরীতির মধ্যে فَعَلَ - হতে ৪ বর্ণে (হরফ) গঠিত মূল ক্রিয়ামূলের চেয়ে مدخلاً -এর মীম (ميم) -এর উপর পেশ দিয়ে وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا -পাঠ করা উচিত এবং এরূপ পাঠ করাটাই উত্তম। فَعَلَ হতে ক্রিয়া মূল (مصدر) -দহরজ ও أدخل -শব্দদ্বয় فَعَلَ -হতে চার বর্ণ দ্বারা গঠিত المَدخل -এর (مصدر) ক্রিয়ামূল مُفعل ; مَفعل -হতে উত্তম। তদুপরি আরবী ভাষায় أفعل -এর ওযনে যে সকল ক্রিয়ামূল (مصدر) হয়ে থাকে, সেগুলো ভাষার দিক দিয়ে উত্তম; যেমন, বলা হয়ে থাকে اقام بمكان فطاب له المُقام এবং এরূপ তখনই বলা হয়, যখন সেখানে স্থানীয়ভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর قام يقوم

-হতে বলা হয়েছে قام فی موضعه فهو فی مقام واسع যেমন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ -(মুত্তাকিগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে) [সূরা দুখান ঃ ৫১] আর যদি اقامت অর্থাৎ স্থায়ী অবস্থান মর্ম হয়, তা হলে اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مُقَامٍ اَمِيْنٍ -এর مقام - শব্দে মীম কে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী সূরা বানী ইসরাঈল ৮০ আয়াতে পড়া হয় وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ (হে রাসূল! আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিস্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে)। 'মীম' এর উপর যবর দিয়ে কেউ পাঠ করার খবর আমাদের জানা নেই।

المدخل الكريم -এর অর্থ, পবিত্র ও সুন্দর, নিরাপদ সম্মানিত। যে তার মধ্যে। বালা-মুসীবত রোগ-শোক হতে মুক্ত থাকবে। তথাকার চিরন্তন জীবনে কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ও দুঃখ যাতনা এবং ক্লান্তি স্পর্শ করবে না, এ জন্যই আল্লাহ্ পাক তার নাম রেখেছেন كريم ।

৯২৩৫. সুদ্দী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে الكريم -শব্দের অর্থ বেহেশ্তের সৌন্দর্য।

(৩২) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ○

৩২. যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ আবূ জা'ফার ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যে যাকে যে বিষয়ে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা সে বিষয়ের জন্য কোন প্রকার লোভ-লালসা করো না। বর্ণিত আছে ঃ কিছু সংখ্যক নারী পুরুষদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লোভ করার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। পুরুষদের যা আছে তারাও তা চেয়েছিল। অহেতুক লোভ-লালসা না করার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন, এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দেন। কেননা লোভ-লালসা মানুষের মধ্যে অন্যায়ভাবে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৩৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা.) বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে কেন পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেওয়া হয় না? আমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে

পারি না কেন? এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতটি নাযিল করেন-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

৯২৩৭. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা.) বলেছেন! হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষেরা যুদ্ধ করে আর আমরা যুদ্ধ করি না; আর আমাদের জন্য রাখা হয়েছে উত্তরাধিকারী সম্পদের অর্ধেক এ প্রসঙ্গে এ আয়াতখানি নাযিল হয়। وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا الاية আরো নাযিল হয় সূরা আহযাব এর اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ -আয়াত খানি (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)।

৯২৩৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -এ ব্যাখ্যায় বলেছেন। পুরুষ লোক যেন লোভাতুর হয়ে এরূপ না বলে ঃ আহ! অমুক লোকের অর্থ-সম্পদ এবং তার ছেলে মেয়েগুলো যদি আমার হত!! কেননা মহান আল্লাহ্ এরূপ লোভ করতে নিষেধ করেছেন এবং তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন।

৯২৩৯. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَاتَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ নারী বলে আহ! আমরা যদি পুরুষ হয়ে যুদ্ধ করতে পারতাম এবং তারা যা পায় আমরাও তা পেতাম!!

৯২৪০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ আল্লাহ্র পাকের বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন; যে সকল নারী আকাংক্ষার বশবর্তী হয়ে বলত 'আয়! আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে তো আমরা যুদ্ধ করতে পারতাম! তাদের এ অভিলাস উপলক্ষে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর তিনি পূর্বোক্ত (৯২৩৯) হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৯২৪১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা.) বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষরাই কি যুদ্ধ করবে আর আমরা যুদ্ধ করব না। আমাদের জন্য উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের অর্ধেক কেন? এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৯২৪২. মা'মার (র.) মক্কাবাসীর জনৈক শায়খ হতে বর্ণনা করেন। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মহিলারা বলত, আফসুস্ আমরা যদি পুরুষ হতাম তা হলে পুরুষদের ন্যায় জিহাদ করতে পারতাম এবং আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করতাম। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

৯২৪৩. হাসান (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তুমি কি অন্যের ধন-সম্পত্তির লোভ করছ তোমার কি জানা নেই যে, এরূপ ধন-সম্পত্তিতেই ধ্বংস।

৯২৪৪. ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, আলোচ্য আয়াতখানি আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরার কন্যা উম্মু সালামা সম্বন্ধে নাযিল হয়েছিল।

৯২৪৫. আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মানুষ বলে ঃ আমি খুশী হতাম যদি অমুকের ধন-সম্পত্তি আমার হতো! আর নারীগণ আহ! যদি আমরা পুরুষ হতাম তবে তো আমরা যুদ্ধ করতে পারতাম এবং পুরুষেরা যা লাভ করে আমরাও তা লাভ করতাম! তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন "তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং এর অর্থ ঃ আল্লাহ্ কিছু সংখ্যক লোককে বিশেষভাবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাতে তোমরা লোভ কর না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৪৬. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, পুরুষরা বলতো " আমরা চাই যে, মহিলাদের যা কর্মফল, তার দ্বিগুণ কর্মফল আমাদের হয়ে যাক, যেরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আমাদের অংশ দ্বিগুণ, তাই আমরা চাই (কাজের) বিনিময় ক্ষেত্রেও আমাদের দ্বিগুণ হয়ে যাক।" আর মহিলাগণ বলতো আমরা চাই আমাদের প্রতিদান পুরুষদের প্রতিদানের সমান হয়ে যাক। আমরা যুদ্ধ করতে পারছি না, যদি আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করে দেওয়া হত তা হলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম! তাই উভয় পক্ষের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন এবং ঘোষণা করেন, তোমরা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আমল অনুযায়ী তোমাদের পাওনা আর তাই তোমাদের জন্য উত্তম।

৯২৪৭. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদেরকে লোভ-লালসা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যাতে তোমাদের কল্যাণ নিহিত, তা তোমাদেরকে বাতলিয়ে দেওয়া হয়েছে। "এবং তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।"

৯২৪৮. আইউব (র.) হতে বর্ণিত, কোন লোক পার্থিব বিষয়ে লোভ করছে মুহাম্মদ (র.) তা শুনতে পেলে তিনি বলতেন ঃ পার্থিব লোভ-লালসা করতে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ - অর্থাৎ "যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এক জনকে অপর জনের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লোভ-লালসা করো না।" এবং তোমাদেরকে তিনি তার চেয়ে উত্তম পথ প্রদর্শন করে বলেছেন ঃ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ "এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।"

ইমামা আবু জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের আলোকে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হে পুরুষ ও নারীগণ! তোমাদের মধ্যে যাদেরকে মহান আল্লাহ্ অন্যদের উপর যে সকল ক্ষেত্রে উত্তম মর্যাদা দান করেছেন, তার প্রতি তোমরা লোভ-লালসা করো

না। মহান আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যাকে যা দিয়েছেন তাতেই যেন সে সন্তুষ্ট থাকে, এর চেয়ে অধিক কিছু পাওয়ার আশা করলে আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ - (পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ)-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন ঃ তাফসীরকারগণ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেন।

কেউ কেউ বলেন, পুরুষেরা আনুগত্যে যে যত পুণ্য অর্জন করে এবং নাফরমানী দ্বারা যে যত শাস্তি অর্জন করে, প্রত্যেকেই তার প্রাপ্য অংশ পাবে। এমনিভাবে নারীরাও তাদের প্রাপ্য অংশ পাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৪৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ - এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে তখনকার পুরষেরা নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন বিষয়ে উক্তরাধিকারী করত না। তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি নারী ও শিশু এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে না দিয়ে এমন লোককে দিত, যে ক্ষেতে-খামারে অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের কাজ করত উপকৃত হত এবং দল ও সমাজের প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত থাকতো। যখন মেয়েদের এবং শিশুদের উত্তরাধিকার ঘোষিত হলো, আর এক পুরুষকে দুই নারীর সমান অংশ দেওয়ার কথা বলা হলো, তখন নারীরা বললো উত্তরাধিকার অংশে আমাদেরকে যদি পুরুষের সমান করা হতো! আর পুরুষেরা বলল ঃ আমরা আশাকরি যে, যদি আমাদেরকে পরকালে সৎকাজের প্রতিদানে নারীদের উপর প্রাধান্য দান করা হতো, যেভাবে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে তাদের উপর আমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে! তখন মহান আল্লাহ্ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ ... আয়াত নাযিল করেন এবং বর্ণনাকারী বলেন এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় নারীদেরকে তাদের নেক আমলের জন্য ১০ গুণ সওয়াব দেওয়া হবে। যেমন পুরুষদেরকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ "তোমরা মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁর দানের জন্য আরযী পেশ কর।"

৯২৫০. আবু লায়লা বলেন ঃ আমি আবু হারীয (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যখন মহান আল্লাহ্ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ আয়াতটি নাযিল করলেন তখন নারীরা বলতে লাগল ঃ পুরুষদের জন্য উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যেরূপ আমাদের দ্বিগুণ অংশ, তদ্রূপ তাদের গুনাহ্ও দ্বিগুণ ধরা হোক! নারীদের এ উক্তিকে কেন্দ্র করে মহান আল্লাহ্ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ -নাযিল করেন। অর্থাৎ যে যে পরিমাণ গুনাহ্র কাজ

করবে সে তাই পাবে। সে তার গুনাহ্ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করবে। এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন, হে নারীগণ! "তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং আয়াতাংশের অর্থ পুরুষ তাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে যা অর্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীদের প্রাপ্য অংশও তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তদ্রূপ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৫১. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী: لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আয়াতাংশের অর্থ হল পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর সময় যে অর্থ-সম্পদ ছেড়ে যায়, সে অর্থ-সম্পদ হতে তাদের উত্তরাধিকারী একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।

৯২৫২. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াতাংশে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে বলেছেন, যেহেতু জাহিলী যুগের লোকেরা নারীদেরকে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী করতো না।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ উল্লিখিত ব্যাখ্যা দু'টির মধ্যে তাদের ব্যাখ্যাই উত্তম, যারা বলেছেনঃ পুরুষেরা ভাল বা মন্দ কাজ করে যে পুণ্য ও পাপ অর্জন করে তার প্রতিদান অবশ্যই তারা মহান আল্লাহ্র নিকট হতে পাবে এবং নারীদের ব্যাপারেও, তারা যা অর্জন করে পুরুষদের ন্যায় তা পাবে।

যারা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ 'পুরুষ তাদের মৃত পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীদের অংশও তাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্য।" তাদের এ ব্যাখ্যার চেয়ে আমি যা বলেছি, সে ব্যাখ্যাই উত্তম। কেননা, মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক নর-নারী যে যা অর্জন করে তাদের প্রত্যেকেই তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্য অংশ তার নিজের অর্জিত কিছুই নয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তার অর্জন ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা মৃতের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বানিয়ে দেন। যেহেতু الكسب অর্থ কর্ম। এবং المُكْتَسَبُ অর্থ, পরিবার পরিজনের জন্য উপার্জন করা অথবা পেশা। কাজেই আয়াতের যে অর্থ তারা করেছেন তা ঠিক হবে না। কেননা, তাদের এ অর্থ যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়-

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا لَمْ يَكْتَسِبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا لَمْ يَكْتَسِبْنَ

মহান আল্লাহ্র বাণী: وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ (আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর)-এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁর সাহায্য চাও এবং শক্তি সামর্থ্য কামনা কর, এমন আনুগত্যের জন্য, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। এখানে فضله (তাঁর অনুগ্রহ) অর্থ, তাঁর সাহায্য ও সুযোগ। যেমন-

৯২৫৩. সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ, ইবাদত যা পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৯২৫৪. লাইস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَضْلِهٖ -অর্থ, সে ইবাদত যা পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৯২৫৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন; এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা পার্থিব কোন বিষয় বস্তু লাভ করার জন্য প্রার্থনা উদ্দেশ্য নয়।

৯২৫৬. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন তোমরা আল্লাহ্র নিকট এমন অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদেরকে আমল করার ক্ষমতা দান করেন, যা তোমাদের জন্য হবে কল্যাণকর।

৯২৫৭. হাকীম ইব্ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর; তাঁর নিকট প্রার্থনা করাকে তিনি পসন্দ করেন এবং উত্তম 'ইবাদত হল ঃ ইবাদতের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا আল্লাহ্ সব বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন। (৩২ নং আয়াত)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন; অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের জন্য যা প্রয়োজন, তিনি তার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন এবং ইহকাল ও পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে এক জনকে অপর জনের উপর দান করেন; তা ছাড়া বিচার ও আদেশাবলিতেও একজনকে অপর জনের উপর প্রাধান্য দান করেন عَلِيْمًا অর্থাৎ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। কাজেই তিনি তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেন তার বাইরে অন্য কিছুর লোভ-লালসা করো না। তোমাদের কর্তব্য তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর হুকুমে সন্তুষ্ট থাকা, আর তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

(৩৩) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। আল্লাহ্ সব বিষয়ে দ্রষ্টা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -(পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি।)-এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের প্রত্যেকের চাচাত ভাই এবং সহোদর ভাই এবং আরো আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হতে প্রত্যেককে আমি তাদের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটি অংশের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি। আরববাসিগণ চাচাত ভাইকে مولى (মাওলা) বলে। যেমন- কবি বলেছেন-

وَمَوْلَى رَمَيْنَا حَوْلَهُ وَهُوَ مُدَغِلٌ * بِأَعْرَاضِنَا وَالْمُنْدِيَاتِ سَرُوْعُ

কবির এ কবিতাংশে مولى رمينا حوله -এর মাওলা অর্থ চাচাত ভাই। অনুরূপ ফযল ইব্‌ন আব্বাস-এর কবিতার মধ্যেও 'মাওলা' অর্থ চাচাত ভাই যেমন তিনি বলেছেন-

مَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِيْنَا * لَا تُظْهِرَنَّ لَنَا مَاكَانَ مَدْفُوْنَا

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, অন্যান্য তাফসীরকারগণ ও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৫৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি- وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে مَوَالِي অর্থ উত্তরাধিকারী।

৯২৫৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি- وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আয়াতের মধ্যে এখানে موالى -অর্থ 'আসাবা; অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতার দিকের উত্তরাধিকারী।

৯২৬০. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের موالى -এর অর্থ বলেছেন 'আসাবা।

৯২৬১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ জায়গায় مَوَالِيَ -অর্থ মৃতদের অভিভাবকগণ।

৯২৬২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন এর অর্থ আসাবা।

৯২৬৩. কাতাদা (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আয়াতাংশে উল্লেখিত الموالى অর্থ মৃত ব্যক্তির পিতার অভিভাবগণ, অথবা ভাই, অথবা ভাতিজা অথবা তারা ছাড়া অন্যান্য আসাবা।

৯২৬৪. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ এখানে موالى অর্থ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধাকারী অংশীদারগণ।

৯২৬৫. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে الموالى অর্থ আসাবা, জাহিলী যুগে আরবগণ 'আসাবা সূত্রে মৃত্যুর উত্তরাধিকারীকে الموالى বলতো। কিন্তু আজমীগণ (অনারব) যখন আরবে ঢুকে পড়ল তাদেরকে কি নামে ডাকা হবে, তার সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আল্লাহ্ ইরশাদ করেন فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَ هُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫) তারপর তারা এ নামেই পরিচিত হয়। সুদ্দী (র.) বলেছেন المولى বর্তমানে দু'প্রকার; এক প্রকার مولى হল, নিজের ওয়ারিস হয় এবং অন্যকে ওয়ারিস বানায় এ ক্ষেত্রে যারা ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়, তারা সকলেই ذوى الارحام রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়। দ্বিতীয় প্রকার مولى ওয়ারিস বানায় কিন্তু নিজে কারো ওয়ারিস হয় না। তারা عَتَاقَة 'আতাকা (আযাদকৃত দাস), তিনি আরও বলেন ঃ موالى -শব্দের অর্থ নিরূপণে নবী যাকারিয়া (আ.) যা বলেছেন সে দিকে লক্ষ্য করা উচিত; কুরআন মজীদে উলেখ আছে, তিনি বলেছেন ঃ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَاۤئِىْ "আমি আশংকা করি, আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে" (সূরা মারয়াম ঃ ৫)।

এখানে الموالى অর্থ উত্তরাধিকারগণ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ দ্বারা অর্থ, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পত্তি মৃত্যুকালে ছেড়ে যায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন; আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদের প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করেছি, যাতে তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পার। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ (এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে')-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর বলেনঃ এ আয়াতাংশের পাঠরীতিতে একাধিক মত প্রকাশিত হয়েছে।

কূফাবাসীদের পাঠরীতি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ (এবং যাদের সাথে তোমাদের এবং তাদের মধ্যে পরস্পর যে অঙ্গীকারে শপথ হয়েছে)।

অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ তা এভাবে পড়েন ঃ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ (অর্থাৎ তারা যাদের মধ্যে অঙ্গীকার হয়েছে তা তোমাদের এবং তাদের পরস্পর শপথের মাধ্যমে হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, উভয় পাঠরীতি সর্বত্র প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। পাঠরীতি দু'রকম হলেও তার অর্থ এক, অর্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পার্থক্য হয় না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী اَيْمَانُكُمْ দ্বারা উভয়ে শপথের মাধ্যমে অঙ্গীকার করা বুঝায় পাঠরীতি عَقَدَتْ হোক বা عَاقَدَتْ হোক এর কোনটাতেই এ اَيْمَانُكُمْ এর সঠিক অর্থে কোন পরিবর্তন আনে না। যেমন, যারা عاقدت পাঠ করেছেন তাদের বক্তব্য হল ঃ শপথ বিশিষ্ট অঙ্গীকার উভয় পক্ষ ছাড়া হয়

না এবং আমাদের প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকারে তা অতি প্রয়োজন যা ايمانكم দ্বারা পূর্ণভাবে বুঝা যায় না ايمانكم দ্বারা শুধু একজনের প্রতি অপর জনের অঙ্গীকারকে বুঝায়। প্রতিশ্রুতি কসমের সিফাত বা গুণ, কিন্তু উভয়ের শপথকে বুঝায় না। এমন কি কেউ কেউ এ কথাও মনে করেন যে, عقدت ايمانكم -এ ব্যক্যটির মধ্যে যে فعل আছে, তার ضمير -সিফাতের দিকে প্রত্যাবর্তিত। ফলে উক্ত বাক্যের অর্থ হবে, যাদের জন্য তোমাদের অঙ্গীকার হয়েছে। এ অর্থে উভয় পক্ষের অঙ্গীকার বুঝায়।

আর عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এর অর্থ পরস্পর শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। তবে যদিও দু'রকম পাঠরীতি, কিন্তু উভয়ে অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। অনেক মিল আছে। যারা الف - ছাড়া عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -পাঠ করেছেন তাদের এ পাঠরীতি عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -পাঠরীতি হতে বিশুদ্ধ।

ব্যাখ্যাকারগণ আয়াতে উল্লেখিত النصيب -এ অর্থে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন وَاٰتُوْا نَصِيْبَهُمْ আল্লাহ্ পাক এখানে যে অংশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ। কেননা জাহিলী যুগের লোকেরা তখন একজন অপরজনকে অঙ্গীকারের মাধ্যমে পরস্পর উত্তরাধিকারী বানিয়ে নিত। ইসলামের আবির্ভাবের যে অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য একজন অপরজনকে অংশ দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদ্রূপ ইসলামের যুগেও যারা এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তাদেরকে তাদের সে অংশ প্রদান করার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারের আয়াত নাযিল হওয়ায় এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করে ঃ

৯২৬৬. ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا (এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাদেরকে তাদের অংশ দিবে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয় সর্বজ্ঞ।)– মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে যাদের মধ্যে কোন প্রকার বংশগত সম্বন্ধ ছিল না। এর ফলে তারা দু'জন একজন অপর জনের উত্তরাধিকারী হত। কিন্তু পরে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে গিয়েছে। وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ সর্ব বিষয় সম্যক অবগত (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)।

৯২৬৭. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। তৎকালে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকাবদ্ধ হত। এর ফলে এক জন অপরজনের উত্তরাধিকারী হয়ে যেত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এক গোলামের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি তাকে উত্তরাধিকারী করে নেন।

৯২৬৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে পরস্পর অঙ্গীকার করত, তাদের মধ্যে একজন মারা গেলে অপর জন তার উত্তরাধিকারী হবে। এরপর মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا -

(অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ইহ্সান করতে চাও, তবে তা করতে পার[১] (সূরা আহ্যাব ঃ ৬)।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন ঃ তবে তারা যদি তাদের সে সকল বন্ধু-বান্ধবের জন্য ওসীয়াত করে, যাদের সাথে তারা পরস্পর ওসীয়াতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে তবে সে ওসীয়াত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হতে প্রদান করা জায়েয এবং এরূপ প্রদান করা ইহ্সান সৌজন্যতার নিদর্শন।

৯২৬৯. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জাহিলী যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতো ঃ তারপর একজন অপরজনকে বলতো ঃ "আমার রক্ত তোমার রক্ত (অর্থাৎ কেউ যদি আমাকে হত্যা করে, তবে তুমি আমার খুনের বদলা নেবে) এবং আমার ক্ষতি যেন তোমার ক্ষতি। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে। আমি তোমার উত্তরাধিকারী হবো এবং তুমি আমার ভাল-মন্দের খবর নেবে। আমি তোমার ভাল-মন্দের খবর নেব।" এরপর প্রাথমিক অবস্থায় যখন ইসলামের প্রদীপ জ্বলে উঠল। তখনও এরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ দু'জনের মধ্যে কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করা হতো। তারপর মৃতের বাকী পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন করা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সূরা আনফালের ৭৫ আয়াত দ্বারা ঐ নিয়ম রহিত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ

৯২৭০. কাতাদা (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ মহান আল্লাহ্র এ

১. মুহাজিরগণ মদীনায় আগমনের পর আনসারদের সাথে তারা পরস্পর পরস্পরে মীরাছ লাভ করতেন। এতে তাদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকুক কি না থাকুক। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের আত্মীয়রা ইসলাম গ্রহণ করলে কুরআন মজীদে নির্ধারিত অংশ (সূরা নিসা ঃ ১১-১২) মুতাবিক মীরাছ বন্টন হয় এবং মীরাছ বন্টনের যে সাময়িক ব্যবস্থা ছিল, তা রহিত হয়ে যায়। (অনুবাদক)।

বাণী উদ্ধৃতি করে বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো। অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তারা একজন অপর জনকে বলতো ঃ "আমার রক্ত তোমার রক্ত, তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি হবো তোমার উত্তরাধিকারী, আর তুমি আমার ভাল-মন্দ ও বিপদাপদে খোঁজ-খবর নেবে। আমি তোমার ভাল-মন্দ ও বিপদাপদে খোঁজ-খবর নেবো।" যখন ইসলামের আগমন ঘটল, তখনও এ ধরনের কিছু লোক বেঁচে ছিল। যারা বেঁচে ছিল, তাদেরকে আদেশ করা হল, তারা যেন মৃত ব্যক্তির মীরাছ হতে তাদের অংশ নিয়মানুযায়ী প্রদান করে। সে অংশ ছিল এক ষষ্ঠাংশ। কিছুদিন পর ঐ হুকুম মহান আল্লাহ্র নিম্নে উল্লেখিত বাণী দ্বারা রহিত হয়ে যায়। وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ (এবং যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর বন্ধু)।

৯২৭১. হুমাম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি কাতাদা (র.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো এবং একজনকে বলতো ঃ আমার মান-ইজ্জত নষ্ট হওয়া মানে তোমার মান-ইজ্জত নষ্ট। আমার রক্ত তোমার রক্ত এবং তোমার রক্ত আমারই রক্ত। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং তোমার উত্তরাধিকারী আমি হব। আর আমার ভাল-মন্দ ও বিপদাপদের খবর তুমি নেবে এবং তোমার বিপদাপদের ও ভাল-মন্দের খবর আমি নেব। তারপর তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার সমস্ত পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া হত; তারপর বাকী ধন-সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের প্রাপ্য অংশ হারে বন্টন করে দেওয়া হতো। কিন্তু কিছু দিন পর উক্ত আয়াতের হুকুম সূরা আনফালের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন- وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللهِ এতে মৃতের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্তের বন্ধনে সম্পৃক্ত আত্মীয়দের জন্য হয়ে যায়।

৯২৭২. ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ এ অঙ্গীকার জাহিলী যুগে ছিল, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে বলতো ঃ তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তোমার উত্তরাধিকারী হবো, তুমি আমার সাহায্য করবে- আমি তোমার সাহায্য করবো।

৯২৭৩. উবায়দ ইব্ন সুলায়মান (র.) বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যেত এবং বলতো, আমি যদি মরে যাই, তবে আমার সন্তান আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির যা পাবে, তুমিও তা পাবে। কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

৯২৭৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে এক লোক আর এক লোকের সাথে মেলামেশা করে তার অনুসরণকারী হয়ে যেত।

এর পর যখন সে মারা যেত, তখন তার সমস্ত পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি তার বংশধর, যারা তাদের এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য উত্তরাধিকার হিসাবে হয়ে যেত, আর যে ব্যক্তি তার অনুকরণ ও অনুসরণকারী ছিল, তার জন্য কিছুই বাকী থাকত না, এ জন্য আল্লাহ্ পাক وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ আয়াতাংশ নাযিল করেন। এরপর আবার এ আয়াতের হুকুম রহিত করে وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللهِ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ বরং এ আয়াতটি সে সব মুহাজির ও আনসারদের শানে নাযিল হয়েছে যাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা এ ভ্রাতৃত্বের উপর একজন অপর জনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ নাযিল হয় তখন এর দ্বারা মুয়াখাতের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে উত্তরাধিকারের যে বিধান প্রদত্ত হয় তা রহিত হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৭৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারগণের সঙ্গে তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন, সে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুহাজিরগণ আনসাগণের বংশধরদের ন্যায় ওয়ারিস হতেন। কিন্তু وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তা রহিত হয়ে যায়।

৯২৭৬. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র পাকের বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিয়েছেন, তাঁদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। যদিও তাদের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়ে ছিলেন তখনই এ বিধানকার্যকর ছিল, যা এখন নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যারা শপথ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ এতে তাঁদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাঁরা যেন পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যতীত পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য, উপদেশ প্রদান করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৭৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন) তাদেরকে সাহায্য কর, উপদেশ দাও, উপকার কর, তাদের জন্য ওসীয়াত কর, কেননা তারা আর ওয়ারিস হবে না।

৯২৭৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগে শপথ করার প্রচলন ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন জ্ঞান-বুদ্ধি পরামর্শ দ্বারা তাদের সাহায্য করে। তখন উত্তরাধিকারের নিয়ম আর রয়নি।

৯২৭৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, তাদেরকে সাহায্য কর।

৯২৮০. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগে শপথের প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইসলামের আর্বিভাবের পর আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে সাহায্য কর। পরামর্শ দাও, তারা উত্তরাধিকার হবে না।

৯২৮১. ইব্ন জুবায়জ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর অবহিত করেছেন যে, তিনি মুজাহিদ (র.)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তিনি বলেন- عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থ হল, তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য কর।

৯২৮২. ইব্ন জুরায়জ বলেন, 'আতা (র.) আমাকে বলেছেন, এটি হল শপথ। তিনি আরও বলেন فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর অর্থ হল তাদেরকে বুদ্ধি পরামর্শ দাও, সাহায্য কর।

৯২৮৩. মুজাহিদ (র.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। তাদেরকে সাহায্য কর এবং বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে উপকৃত কর।

৯২৮৪. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯২৮৫. সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থ জাহিলিয়াতের যুগে যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার ছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করা রয়েছে।

৯২৮৬. ইকরামা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯২৮৭. আসবাত (র.) কর্তৃক সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আয়াতের মধ্যে عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থ শপথ করে অঙ্গীকার করা। যেমন- জাহিলী যুগে কোন লোক অন্য কোন দলের লোকদের নিকট আসলে তখন তারা সকলে মিলে সে লোকের সাথে অঙ্গীকার করতো যে, সে তাদের মধ্য হতেই একজন, এ বলে তারা সে লোককে সাহায্য করার আশ্বাস দিত। তারপর তাদের যখন কোন প্রয়োজন হতো, অথবা তাদের জন্য কোন যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতো, তখন সে তাদের হয়েই যুদ্ধ করতো। আর যখন তার কোন প্রয়োজন অথবা সে কোন সাহায্য চাইত, তখন তারা তাকে কোন সাহায্য করতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে আল্লাহ্ পাক অঙ্গীকারের বিষয়টি আরও কঠিন করে দিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ ইসলাম অঙ্গীকার ও শপথকে কঠিনই করে দিয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এ আয়াত সে সব লোক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা জাহিলী যুগে অন্য লোকের ছেলে সন্তানদেরকে নিজেদের ছেলে বানিয়ে নিত। ইসলাম আগমনের পর তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন মৃত্যুর সময় তাদের জন্য ওসীয়াত করে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২৮৮. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

(পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের অংশ দেবে।)

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র.) বলেছেন ঃ এ আয়াত সে সব লোক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা নিজেদের ছেলে সন্তান ব্যতীত অন্য লোকের ছেলে-সন্তানদেরকে নিজেদের ছেলে-সন্তান বানিয়ে নিতো এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করে যাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ তাদেরকে মৃত্যুর সময় তার সম্পত্তির কিছু অংশ ওসীয়াত করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারী বংশধর এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নির্ধারণ করে দেন। আর যারা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এবং পালক ছেলে হিসাবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়াকে আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য ওসীয়াতের অংশ দেওয়ার অনুমতি দেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে তাঁদের ব্যাখ্যাটি উত্তম যাঁরা বলেছেন ঃ যাদের সাথে তোমাদের পরস্পর অঙ্গীকার হয়েছে আর তারা পরস্পর শপথ গ্রহণকারী। এরূপ অঙ্গীকারের প্রথা ও নিয়ম সম্পর্কে আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেরই জানা আছে। তাদের মধ্যে কসম ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা অঙ্গীকার হতো। যারা পরস্পর উভয়ে অঙ্গীকার করেনি, তাদের কথা বাদ দিয়ে আল্লাহ্ ঐ সব ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে এবং মুহাজির ও আনসারের মধ্যে পরস্পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন তার বিবরণ ও সকলের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট, তাদের এ ভ্রাতৃবন্ধন তাদের পরস্পর অঙ্গীকারের ফলে ছিল না। অনুরূপ হল একজনের ছেলে সন্তানকে অন্য কোন লোক নিজ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে নেয়ার ঘটনা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এ উত্তম ব্যাখ্যা হল ঃ জাহিলী যুগে দু'জনে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হত। তারা সে অঙ্গীকার রক্ষা কল্পে

একজন অপরজনকে সৎ পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করত। তবে উত্তরাধিকারী করত না। এজন্যে হযরত রাসূল (সা.)-এর হাদীসে রয়েছে ইসলামে অঙ্গীকারবদ্ধ দ্বারা উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। জাহিলী যুগে যে অঙ্গীকারের প্রথা ছিল ইসলাম তাকে আরও কঠিন করে দিয়েছে।

৯২৮৯. ইকরামা কর্তৃক ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৯২৯০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলামে কোন অঙ্গীকার দ্বারা উত্তরাধিকারী হয় না। এরূপ জাহিলী যুগে হত। তবে ইসলামে অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে আরও কঠোরতা অবলম্বনের তাকীদ দিয়েছে।

৯২৯১. শু'বা ইব্‌ন তাওয়াম (র.) হতে বর্ণিত, কায়স ইব্‌ন আসিম হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হলফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করেছিলেন। রাসূল (সা.) বলেন ঃ ইসলামে হলফ দ্বারা উত্তাধিকারী হয় না। তবে জাহিলী যুগে তা পালন করা হত।

৯২৯২. কায়স ইব্‌ন আসিম হতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হলফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জবাবে বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে যে হলফ ছিল, তা আঁকড়িয়ে ধরে থাক। ইসলামে হলফ দ্বারা উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধান নেই।

৯২৯৩. হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ইসলামে হলফ দ্বারা উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান নেই। জাহিলী যুগে যে হলফ ছিল, ইসলাম তা মেনে চলার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছে।

৯২৯৪. আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণে বলেছেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। ইসলাম অঙ্গীকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোর বিধান ঘোষণা করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর হলফের মাধ্যমে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

৯২৯৫. জুবায়র ইব্‌ন মুত'আম (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলামে হলফের মাধ্যমে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা নিষেধ। জাহিলী যুগের হলফ ইসলামের আবির্ভাবের পর আরোও কঠিন হয়ে গেছে।

৯২৯৬. আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি সম্পদে সচ্ছল ও সুখী লোকদের অঙ্গীকার প্রত্যক্ষ করেছি। তখন আমি আমার চাচার মত যুবক ছিলাম। তখন আমার নিকট হলদে রং -এর উট অধিক প্রিয় ছিল। কিন্তু ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলামের আর্বিভাবের পর হলফ (অঙ্গীকার) রক্ষা করা আরোও কঠিন করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরোও ইসলামে হলফের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী

হওয়ার কোন বিধান নেই। বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরায়শ ও আনসারদেরকে একত্র করে তাদের মধ্যে এক অপূর্ব মৈত্রীভাব সৃষ্টি করে দেন।

৯২৯৭. 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র.) ও তাঁর পিতা-পিতামহ হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের বছর যখন মক্কা মকার্রমাতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি জন সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! জাহিলী যুগে অঙ্গীকারের যে প্রচলন ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের পর অঙ্গীকারের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

৯২৯৮. 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯২৯৯. আরো এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, ইমাম তাবারী (র.) বলেন ঃ আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে হাদীস উল্লেখ করেছি, তার আলোকে এবং যে আয়াতের হুকুম রহিত বা রহিত নয়, এ ব্যাপারে মতভেদ হয়। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতকে রহিত বলা সঠিক হবে না। কিন্তু কোন আয়াতের রহিত হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে তা মেনে নেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। সুতরাং আমি وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ আল্লাহ্‌র এ বাণীর যে ব্যাখ্যা করেছি তাই সঠিক। عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থ হলো উভয়ে পরস্পর হলফ করা। অতঃপর فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর অর্থ হলো। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ যাদের সাথে তোমাদের পরস্পরের অঙ্গীকার রয়েছে। সে অঙ্গীকার রক্ষা কর তথা- তাদেরকে সহায়তা উপদেশ ও পরামর্শ দাও। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীছে ইরশাদ (আদেশ) করেছেন। তা থেকে আমি কিছু সংখ্যক এখানে উল্লেখও করেছি। তাই আমি বলতে চাই যে, তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা আল্লাহ্‌র বাণী فاتوهم نصيبهم -এর ব্যাখ্যা نَصِيْبَهُم مِنَ الْمِيْرَاثِ করেছেন এবং বলেছেন, এ হুকুম কিছুদিন বলবৎ ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ দ্বারা তা রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন; যখন এ কথাই ঠিক, তখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহীত যে, উক্ত আয়াতের হুকুম যথাযথভাবে বহাল রয়েছে, রহিত হয়নি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا (নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের দ্রষ্টা)-এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, তাদেরকে সাহায্য উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা তাদের অংশ প্রদান কর। তোমরা যা কিছু কর এবং তোমাদের ক্রিয়া-কর্মের বাইরে যা কিছু আছে, সব কিছুর উপর মহান আল্লাহ্ প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর সব কিছুরই তিনি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করেন। এমন কি তোমাদের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের প্রতিদান তিনি তোমাদেরকে প্রদান করবেন। তোমাদের মধ্যে যে সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তি আমার নির্দেশ মেনে চলে এবং আমার আনুগত্য করে থাকে তার প্রতিদান পুণ্যময় অতি উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পাপ করে এবং আমার আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে তার প্রতিদান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ شَهِيْدًا -অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ পাক সব কিছুর উপর সর্বদ্রষ্টা।

(٣٤) اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○

৩৪. পুরুষ নারীর পরিচালক, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং যে সকল নেক্কার স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্র হিফাজত, তারা হিফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর। তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর? অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ (পুরুষগণ নারীগণের পরিচালক। এ জন্য যে আল্লাহ্ তাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষগণ তাদের ধন-সম্পদ (নারীদের জন্য) ব্যয় করে)। এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ - পুরুষ নারীদেরকে শিষ্টাচারিতা, চাল-চলন ও সদাচরণ শিক্ষা দেওয়ায় এবং আল্লাহ্র প্রতি নারীদের আনুগত্যে ও পুরুষদের (স্বামীর) প্রতি নারীদের যে কর্তব্য তা আদায়ের জন্য পুরুষগণ নারীগণের পরিচালক বা কর্তা। এরপর আল্লাহ্র বাণী ঃ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -এর অর্থ, পুরুষ নারীদেরকে বিয়ে করে, মহর প্রদান করায়। তাদের যাবতীয় খরচ বহন করায় এবং পুরুষের ধন-সম্পদ বিশেষভাবে তাদের খরচের জন্য যথেষ্ট হওয়ায় নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব। স্ত্রীর উপর পুরুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দান। সে জন্যই তারা নারীদের পরিচালক এবং তাদের (স্ত্রীদের) প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার যে সকল আদেশ-নিষেধ সে অনুযায়ী মেনে চলার জন্য নারীগণের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব খাটাতে হয়।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, অন্যান্য তাফসীরকারকগণও তা বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩০০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ নারীর মুখ্য নির্দেশ দাতা। মহান আল্লাহ্র আনুগত্য ও

পুরুষের তাবেদারী করার জন্য মহান আল্লাহ্ নারীদেরকে যা আদেশ করেছেন, তা মেনে চলার জন্য নির্দেশ দাতা হিসাবে পুরুষই প্রধান। আর নারী যেন পুরুষের পরিবারবর্গের সকলের সাথে সদাচরণ করে এবং পুরুষের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে তার ধন-সম্পদ ব্যয় ও কর্মকাণ্ডে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

৯৩০১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রীর উপর পুরুষের প্রধান্য রয়েছে। সে তাকে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য নির্দেশ করবে। যদি স্ত্রী তা মেনে না চলে, তবে স্বামীর উচিত তাকে প্রহার করা। তবে এমনভাবে প্রহার করবে না যাতে সে আহত হয়। স্বামী-স্ত্রীর জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং স্ত্রীর বিভিন্ন কাজ কর্মের দায়িত্ব পালন করে স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

৯৩০২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নারীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তাদেরকে শিষ্ঠাচার শিক্ষা দেবে।

৯৩০৩. ইব্ন মুবারক (র.) বলেন, আমি সুফ্ইয়ান (র.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরই নারীদের উপর প্রধান্য দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর গালে চপেটাঘাত করেছিল। এ বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করা হলে তিনি কিসাসের আদেশ দেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়।

৯৩০৪. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে। এরপর সে মহিলা হযরত নবী করীম (সা.)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করে। নবী (সা.)-এর আদেশে সে কিসাস গ্রহণের ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তা'আলা اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -এ আয়াত নাযিল করেন। আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সা.) তাকে ডেকে বলেন ঃ আমি চেয়েছিলাম একটি, মহান আল্লাহ্র মর্যী অন্য রকম।

৯৩০৫. কাতাদা (র.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে, তখন স্ত্রীলোকটি এ অভিযোগ নিয়ে নবী (সা.)-এর নিকট এসে হাযির হয়। এরপর কাতাদা (র.) পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৯৩০৬. কাতাদা (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে এরপর স্ত্রীলোকটি নবী (সা.)-এর দরবারে অভিযোগ করে। নবী (সা.) সিদ্ধান্ত দেয়ার ইচ্ছা করেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

৯৩০৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করেছিল; এরপর সে মহিলা তার স্বামী হতে প্রতিশোধ লওয়ার আশায় নবী (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়। মহানবী (সা.) তাদের মধ্যে কিসাস গ্রহণের ফায়সালা দেন; তখন এই দু'টি আয়াত নাযিল হয়।

১. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি তাড়াহুড়া করো না (২০ ঃ ১১৪)।

২. اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ পুরুষ নারীদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী, এ জন্য যে আল্লাহ্ তাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (৪ ঃ ৩৪)।

৯৩০৮. ইব্‌ন জুরায়জ (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করায় নবী (সা.) তার কিসাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত দিতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।

৯৩০৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ জনৈক আনসার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং সে স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে, এতে স্ত্রীকে তার আত্মীয়রা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে যায় এবং উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ পাঠ করে শুনান।

যুহরী (র.) বলতেন ঃ হত্যা ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে কিসাসের বিধান নেই।

৯৩১০. মু'আম্মার (র.) বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আঘাত করে অথবা আহত করে তবে সে জন্য কিসাসের অনুমতি নেই। কিন্তু যদি সীমা লংঘন করে স্ত্রীকে হত্যা করে তাহলে কিসাস হিসাবে স্বামীকে হত্যা করা হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ -এর ব্যাখ্যা হল ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে মহ্‌র দেয় এবং তার ব্যয় ভার বহন করে। যেমন বর্ণিত আছে।

৯৩১১. আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) কর্তৃক ইব্‌ন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাধান্য হলো এজন্যে যে, সে স্ত্রীর ব্যয় ভার বহন করে এবং তার বিভিন্ন কাজকর্মের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, আল্লাহ্ পাক পুরুষকে স্ত্রীর উপর প্রাধান্য দান করেছেন।

৯৩১২. দাহ্‌হাক (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৩১৩. ইব্‌নুল মুবারক (র.) বলেন, আমি সুফ্‌ইয়ান (র.)-কে বলতে শুনেছি, وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা স্ত্রীদের মহ্‌র প্রদান করায় (আল্লাহ্ পাক তাদেরকে নারীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন)

ইমাম জা'ফর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্‌র উক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় উপসংহারে বলেছেন ঃ নারীদের উপর পুরুষদের প্রাধান্য হলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ পাক পুরুষকে নারীদের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ পুরুষগণ তাদের খোরপোষের দায়িত্ব পালন করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ (অতএব, নেককার স্ত্রীগণ (তাদের স্বামীদের) অনুগত হয়, তারা স্বামীগণের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার সংরক্ষিত বিষয়ের আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ করে)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فالصالحات -অর্থ, যে সকল নারী দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত নেক আমল করে। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

৯৩১৪. আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র.) বলেন, আমি সুফ্‌ইয়ান (র.)-কে বলতে শুনেছি فَالصّٰلِحٰتُ -অর্থ তারা নেক আমল করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قٰنِتٰتٌ -অর্থ, সে সকল নারী যারা আল্লাহ্ এবং তাদের স্বামীর অনুগত। যেমন-

৯৩১৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قانتات -অর্থ, অনুগত নারীগণ।

৯৩১৬. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৩১৭. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক হাদীসে মুছান্না কর্তৃক অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৩১৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ قانتات -অনুগত নারীগণ।

৯৩১৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, قانتات -অর্থাৎ সে সকল নারী, যারা আল্লাহ্ পাক এবং তাদের স্বামীর প্রতি অনুগত।

৯৩২০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ اَلْقٰنِتٰتُ -অর্থ অনুগত নারীগণ।

৯৩২১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, اَلْقٰنِتٰتُ -সে সকল নারী যারা অনুগত।

৯৩২২. ইব্‌নুল মুবারক (র.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি সুফ্‌ইয়ান (রা.) হতে শুনেছি, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী قٰنِتٰتٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ قانتات -অর্থ- সে সকল নারী, যারা তাদের স্বামীর অনুগত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি القنوت -এর অর্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর অর্থ আনুগত্য। এ অর্থ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আমি প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি। পুনরায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ -এর অর্থ, সে সকল নারী, যারা তাদের স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেদের সতীত্ব স্বামীর ধন-সম্পদ এবং মহান আল্লাহ্‌র হক যা আদায় করা ও মেনে চলা তাদের উপর ওয়াজিব ইত্যাদি সংরক্ষণ করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯২২৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের নিকট যা আমানত রেখেছেন, তার এবং তাদের স্বামীর অবর্তমানে নিজেদের এবং তার ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে সে সকল নারী।

৯৩২৪. সুদ্দী র.) হতে বর্ণিত, তিনি حَفِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ এখানে সে নারীর কথা বলেছেন ঃ যে নারী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার স্বামীর ধন-সম্পদ এবং সতীত্ব ও প্রচ্ছন্ন বিষয়ে আল্লাহ্ যেভাবে সংরক্ষণ ও হিফাজত করার জন্য আদেশ করেছেন, সেভাবে সংরক্ষণ করে।

৯৩২৫. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ -এর অর্থ কি? তিনি বলেছেন এর অর্থ সে সকল নারী, যারা স্বামীদের আমানত সংরক্ষণ করে।

৯৩২৭. ইব্‌নুল মুবারক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফ্ইয়ান (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ -এর অর্থ, যে নারী তার স্বামীর (ধন-সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়) সংরক্ষণ করে।

৯৩২৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ যে নারীর প্রতি তুমি দৃষ্টি করলে সে তোমাকে আনন্দ দেয়, যখন তুমি তাকে কোন বিষয়ে আদেশ কর, তখন সে তোমার সে আদেশ পালন করে এবং যখন তুমি তার নিকট হতে অনুপস্থিত থাক, তখন সে নিজেকে এবং তোমার ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে, নারীদের মধ্যে সে নারী উত্তম। এটা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত। এ হাদীস, আমি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেছি, তা সঠিক বলে প্রমাণ করেন। আর এ আয়াতাংশের অর্থ হল এমন নারী যিনি আচার আচরণে ধর্মে নিষ্ঠাবতী, স্বামীর প্রতি অনুগত নারী এবং নিজের সতীত্ব ও তাঁর স্বামীর ধন-সম্পদের হিফাযতকারিণী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্‌র পাকের বাণী ঃ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -এর পাঠরীতির মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -এর পাঠ-রীতিতে اللّٰهُ -শব্দকে পেশযুক্ত (بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ) পাঠ করা হয়। এতে অর্থ দাঁড়ায় নারীগণ যখন সংরক্ষণের ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ্ পাকও তাদেরকে কার্যত করেন। যেমন বর্ণিত আছে।

৯৩২৯. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আতা' (র.)-কে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -এর মর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর তিনি বলেনঃ এর মানে আল্লাহ্ তাদেরক হিফাযত করেন।

৯৩৩০. ইব্‌নুল মুবারক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যায় সুফ্ইয়ান (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে নারী নিজের সতীত্ব রক্ষা করে, আল্লাহ্ পাকও তাকে হিফাযত করেন।

আবূ জা'ফর ইয়াযীদ ইব্‌ন কা'কা' আল-মাদানী بِمَا حَفِظَ اللّٰهَ -কে যবর দ্বারা পাঠ করেছেন। তাতে অর্থ হয়ঃ তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে ও আল্লাহ্‌র হিফাযতে থাকে। তাদের স্বামীর অবর্তমানে তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করেন। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলেঃ مَاحَفِظْتَ اللّٰهَ فِيْ كَذَا وَكَذَا -অর্থাৎ- তুমি তাঁকে ভ্রুক্ষেপ করনি এবং ভয় করনি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সর্বসম্মতি ক্রমে সর্বত্র প্রচলিত যে পাঠরীতি, তাই সঠিক। আবূ জা'ফর ইয়াযীদ ইব্‌ন কা'কা' আল-মাদানীর পাঠরীতি তা অন্য কেউ গ্রহণ করেনি। সুতরাং بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -এর اللّٰهُ -তে পেশ দিয়ে পাঠ করা আরবদের নিকট সঠিক। আর যবর দিয়ে পাঠ করা কেউ পসন্দ করেনি। কারণ প্রসিদ্ধ আরবী ভাষায় কথোপকথনে তা বহির্ভূত।

অতএব, অর্থ দাড়ায় ঃ সতী সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগতা, এবং সতীত্ব বজায় রাখে সদাচরণ কর এবং তাদের সংশোধন কর। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর পঠনরীতি অনুরূপ।

৯৩৩১. তালহা ইব্‌ন মাসরাফ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর পাঠরীতি উপস্থাপন হল ঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللّٰهُ فَاَصْلِحُوْا اِلَيْهِنَّ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ

৯৩৩২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন فَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ - তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর।

৯৩৩৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের সাথে সদাচরণ কর।

৯৩৩৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- যখন তারা এ গুণের অধিকারিণী তখন তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ (আর তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতার আশংকা কর তোমরা উপদেশ দান কর।)-এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে ঃ

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থঃ ঐ সকল নারী যাদের অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমরা অবহিত আছ। যেমন- কবি বলেছেন ঃ

وَلَا تَدْفِنَنِّىْ فِى الْفَلَاةِ فَاِنَّنِىْ * اَخَافُ اِذَا مَامِتُّ اَنْ لَا اَذُوْقُهَا

এখানে اَخَافُ - فَاِنَّنِىْ অর্থ - فَاِنَّنِىْ اَعْلَمُ। অন্য এক কবি বলেছেন

اَتَانِىْ كَلَامٌ عَنْ نُصَيْبٍ بِقَوْلِهٖ * وَمَاخِفْتُ ، يَاسَلَّامُ اَنَّكَ عَائِبِىْ

وما خفت- অর্থ- وماظننت ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে এক দল বলেছেন, এখানে الخوف -এর অর্থ এমন ভয়, যাতে ভরসা করা যায় না। তাঁরা এ অর্থেই বলেছেন ঃ যখন তোমরা তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাও, যাতে আশংকা হয় যে, তারা অবাধ্য হয়ে পড়ছে, অবৈধভাবে দৃষ্টি দেয়, আসা-যাওয়া করে এবং তাদের আচরণে তোমাদের সন্দেহ হয়। তখন তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বুঝাও। যদি তারা সে উপদেশ না মানে তবে তাদেরকে বিছানা বা শয্যা হতে পৃথক করে রাখ। যাঁরা এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব রয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ نُشُوْزَهُنَّ -এর অর্থঃ স্বামীদের উপর স্ত্রীদের প্রাধান্য বিস্তার বিদ্বেষবশত স্বামীকে এড়িয়ে চলার জন্য তার অবাধ্য হয়ে শয্যা ত্যাগ করা এবং যথাযথভাবে তার অনুগত না থাকা। النشور -এর আভিধানিক অর্থ উঁচু হওয়া (الارتفاع)। এ অর্থে উঁচু সে স্থানকে বলা হয়- نشار ও نشز । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন فَعِظُوْهُنَّ - তাদেরকে উপদেশ দাও ও ভয় প্রদর্শন কর। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য থাকা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এভাবে যারা আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ অমান্য করে, যে সকল নারী স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায়, তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দাও এবং তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় প্রদর্শন কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, উপরে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন।

যারা النشوز -এর অর্থ বিদ্বেষ ও স্বামীর অবাধ্য হওয়া অর্থ বলেছেন ঃ

৯৩৩৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالّٰتِى تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ نُشُوْزَهُنَّ অর্থ তাদের বিদ্বেষ।

৯৩৩৬. ইব্ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন। তুমি যে নারীর অবাধ্যতার আশংকা কর। তিনি আরও বলেন, النشوز -অর্থ স্বামীর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা।

৯৩৩৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে স্ত্রী-স্বামীর নাফরমানী করে। স্বামীকে গুরুত্ব দেয় না, এবং তার আদেশ মেনে চলে না।

৯৩৩৮. 'আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ النشوز -অর্থ, স্ত্রী-স্বামী হতে পৃথক থাকাকে পসন্দ করা। আর পুরুষও অনুরূপ পসন্দ করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, এ বিষয়ে অনুরূপ যারা বলেছেন।

৯৩৩৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন। এর অর্থ আল্লাহ্ পাকের কুরআন অনুযায়ী স্ত্রীদের উপদেশ দাও। তিনি আরো বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক স্বামীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন স্ত্রী অবাধ্য হয়ে যাবে তখন যেন সে তাকে উপদেশ প্রদান

করে আল্লাহ্র পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং স্বামীর প্রতি তার দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়।

৯৩৪০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রী যখন (অবাধ্যতাবশত) স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে তখন স্বামী তাকে বলবে ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তুমি তোমার বিছানায় ফিরে আস। এতে যদি সে তার স্বামীর অনুগত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা তার জন্য নেই।

৯৩৪১. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর অবাধ্য হয় তবে তাকে যৌক্তিক উপদেশ দিবে। তিনি আরো বলেন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে আদেশ দিবে আল্লাহ্কে ভয় ও তাঁর আনুগত্য করার জন্য।

৯৩৪২. মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারজী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামী যদি মনে করে বা দেখে যে তার স্ত্রী তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছ এবং ইচ্ছা অনুসারে আসা-যাওয়া করে, তা হলে স্বামী তাকে বলে দেবেঃ আমি তোমার চালচলনে এসব লক্ষ্য করছি, তুমি এগুলো বর্জন করে ঠিক পথে ফিরে এস। যদি সে ফিরে আসে এবং স্বামীর অনুগত হয় তবে তার বিরুদ্ধে স্বামীর কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি স্ত্রী অনুগত হতে অস্বীকার করে তবে স্বামী তার শয্যা পৃথক করে রাখবে।

৯৩৪৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীর বিছানা হতে সরে যায় তবে স্বামী তাকে বলবে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ফিরে এস।

৯৩৪৪. আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَعِظُوْهُنَّ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্র তা'আলার কালাম দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও।

৯৩৪৫. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ মৌখিক উপদেশ দিবে।

৯৩৪৬. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাদেরকে মৌখিক উপদেশ দাও।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ (তাদেরকে শয্যা স্থান থেকে দূরে রাখ)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের স্ত্রী যদি তোমাদের অবাধ্য হয় তবে তাদেরকে উপদেশ প্রদান কর। তোমাদের সাথে যেভাবে আচরণ করা তাদের কর্তব্য, যদি তা করতে তারা অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদেরকে শয্যা থেকে দূরে রাখ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৪৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِىْ الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ তাদেরকে (অবাধ্য স্ত্রীদেরকে) তোমরা উপদেশ প্রদান কর। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, (তবে তা উত্তম)। নতুবা তাদেরকে পৃথক করে রাখ।

৯৩৪৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন -এর তাৎপর্য পৃথক করে রাখা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একই শয্যায় থাকবে। কিন্তু স্বামী যেন তার সাথে কামাচারে প্রবৃত্ত হবে না।

৯৩৪৯. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- الهجر -অর্থ কামাচার বর্জন করা।

৯৩৫০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি تَخَافُوْنَ نُشُوْزَ هُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীর কর্তব্য হলো, অবাধ্য স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া। যদি স্ত্রী তার উপদেশ গ্রহণ না করে। তবে তাকে শয্যা হতে পৃথক করে রাখবে। সুদ্দী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে তার নিকট ঘুমাবে, তবে তার সাথে কথা বলবে না। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমার কিতাবেও অনুরূপে রয়েছে।

৯৩৫১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ স্বামী তার সাথে শয্যাবাস করবে, তবে তার সাথে কথা বলবে না, এবং তার দিকে ফিরবে না।

৯৩৫২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে তার সাথে কামাচারে প্রবৃত্ত হবে না।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ ঃ তারা তোমাদের শয্যা হতে পৃথক থাকাবস্থায় তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে যে পর্যন্ত না শয্যায় ফিরে আসে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৫৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তার সাথে কথা বলা বন্ধ করা যাবে না, তবে শয্যাবাসের সময় কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে।

৯৩৫৪. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন। তোমরা তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক রাখ যে পর্যন্ত তারা তারা স্বেচ্ছায় না আসে।

৯৩৫৫. অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তাদেরকে শয্যা পৃথক রাখ অর্থাৎ স্বামী থেকে স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোল না।

৯৩৫৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রীকে উপদেশ দান করবে, যদি সে তা গ্রহণ করে তবে তো খুবই ভাল, যদি উপদেশ গ্রহণ না করে তবে তাকে শয্যা হতে পৃথক করে রাখবে এবং তার সাথে কোন কথা বলবে না, তবে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। এটা তার জন্য খুব কঠিন বিষয়।

৯৩৫৭. ইকরামা হতে বর্ণিত, তিনি وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার সাথে কথা-বার্তা বলা বর্জন কর। তোমরা যা চাও তো গ্রহণ না করা পর্যন্ত শর্য্যায় তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৫৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে না।

৯৩৫৯. শা'বী (র.) বলেন, পৃথক করার তাৎপর্য হলো, তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে না তোলা।

৯৩৬০. আমির ও ইব্রাহীম উভয়ে বলেন, বিছানা থেকে পৃথক রাখার অর্থঃ তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে না তোলা।

৯৩৬১. ইবরাহীম ও শা'বী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল, যে পর্যন্ত স্বামী পসন্দ করে তাতে ফিরে না আসে সে পর্যন্ত তাকে শর্য্যা থেকে পৃথক করে রাখবে।

৯৩৬২. অপর সূত্রে ইবরাহীম ও শা'বী (র.) উভয়ে বলেন, তাকে শয্যা হতে পৃথক রাখবে।

৯৩৬৩. মাকসাম (র.) বলেন, স্ত্রীকে শয্যার থেকে পৃথক রাখবে সে যেন তার বিছানা নিকটবর্তী না হয়।

৯৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন কারযী (র.) বলেন, এর অর্থ ঃ স্ত্রীকে মৌখিক উপদেশ প্রদান করবে। এর ফলে যদি সে অনুগত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে স্বামীর কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। আর যদি সে অনুগত না হয়, তা হলে তার শয্যা পৃথক করে দেবে।

৯৩৬৫. হাসান ও কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি স্বামী-স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা করে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান করবে, আর যদি সে তার উপদেশ গ্রহণ করে, তা হলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। আর যদি উপদেশ গ্রহণ না করে তা হলে তার বিছানা পৃথক করে ফেলবে।

৯৩৬৬. কাতাদা (র.) বলেন, وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ - মহান আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থ, হে বনী আদম! তুমি প্রথমত তাকে উপদেশ দান কর, উপদেশ যদি না মানে তুমি তার শয্যা বর্জন কর।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর অর্থ "তাদেরকে তোমরা শয্যা ত্যাগ করতে বলো"।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৬৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "স্বামী তাকে মৌখিক পৃথক থাকতে বলবে এবং কঠিন ভাষা ব্যবহার করবে, তবে তার সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় রাখবে।

৯৩৬৮. ইকরামা বলেন, স্ত্রীকে পৃথক থাকতে বলবে এবং খুব কড়া কথা বলবে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বর্জন করবে না।

৯৩৬৯. আবূ দুহা (র.) বলেন, এর অর্থ "তাকে পৃথক থাকার কথা বলবে, তবে পৃথক করবে না। যে পর্যন্ত না স্বামীর মর্যীমত না চলে।"

৯৩৭০. হাসান (র.) বলেন, তাকে শয্যা হতে পৃথক করে রাখবে না। কথাবার্তা ও অন্যান্য বিষয় বন্ধ রাখবে।

৯৩৭১. সুফ্‌ইয়ান (র.) বলেন, এর অর্থ তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রাখবে। কিন্তু তাকে বলবে, "আস এবং কাজ কর" কথায় কঠোরতা থাকবে। যখন সে কথামত কাজ করবে, তখন তাকে ভালবাসার জন্য বাধ্য করবে না, কেননা, তার মন তার হাতে নেই।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আরবদের ভাষায় الهجر - শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. الهجر শব্দের এক অর্থ হল هجر الرجل كلام الرجل وحديثه-এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা ত্যাগ করা। তাই বলা হয় هجر فلان اهله يهجرها هجرًا وهجرانًا

২. দ্বিতীয় অর্থ অধিক কথা বলা, নিরর্থক কথা বারবার বলা। যেমন বলা হয় هجر فلان فى كلامه يهجرهجرًا লোকটি দীর্ঘ সময় শুধু বাজে কথা বলে।" আরবগণ এ রকমও বলে থাকেন وَمَازَالَت تِلْكَ هِجِيْرَاهُ اهجيرهُ সব সময় নিরর্থক কথা বলা তার স্বভাব হয়ে গেছে। যেমন কবি যূরুম্মাঁ বলেন ঃ

رمى فاخطأ والاقدار غالبة * فانصعن والويل هجيراه والحرب

এখানে هِجِّيْرَاهُ -শব্দটি হা-হুতাশ ও অনুতাপ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) الهجر -শব্দের তৃতীয় অর্থ ঃ মালিক যখন তার উটকে বেঁধে রাখে তখন বলা হয়।

الهجار -শব্দের এখানে অর্থ হল উটের কোমর এবং সামনের দুই পায়ের নীচের গিরা বাঁধার রশি। যেমন, কবি ইমরুল কায়স উক্ত অর্থে الهِجَار -শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন-

رأت هلكا بنجاف الغبيط * فكادت تجد لذلك الهجارا

যে কথা রুক্ষ এবং দুঃখ লাগার মত, তাই الاهجار। যেমন, বলা হয়, اهجرفلان فى منطقه আর الهُجْرُ (অশ্লীল কথা) যেমন বলা হয়, يُهْجِر إهجارًا وهُجرًا - । আরবী ভাষায় الهَجرُ -শব্দটি উক্ত তিন অর্থের যে কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অপর দিকে স্ত্রীর পক্ষ থেকেও তার অবাধ্যতার আশংকা বিদ্যমান, এমতাবস্থায় সে স্ত্রীর স্বামীর উপর কর্তব্য হল, যে তার স্ত্রীকে উপদেশ দান করবে যাতে সে তার স্বামীর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যায় আসার জন্য ডাকলে সে ডাকে তখন সাড়া দেয়। এরপরও যদি সে স্ত্রী অনুগত না হয় এবং তা হলে স্বামী কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে পারবে। কাজেই, যারা মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর অর্থ واهجروا جماعهن (দাম্পত্য সম্পর্ক ত্যাগ কর) বলেছেন, তাদের সে অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু এ অর্থও যখন গ্রহণযোগ্য নয়, তখন وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ -এর অর্থ হবে তারা তোমাদের শয্যা ত্যাগের কারণে তোমরা তাদের সাথে কথা বলা বর্জন কর। কিন্তু এ অর্থ বা ব্যাখ্যা সমর্থন করাব কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা, মহান আল্লাহ্ অন্যের সাথে কথাবার্তার ব্যাপারে তাঁর নবী (সা.)-এর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা বৈধ না। তারপর যদি তা বৈধ হতো তা হলে স্ত্রীর সাথেও কথা বন্ধ রাখা বৈধ হতো, কেননা, স্ত্রী যখন তার স্বামী থেকে দূরে সরে থাকে এবং তার অবাধ্য হয়ে যায়, তখন স্বামীর উচিত যেন তার সাথে কথা না বলে, তাকে না দেখে এবং স্ত্রীও যেন তাকে না দেখে। স্ত্রী যখন দুর্বিনীত, অবাধ্য, তখন তাকে শয্যা ত্যাগ বর্জন দাম্পত্য সম্পর্ক নির্দেশ কিভাবে দেওয়া যেতে পারে? অথচ স্বামী উপদেশ দেওয়ার পর সে যখন তাকে তার শয্যায় আসবার জন্য ডাকবে তখন যদি সে না আসে এবং স্বামীর আনুগত্য স্বীকার না করে, অবাধ্যই থেকে যায় তবে তাকে মারধর (প্রহার) করার জন্য স্বামীর প্রতি নির্দেশ রয়েছে। অথবা واهجروا فى قولكم لهن অর্থাৎ উপরোল্লেখিত দু'টি অর্থ যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে অর্থ হবে তোমরা তাদের সাথে কড়া ভাষায় কথা বলবে, যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে অবাধ্য স্ত্রীদের নামে ইঙ্গিত করতে الهجر। শব্দ প্রয়োগের কোন পথই থাকে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণীর মর্ম হলো, যে সকল নারীর আচরণে তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর; তারা তোমাদের প্রতি যে অবাধ্যতাসুলভ আচরণ করছে তজ্জন্য তাদেরকে তোমরা প্রথমত মৌখিক উপদেশ প্রদান কর, যদি তারা তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করে তা হলে তাদেরকে শাস্তিমূলক আর কোন কিছু করা বা কিছু বলা তোমাদের প্রয়োজন নেই। আর তারা যদি তাদের অবাধ্যতা হতে তোমাদের আনুগত্যে ফিরে না আসে, তবে তাদের শয্যায় তাদেরকে তোমরা শক্তভাবে বেঁধে রাখ। তারা যে ঘরে শয়ন করে সে ঘরের মধ্যে তাদেরকে গৃহবন্দীরূপে আবদ্ধ করে রাখ এবং তাদের স্বামীও সেখানে যে শয্যায় রাত্রি যাপন করে। যেমন বর্ণিত রয়েছে।

৯৩৭২. হাকীম ইব্ন মু'আবিয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার নবী (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ আমাদের প্রত্যেকের উপর স্ত্রীর কি হক আছে? তিনি ইরশাদ করেন ঃ তাকে আহার্য দেবে এবং তাকে পরিধানের বস্ত্র দেবে। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, খারাপ কথা বলবে না এবং নিজের ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও পৃথক করে রাখবে না।

৯৩৭৩. হাকীম ইব্ন মু'আবিয়া (র.) তাঁর পিতা মু'আবিয়া (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৩৭৪. বাহায ইব্ন হাকীম (র.) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেন ঃ আমি আরয করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি এবং আর কি পারি না? রাসূল (সা.) বললেন ঃ সে তোমার ফসলের ক্ষেত। তাই তোমার ফসলের ক্ষেতে যেভাবে তোমার ইচ্ছা হয় সেভাবে আসতে পার। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না। খারাপ কথা করবে না এবং নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও পৃথক করে রাখবে না। তুমি যা খাবে, তাকেও তুমি তা খাওয়াবে, তুমি যেমন পরিধান করবে; তাকেও তা পরিধান করাবে কেননা তোমরা বৈধভাবেই মিলিত হয়েছ।

ইমাম আবূ জা'ফরী তাবারী (র.) বলেন, আমি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেছি, কিছুসংখ্যক ব্যাখ্যাকারও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৭৫. হাসান (র.) বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হলে তাকে মৌখিকভাবে উপদেশ দেওয়া উচিৎ। যদি সে উপদেশ গ্রহণ করে, তবে তাই উত্তম। অন্যথায় তাকে মৃদু প্রহার করবে, যাতে সে আহত না হয়। আর যদি সে ফিরে আসে তবে তাই উত্তম। আর তা না হয়, তবে স্বামীর জন্য বৈধ হবে, তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা।

৯৩৭৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ - (তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক করে রাখো এবং হালকা প্রহার করো)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরূপ করবে, অর্থাৎ তাকে প্রহার করবে, যেন সে শয্যায় অনুগত হয়। যখন সে শয্যায় অনুগত হলো, তখন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ থাকবে না।

৯৩৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বশর (র.) বলেন, তিনি ইকরামা (রা.) বলতে, শুনেছেন, এর অর্থ হলো, স্বামী স্ত্রীকে এরূপ মৃদু প্রহার করবে, যাতে আহত না হয়। তিনি আরও বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন যদি তারা তোমাদের সদুপদেশের পরেও অবাধ্য হয়, তা হলে তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করতে পারবে, যাতে আহত না হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি যে সকল ব্যাখ্যাকারের কথা উল্লেখ করেছি, তারা প্রহার ব্যতীত পৃথক রাখার উপর গুরুত্ব দেননি। কারণ ইকরামা (রা.) মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তার মর্ম হলো, স্ত্রীদেরকে সদুপদেশ দেওয়ার পরও যদি তারা স্বামীর অবাধ্য হয় তাহলে, তাদেরকে প্রহার করার জন্য তিনি অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীসে তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক রাখার ব্যাপারে কোন নির্দেশ নেই। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আরো বলেন, যদি কোন লোক মনে করে যে, মহানবী (সা.) হতে ইকরামা (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর আমি আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছি, তা তার অনুরূপ নয়। তবে এমতাবস্থায় এ কথা বলা ঠিক হবে যে, স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়ার পরও যদি সে তার স্বামীর অবাধ্য থেকে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে তার সে স্ত্রীকে শয্যা হতে পৃথক করে রাখার জন্য মহানবী (সা.) কিছু বলেন নি। বরং শয্যা হতে তাকে পৃথক করার পূর্বে প্রহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী (এবং তাদেরকে প্রহার কর)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ স্ত্রীদের অবাধ্যতায় তোমরা তাদের উপদেশ প্রদান কর। যদি তারা করণীয় কাজের দিকে ফিরে না আসে তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর, তাদেরকে গৃহে রাখ এবং মৃদু প্রহার কর যাতে তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তোমাদের ব্যাপারে তাদের করণীয় কর্তব্যে ফিরে আসে। স্বামী অবাধ্য স্ত্রীকে কতটুকু প্রহার করবে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারকগণ বলেছেন যে স্ত্রী মৃদু প্রহার করবে, তবে আহত করবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৭৮. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) বলেন وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর অর্থ হল এমন প্রহার, যাতে আহত না হয়।

৯৩৭৯. ইব্ন জুবায়র (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৯৩৮০. শা'বী (র.) বলেন, এমনভাবে প্রহার করবে, যাতে আহত না হয়।

৯৩৮১. ইব্ন আব্বাস (রা.) وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রহার করবে তবে আহত করবে না।

৯৩৮২. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি তাকে শয্যা থেকে পৃথক করে রাখ, যদি সে উপদেশ গ্রহণ করে তবে তা উত্তম। আর যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে তাকে মৃদু প্রহার করার অনুমতি দিয়েছেন যাতে সে আহত না হয় এবং তার কোন হাঁড় না ভাংগে। এতে যদি তোমার অনুগত হয় তবে তা উত্তম। অন্যথায় তোমার জন্য বৈধ আছে যে তুমি তাকে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে।

৯৩৮৩. ইমাম কাতাদা (র.) وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীকে প্রহার করবে, কিন্তু আহত করবে না।

৯৩৮৪. অপর এক সনদে 'আতা' (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৯৩৮৫. কাতাদা (র.) وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ তুমি তাকে শয্যা হতে পৃথক রাখ, এতেও যদি সে তোমার প্রতি আনুগত্য না হয় তবে আহত না করে মৃদু প্রহার কর।

৯৩৮৬. 'আতা (র.) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এমন কি দিয়ে প্রহার করা যাবে, যাতে আহত না হয়? জবাবে তিনি বললেন, মিসওয়াক বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা তাকে প্রহার করবে।

৯৩৮৭. 'আতা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৩৮৮. 'আতা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, এমনভাবে মার, যাতে আহত না হয়। তিনি বলেন ঃ মিসওয়াক বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা প্রহার করবে।

৯৩৮৯. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা নারীদেরকে শুধু শয্যা হতে পৃথক করবে। এবং তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করবে, যাতে দেহে কোন দাগ না পড়ে।

৯৩৯০. জাবির (রা.) বলেছেন, 'আতা' (র.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে তোমরা এমনভাবে প্রহার কর যাতে কোন ক্ষতি না হয়।

৯৩৯১. ইকরামা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৩৯২. সুদ্দী (র.) وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَاضْرِبُوْهُنَّ -এর স্বামী অবাধ্য স্ত্রীকে শয্যা হতে পৃথক রাখার পর যদি সে অনুগত হয় উত্তম। তাকে অন্যথায় মৃদু প্রহার করবে। যেন আহত না হয়।

৯৩৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (রা.) বলেন, যে পর্যন্ত সে অনুগত না হয় তবে তাকে শয্যা হতে পৃথক রাখবে, এরপরও যদি সে অবাধ্য থাকে মৃদু প্রহার করবে, তবে আহত করবে না।

৯৩৯৪. হাসান হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৩৯৫. হাসান (র.) বলেন, মৃদু প্রহার করবে, তবে আহত করবে না এবং কোন চিহ্ন থাকবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ فَاِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا (যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তা হলে তাদের জন্য কোনরূপ বাহানা খোঁজ করো না)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতাংশে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ হে লোক সকল! তোমরা যে সকল

নারীর অবাধ্যতার আশংকা কর তোমাদের উপদেশে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তোমরা তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক করো না। কিন্তু যদি তারা তোমাদের উপদেশ পাওয়ার পরও তোমাদের অনুগত না হয়, তা হলে তাদেরকে শয্যা পৃথক করে রাখ এবং তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের যা কর্তব্য তা পালন করে, তবে তাদেরকে আর কোন কষ্ট ও শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনরূপ বাহানা খোঁজ করো না। তাদেরকে শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট দেওয়ার জন্য এমন কোন উপায় গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না। তা হলো যেমন এভাবে বলা ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ তার অনুগত স্ত্রীকে বলে, "তুমি তো আমাকে ভালবাস না, বরং তুমি আমার প্রতি নারায।" এ কথার উপর তাকে প্রহার করা অথবা তাকে কষ্ট দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা সে জন্য পুরুষদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন; তাঁরা তোমাদের অনুগত হলে অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির কারণে তাদের উপর পাগলামী করো না এবং তোমাদেরকে ভালবাসবার জন্য তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে না কারণ, তা তাদের হাতে নয়, যে জন্য তাদেরকে তোমরা প্রহার করবে অথবা কষ্ট দেবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَا تَبْغُوْا - অর্থ তোমরা অনুসন্ধান করো না। যেমন, কেউ বলে থাকে "আমি নিখোঁজ ব্যক্তির অনুসন্ধান করছি।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আমি যা বলছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৩৯৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যখন সে তোমার অনুগত হবে, তখন কোন বাহানা খোঁজ করে তার উপর পাগলামী করবে না।

৯৩৯৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যখন সে স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে তাকে মেনে চলবে এবং তার শয্যায় শয়ন করবে, তখন তাকে আর কোন শাস্তি বা কষ্ট দেওয়ার কূটকৌশল যেন না করে।

৯৩৯৮. ইব্ন জুবায়জ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -এর অর্থে বলেছেন, কোন ওজর ও বাহানা খোঁজ করবে না।

৯৩৯৯. একই সনদে সাওরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاِنْ أَطَعْنَكُمْ -এর অর্থে বলেছেন, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থেকেও তার শয্যায় আসে, তবে তার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

৯৪০০. সুফ্ইয়ান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ যখন স্ত্রী স্বামীর অনুগত হয়, ভালবাসবার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, তার দিল তার হাতের মধ্যে নয়।

৯৪০১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ স্ত্রীর আনুগত্য হলো, স্বামীর শয্যায় আসা, কেননা, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন- فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا

৯৪০২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যদি সে তোমার অনুগত হয়, তবে তুমি তার বিরুদ্ধে আর কোন বাহানা খোঁজ করো না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমুন্নত মহীয়ান)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর সমুন্নত। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্ত্রীদের প্রতি যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, তা আদায় করার জন্য যখন তারা তোমাদের অনুগত হয়, তখন তাদের উপর তোমাদের ক্ষমতার কর্তৃত্ব থাকায় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে শাস্তি ও কষ্ট দেওয়ার জন্য কোন ছিদ্রান্বেক্ষণ করো না। মহীয়ান আল্লাহ্ তোমাদের চেয়ে এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তার চেয়ে সমুন্নত। স্ত্রীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তিনি তোমাদের সবার উপর শ্রেষ্ঠতম। তোমরা সকলে তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে যখন তারা তোমাদের আনুগত্যে থাকে তখন তোমরা তাদের প্রতি যে কোন অন্যায় আচরণে এবং তাদের উপর কোন প্রকার শাস্তি ও কষ্ট দেওয়ার বাহানা খোঁজ করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর।

(৩৫) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

৩৫. আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে আশংকা কর, তা হলে তোমরা স্বামীর পক্ষ হতে একজন বিচারক আর স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন বিচারক নিযুক্ত কর। যদি বিচারকদ্বয় সংশোধন করতে চায়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মুহাব্বাতের তওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা যদি তাদের উভয়ের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কিছু জান। যেমন, তাদের আচরণে এমন কিছু হওয়া যা অপর জনের নিকট তার অপসন্দনীয় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে। অবাধ্যতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য যে কর্তব্য আরোপিত হয়েছে, তা পালন না করা। আর স্বামীর প্রতি যে দায়িত্ব ছিল, তাকে সঠিক ভাবে রাখা অথবা ইহসানের সংগে বিদায় করার যে কর্তব্য পালন না করা।

৯৪০৩. সুদ্দী (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ স্বামী যদি স্ত্রীকে প্রহার করে, তবুও সে (স্ত্রী) আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এ আয়াত দ্বারা কার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে; সালিশ প্রেরণ করার জন্য কে আদিষ্ট ? তা নিয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে একাধিক মত আছে ঃ

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন ঃ এ আদেশ দ্বারা শাসক আদিষ্ট, যার নিকট উক্ত ঘটনা পেশ করা হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪০৪. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) বলেন; স্ত্রীকে স্বামী উপদেশ দিবে। তাতে যদি সে বাধ্যগত না হয়, তবে তাকে শয্যা হতে পৃথক করে রাখবে। তাতেও যদি সে অনুগত না হয়, তবে তাকে মৃদু প্রহার করবে। এরপরও যদি সে অনুগত না হয়, তা হলে আদালতের আশ্রয় নিবে। বিচারক স্বামীর পরিবার হতে এক জন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ প্রেরণ করবে, তারা দু'জন সে স্বামী ও স্ত্রীর নিকট যাবে। স্ত্রীর সালিশ স্বামীর কাছে এবং স্বামীর সালিশ স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবেঃ সে তার সাথে এরূপ আচরণ করবে এবং যে স্বামীর পক্ষের সালিশ স্ত্রীকে বলবে সে যেন তার সাথে এরূপ আচরণ করে। এতে যে অন্যায় আচরণকারী হিসাবে প্রমাণিত হবে তাকে হাকীমের নিকট নিয়ে যাবে এবং তার সম্মুখে হাযির করবে। স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় তবে খোলা তালাকের নির্দেশ দেবেন।

৯৪০৫. দাহহাক (র.) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তথা বিষয়টি আদালতে পেশ করবে। বরং অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তাতে পুরুষ ও নারী উভয়ে আদিষ্ট ঃ

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪০৬. ইমাম সুদ্দী (র.) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাকে প্রহার করার পর যদি সে অনুগত হয়, তবে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন কারণ থাকবে না। যদি অনুগত না হয় এবং বিরোধিতা করে, তবে সে স্বামী নিজ পরিবার হতে একজনকে সালিশ হিসাবে পাঠাবে এবং সে স্ত্রীও তার পরিবার হতে এক জনকে সালিশ হিসাবে পাঠাবে। ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (র.) বলেছেন ঃ কি জন্য দু'জন সালিশকে পাঠাবে, কি বিষয়ে উভয় সালিশ তাদের দু'জনের মধ্যে হুকুম দেবেন এবং তাদের দু'জনের মধ্যে মীমাংসার জন্য কিভাবে দু'জনকে পাঠাবে? এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন ঃ স্বামী স্ত্রী উভয়ে দু'জন সালিশ ঠিক করে তাদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তা পরোক্ষ ও প্রত্যোক্ষভাবে যাচাই করে দেখার জন্য পাঠাবে, তারা কোন বিষয়ে

কোন কাজ করবে না বরং তাদের উপর যা ন্যস্ত করা হয়, সেটাই করবে অথবা তারা দু'জনের প্রত্যেকে যাকে যে জন্য সালিশ বানাবে সে তা করবে; পুরুষ ও নারী উভয়কে যে বিষয়ের জন্য নিয়োগ করা বৈধ তাদেরকে সে বিষয়ে নিয়োগ করার পর যার যে কাজ তা করবে; অথবা তাদের দু'জনের প্রত্যেককে যে বিষয়ে নিয়োগ করা হয় সে বিষয়ে ওকালতী করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪০৭. উবায়াদা (র.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায়, তারা হয়রত আলী (রা.)-এর নিকট অনেক লোক নিয়ে হাযির হয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে উদ্ভুত পরিস্থিতি জানায়। তাদের অভিযোগ শোনার পর, হযরত আলী (রা.) তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা স্বামীর পরিবার হতে এক জন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে এক জন সালিশ পাঠাও। সালিশদ্বয় তাঁর নিকট আসার পর তিনি তাদেরকে বলেন ঃ তোমাদের উপর কি দায়িত্ব তা কি তোমরা জান? তোমাদের উভয়ের কর্তব্য হল ঃ তোমরা যদি তাদের উভয়ের মধ্যে মিল মিশ করতে পারবে মনে কর, তবে তাদের উভয়কে মিলিয়ে দেবে; আর যদি দেখ যে, তারা বিচ্ছেদই হয়ে যাবে, তবে তাদের উভয়ের এক জনকে অপর জন হতে বিচ্ছেদ করে দেবে। তার পর স্ত্রী বলল ঃ মহান আল্লাহ্র কিতাব (আইন) অনুযায়ী আমার পক্ষে এবং আমার বিপক্ষে যে বিচার হবে, তাতে আমি রাযি আছি। (স্বামী) বলল ঃ আমি বিচ্ছেদ চাই না। স্বামীর এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বলেনঃ মহান আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যে, তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি মত পাল্টাবে না যে পর্যন্ত না তোমার স্ত্রী মত পাল্টায়।

৯৪০৮. মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী হযরত আলী (রা.)-এর নিকট আসে, তাদের উভয়ের সাথে অনেক লোক ছিল। হযরত আলী (রা.) তাদের উভয়কে আদেশ করেন; তাদের উভয়ের পরিবার হতে যেন একজন করে সালিশ প্রেরণ করেন, তারপর তারা দু'জনে তথ্যানুসন্ধান করে দেখবে, সালিশদ্বয় তাঁর সম্মুখে আসার পর আলী (রা.) তাদের উভয়কে বলেনঃ তোমাদের কি কর্তব্য তা কি তোমরা জান? তিনি তাদেরকে বলে দেন। তোমাদের উভয়ের কাজ হলঃ তোমরা যদি দেখ যে, তারা বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তবে তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেবে, আর যদি দেখ যে, তারা উভয়ে একত্র থাকবে অর্থাৎ মিলে যাবে, তবে তাদের উভয়কে মিলায়ে দেবে। হিশাম তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ঃ তারপর স্ত্রী লোকটি বললঃ আল্লাহ্র কিতাবে আমার পক্ষে বিপক্ষে যা আছে আমি তা মেনে নিতে রাযী আছি। তারপর স্বামী বলল ঃ বিচ্ছেদ! না আমি বিচ্ছেদ চাই না! তার এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ আমি মহান আল্লাহ্র শপথ করে বলছি ঃ তুমি মিথ্যে বলেছ। বরং সে যে ভাবে অঙ্গীকার করে রাযী হয়েছে তুমিও সেভাবে রাযী হয়ে যাও। কিন্তু ইব্ন আওন তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ঃ [হযরত আলী (রা.) বলেছেন] আল্লাহ্র শপথ! তুমি মিথ্যে বলেছ। সে যেভাবে রাযী হয়েছে, তুমিও সেভাবে রাযী না হলে এখান থেকে সরে যেতে পারবে না।

৯৪০৯. ইব্ন সীরীন (র.) কর্তৃক উবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-এর নিকট তখন উপস্থিত ছিলাম। এ কথা বলে তিনি হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯৪১০. সুদ্দী (র.) বলেন, স্ত্রীকে শয্যা হতে পৃথক রাখার পর এবং প্রহার করার পর সে যদি অনুগত না হয়, তা হলে যেন সে তার পরিবার হতে একজন সালিশ পাঠায় এবং স্ত্রীও যেন তার পরিবার হতে একজন সালিশ পাঠায়। স্ত্রী তার সালিশকে বলে দেবে "আমি আপনাকে আমার ব্যাপারে অভিভাবক নিযুক্ত করলাম, আপনি যদি আমাকে তার আনুগত্যে ফিরে যেতে আদেশ করেন, তা'হলে আমি তাতে ফিরে যাব, আর আপনি যদি আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেন, তা হলে আমরা বিচ্ছেদ হয়ে যাব" এবং তুমি তাকে তার সে স্ত্রী সম্পর্কে অবহিত করবে সে কি খোরপোষ চায় না এবং তাকে আদেশ করবে সে যেন তার থেকে খোরপোষ উঠিয়ে নেয় এবং ফিরে যায়। অথবা তাকে অবহিত করবে যে, স্ত্রী তালাক চায় না। আর স্বামীও তার বংশ হতে যেন একজন সালিশকে তার অভিভাবক বানিয়ে পাঠায়। তাকে অবহিত করবে এবং তার প্রয়োজনের কথা বলবে; সে তাকে যদি চায়, তবে সে কথা বলে দিবে অথবা সে তাকে তালাক দিতে চায় না এ কথা বলে দেবে। সে যা চায় তা প্রদান করবে বরং খোরপোষ অতিরিক্ত দিবে। নতুবা, তাকে (সালিশ) বলে দেবে ঃ আমার পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্যে যা আছে আপনি নিয়ে নিবেন এবং তাকে বিচ্ছেদ করে দিবেন। তাকে অভিভাবক বানিয়ে দিবে তার বিষয়ে, সে যদি বিচ্ছেদ চায় তবে তালাক দিয়ে দিবে এবং যদি ইচ্ছা করে তবে তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে। এরপর উভয় সালিশ তাদের দু'জনকে একত্র করবে এবং তাদের দু'জনের প্রত্যেককে জানিয়ে দিবে সে তার সাথীর জন্য যা চায় এবং তারা দু'জনের প্রত্যেক যা চায় তজ্জন্য চেষ্টা করবে; উভয় সালিশ যে কোন বিষয়ে একমত হতে পারবে। একমত হওয়া জায়েয আছে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। চাই তারা এক মত হয়ে তাদের উভয়ের প্রতি তালাকের আদেশ প্রদান করুক, অথবা তালাক হতে বিরত রাখুক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীতে একথাই বলেছেন ঃ فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا (অর্থাৎ তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। এ দু'ব্যক্তি যদি সংশোধন ও নিষ্পত্তি করতে চায় তা হলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন) মহান আল্লাহ্র এ বাণীর প্রেক্ষিতে যদি স্ত্রী সালিশ নিযুক্ত করে পাঠায় আর স্বামী পাঠাতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সালিশ না পাঠাবে, সে পর্যন্ত যেন সে তার নিকটবর্তী না হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, প্রশাসনের পক্ষ হতে সালিশদ্বয় প্রেরিত হবে। এজন্য পাঠাবে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে জালিম এবং কে মজলুম তা নির্ণয় করবে। যাতে তাদের দু'জনের মধ্যে প্রত্যেককে তার সঙ্গীর যা কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করতে পারে তাদের মধ্যে যাতে বিচ্ছেদ না হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪১১. হাসান (র.) ও কাতাদা (র.) তাঁরা উভয়ে বলেছেন, সালিশদ্বয়কে এ জন্য পাঠাতে হবে, যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংশোধন ও নিষ্পত্তি করে দেয় এবং যে অন্যায়কারী তার অন্যায়ের উপর সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু বিচ্ছেদ করে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা দু'জন এর অধিকারী নয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এর এই হলো যথার্থ ব্যাখ্যা।

৯৪১২. কাতাদা (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে সংশোধন ও নিষ্পত্তির জন্য দু'জন সালিশ পাঠাতে হবে, তারা দু'জন মীমাংসা করতে যদি অপরারগ হয়, তবে অন্যায়কারীর উপর তার অন্যায়ের সাক্ষ্য দেবে। বিচ্ছেদ ঘটাবার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা তার অধিকারীও নয়।

৯৪১৩. কায়স ইব্ন সা'দ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, স্বামীর পরিবার হতে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, উভয় সালিশ যে বিষয়ে হুকুম করবে, তা জায়েয হবে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا -স্বামীর ব্যাপারে শুধু পুরুষ সালিশের হুকুম এবং স্ত্রীর ব্যাপারে শুধু মহিলা সালিশ হবে। তাদের উভয়ের প্রত্যেকে অপর জনকে বলবে; তোমার অন্তরে যা আছে, তা আমাকে সত্য বলবে। যখন তারা দু'জনের প্রত্যেকে এক জন অপর জনকে তাদের মনের কথা বলবে তখন উভয় সালিশ একত্র হয়ে যাবে এবং পরস্পরে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে "তুমি অবশ্যই সত্য বলবে যা তোমার সাথী তোমাকে বলেছে, এবং আমার সঙ্গী আমাকে যা বলেছে তা আমিও সত্য বলবো" এরূপ অঙ্গীকার তখনি হবে, যখন তারা মীমাংসার ইচ্ছা করবে। আর আল্লাহ্ পাকও তাদের দু'জনের মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন। তাদের অঙ্গীকারের মাধ্যমে পরস্পর জানাজানির এমন পর্যায়ে পৌঁছেবে যে, সালিশকে তা তারা বুঝতে পারবে। সুতরাং উভয় সালিশ সে সময় জানতে পারবে; তারা দু'জনের মধ্যে কে অত্যাচারী এবং কে বাধ্যগত নয়। তারপর তারা (সালিশদ্বয়) এ অবস্থায় উপনীত হয়ে তার উপর হুকুম দেবে। যদি স্ত্রী হয়, তা হলে তারা বলবেঃ তুমি অন্যায়-কারিণী, অপরাধিণী। তাই তোমার জন্য খোরপোষের ব্যবস্থা থাকবে না। যে পর্যন্ত তুমি সত্য ও ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তন না কর এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত না হও। আর যদি স্বামী অত্যাচারী হয়, তখন উভয় সালিশ তাকে বলবেঃ তুমি অত্যাচারী ক্ষতি সাধনকারী। তুমি স্ত্রীর খোরপোষ না দেওয়া পর্যন্ত এবং সত্য ও ন্যায়ের দিকে ফিরে আসা পর্যন্ত, তোমার জন্য ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেই। যদি স্ত্রী এ মীমাংসা মানতে অস্বীকার করে তবে সে জালিম অপরাধিণী বলে সাব্যস্ত হবে এবং যা তাকে প্রদান করা হয়েছে, তা ফেরত নেবে। এ নেওয়া বা যব্দ করা তার জন্য হালাল হবে। আর যদি সে পুরুষ জালিম বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে সে স্ত্রীকে তালাক দেবে,

কিন্তু স্ত্রীর সম্পদ হতে কিছুই নেওয়া বৈধ হবে না। আর যদি তাকে তালাক না দেয় তবে তা হবে আল্লাহ্ পাকের বিধান মুতাবিক। তার খোরপোষ দিবে এবং তার প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।

৯৪১৪. মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী বলেছেন, হযরত আলী (রা.) দু'জন সালিশ নিযুক্ত করতেন, একজন স্বামীর পরিবার হতে এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন। তারপর স্ত্রীর বংশের সালিশ বলতেন, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি তোমার স্ত্রীর কি প্রতিশোধ নেবে? সে বলতোঃ আমি তার নিকট হতে এই প্রতিশোধ নেব। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তার পর তিনি তাকে বলতেন ঃ তুমি ভেবে দেখেছ, তুমি যা পসন্দ কর, সে তা অপসন্দ করে, এমন, জিনিস তুমি ছিনায়ে নিতে চাও। তুমি এ ব্যাপারে কি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তার জীবন যাপনের অন্ন-বস্ত্রের ব্যয়ভার তো তোমার উপর ন্যস্ত? এর জবাবে সে যখন "হ্যাঁ" বলবে তখন স্ত্রীর স্বামীর সালিশ বলবেঃ হে অমুক মহিলা ! তুমি তোমার অমুক স্বামী হতে কি প্রতিশোধ নেবে ? তারপর সালিশ স্বামীকে যা বলেছে স্ত্রীকেও তা বলার পর যদি সে স্ত্রী "হ্যাঁ" বলে, তা হলে তাদের উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবে। তিনি বলেন ঃ হযরত আলী (রা.) বলেছেনঃ সালিশদ্বয়- আল্লাহ্ তাদের মাধ্যমে একত্র করে দেন এবং তাদের দ্বারা (মাধ্যমে) বিচ্ছেদ করে দেন।

৯৪১৫. হাসান (র.) বলেছেন ঃ উভয় সালিশ একত্রে হুকুম দেবে এবং পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত দেবেনা।

৯৪১৬. হযরত ইব্ন আব্বাস্ (রা.) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশে সে স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, যে স্বামীর অবাধ্য সালিশদ্বয় যদি খোলা তালাকের হুকুম দেয় তবে স্বামী তাকে খোলা তালাক দেবে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে এ কথা বলবে মহান আল্লাহ্র শপথ করে বলছি! আমি তোমাদের কোন প্রকার দায়িত্ব পালন করতে পারব না এবং আমি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরে অবশ্যই প্রবেশ করব!" প্রশাসন বলবে, আমি তোমার জন্য খোলা' তালাকের অনুমতি দেব না।" যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীকে না বলে ঃ "আমি তোমার জন্য নাপাকী হতে পবিত্র হব না এবং তোমার জন্য আমি সালাত কায়েম করব না। তখন প্রশাসন স্বামীকে "তোমার স্ত্রীকে খোলা 'তালাক প্রদান কর।"

৯৪১৭. ইব্ন যায়দ (র.) মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে যদি উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তাকে তার বিছানা হতে পৃথক করে রাখা, তাতেও যদি সে বাধ্যগত না হয়, তার স্বভাবের উপর থাকে, তবে তাকে মৃদু আঘাত কর। এতেও যদি সে তার স্বভাবের উপর থাকে, তবে স্বামীর পরিবার হতে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে এক জন সালিশ নিযুক্ত করতে হবে। তাতেও যদি তারই প্রভাব থাকে এবং অন্য কিছুর ইচ্ছা করে থাকে। ইব্ন যায়দ বলেন ঃ আমার পিতা বলেছেন, সালিশদ্বয়ের বিচ্ছেদ করার কোন ক্ষমতা নেই। স্বামীর পক্ষ হতে যদি অন্যায় দেখে, তবে তারা তাকে বলবে ঃ হে অমুক

ব্যক্তি! তুমি তো অন্যায়কারী, তুমি তা বর্জন কর। সে যদি তা বর্জন করতে অস্বীকার করে তবে তারা উক্ত ঘটনা প্রশাসনের নিকট পেশ করবে। সালিশদ্বয় যদি স্ত্রীকে অন্যায়কারিণী করে সাব্যস্ত করে তখন সালিশদ্বয় তাকে বলবেঃ তুমি অপরাধী, তুমি এটা ছেড়ে দাও। সে যদি তাতে রাযী না হয় তবে তারা তাকে প্রশাসনের নিকট নিয়ে যাবে। সালিশদ্বয়ের বিচ্ছেদ করার কোন ক্ষমতা নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন-প্রশাসন দু'জন সালিশ নিয়োগ করবেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা বিচ্ছেদে কার্যকরী হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪১৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আয়াতের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে আল্লাহ্ পাকের আদেশ হল ঃ স্বামীর পরিবার এবং স্ত্রীর পরিবার হতে এক জন করে মোট দু'জন লোককে সালিশ নিয়োগ করবে। তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে অপরাধী তা নির্ণয় করবে। স্বামী যদি অপরাধী হয় তবে সালিশগণ স্ত্রীকে স্বামীর থেকে আড়ালে রাখবে। আর স্ত্রীর খোরপোষের জন্য স্বামীকে বাধ্য করবে। আর স্ত্রী অপরাধী হলে তাকে তার স্বামীর কাছে যেতে বাধ্য করবে এবং স্বামী তার জন্য কোন কিছু ব্যয় করবে না। সালিশদ্বয়ের সিদ্ধান্ত অভিন্ন হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন অথবা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। আর উভয় সালিশ যদি কোন সিদ্ধান্তে এক হয় এবং সে সিদ্ধান্তের উপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন যদি রাযী হয় এবং অন্য জন যদি রাযী না হয়, এরপর একজন যদি মারা যায় তা হলে যে সিদ্ধান্তে রাযী হয়েছিল সে অপর যে ব্যক্তি রাযী হয়নি, তার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) হবে। কিন্তু যে রাযী হয় নি, সে দ্বিতীয় ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না। اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا -এর ব্যাখ্যায় বর্ণনাকারী বলেন- এ হলেন দু'জন সালিশ। আর আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন।

৯৪১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (রা.) বলেন, সালিশ এক জন হবে স্বামীর পরিবার হতে এবং অপর জন হবে স্ত্রীর পরিবার হতে তাদের সিদ্ধান্তর উপর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিলন বা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একথাই মহান আল্লাহ্ فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا (তোমরা স্বামীর পক্ষ হতে একজন সালিশ এবং আর একজন সালিশা স্ত্রীর পক্ষ হতে নিযুক্ত কর।) এ বাণীতে রয়েছে।

৯৪২০. আমর ইব্‌ন সর্‌বা (র.) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.)-কে দুই সালিশ সম্পর্কে (অর্থাৎ সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের ফয়সালা) জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, যখন ঐ লড়াই হয়, তখন আমার জন্মও হয় নি। তখন আমর ইব্‌ন মুর্‌রা বলেন, আমি বললাম, যে ঝগড়া তখন হয়েছিল, তার মীমাংসাই আমার উদ্দেশ্য। হাশরের দিন তারা উভয়ে মুখোমুখি হবে। বিশেষ করে

যার পক্ষ থেকে বিবাদের উৎপত্তি হয়েছে, যদি বাস্তবিকই সে বিবাদে জড়িত হয়ে থাকে। অন্যথায় অপর ব্যক্তি জবাবের সম্মুখীন হবে। আর তারা উভয়ে যদি মীমাংসা করে থাকে, তবে তা বৈধই হয়েছে।

৯৪২১. আমির (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন,সালিশদ্বয় যে বিষয়ে হুকুম দেবেন, তাই বৈধ হবে।

৯৪২২. ইবরাহীম (র.) বলেন, উভয় সালিশ যা হুকুম করবে, তাই বৈধ হবে। তারা দু'জনে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিন তালাক বা দু'তালাক দ্বারা বিচ্ছেদ করিয়ে দেয় তবে তা বৈধ হবে। আর যদি এক তালাক দ্বারাও বিচ্ছেদ করিয়ে দেয় তবুও তা বৈধ এবং সালিশদ্বয় যদি স্বামীর উপর অর্থ সংশ্লিষ্ট কোন হুকুম দেয় তবে সে হুকুমও বৈধ আর উভয় সালিশ যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয় তবে তাও জায়েয। তাছাড়া তারা কোন কিছু ছাড় দিলেও তা জায়েয হবে।

৯৪২৩. ইবরাহীম (র.) হতে অপর সত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সালিশদ্বয় যা করবে তা স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। যদি তারা তিন তালাকের হুকুম দেয় তবে তা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এক তালাকের হুকুম দিলে এবং অর্থের বিনিময়ে তালাকের হুকুম দিলে তাও গ্রহণীয় হবে। অর্থাৎ তারা যা করবে তা গ্রহণীয় হবে।

৯৪২৪. আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) বলেন, সালিশদ্বয় যদি চায় যে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের হুকুম দেবে তবে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। আর যদি তারা মিলিয়ে দিতে চায় তবে তাও করতে পারবে।

৯৪২৫. শা'বী (র.) বলেন, এক নারী তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করার পর কাযী শুরায়হ্ (র.)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। কাযী শুরায়হ (র.) বলেন, তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। সালিশগণ স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু স্বামী তা পসন্দ করেনি। শুরায়হ্ (র.) বলেনঃ এখন তাদের কি করার আছে ? এ কথা বলে তিনি সালিসদ্বয়ের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেন।

৯৪২৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি ও মু'আবিয়া (রা.) দু'জন সালিশ নিযুক্ত করি। বর্ণনাকারী যা আমায় বলেন, আমি জানতে পেরেছি হযরত উছমান (রা.) তাদেরকে নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে উছমান (রা.) বলেন ঃ তোমরা যদি দেখ যে, তাদেরকে মিলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মিলিয়ে দেবে। আর যদি দেখ যে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে তা হলে তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেবে।

৯৪২৭. ইব্‌ন আবী মুলায়কা (রা.) বলেন, উকায়ল ইব্‌ন আবী তালিব উত্‌বার কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করে। কোন সময়ে তাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটা কাটি হয়। এবং ফাতিমা

(রা.) হযরত উছমান (রা.)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন। ঘটনা শুনে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং মু'আবিয়া (রা.) কে পাঠান। ইব্ন আব্বাস (রা.) ঘটনা তদন্তক্রমে বলেন, আমি অবশ্যই তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেব! আর মু'আবিয়া (রা.) বললেন ঃ আমি বনী আব্দ মান্নাফ-এর দু'জন বয়-বৃদ্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে পারি না! অতঃপর তাঁরা দু'বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তাঁদের মধ্যে মিলমিশ করে দেন।

৯৪২৮. দাহ্হাক (র.) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন- সালিশদ্বয় ন্যায় বিচারক ও প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হওয়ার পর তারা উভয়ে সরকার প্রধানের কাছে যাবে, তিনি তখন স্বামীর পরিবার হতে একজন আর স্ত্রীর পরিবার হতে এক সালিশ নিয়োগ করবে। তারা পরস্পরের উপর নির্ভরযোগ্য হবেন এবং তাদের উভয়ের মধ্যেকার দ্বারা বিবেদ সৃষ্টি হয়েছে তা দেখবেন। যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়ে থাকে তবে তাকে স্বামীর অনুগত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আর আল্লাহ্কে ভয় করার ও স্ত্রীর সাথে সদাচার করার জন্য উপদেশ দিবে। আর আল্লাহ্ পাক তাকে যা দান করেছেন সে ক্ষমতা অনুযায়ী তার যাবতীয় খরচ বহন করবে। স্ত্রীকে রাখতে হবে সুন্দরভাবে, আর বিদায় দিতে হলে সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। আর যদি অপরাধ স্বামীর পক্ষ থেকে হয় তবে স্ত্রীর সাথে সদাচার করার উপদেশ দেবে। যদি সে সদাচরণ না করে তবে তাকে বলতে হবে তমি তার হক প্রদান কর এবং সম্পর্ক ছিন্ন কর। আর তা হবে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -এর যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে উত্তম হল ঃ মুসলমানদেরকে এখানে সম্বোধন করেছেন এবং তাদেরকে আদেশ করেছেন ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের বিচ্ছেদের কারণ নির্ণয়ের জন্য দু'জন সালিস নিয়োজিত করবে। এ আদেশে কাউকে বাদ দিয়ে বিশেষ কারো জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়নি, এ কথায় সকলে এক মত যে, স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো জন্য এবং মুসলমানদের কার্য নির্বাহক প্রশাসক অথবা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কাকেও সালিশ নিযুক্তির জন্য বলা হয়নি।

স্বামী-স্ত্রী ও বাদশাহ্ এদের মধ্যে সালিশ নিযুক্তির জন্য কে আদিষ্ট তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। আয়াতের মধ্যে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোন এক জনকে নির্দিষ্টভাবে আদেশ করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতেও এ বিষয়ে কোন হাদীস বর্ণিত নেই। একারণে মুসলামনাদের মধ্যে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে, আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি উপরে যে বর্ণনা দিয়েছি, সে অনুযায়ী উত্তম ব্যাখ্যা হল ঃ আয়াতের যে হুকুমের উপর সকলে এক মত, সে হুকুমকেই (খাস) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী এবং হাকীম আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ

اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর মধ্যে উক্ত হুকুম নিহিত। উক্ত হুকুম দ্বারা তারা দু'জনই কি উদ্দেশ্য, না অন্য কেউ এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। বাহ্যিকভাবে আয়াত তাদের দু'জনকেই শামিল করে। সুতরাং একথা বলা-ই ঠিক যে, স্বামী -স্ত্রী উভয়ে তাদের বিষয়ে দেখা শুনার জন্য দু'জন সালিশ নিযুক্ত করবে। আর ওকীল (সালিশ) পূর্ণাঙ্গরূপে নিযুক্ত না করে যদি আংশিকভাবে নিযুক্ত করে তবে সালিশকে যে বিষয়ে নিয়োগ করবে তা সে বিষয়েই গ্রহণীয় হবে। আর যে বিষয়ে সালিশ নিযুক্ত করবে শুধু সে বিষয়েই সালিশের কর্মকাণ্ড সীমিত থাকবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কেউ যদি তাদের মধ্যে সংঘটিত কোন বিষয়ে সালিশ নিয়োগ না করে, বা এক জনে নিযুক্ত করে এবং অপর জনে নিযুক্ত না করে তবে তাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট মত বিরোধের উপর সালিশদ্বয়ের হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না তা সম্মিলিত ভাবে না হয়।

আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন, আমাকে কেউ বলতে পারেন ঃ আপনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, সে বর্ণনার প্রেক্ষিতে الحكمين -(সালিশ) এর অর্থ কি ?

এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ কেউ কেউ বলেছেন الحكم (সালিশ) অর্থ তথ্যানুসন্ধানকারী ন্যায় বিচারক, যেমন দিহাক ইব্ন মুযাহিম (র.) হতে আমি যে হাদীছ উল্লেখ করেছি, তাতে আছেঃ

৯৪২৯. জুওয়াইবার, কর্তৃক দিহাক ইব্ন মুযাহিম (র.) হতে বর্ণিত আছেঃ দু'জন সালিশকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন ঃ তোমরা দু'জন বিচারক তাদের উভয়ের মধ্যে বিচার করে দেবে, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন ঃ الحكم -এর অর্থ দু'জন বিচারক, স্বামী স্ত্রী তাদের দু'জনের যে বিষয়ে বিচারের জন্য প্রার্থী হবে, সে বিষয়ে তারা দু'জনে বিচার করবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিরসনের কল্পে সালিশদের জন্য যে দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনটাই কার্যকরী হবে না এবং দু'জনের কারো জন্যই কেউ কার্যকরী করতে পারবে না, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করা এবং কোন অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা যে পর্যন্ত আদিষ্ট ব্যক্তি তাতে রাযী না হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের এক জনের উপর অপর জনের আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী দায়িত্ব অপরিহার্য তা পালন না করা। আর তা হল স্বামী যদি দোষী হয় তবে স্ত্রীকে খোরপোষ দিবে না হয় সদাচরণ দ্বারা রেখে দেবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاَحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا (তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ এর অর্থ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা হলে তাদের মধ্যে সালিশদ্বয় যদি নিষ্পত্তি করতে চায়, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করার অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। মহান আল্লাহ্ অনুকূল পরিবেশ তখন সৃষ্টি করবেন, যখন সালিশদ্বয় সততার মনোভাব নিয়ে মীমাংসা করার ব্যাপারে একমত হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৩০. মুজাহিদ (র.) اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এখানে মীমাংসাকারী হবে সালিশদ্বয়, স্বামী-স্ত্রী নয়।

৯৪৩১. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, মীমাংসাকারী হবে সালিশদ্বয়। যদি তারা মীমাংসা করতে চায় তবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ ব্যাপারে সামর্থ্য দান করবেন।

৯৪৩২. ইব্ন আব্বাস (রা.) اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা দু'জন সালিশের মাধ্যমে স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। সত্য ন্যায় এর ভিত্তিতে অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেক মীমাংসাকারীকে আল্লাহ্ সামর্থ্য দান করেন।

৯৪৩৩. সুদ্দী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের اِنْ يُّرِيْدَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ যদি চায় আর بينهما -এর অর্থ, সালিশদ্বয়ের মধ্যে।

৯৪৩৪. সাঈদ ইব্ন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সালিশদ্বয় যদি মীমাংসা করতে চায় তবে তা করবে।

৯৪৩৫. মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক সালিশদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন।

৯৪৩৬. দাহ্হাক (র.) বলেন, সালিশদ্বয় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে উপদেশ প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا - (অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সালিশদ্বয়ের মীমাংসার ব্যাপারে এবং অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ্ পাক বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকে না। তিনি সব কিছুর সংরক্ষণকারী। তিনি তাদের প্রত্যেককে উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার দেবেন এবং মন্দ কাজের জন্য ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন।

(٣٦) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ○

৩৬. তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক দাম্ভিক, আত্মগরবীকে পসন্দ করেন না।**

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ (তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে) ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে বিনয়ী এবং অবনত হও। একমাত্র তাঁকেই প্রভু হিসাবে মান। তাঁর আদেশ নিষ্ঠার সাথে পালন কর, এবং যা নিষেধ করেছেন, তা দৃঢ়তার সাথে পরিহার কর। তাঁর প্রভুত্ব এবং ইবাদত তাঁকে যে রকম বিশেষভাবে মহান জেনেছ, এ প্রভুত্ব ও মহত্ত্বে অন্য কোন কিছুকে শরীক করো না। وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের দু'জনের প্রতি অনুগত থাকার জন্য তিনি তোমাদেরকে আদেশ করেছেন এজন্যই الاحسان -শব্দে نصب -(যবর) প্রদান করা হয়েছে। আর তিনি পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা অপরিহার্য বলে নির্দেশ করেছেন। কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার বলেন, এর অর্থ পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে তোমরা উপকৃত হও। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাদের এ ব্যাখ্যাই আমার বর্ণিত ব্যাখ্যার কাছাকাছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَبِذِى الْقُرْبٰى -এর অর্থ আত্মীয়-স্বজনের সাথেও অনুরূপ সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি আদেশ করেছেন, আর সে আত্মীয়-স্বজন আমাদের কারো পিতার পক্ষের হোক বা মাতার পক্ষের হোক। উভয় পক্ষের আত্মীয়ই রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। يَتٰمٰى -শব্দটি يتيم -এর বহুবচন। আর ইয়াতীম বলা হয় পিতৃহীন বালককে। وَالْمَسَاكِيْنِ -শব্দটি مِسْكِيْن -এর বহুবচন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছে, তাকে মিসকীন বলা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের সকলের প্রতি তোমরা সদাচরণ কর এবং তাদের উপর সদয় আর তাদের প্রতি সদাচরণ প্রদর্শনে আমার উপদেশ বিশেষভাবে পালন কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى -এর অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, اَلْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى বলতে সে সব প্রতিবেশীকে বুঝায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৩৭. ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى - অর্থ এমন ব্যক্তি, যার সঙ্গে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

৯৪৩৮. অপর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى -এর অর্থ রক্তের বন্ধন সম্পর্কিত আত্মীয়।

৯৪৩৯. মুজাহিদ (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর অর্থ-তোমার এমন প্রতিবেশী যে তোমার আত্মীয়।

৯৪৪০. অপর সূত্রে ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর মানে আত্মীয়-স্বজন।

৯৪৪১. দাহ্‌হাক হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ-তোমার সে সব প্রতিবেশী যাদের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

৯৪৪২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর মানে তোমার সে প্রতিবেশী যে তোমার আত্মীয়।

৯৪৪৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী: اَلْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ এমন প্রতিবেশী যারা আত্মীয়। এর ফলে তার জন্য দু'টি হক এসে যায়। একটি আত্মীয়তার হক এবং অপরটি প্রতিবেশীর হক।

৯৪৪৪. ইব্‌ন যায়দ বলেন, وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى অর্থ-আত্মীয়-স্বজন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং এর অর্থ সে সব প্রতিবেশী যারা তোমার আত্মীয়েরও প্রতিবেশী

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৪৫. মায়মূন ইব্‌ন মাহ্‌রান হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে এমন ব্যক্তি, যে তোমরা আত্মীয়ের প্রতিবেশী হওয়ায় তোমার সাথে সম্পর্কিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি যারা দিয়েছেন, তাদের ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ নিয়মের বিপরীত। কেননা وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর মধ্যে الجار -শব্দটি মাওসূফ (موصوف) এবং ذى القربى - তার صفت (সিফাত)। কিন্তু তারা যে অর্থ করেছেন তাতে وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর পরিবর্তে وجارذى القربى আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী হওয়া উচিত। অথচ আয়াতের মধ্যে তা না বলে وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى বলা হয়েছে, যেহেতু তারা যে অর্থ বলেছেন, সে অর্থ অনুযায়ী الجار -শব্দটি مضاف হওয়া উচিত, আর مضاف - শব্দে কখনও আলিফ (الف) লাম (لام) - হতে পারে না, সুতরাং ذى القربى যৌগিক শব্দটি সিফা'তই হবে এবং الجار -তার موصوف ; আর موصوف - শব্দেই الف - لام - হয়ে থাকে, সে নিরিখেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى - বলে আদেশ করেছেন,। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন "ওয়াল জারে যীল্‌কুবরা" এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী বন্ধনে আবদ্ধ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৪৬. আবূ ইসহাক নাওফুশ্ শামী হতে বলেন, এর অর্থ দ্বারা মুসলমান প্রতিবেশীর, ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) উক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, তাদের এ ব্যাখ্যার অর্থ হয় না। তিনি বলেনঃ আরবগণের সুপরিচিত আরবী ভাষায় পবিত্র কুরআন পাক নাযিল হয়েছে। এর পরিবর্তন জায়েয নেই, যা তাদের নিকট অপরিচিত বা অগ্রহণযোগ্য। এমন ভাষায় কুরআন শরীফের কিছুই নাযিল হয়নি। আর আরবী ভাষাভাষী সকলের জানা আছে যে যদি فَلَانٌ ذُوقَرَابَةٍ - (অমুক ব্যক্তি আত্মীয়) বলা হলে এর দ্বারা রক্ত সম্পর্কিত এমন আত্মীয়কে বুঝায়। এর দ্বারা ধর্ম সম্পর্কিত আত্মীয়তাকে বুঝা যায় না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْجَارِ الْجُنُبِ (এবং দূর পতি বেশী)-এর অর্থে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, وَالْجَارِ الْجُنُبِ অর্থ সে সব দূরবর্তী প্রতিবেশী, যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৪৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এমন প্রতিবেশীকে বুঝায়, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই।

৯৪৪৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি وَالْجَارِ الْجُنُبِ - বলতে দূরবর্তী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশীকে বুঝিয়েছেন।

৯৪৪৯. কাতাদা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে এমন প্রতিবেশীকে বুঝান হয়েছে, যাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তবে সে এমন প্রতিবেশী যার প্রতিবেশী হিসাবে অধিকার আছে। এর অর্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরবর্তী প্রতিবেশী।

৯৪৫০. সুদ্দী (র.) বলেন, এর অর্থ-গরীব প্রতিবেশী সম্প্রদায়ভুক্ত।

৯৪৫১. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ-এমন অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশী।

৯৪৫২. অপর সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَالْجَارِ الْجُنُبِ -এর অর্থ এমন প্রতিবেশী যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সে বংশগতভাবে দূরবর্তী, তবে প্রতিবেশী।

৯৪৫৩. ইকরামা ও মুজাহিদ (র) বলেন, এর অর্থ পার্শ্ববর্তী লোক।

৯৪৫৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, এমন প্রতিবেশী, যার সাথে রক্তের বা অন্য কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই।

৯৪৫৫. দাহ্‌হাক (র.) বলেন, এর অর্থ এমন প্রতিবেশী যে অন্য সম্প্রদায়ের লোক।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, وَالْجَارِ الْجُنُبِ -দ্বারা মুশরিক প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে।

তাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৫৬. নাওফুশ্ শামী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- وَالْجَارِ الْجُنُبِ - দ্বারা সে সব প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে, যারা ইয়াহূদী ও নাসারা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, والجار الجنب (দূরবর্তী প্রতিবেশী)-এর ব্যাখ্যায় যে দুই প্রকার অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে সে ব্যক্তির ব্যাখ্যাই উত্তম, যিনি বলেছেন, এখানে الجنب (আল-জুনুব) অর্থ দূরবর্তী অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশী, চাই সে মুসলমান হোক, মুশরিক এবং ইয়াহূদী হোক বা নাসারা। যেহেতু আমি বর্ণনা করেছি, الْجَارِذِى الْقُرْبٰى -এর অর্থ সে সব প্রতিবেশী, যে সকল প্রতিবেশীর সাথে আত্মীয়তা ও রক্তের বন্ধনের সম্পর্ক আছে। তাই والجارذو الجنابة দ্বারা অবশ্যই দূরবর্তী প্রতিবেশীকেই বুঝায়, যাতে আল্লাহ্র হুকুমের মধ্যে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল প্রকার প্রতিবেশী অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আরবী ভাষায় اَلْجُنُبِ - অর্থ দূরবর্তী, যেমন কবি আ'শা ইব্ন কায়স তার কবিতায় বলেছেন ঃ

أَتَيتُ حُرَيثًا زَائِرًا عَنْ جَنَابَةٍ * فَكَانَ حُرَيثُ فِى عَطَائِى جَامِدًا

অর্থাৎ কবিতার উক্ত অংশে عَنْ جَنَابَةٍ -এর অর্থ عن بعد و غربة (দূর হতে) এ থেকেই যখন কোন ব্যক্তি দূরে অবস্থান করে তখন বলা হয় اِجْتَنَبَ فُلَانٌ فُلَانًا

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ - সংগী-সাথী-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণের মধ্যে এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ সফর সঙ্গী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৫৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, اَلصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর অর্থ, সঙ্গী বা সাথী।

৯৪৫৮. আবূ বুকায়র (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-কে বলতে শুনেছি, الصاحب بالجنب -এর অর্থ সফর সঙ্গী।

৯৪৫৯. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ তোমার সফর সংগী।

৯৪৬০. কাতাদা (র.) বলেন, এর অর্থ এমন ব্যক্তির যে ভ্রমণকালের সাথী।

৯৪৬১. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ সফর সঙ্গী অর্থাৎ এমন লোক, যার অবস্থান তোমার অবস্থানের ন্যায় যার আহার তোমার আহারের মত, আর তার সফরের দূরত্ব যতটুকু তোমার সফরের দূরত্ব ততটুকু।

৯৪৬২. ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ সফর সঙ্গী।

৯৪৬৩. আলী ও আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, এর অর্থ সৎ সঙ্গী।

৯৪৬৪. মুজাহিদ (র.)-এর অর্থে বলেন, তোমার এমন সফর সংগী, যে তোমার সাথী হয়ে তার হাত তোমার হাতের সাথে মিলায়।

৯৪৬৫. অপর এক সনদে মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৪৬৬. সুদ্দী (র.) বলেন, এর অর্থ সফর সঙ্গী।

৯৪৬৭. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) বলেন, এর অর্থ নেক্কার সাথী।

৯৪৬৮. অপর সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৪৬৯. দাহ্হাক (র.) বলেন, এর অর্থ সফর সঙ্গী।

৯৪৭০. অপর সূত্রে দাহ্হাক (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ - এর অর্থ কোন ব্যক্তির এমন স্ত্রী, যে তার সাথে থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৭১. আলী এবং আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -দ্বারা স্ত্রী লোকের কথা বলা হয়েছে।

৯৪৭২. অন্য এক সূত্রে আলী (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৪৭৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ এমন ব্যক্তি, যে তোমার ঘরে তোমার সাথী হিসাবে অবস্থান করে।

৯৪৭৪. আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র.) বলেন, এর অর্থ স্ত্রী লোক।

৯৪৭৬. অপর সূত্রে ইবরাহীম (র.) বলেন, এর অর্থ স্ত্রী লোক।

৯৪৭৭. আরও একটি সূত্রে ইবরাহীম (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৪৮৮. ইবরাহীম (র.) হতে, অপর আরেকটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৪৭৯. ইবরাহীম (র.) হতে, অপর আর একটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র বাণী উক্ত আয়াতের وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (এবং সহকর্মী)-এর অর্থ এমন ব্যক্তি, যে তোমার সাথে অহরহ থাকে এবং তোমার নিকট হতে উপকার পাওয়ার আশায় তোমার সংসর্গে থাকছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৮০. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ এমন সহকর্মী, যে সব সময়ের সাথী।

৯৪৮১. ইব্ন যায়দ (র.) বলেন যে, সে এমন লোক যে, তোমার সাথে ঘনিষ্টভাবে থাকে। আর সাথে থাকে তোমার কাছ থেকে উপকারের আশায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে আমার মতে তার সঠিক অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যে সাথে থাকে। যেমন বলা হয় فلان بجنب فلان - অমুক ব্যক্তি অমুকের সাথে আছে এবং তার দিকে আছে। যখন কারো পক্ষে কোন লোক থাকে তখন বলা হয়। جنب فلانا فهو يجنبه جنبا ; আরবদের এ প্রবাদ থেকেই উক্ত অর্থ নেওয়া হয়েছে। যখন কেউ ঘোড়াকে অন্য ঘোড়ার নিকট নিয়ে যায় তখন جنب الخيل বলা হয়। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয় সফর সঙ্গী, স্ত্রী লোক এবং এমন ব্যক্তিকে যে উপকারের আশায় অন্যের সাহচর্যে থাকে। কেননা এরা সবাই তার সাহচর্যে থাকে এবং নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এদের সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের সঙ্গী-সাথীর হক আদায় করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে যে-

৯৪৮২. আবদুল্লাহ্ (র.) নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর একজন সাহাবী দু'জনে দু'টি উটের পিঠে আরোহণ করে তারফা নামক এক বৃক্ষের বাগানে প্রবেশ করেন। তাঁরা সেখানে থেকে দু'বোঝা ঘাঁস কাটেন। তন্মধ্যে একটি ছিল খারাপ অপরটি ভাল। মহানবী (সা.) তাঁর সাথীকে ভালটি প্রদান করেন এবং খারাপটি নিজে রাখেন, এতে সাহাবী বললেন; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি-ই ভালটির হকদার, তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ও! না, তা কিছুতে হতে পারে না। কোন লোক যদি এক ঘন্টার জন্যও কারো সাথে থাকে, তাতেও তার হক সাব্যস্ত হয়।

৯৪৮৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট সে ব্যক্তি উত্তম, সে তার সাথীর কাছে উত্তম। আর প্রতিবেশিগণের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ নিকট উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর যে অর্থ বলেছি, যদি সে তাই হয় তবে সফর সঙ্গী, স্ত্রী, এবং সাথী হিসাবে পরিগণিত ব্যক্তিবর্গ এর অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে বাহ্যিক অর্থে যাদের বুঝায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাউকে নির্দিষ্ট করেন নি।

সুতরাং সঙ্গী-সাথী বলতে যত লোক বা যে শ্রেণীর লোকই হোক الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর মধ্যে তারা সবাই অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সদাচরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উপদেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَابْنِ السَّبِيلِ (পথচারী)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَابْنِ السَّبِيلِ - এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, وَابْنِ السَّبِيلِ হল এমন মুসাফির, যার পথ চলতে সাহায্যের প্রয়োজন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৮৪. মুজাহিদ (র.) বলেন, ابْنِ السَّبِيلِ - এমন লোককে বলা হয়েছে, যে মুসাফির অবস্থায় কারো নিকট এসে উপস্থিত হয়।

৯৪৮৪. (ক) মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৪৮৫. রবী' বলেন, ابْنِ السَّبِيلِ বলতে সে লোককে বুঝানো হয়েছে, যে সফরে কারো নিকট উপস্থিত হয়, যদিও সে মূলতঃ সম্পদশালী।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সে হল মেহমান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৮৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এমন মেহমান যার হক প্রবাসে ও নিবাসে উভয় অবস্থায়ই আদায় করা কর্তব্য।

তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এমন মেহমান যার হক প্রবাসে ও নিবাসে উভয় অবস্থায়ই আদায় করা কর্তব্য।

৯৪৮৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ-মেহমান।

৯৪৮৮. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ-মেহমান।

৯৪৮৯. অপর এক সনদে দাহ্হাক (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ابْنِ السَّبِيلِ এর সঠিক অর্থ পথিক السَّبِيلُ - অর্থ-রাস্তা আর অর্থ-পথচারী। যদি কোন লোক ভ্রমণরত থাকে আর সফর আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর ব্যাপারে না হয় আর ভ্রমণকারী কারো সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহলে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ইরশাদ করেছেন, যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তথা তোমাদের দাসদাসী রয়েছে, তাদের ব্যাপারেও তোমাদের কর্তব্য রয়েছে। আর তা হল তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৯০. মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক বলেছেন, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ সে সমস্ত দাস-দাসীদের সাথেও তোমরা সদ্ব্যবহার করবে, যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত, এটি সে সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্‌র তা'আলা যার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) যাদের কথা বলেন, তারা হলেন, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, আত্মীয়, প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পথচারী বা মুসাফির। আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাঁর এসব বান্দাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার তাকীদ করেছেন এবং তিনি যে বিষয়ে তাকীদ করেছেন তা রক্ষা করারও নির্দেশ করেছেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র আদেশ রক্ষা করা বান্দা মাত্রেই একান্ত কর্তব্য। এরপর আল্লাহ্‌র রাসূল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপদেশ বাণী মেনে চলাও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا - (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদেরকে পসন্দ করেন না, যারা নিজকে বড় বলে মনে করে, দাম্ভিকতা পূর্ণ কথা বলে।) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারী লোকদেরকে ভাল বাসেন না। المختال -(দাম্ভিক) যারা (মনে মনে) নিজেকে বড় মনে করে অর্থাৎ যাদের মন-মানসিকতায় দম্ভ ও অহংকার থাকে।

الفخور - (অহংকারী) আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতসমূহ লাভে ধন্য হয়ে যারা অংহকারী হয়। এবং আল্লাহ্ পাকের মর্যাদা লাভ করে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের বান্দাদের উপর গর্ব করে, আল্লাহ্‌র তাকে যে ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রদান করেছেন, তাতে সে তাঁর প্রশংসা করে না তার প্রতি শোকরগুজার হয় না, বরং তাতে সে নিজের দম্ভ অহংকার প্রকাশ করে এবং অন্যান্য বিষয়েও তার মন মানসিকতায় গর্ববোধ বিদ্যমান থাকে, فَخُوْرًا - শব্দ দ্বারা এমন লোককেই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৯১. মুজাহিদ (র.) বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا মহান আল্লাহ্ এ বাণীতে অহংকারী লোকের কথা বলেছেন, فَخُوْرًا -অর্থে তিনি বলেন, মানুষকে যখন কোন সম্পদের অধিকারী করা হয় তারপরই সে লোকের মধ্যে অহংকার ও দাম্ভিকতা সৃষ্টি হয় এমন কি সে আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করে না।

৯৪৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াকিদ আবূ রাজা হারাবী বলেন, যেখানে অর্থ-সম্পদ আছে যেখানে আপনি দাম্ভিকতা ও অহংকার ব্যতীত আর কিছু পাবেন না।এ কথা বলে তিনি وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا তিলাওয়াত করেন। তিনি আরও বলেন ঃ আপনি মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানকে অহংকারী ও হতভাগা ব্যতীত পাবেন না। এ কথা বলে তিনি তিলাওয়াত করেন وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (সূরা মারয়াম ঃ ৩২)।

(একথা হযরত ঈসা (আ.) মাতৃকোলে থাকাবস্থায় বলেছিলেন) অর্থাৎ "আমাকে তিনি আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(٣٧) اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

৩৭. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

এর ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ (যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং গোপন করে সে সব বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে।) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী প্রসঙ্গে বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না সেই দাম্ভিক ও অহংকারীকে যে নিজে কৃপণতা করে এবং অন্য মানুষকে কৃপণতা শিক্ষা দেয়।

الذين -শব্দটি رفع (পেশ)-এর স্থানে অবস্থিত হতে পারে। এবং من - হতে نعت বা সিফাত হওয়ায় نصب -(যবর) হতে পারে اَلْبُخل - আরবদের ভাষায় এর অর্থ منع الرجل سائله مالديه وعنده مافضل عنه -অর্থাৎ -কারো নিকট তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস আবেদনকারীকে দিতে নিষেধ করাই হল البخل বা কৃপণতা। যেমন ঃ

৯৪৯৩. তাউস (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, البخل - অর্থ মানুষের হাতে যা আছে, তাতে কৃপণতা করা। আর الشح - অর্থ অন্য লোকের কোন জিনিসের উপর লোভ-লালসা করা। তিনি বলেন ঃ এর অর্থ মানুষের নিকট বৈধ-অবৈধ যা কিছুই থাকুক তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া, নিজের যা আছে তাতে সংযমী না হওয়া।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ -এর একাধিক পাঠরীতি রয়েছে। بالبخل -শব্দের باء এবং خاء-এর উপর ফাতাহ (ـَ) দিয়ে কূফাবাসিগণ اَلبَخَل -পাঠ করেন।

মদীনা শরীফ এবং বসরার কিছু লোক উক্ত শব্দের باء -এর উপর رفع (পেশ) দিয়ে اَلبُخْلَ পাঠ করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, উভয় প্রকার পাঠরীতি বিশুদ্ধ। উভয় পাঠরীতিতে অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। একই অর্থ প্রকাশ পায়। উভয় পাঠরীতির যে রীতিতেই পাঠ করা হোক না কেন, কোনটাই অশুদ্ধ বা ভুল হবে না।

কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ -এর ব্যাখ্যা হল ঃ সে সব ইয়াহূদী, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নাম এবং তাঁর গুণাবলী গোপন রাখত, মানুষের নিকট প্রকাশ করত না। অথচ তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের গ্রন্থ তাওরাত ও ইনজিল কিতাবে লিপিবদ্ধ পেয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৪৯৪. হাদরামী (র.) اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হল ইয়াহূদী। তাদের যা জানা ছিল, তা প্রকাশ করতে তারা কৃপণতা করত এবং তা গোপন রেখে দিত।

৯৪৯৫. মুজাহিদ (র.) اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ -হতে وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا আয়াতে কারীমাতে যা বর্ণিত হয়েছে, সবই ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৯৪৯৬. মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৪৯৭. কাতাদা (র.) اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ-মহান আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা মহান আল্লাহ্র দুশমন, আহ্লে কিতাব। তাদের উপর মহান আল্লাহ্র যে হক ছিল, তাতে তারা কৃপণতা করেছে। তারা ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কথা গোপন রেখেছে। যা তারা তাদের নিকট রক্ষিত কিতাব তাওরাত ও ইনজিলের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল।

৯৪৯৮. সুদ্দী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের দ্বারা ইয়াহূদীদের কথা বুঝায় আর وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ - দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর নাম গোপন রাখার কথা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নাম তাদের কিতাব তাওরাত ও ইন্জিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ পেয়েও তারা প্রকাশ করত না। সুদ্দী (র.) وَيَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নাম প্রকাশে কৃপণতা করত। তা গোপন রাখার জন্য একজন অপর জনকে আদেশ করত।

৯৪৯৯. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তাদের এ কৃপণতা জ্ঞান প্রকাশ সম্পর্কে, যা দুনিয়ার কোন বিষয়ে নয়।

৯৫০০. ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন। এতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা ইয়াহূদীর তারপর তিনি وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ পাঠ করে বলেছেনঃ মহান আল্লাহ্ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন, তাতে তারা কৃপণতা করত এবং তাদেরকে আল্লাহ্ পাক যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তারা তা গোপন রাখত। কোন বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে এবং আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি যা নাযিল করেছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তা গোপন রাখতো। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীটি পাঠ করেন ঃ أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا "তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? তবে সে ক্ষেত্রেও তো তারা কোন লোককে এক কপর্দকও (তাদের কৃপণতার কারণে) দেবে না (৪ ঃ ৫৩)।

৯৫০১. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কার্দাম ইব্ন যায়দ-এর মিত্র ছিল কা'ব ইব্ন আশরাফ, উসামা ইব্ন হাবীব, নাফি'ইব্ন আবূ নাফি বাহ্রায়া ইব্ন 'আমর, হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত এরা আনসারগণের কয়েকজনের নিকট আসত এবং তাঁদের সাথে মেলামেশা করতো আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আনসারগণকে তাদের উপদেশ বাক্য শোনাতো। তাঁদেরকে তারা বলতো, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ এভাবে ব্যয় করো না, এর পরিণতিতে তোমাদের দারিদ্র্যের আশংকা করছি। অর্থ ব্যয়ে তাড়াহুড়ো করো না। অবশেষে কি হবে, তা তোমরা জান না"! তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -এতে مِنْ فَضْلِهٖ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নবূওয়াতকে বুঝানো হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথম ব্যাখ্যা যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি বলেন; এতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিক এবং অহংকারী লোকদেরকে পসন্দ করেন না, তারা এমন লোক যে, মানুষের নিকট যা বর্ণনা করার জন্যে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেছেন তাতে তারা কৃপণতা করছে, যেমনঃ- তাদের নবীগণের উপর যে সকল কিতাব নাযিল করা হয়েছে, সে সব কিতাবের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম- এর মুবারক নাম এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী লিপিবদ্ধ আছে। আর তারা এসব জানা সত্ত্বেও তা কারো নিকট প্রকাশ করে না। অধিকন্তু তাদের মত যে সব লোক এ বিষয়ে জ্ঞাত আছে তাদেরকে তারা নির্দেশ করে প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ করেছেন তা যেন তারা গোপন রাখে। এবং তাদেরকে এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক যে জ্ঞানদান করেছেন তা এবং তাঁর পরিচয় গোপন রাখা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তা তারা গোপন রাখত।

ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং ইব্ন যায়দ এ আয়াত اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا-اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ্ করে উপজীবিকা

দান করেছেন মানুষকে তা না দিয়ে তারা কৃপণতা করে। উক্ত দুই জন তাফসীরকারের এ ব্যাখ্যা ব্যতীত অত্র আয়াতের আরও যে সকল ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছেন অন্যদের ব্যাখ্যাও একই ধরনের।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে তাদের ব্যাখ্যা উত্তম ও সঠিক, যারা বলেছেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের মধ্যে সে সব লোকের বর্ণনা দিয়েছেন, যাদের বৈশিষ্ট্য হল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা সাধারণ মানুষের নিকট অজানা কিন্তু বাস্তব সত্য তা গোপন করে রাখে। যেমন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ্র প্রেরিত নবী, এ জাতীয় আরো অনেক সত্য কথা যা আল্লাহ্ তা'আলা তার যে সকল বাণী পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন, যা তারা মানুষের নিকট প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেছে এবং তাদের সমপর্যায়ের যে সব লোক তাদের কিতাবে সন্নিবেশিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত, তাদেরকে ওরা বলে দেয় তারা যেন এ বিষয়ে যারা অজ্ঞ তাদের নিকট লোক তা গোপন রাখে এবং মানুষের নিকট যেন বর্ণনা না করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি যা বলেছি তা-ই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে উত্তম। কেননা মহান আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ তারা মানুষকে কৃপণতা করতে নির্দেশ দেয়। তিনি বলেন আমাদের নিকট এ ধরনের কোন লোক আসেনি যে মানুষকে অর্থ-সম্পদ ও চারিত্রিক কোন বিষয়ে বখিলীপনার নির্দেশ দিত। বরং এ ধরনের কাজকে তারা ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখছে এবং যে এ ধরনের কাজ করে তা নিন্দা করত। আর দান-খয়রাত করাকে প্রশংসা করে। কিন্তু চরিত্রগতভাবে তারা কৃপণ এবং নিজেরা অনুরূপ কাজ করে। তাদের এ ধরনের কাজকে তারা ভাল মনে করে এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আমি এ জন্যই বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাদের যে কার্পণ্যের কথা বলেছেন, এখানে সে কার্পণ্যকেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় তারা যেরূপ বখিলী করত তেমনি সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও কৃপণতা করত। যেমন- তারা আমাদের মহানবী (সা.)-এর আগমন সুসংবাদ এবং তাঁর লক্ষণসমূহ ভালভাবেই জানত। কিন্তু বখিলীপনা করে তারা অন্যান্য মানুষকে তা জানতে দিত না। ধন-সম্পদে আল্লাহ্র যে হক, তাতে এবং আল্লাহ্র পথে কল্যাণকর কাজে খরচ করার ক্ষেত্রে তারা কৃপণতা করত। অনুরূপভাবে তারা অনেক মুসলমানকেও আল্লাহ্র পথে খরচ না করার জন্য বলত। তাই বলা যায় যে, অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় তারা যেমন বখিলী করত, তেমনি মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও বখিলী করত। এ অর্থে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছি।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاَعْتَدْنَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন, সে নিয়ামত প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য এ আযাব প্রস্তুত রেখেছি। আর এ নিয়ামত হল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নবূওয়াতের জ্ঞান লাভ করা। সে নিয়ামতের জ্ঞান লাভ করেও যারা তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে, এবং তাঁর গুণ ও লক্ষণসমূহ যা মানুষের নিকট প্রকাশ না করে গোপন রেখেছে, আল্লাহ্ বলেন, আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا مُّهِيْنًا লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ এমন অপমান ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, যা চিরকাল ভোগ করতে হবে।

(৩৮) وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا ○

৩৮. আর যারা মানুষকে দেখাবার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না, আর শয়তান কারোও সাথী হলে সে সাথী কতইনা মন্দ!

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন- যে সকল ইয়াহূদীর লক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তারা মহান আল্লাহ্র বাণীর প্রতি অবিশ্বাসী। তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ আমি সে সব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ আর সে সমস্ত লোক, যারা তাদের ধন-সম্পদ মানুষকে দেখাবার জন্য ব্যয় করে, তাদের জন্যও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَالَّذِيْنَ -শব্দটি كسره বা যের এর স্থানে অবস্থিত, যেহেতু اَلَّذِيْنَ শব্দটিকে তার পূর্বতর্বী اَلْكَافِرِيْنَ - শব্দের উপর عطف (সম্বন্ধযুক্ত) করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী رِئَاءَ النَّاسِ -অর্থাৎ তারা মানুষকে দেখাবার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে বা মহান আল্লাহ্র পথে কোন ধন-সম্পদ ব্যয় না করে তারা শয়তানের পথে ব্যয় করে। وَلَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং তারা আল্লাহ্ পাক ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র একত্ববাদকে আর কিয়ামতের দিন, মহান আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তনকে তারা বিশ্বাস করে না, সে দিন কৃতকর্মের বিনিময় প্রদানের দিন যা অবধারিত। মুজাহিদ (র.) বলেছেন ঃ তা ইয়াহূদীদের কারবার। তা তো সে সব মুনাফিকের লক্ষণ, যারা

মুশরিক ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারগণের ভয়ে মুসলমানী প্রকাশ করত, অথচ তারা তাদের কুফরীর উপরই বহাল ছিল। মুনাফিকী ইয়াহুদীদের কর্মকাণ্ডের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য। কেননা ইয়াহূদীরা মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশের দিনে বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের কুফরী হল- তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নবূওয়াতে অবিশ্বাসী।

অপর দিকে যারা আল্লাহ্ পাক এবং শেষ দিনের প্রতি যাদের অবিশ্বাসের কথা আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথকভাবে বলেছেন এবং পূর্ববর্তী আয়াতে যে অন্য দলের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় আয়াতের মাঝখানে অর্থবোধক পৃথককারী واو ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও তারা সকলেই মহান আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী, কিন্তু কার্যতঃ তারা দু'শ্রেণীর লোক, পৃথক পৃথক সিফাত বা বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ বিশিষ্ট। আর উল্লেখিত দুই আয়াতের মধ্যে যে দুই প্রকার সিফাত বা কর্মকাণ্ডের কথা, তা যদি এক শ্রেণীর লোকের হতো বা উভয় যদি একই শ্রেণীর হত তাহলে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় বলা যেত وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا - اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ رِئَاءَ النَّاسِ অর্থাৎ মাঝখানে واو -বিহীন আয়াত ২টি নাযিল হত।

কিন্তু উভয়কে واو - দ্বারা পৃথক করে দেওয়া হয়েছে যার কারণ আমি বর্ণনা করেছি।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا (শয়তান কারো সাথী হলে সে সাথী কতোই না মন্দ!)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন; শয়তান যার বন্ধু, শয়তানের আনুগত্যে কাজ করে এবং তার নির্দেশ পালন করে এবং মহান আল্লাহ্র আদেশ ও আনুগত্যের বিপরীতে মানুষকে দেখাবার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। আর মহান আল্লাহ্র ওয়াহ্দানিয়াত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে সে সংগী কত মন্দ! অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, শয়তান কতোই না খারাপ সাথী।

قَرِيْن -শব্দটি نصب (যবর) বিশিষ্ট। কেননা سَاءَ শব্দটি الشيطان - হতে - مذكر - যেমন আল্লাহ্ পাক বলেছেন بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا সীমালংঘনকারীদের এ বিনিময় কতোই না নিকৃষ্ট! (সূরা কাহাফ ঃ ৫০)। আরবী ভাষাবিদগণ سَاءَ - অনুরূপ শব্দসমূহ ব্যবহার কালে এরূপ করে থাকেন। যেমন আদ্দী ইব্ন যায়দ এর উক্তির মধ্যে আছে ঃ

عَنِ الْمَرْءِ لَاتَسْئَلْ وَاَبْصِرْقَرِيْنَهٗ * فَاِنَّ الْقَرِيْنَ بِالْمُقَارِنِ مُقْتَدِ

এতে القرين - অর্থ-সাথী ও বন্ধু বুঝানো হয়েছে।

(٣٩) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ٥

৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যা প্রদান করেছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আল্লাহ্ তাদেরকে ভালভাবে জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- কি লাভ আছে সে সব লোকের যারা মানুষকে দেখাবার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর তারা আল্লাহ্র উপর এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَلَابِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -অর্থাৎ "আল্লাহ্ এক তার কোন শরীক নাই" তারা যদি এ বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ্ পাকের একাত্ববাদে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করত আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত আর কিয়ামতের দিন তাদের যাবতীয় আমলের বিনিময় প্রদান করা হবে, তারা যদি তা সত্য জানত وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তারা যদি সে সব ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করত, যা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছেন, তবে তা তাদের নিজেদের জন্যে কত ভাল হত। তারা শুধু মানুষকে দেখাবার জন্য ব্যয় করেনি বরং তারা খরচ করেছে তাদের যশ ও খ্যাতি এবং মানুষ তাদেরকে স্মরণ করবে এ আশায় আর আল্লাহ্ পাকের প্রতি অবিশ্বাসীদের নিকট ফখর করার জন্য খরচ করেছে এবং মানুষের নিকট নিরর্থক প্রশংসিত হওয়ার জন্যে। وَكَانَ اللّٰهُ এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত লোক সম্পর্কে জানেন। যাদের কথা তিনি বলেছেন যে, তারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা মহান আল্লাহ্ আখিরাতে অবিশ্বাসী। عَلِيْمًا অর্থাৎ তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভালোভাবেই জানেন এবং তাদের কার্যাবলী এবং তারা যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তা সবই আল্লাহ্ পাক অবগত। লোক দেখানোই তাদের উদ্দেশ্য, আত্ম প্রচারই তাদের লক্ষ্য। অথচ মহান আল্লাহ্র নিকট কিছুই গোপন থাকে নেই। তারা তাঁর নিকট শেষ বিচারের দিন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তিনি তাদেরকে তাদের যাবতীয় কাজের বিনিময় প্রদান করবেন।

(٤٠) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥

৪০. নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এক বিন্দু মাত্রও অত্যাচার করেন না। আর যদি কোন নেক কাজ থাকে, তবে তার সওয়াব দ্বিগুণ প্রদান করেন এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, যদি তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান আনতো, আর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করতো, তবে তাদের কি ক্ষতি হত? কেননা, যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার রাহে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তার সওয়াব বিন্দুমাত্রও কম করবেন না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫০২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার নেক আমল অণুপরিমাণও যদি বদ আ'মল থেকে বেশী হয়, তবে তা অণুপরিমাণ বেশী হবে, আমার নিকট সারা পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যা আছে, তার চেয়ে অধিকতর প্রিয়।

৯৫০৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লোক বলতেন, আমার পাপ হতে নেক আমল যদি সামান্য পরিমাণ ও আর সামান্য পরিমাণ সে পূর্ণ আমার নিকট দুনিয়ার সব কিছু হতেও অধিকতর প্রিয়।

আয়াতে উল্লেখিত الذرة -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যেমনঃ-

৯৫০৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -এর অর্থে বলেন, ذرة -অর্থ-লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিঁপড়া।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) ইসহাক ইব্ন ওহাব হতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বলেছেন কোন কোন মনীষীর মতে লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিঁপাড়েকে ذرة (যাররাতুন) বলা হয়, যার কোন ওযন নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা যা বলেছি তার সমর্থনে বর্ণিত আছে যে-

৯৫০৫. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের পুণ্যের কাজের বিনিময় প্রদানে কোন প্রকার জুলুম করবেন না। পুণ্যের বদলে দুনিয়াতেই জীবিকা প্রদান করবেন এবং আখিরাতে দেবেন পুরস্কার। কিন্তু কাফিরকে ভাল কাজের বিনিময়ে এ দুনিয়ায় খাদ্য দেবেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন তার জন্য কোন পুণ্য থাকবে না।

৯৫০৬. 'আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের শপথ। এমন একদিন আসবে, যখন তোমরা দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ সে তার ন্যায্য পাওনা পেলে সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলবে। মু'মিনগণের যখন তাদের ভাইদের মধ্যে অনেককে জাহান্নাতের শাস্তি হতে মুক্তি পেয়েছে দেখবে, তখন তারা বলবে ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আরো অনেক ভাই ছিল, যারা

আমাদের সাথে নামায পড়ত, রোযা রাখত, হজ্জ করত এবং আমাদের সাথে জিহাদ করত, তাদেরকে তো জাহান্নামের অগ্নি গ্রাস করেছে"! আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেনঃ "তোমরা যাও; তাদের মধ্যে যাকে তোমরা তার চেহারায় চেনতে পারবে তাকে জাহান্নামের অগ্নি হতে বের করে নিয়ে এস" তাদের চেহারা জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দেয়া হবে। (মু'মিন হওয়ার কারণে তাদের চেহারা আগুনে জ্বলবে না।)

এরপর তারা গিয়ে দেখবে তাদের সেই ভাইদের কারো হাঁটুর নীচ পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো কোমর পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন গ্রাস করে রেখেছে। সেখান থেকে তারা অনেককে বের করে নিয়ে আসবে। এরপর তাদের সঙ্গে সকলে কথাবার্তা বলবে, এখন আবার আল্লাহ্ বলবেন ঃ "তোমরা আবার যাও! এবার গিয়ে যার অন্তরে অণুপরিমাণ নেক কাজের কিছু পাবে, তাকে তোমরা বের করে নিয়ে এস! হুকুমের সাথে সাথে তাঁরা অনেক মানুষকে জাহান্নাম হতে বের করে আনবে এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকবে পুনরায় আল্লাহ্ বলবেন ঃ আবার গিয়ে যার অন্তরে অণুপরিমাণ নেকী পাবে, তাকে বের করে নিয়ে আস। আল্লাহ্ পাকের হতে কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে বলবেন- আবূ সাঈদ (র.) যখন এ হাদীস বয়ান করতেন তখন শ্রোতাদেরকে বলতেন, যদি তোমরা তা বিশ্বাস না কর তবে তোমরা আল্লাহ্র পাকের এ বাণী পাঠ কর ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

আবূ সাঈদ (রা.) এর এ বক্তব্য শুনে উপস্থিত শ্রোতাবর্গ সমস্বরে বলে উঠেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আর কোন ভাল আমল না করে ছাড়বো না।

৯৫০৭. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে 'আতা ইব্ন ইয়াসার সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বার্ণিত আছে।

অন্যান্য যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫০৮. যাযান (র.) বলেন, আমি একদা ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর নিকট গেলাম এবং শুনলাম কিয়ামত (হাশর)-এর দিন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাপর সকলকে একত্রিত করবেন। একত্রিত করার পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন ঃ ওহে আল্লাহ্র বান্দারা তোমরা শোন! যে ব্যক্তি তার উপর জুলুমকারীকে পেতে চায় সে যেন তার হক আদায়ের জন্য তাকে নিয়ে আসে! তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি মানুষ যখন এ ঘোষণা শুনে খুশী হয়ে যাবে। এবং বুঝবে সে মুহূর্তটি হবে তার পিতা বা সন্তান অথবা তার স্ত্রীর উপর তার যে হক ছিল, তা আদায়ের মুহূর্ত। এ সত্যতার প্রমাণ রয়েছে কুরআনুল করীমে। মহান আল্লাহ্র বাণীঃ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে

সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবে না।) এরপর তাকে বলা হবে ঃ "তাদের নিকট হতে তোমাদের হক আদায় করে নাও।" অর্থাৎ যার নিকট হক পাওনা হবে তাকে বলা হবেঃ তাদের হক দিয়ে দাও। দেনাদার তখন বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক কোথা থেকে কি করে তা দেব, দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে ? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা তার নেক আমল কি আছে দেখ, তা দেখ তা থেকে তার নিকট যারা হক পাওনা আছে, তাদের সে হক দিয়ে দাও!! দিতে যখন অণুপরিমাণ নেক বাকী থাকবে তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, এমতাবস্থায় যে তিনি সে সম্পর্কে, অধিক জ্ঞাত আছেন "হে আমাদের রব, প্রত্যেক হকদারকে আমার তার হক প্রদান করেছি। তার নেক আমল আর অণুপরিমাণ বাকী আছে। তা শুনে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ আমার বান্দার জন্য বাড়িয়ে দাও। এবং তাকে আমার দয়ার বরকতে বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়ে দাও! কুরআন পাকে উল্লেখ আছে যে, إِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا (অর্থাৎ-মহা পুরস্কার হবে জান্নাত যা তাকে দেয়া হবে) এবং এর পরও যখন তার সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে যাবে এবং শুধু গুনাহ্সমূহ বাকী থাকবে তখন ফেরেশতাগণ বলবেন এমতবস্থায় যে, তিনি সে বিষয় অধিক জানেন।

হে আমাদের মা'বুদ। তার নেক আমলসমূহ শেষ হয়ে গেছে, আছে শুধু তার গুনাহ্সমূহ অথচ বহু দাবীদার এখনো বাকী রয়েছে!! আল্লাহ্ পাক পাওনাদারদের বলবেন ঃ পাপের অংশ তার ভাগে সংযুক্ত কর। এবং তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।

৯৫০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়িব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যাযান (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের হাত ধরে রাখা হবে। আর হাশরের মাঠে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে এক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন ঃ "এ লোকটি অমুকের ছেলে অমুক, তার নিকট যার যে হক পাওনা আছে, সে যেন তার নিকট এসে তা নিয়ে যায়। ঘোষণা শুনে স্ত্রী খুশী হয়ে যাবে। কারণ সে তখন বুঝতে পারবে যে, এ সময়ে তার পিতা, সন্তান, ভাই এবং স্বামীর নিকট হতে হক আদায়ের মুহূর্ত। এ কথা বলে ইব্‌ন মাসউদ (রা.) সূরা মু'মিনূন এর ১০১ আয়াতের এ অংশটি পাঠ পাঠ করেন ঃ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ পাওনাদারদের আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হক যা ইচ্ছা করেন ঃ মাফ করে দেবেন। কিন্তু মানুষের হক কিছুই মাফ করবেন না। তিনি মানুষকে বলবেন "তোমাদের নিকট যে সকল লোকের হক রয়ে গেছে তাদের সে হক পরিশোধ কর!"

তখন তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলবে "হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি কোথা হতে কিভাবে তাদের হক আদায় করব"?

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তার নেক আমলগুলো হতে পাওনাদারদেরকে পাওনা জুলুম পরিমাণ হক পরিশোধ কর। যদি যে আল্লাহ্র ওলী হয় তবে তার নেক আমল

অণুপরিমাণ বেশী হলেও তা এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেয়া যাতে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, এরপর তিনি আমাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনান ঃ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ আর লোক যদি গুনাহ্গার হয় তা হলে ফেরেশতা বলবেনঃ "হে আমার রব! তার সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে গেছে। অথচ তার নিকট হকের দাবীদার এখানো অনেক পাওনাদার এখানো রয়েছে।" জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ তাদের পাওনাদারদের পাপ তার ভাগের সাথে সংযুক্ত কর এবং তাকে আঘাত করতে করতে জাহান্নামের নিয়ে যাও।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর ব্যাখ্যা এই কোন বান্দার প্রতি অন্য বান্দার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে এবং কিয়ামতের দিন অণুপরিমাণ অন্যায় করবেন না অর্থাৎ যার যা হক তা যথার্থভাবে প্রমাণ করা হবে। আলোচ্য আয়াতে أَجْرًا عَظِيْمًا -অর্থ- জান্নাত।

وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً -আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর পাঠরীতি সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

ইরাকবাসিগণ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً যবর (নসব) দিয়ে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ অণুপরিমাণ ওযনেও যদি নেক আমল হয় তা দ্বিগুণ করে দেয়া হবে।

মদীনাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ অর্থাৎ حسنة - শব্দে পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন অর্থাৎ যদি নেক আমল পাওয়া যায়। এ অর্থ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ এর ব্যাখ্যা মুতাবিক।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يُضَاعِفْهَا -যে "বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে সে বৃদ্ধির পরিমিত সংখ্যা কোন কোন বর্ণনায় "হাজার এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা يضعفها বলেননি। কেননা يضاعف দ্বারা অর্থ "অধিক" হতে পারে। যেমন আরবদের ভাষায় প্রচলিত আছে ঃ يضاعها اضعا فاكثيرا -তা অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যদি "দ্বিগুণ" অর্থ লওয়া হয় তা হলে তাশ্দীদ দিয়ে يضعف পাঠ করতে হবে যেমন يضعف ذلك ضعفين

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে যাদের দ্বিগুণ সাওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে তাফসীরকার একাধিক মত পোষণ করেন ঃ তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ তাঁরা হলেন সে সমস্ত ঈমানদারগণ, যারা মহান আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি ঈমান এনেছেন। এর প্রমাণে তাঁরা নিম্নের হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন ঃ

৯৫১০. আবূ উছমান আল-নাহ্দী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "আমি জানতে পেরেছি, আপনি বলেছেন ঃ প্রতিটি নেক আমলের সাওয়াব দু'হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়! তিনি বললেন; এতে কি তোমরা আশ্চার্য হয়েছ আল্লাহ্ পাকের কসম আমি বিষয়টি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি নেক আমলের সাওয়াব দু'হাজার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেবেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং তা মুহাজিরগণের জন্যে খাস করে বলা হয়েছে. অন্য কারো জন্যে বলা হয়নি। যেমন নিম্নে বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

৯৫১১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا -এ আয়াতখানি (সূরা আনআম ঃ ১৬০) গ্রামীণ লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আতিয়্যাতুল আওফী বলেন, এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তাহলে মুহাজিরগণের জন্য কি আছে? তিনি তার উত্তরে বলেন, তাঁদের জন্য এর চেয়ে অধিক বড় প্রতিদান রয়েছে, إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিষয়ে কোন ঘোষণা দেন তখন তা অবশ্যই মহান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি মতের উল্লেখ রয়েছে তন্মধ্যে এ মতই উত্তম, যাতে বলা হয়েছে যে এ আয়াত মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, গ্রামীণ লোকদের উদ্দেশ্যে নয়। যেহেতু আল্লাহ্ পাকের বাণী বা রাসূল (সা.)-এর বাণী স্ববিরোধী হতে পারে না, তাই মুহাজিরীনদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, এ কথা বলাই শ্রেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাগণের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি একটি নেক আমল করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে তাকে দশ গুণ সাওয়াব দান করবেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে তাকে তার অনেকগুণ বেশী সাওয়াব দান করবেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে, দু'টি হাদীস ইতিপূবে উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যায় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ২টি আয়াতে দু'রকম এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস ২টিতেও দু'রকম বক্তব্য এরূপ বর্ণনায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই এখানে সর্বজন স্বীকৃত এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, দু'টি বর্ণনার একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি বিস্তারিত। অপর দিকে যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসসমূহের একটি অপরটিকে সত্যায়িত করে এবং একটি অপরটির ব্যাখ্যা স্বরূপ, তাই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের অর্থ হবেঃ ঈমানদারগণের মধ্যে যারা মুহাজির তাদের একটি সৎকাজের সাওয়াব হাজার হাজার গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর মুহাজির ব্যতীত অন্যান্য ঈমানদারগণের এক একটি সৎকাজের জন্য দশ-দশটি সাওয়াব লেখা হয় যেমন-নবী করীম (সা.)-এর বাণী উমাইর বর্ণনা করেছেন مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا -অর্থাৎ (মুহাজির ব্যতীত অন্যান্য) ঈমানদারগণের মধ্যে কেউ একটি নেক কাজ করলে তার সাওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন বরং নিজের পক্ষ হতে আল্লাহ্ থাকে আরও সাওয়াব দান করবেন। আর সে প্রতিদান হবে জান্নাত।

৯৫১২. ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে বর্ণিত মহান দানের অর্থ হল; জান্নাত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫১৩. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.)-হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে যে মহান দানের কথা বলা হয়েছে তা হল "জান্নাত"।

৯৫১৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উল্লেখিত أَجْرًا عَظِيمًا -এর অর্থ জান্নাত।

(٤١) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

৪১. তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী হাযির করবো? (হে রাসূল) আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের সাথে অণুপরিমাণও জুলুম করবেন না। যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো অর্থাৎ তাদের কৃত-কর্মের বিপক্ষে ও পক্ষে সাক্ষী দেয়ার জন্য এবং তাদের নবী-রাসূলগণকে তারা বিশ্বাস করেছে কি-না তার উপর সাক্ষী দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করব তখন আমি আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনাকে উপস্থিত করব আপনার উম্মতগণের বিরুদ্ধে সাক্ষীস্বরূপ। যেমন নিম্নের হাদীস সমূহে বর্ণিত আছে।

৯৫১৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবীগণ কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবেন আর তাঁদের সাথে থাকবেন তাঁদের উম্মতগণের মধ্য হতে একজন, দু'জন দশ জন এর কম বা বেশীও হতে পারে, যারা তাদের প্রতি ঈমান এনেছে। আর নবী লূত আলায়হিস্ সালাম-এর কাওমের মধ্যে শুধু তাঁর দুই কন্যা সন্তানই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এরপর নবী (আ.)-দেরকে বলা হবে তোমাদেরকে যে বিষয় নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা কি তোমরা পৌঁছে দিয়েছ? তাঁরা সকলেই বলবেন ঃ তা আমরা পৌঁছে দিয়েছি। এরপর তাঁদেরকে বলা হবেঃ তোমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে কে সাক্ষ্য দেবে? তাঁরা জবাবে বলবেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতগণ। তখন তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর যে রাসূলগণ তোমাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। এ সাক্ষ্য তোমরা কিভাবে প্রমাণ করবে? তাঁরা বলবেন, হে আমাদের রব! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁরা পৌঁছিয়েছেন যেভাবে তাঁরা দুনিয়ার সকলের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর আবার তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা বলছ তা-ই এ যে ঠিক এর উপর কে সাক্ষ্য প্রদান করবে? তখন তাঁ সকলেই বলবে, মুহাম্মদ

(সা.)-এর পর মুহাম্মদ (সা.)-কে ডাকা হবে, তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন যে তাঁর উম্মাতগণ সত্য কথা বলেছে রাসূলগণ দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -এভাবে তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। [২ ঃ১৪৩] এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

৯৫১৬. ইবন জুরায়জ (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক উম্মতের রাসূলগণ সাক্ষ্য দিবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা তাঁরা সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিত করা হবে তখন তাঁর দু'চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে।

৯৫১৭. ইকরামা (র.) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ -এর ব্যাখ্যায় (সূরা বুরুজ ঃ ৩) বলেন شاهد -দ্বারা মুহাম্মদ (সা.) এবং مشهود - দ্বারা আরাফার দিন বুঝান হয়েছে। আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৫১৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ হাদীসটি شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -উল্লেখ করেছেন।

৯৫১৯. কাশিম (র.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে বলেন, আমাকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনাও। ইব্ন মাসউদ (রা.)-এ কথা শোনে আরয করলেন, আমি আপনাকে কি কুরআন পাঠ করে শুনাবো, তা তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়? রাসূল (সা.) বললেন, তা অন্যের নিকট হতে শুনতে আমার খুবই ভাল লাগে। রাবী (র.) বলেন, এরপর ইবন মাসউদ (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশ পড়ে শুনান। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রতিবাহিত হয়, এর ফলে ইব্ন মাসঊদ তিলাওয়াত বন্ধ করে দেন। আল-মাসউদী বলেন, জা'ফর ইব্ন আমর ইব্ন হুরায়জ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ فِيْهِمْ ـ فَاِذَا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

(٤٢) يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

৪২. সেদিন যারা কাফির হয়েছে এবং (আমার) রাসূলের কথা অমান্য করেছে তারা আকাঙ্ক্ষা করবে হায়! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারতো, আর তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কোন কথাই গোপন রাখতে পারবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে এক জন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আপনাকে আপনার উম্মতের প্রতি সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিতি করবো, يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে, তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত (তবে কত ভাল হত)।

আয়াতের কয়েকটি শব্দের পাঠরীতিতে একাধিক মত রয়েছে।

হিজায, মক্কা এবং মদীনার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ لَوْ تَسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ -আয়াতাংশের تاء -এর উপর (যবর) এবং سين -এর উপর তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেন, অর্থাৎ মূলত ঃ لَوْتَتَسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ তখন তার অর্থ হবে তারা কামনা করবে'। যদি তারা মাটি হয়ে যেত, তবে তারা মাটির সাথে মিশে যেত, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সাধারণত কূফাবাসী تاء -কে ফাতাহ্ দিয়ে এবং سين (সীন)-কে তাশদীদ ছাড়া পাঠ করেছেন। যেমন- لَوْ تَسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ - আর সাধারণত ঃ আরবগণ এক শব্দে দুই তাশদীদ ব্যবহার করেন না।

কেউ কেউ تاء -এর উপর পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন, যেমন لَوْتُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতেন, তবে তারা মাটি হয়ে যেত, যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা পশুদের সম্পর্কে বলেছেন, কিয়ামতের দিন পশুরা পরস্পর প্রতিশোধ গ্রহণের পর মহান আল্লাহ্র হুকুমে মাটি হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যে কয়টি পাঠরীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এর সবগুলোর অর্থ কাছাকাছি। পাঠক এর যে রীতিতেই পাঠ করুক না কেন, তাই সঠিক হবে। কারণ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেদিন (কিয়ামতের দিন) মাটি হয়ে যাওয়ার কামনা করবে সে কামনা তো তখন করতে পারে যখন আল্লাহ্ পাক এরূপ মাটি করে দেন। যদি এরূপ অর্থ হয় তবে আমার নিকট لَوْ تَسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ - تاء -কে যবর দিয়ে এবং سين -কে তাশদীদ বিহীন পাঠ করা পসন্দনীয়। এখানে বলা হয়েছে "যদি আমাদেরকে আল্লাহ্পাক মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেন"। অপর এক আয়াতে আছে وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا - আর কাফিররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম। কাফিরদের এ আক্ষেপ এবং আলোচ্য আয়াতে যা বলা হয়েছে উভয়ের অর্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এক জায়গায় বলা হয়েছে যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে "যদি আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে মাটি করে দিতেন"। এ পার্থক্য নিরসনকল্পে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন; যে, তারা মাটি হয়ে যাওয়ার কামনা প্রকাশ করবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এ খবর দেননি যে, তারা বলবে

يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا -হায় যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম! অর্থাৎ উভয় জায়গাতে আসল অর্থ হবে- হায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেন তবে উত্তম হত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَايَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا "তারা আল্লাহ্ পাক থেকে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি ও তাদের মুখ তা অস্বীকার করে কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ কোন কথা আল্লাহ্র নিকট গোপন রাখবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫২০. ইবন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের কথা শুনতে পেয়েছি। তিনি বলেন, وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না (৬ ঃ ২৩)। এবং অন্য আয়াতে বলেছেন, وَلَايَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا তারা আল্লাহ্র নিকট কোন কথা গোপন করতে পারবে না। সে লোকটি এ আয়াত দু'টির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আপাতত দৃষ্টিতে এ আয়াত দু'টির মধ্যে যে বৈপরিত্য দেখা যায় তার কারণ কি? জবাবে ইবন আব্বাস (রা.)বলেন, ব্যাপারটি এরূপ, যখন কাফিররা দেখতে পারে শুধু মাত্র মুসলমানগণই জান্নাতে প্রবেশ করছে, আর কেউ যেতে পারছে না। তখন তারা এ কথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শির্ক ও অসৎকর্মের কথা অস্বীকার করা উচিত। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেছেন তারা বলবে وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (আল্লাহ্র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না)। এ কথা বলার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর মেরে দেবেন। আর তাদের হাত পাগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। এ জন্যই বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا কোন কিছুই আল্লাহ্র পাকের নিকট গোপন রাখতে পারবে না।

৯৫২১. সাঈদ ইবন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, পবিত্র কুরআনের মধ্যে আমার নিকট কতগুলো বিষয় অস্পষ্ট লাগছে। জবাবে তিনি বললেন ঃ তা কি? পবিত্র কুরআনে কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে? লোকটি বললেন, না আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে কিছু অস্পষ্টতা দেখছি! তিনি তাঁকে বললেন, তোমার কাছে কোন বিষয়টি অস্পষ্ট? লোকটি বললেন, আমি শুনতে পাই আল্লাহ্ পাক বলেন, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ -এরপর তাদের এ ছাড়া বলার আর কোন অজুহাত থাকবে না যে,"আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না (৬ ঃ ২৩) এবং অন্য এক আয়াতে বলেছেন ঃ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا আল্লাহ্র নিকট তারা কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। অথচ তারা গোপন রাখবে! তার এ কথার জবাবে ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক কিয়ামাতের দিন যখন তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, মাফ করে দিচ্ছেন তাদের গুনাহ্সমূহকে কিন্তু শির্ক ক্ষমা

করছেন না। তখন মুশরিকরা তাদের যে শির্ক করেছিল তা অস্বীকার করে আল্লাহ্র ক্ষমা পাওয়ার আশায় বলবে ঃ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মুশরিক ছিলাম না" তারা তা বলার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর মেরে দেবেন আর দুনিয়ায় তারা যা কিছু করতো তার সব কিছু তাদের হাতও পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বলে দেবে। তাদের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন, يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْتُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا - অর্থাৎ তারা কিছুই গোপন করতে পারবে না।

৯৫২২. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত আছে, নাফি ইবনুল আযরাক (রা.) হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে এক দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ইবন আব্বাস (রা.)-মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا -এবং অপর এক আয়াতে আল্লাহ্র বাণী وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ এ দু'আর মধ্যে অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে, (জবাবে ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তুমি তোমার সংগী-সাথীদের কাছ থেকে উঠে এসেছ। নাফি' বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে ইবন আব্বাস! পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাপারে আমি যে দ্বন্দ্বে পড়েছি তা মিটিয়ে দিন। ইবন আব্বাস (রা.) উত্তরে বলেন, তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদের নিকট ফিরে যাবে, তখন তাঁদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন একটি প্রশস্ত বিশাল প্রান্তরে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন মুশরিকরা বলবে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ স্বীকার করেছেন তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন লোকের কিছুই কবুল করবেন না! এতে মুশরিকগণ বলবে "তোমরা সকলে এস আমরা কিছু বলি" তখন তাদেরকে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি চায়? তারা তখন বলবে, وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ - ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, তারা এ কথা বলার পর আল্লাহ্ তাদের মুখে মোহর মেরে দেবেন। আর তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষী দেবে, কথা বলতে আরম্ভ করবে এবং তারা মুশরিক ছিল বলে সাক্ষী দেবে। এর ফলে তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যদি তারা মাটি হয়ে যেত! আর তারা আল্লাহ্ পাকের কথাই গোপন করতে পারবে না

৯৫২৩. ইবন আব্বাস (রা.) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মাটি পাহাড় সমতুল্য হয়ে যাবে এবং তাঁদের উপর মাটি পড়ে যাবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা ইবন আব্বাস (রা.) থেকে যা বর্ণনা করেছি, তার সার কথা হল তারা মাটি হয়ে যাওয়ার কামনা করবে, এবং তারা সে দিন আল্লাহ্র নিকট কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ সে দিন তারা আল্লাহ্র নিকট কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না আর কামনা করবে মাটির সাথে মিশে যেতে। কিন্তু বাস্তবে তাদের কোন কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোপন থাকবে না। কারণ তাদের যাবতীয় কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে। যদিও তারা মৌখিক তা গোপন রেখে অস্বীকার করে মৌখিকভাবে তা গোপন করার কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কিছুই গোপন থাকবে না।

(٤٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

৪৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাক, তখন নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা ভালভাবে বুঝতে পার, যা তোমরা মুখে বল এবং না-পাক অবস্থায়ও নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যে পর্যন্ত না (তথা পবিত্র হও)। তোমরা গোসল কর আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচস্থান থেকে আসে, অথবা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর এবং পানি না পাও তবে পাক মাটির দ্বারা তায়াম্মুম এবং (উক্ত মাটি দ্বারা) নিজের মুখমণ্ডল এবং হাতগুলো মুছে ফেল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ - হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না, যাক سكرى শব্দটি سكران -এর বহুবচন। যে পর্যন্ত তোমরা মুখে যা উচ্চারণ কর তা বুঝতে না পার। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে বিধি-নিষেধ পালনের জন্য আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করতে না পার। لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -এ আয়াতাংশর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এখানে السكر -দ্বারা উদ্দেশ্য শরাব, নেশা ইত্যাদি। তাঁরা নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ কে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

৯৫২৪. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, আবদুর রহমান (রা.) এবং আরও এক ব্যক্তি একত্রে একদিন শরাব পান করেন। এটি শরাব হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা, এরপর আবদুর রহমান (রা.) তাঁদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেন। নামাযের মধ্যে قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ -সূরাটি পাঠ করার সময় ভুল করেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৯৫২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) পানাহারের ব্যবস্থা করেন এবং সাহাবীদের দাওয়াত দেন, তাঁরা তৃপ্তি সহকারে পানাহার করেন। এরপর তাঁরা আলী (রা.)-কে মাগরিবের নামায পড়ানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দেন। নামাযের মধ্যে তিনি সূরায়ে কাফিরূন পাঠ করার সময় ভুল করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এরপরই আল্লাহ্ তা'আলা ঃ لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ - আয়াতটি নাযিল করেন।

৯৫২৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতখানি শরাব পান করা হারাম হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে।

৯৫২৭. আবূ রাযীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে এ আয়াতখানি নাযিল হয়।

৯৫২৮. আবূ রাযীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শরাব পান হারাম হওয়ার পূর্বে সূরা বাকারা এবং সূরা নিসার এ আয়াত নাযিল হয়। সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ সকলেই মদ্যপান করা ছেড়ে দেন।

৯৫২৯. মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাদেরকে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হারাম হওয়ায় আয়াত দ্বারা এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৯৫৩০. অপর এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৫৩১. কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানগণ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হতে সালাতের সময় উপস্থিত হলে নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করা হতে বিরত থাকতেন, পরে মদ্যপান হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হলে এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়।

৯৫৩২. আবূ রাযীন (র) ও ইবরাহীম (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত আয়াত এবং নিম্নে উল্লেখিত আয়াত ২টিতে মদ্য পান সংক্রান্ত যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে তা মদ পান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বিরাজ করছিল। আয়াত দুটি হল ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু সেগুলোর পাপ উপকারের চেয়ে অধিক (২ ঃ ২১৯)।

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا

["তা থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে " (সূরা নাহ্ল ঃ ৬৭)]

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হল, তোমরা ঘুমের নেশায় থাকাবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫৩৩. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى - মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এখানে শরাবের নেশা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল 'ঘুমের নেশা'অর্থাৎ ঘুমের নেশা চক্ষে থাকাবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

৯৫৩৪. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে سكارى -দ্বারা মদের নেশা মর্ম নয় বরং سكارى - দ্বারা ঘুমের নেশা উদ্দেশ্য।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে সে ব্যাখ্যাটি উত্তম, যেখানে বলা হয়েছে, মদ পান করা হারাম হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে মদ পানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারে-কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ হতে বহু স্পষ্ট হাদীসে উক্ত আয়াতের এ অর্থ-ই বর্ণিত আছে যে, মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া আল্লাহ্‌পাক হতেই নিষিদ্ধ। মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যারা নামায পড়ছিলেন তাদেরকে লক্ষ্য করেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ আমাকে প্রশ্ন করে বলতে পারেন যে, কোন লোকের জ্ঞান লোপ পাওয়ার অবস্থাকে سكران -বলা হয়; যেমন উন্মাদ বা পাগল। অথচ আপনি এমন লোকের কথা বলেছেনঃ কোন কাজ করার প্রতি যারা আদিষ্ট, আবার কোন কাজ করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ এ আদেশ ও নিষেধ বুঝার শক্তি বা জ্ঞান যারা হারিয়ে ফেলে আপনি তাদের কথা বলেছেনঃ তারা যেন তদবস্থায় নামায না পড়ে। আপনার এ অর্থ বা ব্যাখ্যা কিভাবে ঠিক হতে পারে? উক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, سكران -এর অর্থ যদি পাগল বা উন্মাদ, তার প্রতি কোন কাজের আদেশ করা ও নিষেধ করা বৈধ হবে না। কিন্তু سكران -কোন লোকের এমন অবস্থাকে বলা হয়, যে অবস্থায় সে বুঝতে পারে যে, কি করতে হবে এবং কি বর্জন করতে হবে। অথচ মদ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য মানুষের যবান এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে ভার ও অবসাদ করে ফেলে, এমনকি সালাতের মধ্যে কিরাআত পাঠে এবং যথাযথভাবে সালাতের নিয়ম-কানুনসমূহ আদায়ে দুর্বল হয়ে যায়। অথচ তার জ্ঞান বুদ্ধি ঠিকই থাকে। তাকে যে সকল বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে, সে তার সব কিছুই জ্ঞাত থাকে এবং বুঝে, কিন্তু, নেশা পানের কারণে তার শরীর অবসাদ হয়ে যাওয়ায়, সে তার কতক বিষয় আদায় করতে অক্ষম। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার কি করতে হবে, না হবে, সে তা বুঝতে পারে না। নেশার এ অবস্থা থেকেই অবসাদের সৃষ্টি হয় এবং উন্মাদের রূপ ধারণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ -দ্বারা এ অবস্থার লোককে সম্বোধন করা হয়নি। কেননা, সে তখন পাগল হিসাবে বিবেচিত অথচ لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ -দ্বারা নেশাগ্রস্ত লোকের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا (এবং যদি তোমরা মুসাফিরের অবস্থায় না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর।)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেনঃ ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেনঃ তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী- لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى وَحَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ "তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে ধারে যেয়ো না, যে পর্যন্ত না তোমরা যা বল তা বুঝ" তারপর আল্লাহ্ পাক আরো বলেন, মুসাফিরের অবস্থা ব্যতীত তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে তোমরা সে অবস্থায়ও নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। অর্থাৎ গোসল না করা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। তবে মুসাফির অবস্থা ব্যতীত, পারবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫৩৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আলোচ্য আয়াতে এতে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর অর্থ পথবাহী মুসাফিরের কথা বলেছেন।

৯৫৩৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পানি পাওয়া গেলে নাপাক অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। পানি না পেলে, পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা তোমাদের জন্য বৈধ করে দিলাম।

৯৫৩৭. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসাফিরী অবস্থায় পবিত্র হওয়ার জন্য পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে।

৯৫৩৮. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِى سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন عَابِرِى سَبِيْلٍ -অর্থ মুসাফির।

৯৫৩৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৫৪০. হযরত আলী (রা.) বলেন; আলোচ্য আয়াতাংশ সফর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এতে عَابِرِى السَّبِيْلِ -অর্থ মুসাফির অর্থাৎ মুসাফির পবিত্র হওয়ার জন্য যদি পানি না পায়, তবে তায়াম্মুম করে পবিত্র হবে।

৯৫৪১. মুজাহিদ (র.) বলেন, وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ-এর ব্যাখ্যা হল, মুসাফির যখন পানি না পায় তখন তায়াম্মুম করবে। তাতেই সে পবিত্র হবে এবং সালাত আদায় করবে।

৯৫৪২. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর ব্যাখ্যা হল সে ব্যক্তি সফর অবস্থায় থাকে এবং তার জন্য গোসল ফরয হয় তাহলে সে যেন তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে।

৯৫৪৩. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হল ঐ মুসাফিরগণ যারা পানি পায় না তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

৯৫৪৪. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হল সে সকল মুসাফির, যারা ভ্রমণরত অবস্থায় পানি পায় না।

৯৫৪৫. হাসান ইব্‌ন মুসলিম (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ মুসাফিরগণ পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে।

৯৫৪৬. হাকাম (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল সেই মুসাফির যে পানি পায়নি। তাই সে তায়াম্মুম করে নেবে।

৯৫৪৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) ও হাকাম তাঁরা উভয়ে বলেন, এর অর্থ হল এমন মুসাফির, যার উপর গোসল ফরয হয়েছে কিন্তু পানি পায় না তাই সে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।

৯৫৪৮. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) বলেন, এর অর্থ হল মুসাফির।

৯৫৪৯. অন্য এক সূত্রে হাকাম (র.) হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

৯৫৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছীর (র.) বলেন ঃ আমরা শোনতাম এর অর্থ হল সফর অবস্থা।

৯৫৫১. ইব্‌ন যায়দ (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ সে হল ঐ মুসাফির যে পানি পায় না। তাই সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে।

ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেছেন, "আমার পিতাও একথা বলতেন।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا - এর অর্থ لَا تَقْرَبُوا الْمُصَلّٰى لِلصَّلَاةِ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا تَقْرَبُوْهُ جُنُبًا حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা যা বলছ তা বুঝতে সক্ষম না হও। আর অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছেও যেও না, তবে যদি মুসাফির অবস্থায় থাক, তার কথা স্বতন্ত্র (তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে)।

অর্থাৎ যে সকল তাফসীরকারগণ উক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারা বলেন ঃ আয়াতের মধ্যে এখানে সালাত দ্বারা সালাত আদায় করার জায়গা তথা মসজিদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সে আমলে মুসলমানগণ মসজিদেই সালাত আদায় করতেন। মসজিদ থেকে দূরে থাকতেন না। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে নামাযের কাছে অর্থাৎ মসজিদের কাছেও যেয়ো না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫৫২. আবূ উবায়দা (র.) কর্তৃক তার পিতা আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি- وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমনকারীর কথা বলা হয়েছে।

৯৫৫৩. ইব্‌ন ইয়াসার (র.) কর্তৃক ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -আল্লাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ্ বলেছেনঃ মসজিদের নিকটবর্তী হয়ো না। তবে মসজিদের মধ্যে দিয়ে যদি তোমার চলার পথ হয়, তবে সে পথে হেঁটে যাবে, কিন্তু মসজিদে বসবে না।

৯৫৫৪. সাঈদ (র.) হতে অপবিত্রতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবে, দাঁড়াতে পারবে, কিন্তু বসবে না, যেহেতু সে পবিত্র নয়।

৯৫৫৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ঋতুমতী মহিলা ও অপবিত্র লোকের জন্য মসজিদের ভিতর দিয়ে চলা জায়েয আছে, যে পর্যন্ত তারা না বসে, অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে বসা বৈধ নয়।

৯৫৫৬. আবূ যুবায়র (র.) বলেন, আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে, ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে যেত।

৯৫৫৭. হাসান (রা.) وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে, কিন্তু তার মধ্যে বসতে পারবে না।

৯৫৫৯. ইবরাহীম (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আরো বলেন, যে লোকের উপর গোসল ফরয এরূপ অপবিত্র ব্যক্তি বের হয়ে যাওয়ার জন্য মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথ ব্যতীত আর কোন পথ না থাকে তবে মসজিদের ভেতর দিয়ে যাওয়া জায়েয আছে।

৯৫৬০. অপর এক সূত্রে ইবরাহীম (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৬১. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) বলেন, অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দিয়ে চলতে পারবে, কিন্তু মসজিদে বসতে পারবে না। এ কথা বলে তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ পাঠ করেন।

৯৫৬২. আবূ উবায়দা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৬৩. ইকরামা (রা.) হতে অপর এক সুত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৬৪. আবূ দুহা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৬৫. হাসান (র.) বলেন, ঋতুমতী মহিলা এবং অপবিত্র লোক মসজিদের মধ্যে দিয়ে গমন, করা জায়েয আছে, তবে তারা তার মধ্যে বসতে পারবে না।

৯৫৬৬. যুহরী (র.) বলেন, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদের মধ্য দিয়ে, গমন করার অনুমতি আছে।

৯৫৬৭. লায়স (র.) হতে বর্ণিত আছে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র.) وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ আনসারগণের মধ্যে অনেকের গৃহের দরজা মসজিদের সাথে সংযুক্ত ছিল। তাঁরা অপবিত্র হয়ে যেতেন, তাঁদের নিকট পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাঁরা পানি

সংগ্রহের ইচ্ছা করলেও কিন্তু মসজিদের ভিতর দিয়ে চলা ছাড়া অন্য পথ ছিল না। তাঁদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ وَلاَجُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ নাযিল করেন।

৯৫৬৮. ইবরাহীম وَلاَجُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মসজিদের মধ্য দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তি পথ অতিক্রম করবে না, তবে সে পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ না পেলে মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া বৈধ হবে।

৯৫৬৯. ইব্‌ন মুজাহিদ (র.) কর্তৃক মুজাহিদ (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মসজিদের ভিতর দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তি চলবে না, মসজিদকে রাস্তা বানাবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম হলো, যারা এ আয়াতের وَلاَجُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় অতিক্রম করার পথ বা স্থান বলেছেন, যেহেতু যে মুসাফির অপবিত্র, সে যদি পবিত্র হওয়ার জন্য পানি না পায় তার হুকুম কি হবে তা একই আয়াতের মধ্যে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَو عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَد مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا -

আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরের থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী স্পর্শ কর থাক আর যদি পানি না পাও তবে পাক পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও।

এতে বুঝা যায় যে, যদি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -দ্বারা মুসাফির উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মুসাফিরের কথা ঃ وَاِنْ كُنْتُم مَرضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ এখানে উল্লেখ করা হত না।

কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوْا الْمَسَاجِدَ للصلاة مصليين فيها وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولاتقربوها أيضا جنبا حتى تغسلوا الا عابرى سبيل -অর্থাৎ-হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামায পড়ার জন্য মসজিদের কাছেও যেয়ো না, যেখানে মুসল্লীরা নামায পড়ে, যে পর্যন্ত তোমরা যা বল তা না বুঝতে পারো, এবং তোমরা অপবিত্র অবস্থায় গোসল করা ব্যতীত তার নিকটবর্তী হয়ো না, তবে মুসাফিরের অবস্থা স্বতন্ত্র।

اَلْعَابِرُ السَّبِيل - অর্থ পথ অতিক্রমকারী। আর তা আরবদের عَبَرتُ هٰذَا الطَّرِيْقَ فَاَنَا اعبره عبرا وعبورا -এ বাকধারা থেকে গৃহীত হয়েছে। নদী, অতিক্রম করাকে عبر فلان النهر বলা হয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَد مِّنْكُمْ مِّنَ الغَائِطِ "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ শৌচস্থান থেকে আসে"। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى যদি তোমরা যখম হয়ে বা গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে থাক, আর যদি কোন কারণে তোমাদের প্রতি গোসল ফরয হয় এবং পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করে পবিত্র হবে। যেমন, বর্ণিত আছে ঃ

৯৫৭০. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ -মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে বা মচকে যাওয়া এবং ক্ষত হওয়ার কারণে সে পীড়িত উক্ত আয়াতে এরূপ পীড়িত ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা লাভ করার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ এরূপ অসুস্থ বা পীড়িত লোক যদি নাপাক হয়, তাহলে গোসলের সময় তার ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ থাকলে তা খুলতে হবে না। কিন্তু তা খোলার পর পানি লাগলে যদি কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে তা খুলে গোসল করবে।

৯৫৭১. হযরত আবূ মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আহত হওয়ার কারণে অসুস্থ, সে নাপাক হওয়ার গোসল করলে তার যখম বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তবে গোসল করবে না, তাকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৯৫৭২. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে المرض -অর্থ যখম। এমন যখম যাতে পানির ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকে, এমন ব্যক্তি পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

৯৫৭৩. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আহত ব্যক্তি যখমের উপর তায়াম্মুম করবে।

৯৫৭৪. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যখম যদি উভয় হাতে হয়, তখন তায়াম্মুম করে নেবে।

৯৫৭৫. ইবরাহীম হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৫৭৬. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহত ব্যক্তির পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে, তায়াম্মুম করবে। এরপর তিনি وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ -তিলাওয়াত করেন।

৯৫৭৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ كُنْتُم مَّرْضٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের المرض অর্থ ক্ষত এবং বসন্ত রোগ আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করে এবং তার কষ্ট হয়, তা হলে সে লোক পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। যেমন, মুসাফির পানি না পেলে তায়াম্মুম করে।

৯৫৭৮. ইমাম শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর যদি গোসল ফরয হয়, তার হুকুম কি? জবাবে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তার জবাব রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَاِنْ كُنْتُم مَّرضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ ...... فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا -এর ব্যাখ্যায় নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

৯৫৭৯. ইব্‌ন যায়দ (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِنْ كُنْتُم مَّرضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ .... فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে রোগী তাকে পানি এনে দেয়ার জন্য কোন লোককে না পায় এবং পানি আনার ক্ষমতাও তার নাই, আর তার জন্য কোন খাদিম না থাকে এবং তার সাহায্যকারীও নেই। এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করবে ও নামায আদায় করবে। ইব্‌ন যায়দ বলেছেন, এসব আমার পিতার বর্ণনা। কোন অবস্থাতেই নামায ত্যাগ করা যাবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন ঃ কাজেই, এখন ব্যাখ্যা হবে ঃ তোমরা যদি আহত হও, অথবা শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায়, বা এমন অসুস্থ হও, যাতে গোসল ফরয হলেও গোসল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তোমরা মুকীম হলেও তোমাদের নামায আদায় করতে হয়, তখন পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ -এর অর্থ সুস্থ অবস্থায় অথবা তোমরা মুসাফির থাকাকালে যদি তোমাদের উপর গোসল করা হয় তবে তোমরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি শৌচাগার থেকে আসে এবং সে মুসাফির হয়, তবে উযূর ব্যবস্থা না থাকলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

اَلْغَائِطُ - অর্থ শৌচাগার। এতে প্রকৃতির ডাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি اَلْغَائِطُ -এর অর্থ বলেছেন, الوادى উপত্যকা।

৯৫৮০. اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেছেন, الغائط - অর্থ-الوادى -উপত্যকা মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ (অথবা তোমরা স্ত্রীগণকে স্পর্শ কর)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন ঃ অথবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ কর তোমাদের হাত দ্বারা।

أولامستم النساء -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন ঃ

তাফসীরকারগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন ঃ এতে اللمس দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন বুঝায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৫৮১. সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্ববর্তিগণ اللمس -এর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছেন, অনেকে বলেছেন, এর অর্থ-সম্ভোগ করা নয়। আরবের অনেকেই বলেছেন, এর অর্থ-স্বামী-স্ত্রীর মিলন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে বলেছি। اللمس -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এর

অর্থ- স্ত্রী সম্ভোগ নয় এবং আরববাসিগণ বলেছেন ঃ এর অর্থ-সম্ভোগ করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে বলেন ঃ আপনি উক্ত দুই দলের মধ্যে কোন্ দলে আছেন ? তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে, আমি মাওয়ালিগণের অন্তর্ভুক্ত। তারপর তিনি বলেন ঃ মাওয়ালিগণের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু اَلْمَسُّ - اَللَّمْسُ এবং المباشرة শব্দসমূহ স্বামী-স্ত্রীর মিলন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এসব শব্দ দ্বারা যখন যেখানে যা ইচ্ছা ইঙ্গিত করেন।

৯৫৮২. অন্য সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৮৩. অনুরূপ আরেক সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) اَوْ لاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এর অর্থ স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৫৮৪. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী اَوْ لاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি, আতা এবং উবায়দ ইব্‌ন উমায়র তাতে মতভেদ করেছি। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র.) বলেছেন, এর অর্থ স্বামী-স্ত্রীর মিলন। আমি ও 'আতা আমরা উভয়ে মত পোষণকারীকে এর অর্থ-স্পর্শ করা। আমরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট গিয়ে এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেন, অনারবগণ যা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং আরবগণ যা বলেছেন তাদের কথা ঠিক। তাঁরা বলেছেন, এর অর্থ-স্বামী-স্ত্রীর মিলন। অবশ্য আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিতে কথাটি বলেছেন।

৯৫৮৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ্ এবং উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র.) তাঁরা الملامسة -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) ও 'আতা (র.) বলেছেন ঃ এর অর্থ- স্পর্শ করা মিলন নয়। উবায়দ (র.) বলেছেন ঃ এর অর্থ বিয়ে করা। তাঁরা এর মতভেদপূর্ণ অর্থ নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঐ সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁরা সকলে তাঁকে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ মাওয়ালিগণ ভুল করেছেন; তার প্রকৃত অর্থ নিকাহ্, তবে আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিতে বলেছেন।

৯৫৮৬. কাতাদা জুবায়র, আতা এবং উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র.) একত্র হয়ে অনুরূপ আলোচনা করেন।

৯৫৮৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র এবং 'আতা (র.) বলেছেন, اللماس -অর্থ- হাতে স্পর্শ করা, আর 'উবায়দ (র.) বলেছেন- এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন। তাঁদের নিকট ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এসে বলেছেন, অনারবগণ ভুল করেছেন। তবে আরবগণ সঠিক বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তো ইঙ্গিতেই বলেন।

৯৫৮৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, اللمس -এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৫৮৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৯০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, المس - اللمس - المس ও المباشرة -এসব গুলোর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন। কিন্তু আল্লাহ্ ইঙ্গিতই করেন।

৯৫৯১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, الملامسة -এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন। কিন্তু দয়ালু আল্লাহ্ ইঙ্গিতেই বলেছেন।

৯৫৯২. অপর এক হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৯৩. ইব্‌ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার অনারব ও আরবগণ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর গৃহের দরজায় বসে الملامسة - অর্থ- সম্পর্কে আলাপ করছিলেন, আরবগণ বলেছেন, এর মর্মার্থ স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং অনারবগণ বলেছেন, হাত দ্বারা স্পর্শ করা, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাদের নিকট আসেন এবং বলেন ঃ অনাবরগণের এ ব্যাপারে মত সঠিক নয়। الملامسة - অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৫৯৪. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) হতে অপর এক সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৫৯৫. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক দল লোক ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর গৃহের দরজায় বসেছিলেন। হাদীসের বাকী অংশ তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯৫৯৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন الملامسة -অর্থ- বিয়ে করা।

৯৫৯৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অনুরাগণ এবং আরবগণ মসজিদে একত্র হয়েছিলেন, অপরদিকে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) মসজিদের আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিলেন। অনারবগণ একথায় একমত হয়েছিলেন যে, اللمس -এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন নয়। আর আরবগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, اللمس - অর্থ স্বামী-স্ত্রীর মিলন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কোন্ দলে আছি। আমি বলেছি যে, অনারবদের দলে আছি। তারপর তিনি বলেন, তাদের অভিমত সঠিক নয়।

৯৫৯৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اللمس -এর মর্মার্থ্য স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৫৯৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৬০০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৬০১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর অর্থ বলেছেন ঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৬০২. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

৯৬০৩. হাসান (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, এর অর্থ- স্বামী স্ত্রীর মিলন,

৯৬০৪. হযরত মুজাহিদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও ঐ একই জবাব দিয়েছেন।

৯৬০৫. হযরত কাতাদা ও হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনে বলেছেন, এর অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: أَوْلاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর ব্যাখ্যা, স্পর্শ করা। হাত দ্বারা হোক, অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা।

আর তাঁরা একথাও বলেছেন, যদি স্ত্রীর দেহের কোন অংশ স্পর্শ করা হয়, তবে উযূ করা জরুরী হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬০৬. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এর অর্থ- স্পর্শ করা, মিলন নয়।

৯৬০৭. আবদুল্লাহ্ (র.) অথবা আবূ উবায়দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এখানে স্পর্শ করার অর্থ- চুম্বন।

৯৬০৮. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন اللمس (স্পর্শ) দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত দেহের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা বুঝায়।

৯৬০৯. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন اللمس -অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা বুঝায়।

৯৬১০ . আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اللمس - অর্থ চুম্বন।

৯৬১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اللمس -অর্থ- চুম্বন। চুম্বন দ্বারা উযূ ওয়াজিব হয়।

৯৬১২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা.) হতে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৬১৩. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উবায়দা (র.)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর মর্মার্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি হাতের আঙ্গুলী দ্বারা এরূপ ইশারা করেন। সালীম (র.) তা বর্ণনা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর হাতের আঙ্গুলীসমূহ একত্র করে মিলিয়ে দেখান।

৯৬১৪. মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র তা'আলার বাণী ঃ أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -সম্পর্কে উবায়দা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হাতে স্পর্শ করা'। তাঁর এ কথায়ই আমি বুঝতে পেরে তাঁকে আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি।

৯৬১৫. ইব্‌ন আওন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এখানে أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর অর্থ- যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা। তাদের কথায় আমার ধারণা হয়েছে যে, ইব্‌ন উমর (রা.) যা বলেছেন তারা সে কথাই উল্লেখ করেছেন। তারপর মুহাম্মদ (র.) বলেন, "আমি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ সম্পর্কে উবায়দা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি জবাবে বলেছেন ঃ এর অর্থ, হাত দ্বারা স্পর্শ করা। ইব্‌ন আওন (র.) বলেছেন ঃ হাত দ্বারা স্পর্শ করা অর্থ যেমন, হাত দ্বারা কোন কিছু জড়িয়ে ধরা।

৯৬১৬. উবায়দা (র.) أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এতে হাত দ্বারা স্পর্শ করার কথা বলা হয়েছে।

৯৬১৬. (ক) মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এ আয়াতের أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ -সম্পর্কে উবায়দা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন-এর অর্থ- হাতদ্বারা স্পর্শ করা, একথা বলে তাঁর হাতের আঙ্গুলীগুলোকে তিনি মিলিয়ে দেখান, যাতে আমি তাঁর উদ্দেশ্যে বুঝতে পেরেছি।

৯৬১৭. হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) স্ত্রীকে চুম্বন করলে উযূ করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি উযূ করার জন্য উপদেশ প্রদান করতেন। আর তিনি এটিই স্পর্শ করা।

৯৬১৮. আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, الملامسة - অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত পরস্পরের স্পর্শকে বুঝায়

৯৬১৯. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

৯৬২০. হাকাম ও হাম্মাদ (র.) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেছেন, اللمس - দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত পরস্পরের স্পর্শকে বুঝায়।

৯৬২১. আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اللمس - দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত পরস্পর স্পর্শ করাকে বুঝায়।

৯৬২২. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اللمس - দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত পরস্পরের স্পর্শ করাকে বুঝায়।

৯৬২৩. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৬২৪. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৬২৪. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৬২৫. অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত পরস্পরের স্পর্শকে বুঝায়। এ কথা বলে তিনি أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً তিলাওয়াত করেন।

৯৬২৬. ইব্‌ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর বাখ্যা সম্পর্কে উবায়দা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, এরূপ। তাতে তাঁর যা উদ্দেশ্য, তা আমি বুঝতে পেরেছি।

৯৬২৭. আবূ উবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اللمس -শব্দের অর্থ- স্ত্রীকে স্পর্শ করার অন্তর্ভুক্ত হলো চুম্বন করা।

৯৬২৮. আবূ উবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ- চুম্বন করা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের দু'টি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উত্তম হল, যাঁরা বলেছেন, اللمس -শব্দের অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর মিলন। কেননা, হযরত রাসূলুল্লাহ্ হতে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, আছে যে, তিনি (সা.) স্ত্রীকে চুমু দিয়ে উযূ না করেই নামায আদায় করেছেন। যেমন-

৯৬২৯. আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী (সা.) উযূ করার পর চুম্বন করতেন এরপর উযূ না করেই নামায পড়তেন।

৯৬৩০. উরওয়া (র.) হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী (সা.) তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করে নামায পড়ার জন্য ঘর হতে চলে যেতেন। আর উযূ করতেন না। বর্ণনাকারী উরওয়া (র.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি তিনি? তখন তিনি হাসলেন।

৯৬৩১. যয়নাব সাহ্‌মিয়া (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী (সা.) (কখনো) তার বিবিকে চুম্বন করার পর আর উযূ না করে নামায পড়তেন।

৯৬৩২. হযরত আইশা (রা.) বলেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উযূ করার পর আমি তাঁকে চুমু দিতাম, তিনি আর উযূ করতেন না।

৯৬৩৩. উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন। চুমু দেওয়ার কারণে রোযা ছাড়তেন না এবং নতুনভাবে উযূও করতেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণিত, বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে اللمس - দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা অন্য কোন অর্থকে বুঝায় না।

উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে কয়েকজন যখমী অবস্থায় অপবিত্র হলে আলোচ্য ঐ আয়াত নাযিল হয়।

৯৬৩৪. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তাঁর মতে মাসিক অথবা নাপাকী অবস্থা থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য কোন লোক গোসল করতে অসমর্থ হলে তাঁর জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ যখমী হওয়ার পর অপবিত্র হন। বিষয়টি নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে আরয করা হয়। তখন তাঁদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবী কয়েকজন সফরে থাকাকালে পানি না পাওয়ার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৩৫. হযরত আইশা (রা.) বলেন যে, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের সফর সঙ্গী ছিলাম, যখন আমরা 'যাতুল-জাইশ'-এ পৌছি, তখন আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়।

আমি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অবহিত করলে তা খোঁজ করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ করেন, অনেক খোঁজ করেও তা পাওয়া যায়নি। হার খুঁজতে রাত হয়ে যাওয়ায় নবী (সা.) এবং অন্যান্য সকলে সেখানে তাঁদের উট থামিয়ে রাখেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। এদিকে সাহাবিগণ বলাবলি করেন যে, হযরত আইশা (রা.) নবী (সা.)-এর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। হযরত আইশা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা.) আমার নিকটে এসে আমার প্রতি মৃদু অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন ঃ তোমার হারের জন্য তুমি নবী (সা.) অসুবিধার সৃষ্টি করেছ। হযরত আইশা (রা.) বলেন ঃ নবী (সা.)-এর নিদ্রা ভঙ্গের আশঙ্কায় আমি কোন প্রকার নড়া-চড়া করিনি। অথচ আমি কষ্ট অনুভব করেছি। আর আমি কি করব তাও স্থির করতে পারিনি। তিনি যখন আমাকে দেখালেন যে আমি ঐ বিষয়ে চিন্তিত নই, তখন তিনি চলে যান। অতঃপর নবী (সা.) জেগে নামায পড়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু পানি পেলেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। আইশা (রা.) বলেন, ইব্ন হুদায়র বলেন, হে আবূ বকর (রা.)-এর সন্তান! আপনাদের কল্যাণেই এই সুযোগ পাওয়া গেল।

৯৬৩৬. ইব্ন আবী মুলায়কা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার নবী (সা.) সফরে ছিলেন। হযরত আইশা (রা.) তাঁর গলার হার হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন সাহাবায়ে কিরামকে অবতরণ করতে বলেন এবং সকলে নেমে পড়েন, তাঁদের সাথে পানি ছিল না। তখন আবূ বকর (রা.) হযরত আইশা (রা.) নিকট এসে তাঁকে বলেনঃ তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ। বর্ণনাকারী আয়্যুব (রা.) বলেন, তিনি কথাগুলো তাঁর হাতের ইশারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উটের বসাস্থানে হারটিও পাওয়া যায়। এতে সবাই বলেনঃ আমরা তাঁর চেয়ে এত বড় ভাগ্যবতী মহিলা আর কাউকে দেখিনি।

৯৬৩৭. বালা'রাজ গোত্রের আস্‌লা' (রা.) নামের এক ব্যক্তি বলেনঃ আমি নবী (সা.)-এর খিদমত করতাম এবং তাঁর সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতাম, তিনি এক রাত্রে আমাকে বলেনঃ হে আস্‌লা! উঠ, আমার জন্য সাওয়ারীর ব্যবস্থা কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি। এ কথা শুনে নবী (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি আমাকে ডেকে বলেন, তার নিকট জিবরাঈল (আ.) তায়াম্মুমের আয়াত নিয়ে এসেছেন এবং আমাদেরকে দু'বার মাটিতে হাত মারার কথা বলেছেন।

৯৬৩৮. আস্‌লা' (রা.) নামক এক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-এর খিদমতে ছিলাম। তারপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে এ হাদীসে তিনি فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا বলেছেন, (আর পূর্বের হাদীসে বলেছেন, فسكت ساعة) - এ হাদীসের সনদে বর্ণনাকারী আমর (র.) সন্দেহবশত أو قال ساعة - যুক্ত

করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তাঁর (সা.)-এর নিকট জিবরাঈল (আ.) মাটির অর্থাৎ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার হুকুম সম্বলিত আয়াত নিয়ে উপস্থিত হন। নবী (সা.) বলেন ঃ হে আসলা!' উঠ এবং তায়াম্মুম কর। আসলা' (রা.) বলেন ঃ তারপর আমি তায়াম্মুম করে তাঁর জন্য সাওয়ারীর ব্যবস্থা করি। তিনি বলেন ঃ তারপর আমরা পথ চলতে থাকি, এবং পানির কাছে পৌছি। তখন নবী (সা.) বলেন, হে আসলা! তুমি এর দ্বারা তোমার চামড়া মুছে নেও। তিনি বলেন, নবী (সা.) আমাকে তায়াম্মুম করার নিয়ম দেখিয়েছেন। এক বার মুখমণ্ডল মাসেহ্ করার জন্য মাটিতে হাত মারা এবং আরেকবার কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ্ করার উদ্দেশ্যে মাটিতে হাত মারার এ নিয়ম দেখিয়েছেন।

৯৬৩৯. হযরত আইশা (রা.) অসুস্থ হলে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁকে দেখতে যান, এবং বলেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয়। 'আবওয়া' নামক স্থানে রাত্রিকালে আপনার গলার হার হারিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকাল অবধি তা খুঁজতে থাকেন। তাঁদের ফজরের সময় হল, কিন্তু তাঁদের নিকট পানি ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন এবং আপনার কারণে আল্লাহ্ পাক এ সুযোগ দেন।

৯৬৪০. আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আসমা (রা.)-এর নিকট হতে একটি হার ধার করে নিয়েছিলেন। পরে তা হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হারটির খোঁজে লোক পাঠান। তাঁরা ফজরের সময় হারটি পান। কিন্তু তাদের কাছে পানি ছিল না। তাঁরা উযূ ছাড়াই নামায আদায় করেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ্ পাক তায়াম্মুমের আয়াতটি নাযিল করেন। এরপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র নামক এক সাহাবী হযরত আইশা (রা.)-কে বলেন, মহান আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুক। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উপলক্ষ্য করে এমন কিছুই নাযিল করেন নি যা আপনি অপসন্দ করবেন এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা আপনার জন্য এবং মুসলমানদের জন্য অতি উত্তম।

৯৬৪১. হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাঠের মধ্যে আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। তখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উট বসিয়ে নেমে পড়েন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ আমার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় আমার পিতা এসে আমাকে মৃদু বকুনী দিয়ে বলেন, তুমি সকলের জন্য অসুবিধা করেছ। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জেগে উঠলেন। তখন ফজরের নামাযের সময়। নামাযের উযূর জন্য পানি চাইলেন, তা পাওয়া গেল না। তখনি নাযিল হয় ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ-الاية

সাহাবী হযরত উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা.) বলেন, হে আবূ বকর (রা.)-এর সন্তান! মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য আপনাদের মাধ্যমে বরকত দান করেছেন। সত্যি আপনারা বরকতময়।

৯৬৪২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক সময় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন ঃ আপনি মুসলিম জাতির জন্যে শ্রেষ্ঠতম কল্যাণবাহী। আবওয়া প্রান্তরে আপনার হার হারিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা সে উপলক্ষ্যে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর পাঠরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। মদীনাবাসী সকল বিশেষজ্ঞ এবং বসরা ও কূফার কিছুসংখ্যক أَوْ لاَمَسْتُمْ - পাঠ করেছেন। যার অর্থ, অথবা তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে স্পর্শ করেছ এবং স্ত্রীগণ তোমাদেরকে স্পর্শ করেছে।

কূফাবাসীরা পাঠ করেন أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ পাঠ করেছেন। তাদের পাঠরীতি অনুযায়ী এর অর্থ ঃ অথবা হে পুরুষগণ! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করেছ। যে দু'রকম পাঠরীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে উভয় পাঠরীতিতে অর্থ কাছাকাছি। অর্থের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ স্বামী-স্ত্রীর সাথে মিলতে পারে না যে পর্যন্ত না স্ত্রীও স্বামীর সাথে না মিলে। اللماس এবং اللمس -শব্দ দু'টি পরস্পর একট অপরটির অর্থ বহন করে। কাজেই, উল্লেখিত দু'রকম পাঠরীতির যে পাঠরীতিরই অনুসরণ করবে অর্থ ঠিকই থাকবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে।"

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً -এর ব্যাখ্যা হল ঃ তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রী মিলিত হও, এরপর পবিত্রতা লাভের জন্য অর্থ অথবা যে কোন কিছুর বিনিময়ে পানি না পাও। فَتَيَمَّمُوْا অর্থ فَتَعَمَّدُوْا পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা করে।

আমরা যে ব্যাখ্য করেছি, অন্যান্য তফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৪৩. ইবনুল মুবারক (র.) বলেছেন, আমি সুফ্ইয়ান (র.)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি। তিনি فَتَيَمَّمُوْا صَعِيدًا طَيِّبًا ভালভাবে অন্বেষণ কর এবং পবিত্র মাটির দ্বারা পাক হওয়ার সংকল্প কর।

الصعيد - শব্দের ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানিগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, الصعيد -শব্দটি দ্বারা এমন মাটির কথা বলা হয়েছে, যে মাটিতে কোন প্রকার তরুলতা ও উদ্ভিদ নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৪৪. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি صعيدا طيبا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এমন মাটি, যাতে কোন বৃক্ষ ও তরুলতা নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ সমান মাটি। যারা এ অর্থ করেছেন ঃ

৯৬৪৫. ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন, الصعيد -অর্থ- সমান মাটি।

কেউ কেউ বলেছেন, الصعيد - অর্থ- সাধারণ মাটি, যেমন ঃ

৯৬৪৬. আমর ইব্ন কায়স মালায়ী হতে বলেছেন, الصعيد - অর্থ- মাটি।

আবার কারো মতে الصعيد - অর্থ- যমীন।

কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ- মাটি ও ধূলা-বালি যুক্তযমীন।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত মতসমূহের মধ্যে তাঁদের মতই সঠিক, যাঁরা বলেছেন الصعيد -দ্বারা সে মাটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা উদ্ভিদ, বৃক্ষাদি তরুলতা নেই এবং যা সমান।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ طَيِّبًا - অর্থ- হলো পবিত্র।

তাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন ঃ

কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেছেন এর অর্থ হালাল, বা বৈধ। যেমন।

৯৬৪৭. ইবনুল মুবারক (র.) বলেছেন, আমি তিনি সুফ্ইয়ান (র.)-এর নিকট শুনেছি صَعِيْدًا طَيِّبًا -এর অর্থ- হালাল।

কোন কোন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় নিম্নের হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

৯৬৪৮. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, তোমার চারপাশে যে মাটি আছে তা পবিত্র। আমি তাঁকে বললাম, যে জায়গার মাটিতে কোন উদ্ভিদ নেই এবং কঙ্কর শূন্য সে জায়গার মাটি দ্বারা চলবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা পীড়িত অবস্থায় বা পথবাহী অবস্থায় অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার থেকে বের হয়ে আসে কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে, এরপর তোমরা নামায পড়তে ইচ্ছা কর, কিন্তু যদি পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও এবং তা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ্ করে নেবে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ এবং তা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ্ করবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর অর্থ হল তোমরা সে মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দু'হাত মাসেহ্ কর। যে তায়াম্মুম করবে সে তার পাক মাটির উপর অথবা মাটি জাতীয় কোন পবিত্র জিনিসের উপর তার উভয় হাত মারবে এরপর হাতের তালুতে যে ধূলা লেগে থাকবে তা দিয়ে তার মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে। হাতের তালুতে যদি ধূলা বেশী লাগে তাহলে সে ধূলা ফুক দিয়ে বা ঝেড়ে ফেলে দেবে। এভাবে ফেলে দেয়া জায়েয আছে। মাটিতে

হাত মারার পর যদি হাতে ধূলা না লাগে এবং উভয় হাত বা এক হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ্ করে তবে তাতেও হুকুম আদায় হয়ে যাবে। দলীল প্রমাণ দ্বারা সকলেই এক মত পোষণ করেছেন যে, তায়াম্মুমকারী যদি তার উভয় হাত মাটির উপর মারে এবং সে মাটি যদি বালির হয় আর তা থেকে যদি হাতে কিছুই না লাগে এবং সে অবস্থায় যদি তা দ্বারা তায়াম্মুম করে তবে তাতেই তায়াম্মুম হয়ে যাবে। যারা পুনরায় হাত মারার কথা বলেছেন তাদের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বজন স্বীকৃত অভিমতে একথাই বলা হয়েছে যে, উভয় হাত মাটিতে মারবে যাতে হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করা হয়।

اَلْمَسْحُ بِالْيَدَيْنِ (দু' দ্বারা মাসেহ্ করা) উভয় হাত মাসেহ্ করার জন্য আল্লাহ্ পাক যে আদেশ করেছেন। তাতে হাতের কোন পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন ঃ

মাসেহ্ করার সীমা ঃ হাতের কনুই পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশী অংশে মাসেহ্ করা তায়াম্মুমকারীর জন্যে কর্তব্য নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৪৯. আবূ মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আম্মার (রা.) তায়াম্মুম করার সময় প্রথমতঃ তার হস্তদ্বয় মাটির উপর একবার মেরেছেন, মারার পর এক হাত দ্বারা অন্য হাত মাসেহ্ করে তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল করেন। তারপর আবার তিনি তাঁর হস্তদ্বয় মাটির উপর মেরে এক হাত দ্বারা অপর হাত মাসেহ্ করেন। বাজু মাসেহ্ করেন নি।

৯৬৫০. ইব্ন আবূ খালিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম শা'বী (র.)-কে দেখেছি, তিনি তায়াম্মুমের নিয়ম আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে একবার মেরে তা ঝেড়ে ফেলেন, এরপর মুখমণ্ডল মাসেহ্ করেন। তারপর আবার মাটিতে উভয় হাত মারেন, উভয় হাতের এক হাত দ্বারা অপর হাতকে মাসেহ্ করেন কিন্তু বাজু মাসেহ্ করার কথা উল্লেখ করেন নি।

৯৬৫১. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আম্মার ইব্ন ইয়াছির (রা.) উভয় হাত মাটিতে মারেন, এরপর উভয় হাত উঠিয়ে তাতে ফুঁক দেন এবং মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করেন। এরপর বলেছেন, তায়াম্মুম এভাবে করতে হয়।

৯৬৫২. হাফস (র.)-এর ক্রীতদাস সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইকরামা (র.) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দুই বার হাত মারতে হয়, একবার মুখমণ্ডলের জন্য আর একবার উভয় হাতের জন্য।

৯৬৫৩. ইমাম আওযাঈ, সাঈদ ও ইব্ন জাবির (র.) হতে বর্ণিত, ইমাম মাকহূল (র.) বলতেন, তায়াম্মুম করতে একবার মুখমণ্ডলের জন্য মাটিতে হাত মারতে হয় আর একবার মারতে হয় হাতের কজির জোড়া পর্যন্ত মাসেহ্ করার জন্য। ইমাম মাক্হূল এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত করীমা তিলায়াত করেন। فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। (৬ ঃ ৬) এবং তায়াম্মুম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَامْسَحُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيْكُ - এতে কোন استثنى - করা হয়নি, যেমন উযূর মধ্যে استثنى করা হয়েছে। ইমাম মাকহূল (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا - আয়াতের বিধান অনুযায়ী চোরের হাতের কব্জির জোড়া কাটার হুকুম করা হয়েছে।

৯৬৫৪. ইব্ন জাবির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মাকহূল (র.)-কে তায়াম্মুম করতে দেখেন ঃ তিনি মাটির উপর একবার উভয় হাত মারেন, তারপর উভয় হাত দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয় মাসেহ্ করেন।

৯৬৫৫. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তায়াম্মুম হল- মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করার জন্য একবার মাটিতে হাত মারা।

নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে ব্যাখ্যাকারগণ উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ

৯৬৫৬. আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তায়াম্মুম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি (সা.) বলেছেন, উভয় হাত ও মুখমণ্ডলের জন্য মাটিতে হাত মারতে হয়। ইব্ন বাশ্শার (র.)-এর হাদীসে আম্মার (রা.)-এর সনদে বর্ণিত আছে। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে তায়াম্মুম বিষয় জিজ্ঞাসা করেন।

৯৬৫৭. আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে বলেন, আমার উপর গোসল ফরয হয়েছিল, কিন্তু আমি পানি পাইনি। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, তা হলে এখন নামায পড়ো না, আম্মার (রা.) তাঁকে বললেন, আপনার কি স্মরণ, নেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় একবার আমরা সফরে ছিলাম, তখন আমাদের উভয়ের উপর গোসল ফরয হয়। এ জন্য আপনি নামায আদায় করেন নি, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তারপর নামায আদায় করি। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ঘটনাটি আরয করি। তা শুনে তিনি ইরশাদ করেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হতো, এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয় হাতে মাটিতে মারেন এবং ফুক দেন। তারপর একবার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করার জন্য আদেশ করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমে যে মাসেহ্ করার আদেশ দিয়েছেন, তার সীমা হলো, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত-কনুই পর্যন্ত।

হাত মারার পর যদি হাতে ধূলা না লাগে এবং উভয় হাত বা এক হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ্ করে তবে তাতেও হুকুম আদায় হয়ে যাবে। দলীল প্রমাণ দ্বারা সকলেই এক মত পোষণ করেছেন যে, তায়াম্মুমকারী যদি তার উভয় হাত মাটির উপর মারে এবং সে মাটি যদি বালির হয় আর তা থেকে যদি হাতে কিছুই না লাগে এবং সে অবস্থায় যদি তা দ্বারা তায়াম্মুম করে তবে তাতেই তায়াম্মুম হয়ে যাবে। যারা পুনরায় হাত মারার কথা বলেছেন তাদের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বজন স্বীকৃত অভিমতে একথাই বলা হয়েছে যে, উভয় হাত মাটিতে মারবে যাতে হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করা হয়।

اَلْمَسْحُ بِالْيَدَيْنِ (দু' দ্বারা মাসেহ্ করা) উভয় হাত মাসেহ্ করার জন্য আল্লাহ্ পাক যে আদেশ করেছেন। তাতে হাতের কোন পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন ঃ

মাসেহ্ করার সীমা ঃ হাতের কনুই পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশী অংশে মাসেহ্ করা তায়াম্মুমকারীর জন্যে কর্তব্য নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৪৯. আবূ মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আম্মার (রা.) তায়াম্মুম করার সময় প্রথমতঃ তার হস্তদ্বয় মাটির উপর একবার মেরেছেন, মারার পর এক হাত দ্বারা অন্য হাত মাসেহ্ করে তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল করেন। তারপর আবার তিনি তাঁর হস্তদ্বয় মাটির উপর মেরে এক হাত দ্বারা অপর হাত মাসেহ্ করেন। বাজু মাসেহ্ করেন নি।

৯৬৫০. ইব্‌ন আবূ খালিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম শা'বী (র.)-কে দেখেছি, তিনি তায়াম্মুমের নিয়ম আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে একবার মেরে তা ঝেড়ে ফেলেন, এরপর মুখমণ্ডল মাসেহ্ করেন। তারপর আবার মাটিতে উভয় হাত মারেন, উভয় হাতের এক হাত দ্বারা অপর হাতকে মাসেহ্ করেন কিন্তু বাজু মাসেহ্ করার কথা উল্লেখ করেন নি।

৯৬৫১. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াছির (রা.) উভয় হাত মাটিতে মারেন, এরপর উভয় হাত উঠিয়ে তাতে ফুঁক দেন এবং মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করেন। এরপর বলেছেন, তায়াম্মুম এভাবে করতে হয়।

৯৬৫২. হাফস (র.)-এর ক্রীতদাস সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইকরামা (র.) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দুই বার হাত মারতে হয়, একবার মুখমণ্ডলের জন্য আর একবার উভয় হাতের জন্য।

৯৬৫৩. ইমাম আওযাঈ, সাঈদ ও ইব্‌ন জাবির (র.) হতে বর্ণিত, ইমাম মাকহূল (র.) বলতেন, তায়াম্মুম করতে একবার মুখমণ্ডলের জন্য মাটিতে হাত মারতে হয় আর একবার মারতে হয় হাতের কব্জির জোড়া পর্যন্ত মাসেহ্ করার জন্য। ইমাম মাক্‌হূল এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত করীমা তিলায়াত করেন। فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। (৬ ঃ ৬) এবং তায়াম্মুম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَامْسَحُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ - এতে কোন استثنى - করা হয়নি, যেমন উযূর মধ্যে استثنى করা হয়েছে। ইমাম মাকহূল (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا - আয়াতের বিধান অনুযায়ী চোরের হাতের কব্‌জির জোড়া কাটার হুকুম করা হয়েছে।

৯৬৫৪. ইব্‌ন জাবির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মাকহূল (র.)-কে তায়াম্মুম করতে দেখেন ঃ তিনি মাটির উপর একবার উভয় হাত মারেন, তারপর উভয় হাত দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয় মাসেহ্ করেন।

৯৬৫৫. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তায়াম্মুম হল- মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করার জন্য একবার মাটিতে হাত মারা।

নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে ব্যাখ্যাকারগণ উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ

৯৬৫৬. আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তায়াম্মুম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি (সা.) বলেছেন, উভয় হাত ও মুখমণ্ডলের জন্য মাটিতে হাত মারতে হয়। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)-এর হাদীসে আম্মার (রা.)-এর সনদে বর্ণিত আছে। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে তায়াম্মুম বিষয় জিজ্ঞাসা করেন।

৯৬৫৭. আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে বলেন, আমার উপর গোসল ফরয হয়েছিল, কিন্তু আমি পানি পাইনি। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, তা হলে এখন নামায পড়ো না, আম্মার (রা.) তাঁকে বললেন, আপনার কি স্মরণ, নেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় একবার আমরা সফরে ছিলাম, তখন আমাদের উভয়ের উপর গোসল ফরয হয়। এ জন্য আপনি নামায আদায় করেন নি, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তারপর নামায আদায় করি। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ঘটনাটি আরয করি। তা শুনে তিনি ইরশাদ করেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হতো, এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয় হাতে মাটিতে মারেন এবং ফুক দেন। তারপর একবার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ্ করার জন্য আদেশ করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমে যে মাসেহ্ করার আদেশ দিয়েছেন, তার সীমা হলো, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত-কনুই পর্যন্ত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৫৮. হযরত উমর (রা.) মারবাদুনা নে'আম নামক স্থানে একদিন তায়াম্মুম করেন, তায়াম্মুমে তিনি একবার হাত মেরে তাঁর মুখণ্ডল মাসেহ্ করেন এবং আবার একবার মাটিতে হাত মেরে তিনি তাঁর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করেন।

৯৬৫৯. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুমের মধ্যে দু'বার মাসেহ্ করতে হয় ঃ একবার উভয় হাত মাটির উপর মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে; এরপর আবার উভয় হাত মাটির উপর মেরে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ্ করবে।

৯৬৬০. হযরত ইব্ন উমর (রা.) তায়াম্মুম সম্বন্ধে বলেছেন, মুখমণ্ডল মাসেহ্ করার জন্য একবার মাটির উপর হাত মারবে, দ্বিতীয়বার মারবে উভয় হাত-কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।

৯৬৬১. ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তায়াম্মুমে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করার কথা বলতেন।

৯৬৬২. ইব্ন 'আওন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তায়াম্মুমের নিয়ম সম্বন্ধে হাসান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি উভয় মাটিতে মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ্ করলেন, পুনরায় মাটির উপর উভয় হাত মেরে হাতের উপর অংশ এবং নিম্নাংশ মাসেহ্ করেন।

৯৬৬৩. আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত দু' খানা ব্যাখ্যায় বলেছেন, উযূর মধ্যে অঙ্গ ধৌত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন, তায়াম্মুমের তা মাসেহ্ করার হুকুম' হয়েছে। তবে উযূতে মাথা মাসেহ্ করার এবং দু' পা ধৌত করার যে আদেশ ছিল, তায়াম্মুমে তা বাতিল করে দিয়েছেন।

(١) فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

(তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হতে কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।)

(٢) فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ

(এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখে ও হাতে মাসেহ্ করবে।)

৯৬৬৪. ইমাম শা'বী (র.) তায়াম্মুমের নিয়ম সম্পর্কে বলেছেন ঃ মুখমণ্ডল মাসেহ্ করার জন্য এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করার জন্য একবার করে উভয় হাত মাটির উপর মারতে হয়।

৯৬৬৫. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যে আয়াতের মধ্যে উযূ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে, সে আয়াতেই তায়াম্মুম করার জন্য হুকুম করা হয়েছে।

৯৬৬৬. আইউব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)-কে তায়াম্মুম করার নিয়ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি একবার উভয় হাতি মাটির উপর মেরে হাত দ্বারা

তার মুখমণ্ডল মাসেহ্ করেন। পুনরায় দ্বিতীয়বার তিনি মাটির উপর উভয় হাত মেরে তাঁর উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করে দেখান।

৯৬৬৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁকে তায়াম্মুম করার নিয়ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, একবার মাটির উপর হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে। দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করবে।

যারা তায়াম্মুম সম্পর্কে একথা বলেছেন, তাদের দলীল হলো, যেহেতু উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করার হুকুম, সেহেতু সে তায়াম্মুম করার সময় উভয় হাত মাটির উপর মারার পর সে হাত তার মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের সেসব জায়গায় পৌঁছাবে যেসব জায়গা উযূর সময় পানি পৌঁছাতে হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৬৮. আবূ জুহায়স (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইস্তিন্জা সার ছিলেন, এ সময় আমি তাঁর প্রতি সালাম পেশ করি। তিনি আমার সালামের জবাব দেননি, তিনি ইস্তিনজার শেষে দাঁড়িয়ে একটি দেওয়ালের নিকট যান, এবং দেওয়ালের উপর তাঁর উভয় হাত মেরে স্বীয় মুখমণ্ডল মাসেহ্ করেন। তিনি আবার দেওয়ালে হাত মেরে তাঁর উভয় হাত দ্বারা দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করেন। তারপর তিনি আমার সালামের জবাব দেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তায়াম্মুমে আল্লাহ্ পাক মাসেহ্ করার সীমা নির্ধারণ করেছেন বগল পর্যন্ত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৬৯. যুহ্রী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তায়াম্মুম হাতের বগল পর্যন্ত করতে হয়।

তাঁর একথা বলার দলীল হল ঃ তায়াম্মুমে আল্লাহ্ তা'আলা হাত মাসেহ্ করার জন্য আদেশ করেছেন, যেমন সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করার জন্য আদেশ করেছেন। সকলেই এ বিষয় এক মত প্রকাশ করেছেন যে, সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করতে হবে। অনুরূপভাবে সম্পূর্ণভাবে হাতও মাসেহ্ করতে হবে। অর্থাৎ হাতের মধ্যমা অঙ্গুলীর মাথা হতে হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে। তাঁরা এর দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৯৬৭০. আবুল ইয়াকযান (র.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সফরে ছিলাম। সে সফরে হযরত আইশা (রা.)-এর একটি হার হারিয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানেই প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করেন। এতে হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত আইশা (রা.)-এর প্রতি রাগ করেন। তখন উযূর পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি সমন্বিত বিধান নাযিল হয়। এরপর আবূ বকর (রা.) আইশা (রা.)-কে বলেন ঃ তুমি অবশ্যই বরকতময় তোমার ব্যাপারেই তায়াম্মুম সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছে। তখন আমরা মাটির উপর আমাদের হাত মেরে আমাদের মুখমণ্ডল মাসেহ্ করেছি। একবার হাত মেরে বগল পর্যন্ত মাসেহ্ করেছি।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তায়াম্মুমে মাসেহ্ করা হয় তার সীমা সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করা। তবে এর চেয়ে কম হলে তা বৈধ হবে না। কেননা সকলে এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। কিন্তু নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার সুযোগ আছে। ইচ্ছা করলে সে কনুই পর্যন্ত করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে বগল পর্যন্তও করতে পারে। কেননা তায়াম্মুমে মাসেহ্ করার জন্য হাতের যে সীমা তার কম মাসেহ্ করলে তায়াম্মুম হবে না। যেহেতু এ সীমার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। এর অতিরিক্ত মাসেহ্ করা নিয়ে একাধিক মত আছে। হাত মাসেহ্ করার সীমার কথা আয়াতে উল্লেখ আছে। অতএব বিতর্কিত বিষয়টি আয়াতের বাইরে রয়েছে।

নাপাক ব্যক্তি পানি না পেলে তায়াম্মুমের সুযোগ পাবে কি পাবে না সে সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

সাহাবী, তাবিঈ এবং পরবর্তীকালের ধর্মবিদগণের মধ্য হতে একদল ব্যাখ্যাকার বলেন- যার উপর গোসল ফরয সে যদি কোন পানি না পায় তবে তায়াম্মুম করবে। যে পেশাব-পায়খানা থেকে এল অথবা অন্য কোন কারণে উযূর প্রয়োজন হল, সে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ أَوْ لاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ বলতে যারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন বুঝিয়েছেন তাদের কিছু সংখ্যকের বথাই এখানে উল্লেখ করা হল। এছাড়া বিপুল সংখ্যক ব্যাখ্যাকারগণের নাম এখানে উল্লেখ করা হল না।

তাঁদের দলীল হল ঃ সফরের হালতে নাপাক ব্যক্তি পাক হওয়ার জন্য পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে। কারণ মহানবী (সা.) হতে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। এ রিওয়াতের ব্যাপারে সবাই একমত। এ হাদীসে কোন ওযর ও সন্দেহের অবকাশ নেই।

ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, গোসল না করা পর্যন্ত নাপাক ব্যক্তিকে নামাযের ঘরের নিকটবর্তী হতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন। তবে মসজিদ অতিক্রম করা যেতে পারবে। এখানে তাকে তায়াম্মুম করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁরা أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "অথবা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যদি তাদের লজ্জাস্থান ব্যতীত স্পর্শ কর এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন না কর।" তাঁরা বলেন, আমরা অপবিত্র ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমের কথা পাইনি, বরং তাকে গোসলের জন্য আদেশ করা হয়েছে এবং গোসল ব্যতীত নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তারা আরো বলেন, সালাত আদায়ের জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৭১. শাকীক (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) ও আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন আবূ মূসা (রা.) বলেন, হে আবূ আবদুর

রহমান! এক ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ার পর এক মাস যাবত পানি পাচ্ছে না। সে কি তায়াম্মুম করবে? আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, এক মাসের মধ্যেও যদি সে পানি না পায় তবুও তায়াম্মুম করতে পারবে না। এরপর আবূ মূসা (রা.) বলেন, তাহলে সূরা-মায়িদার এ আয়াত- فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا -এর হুকুম সম্বন্ধে আপনার কি মত? আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ যদি তাদেরকে এতে সুযোগ দেয়া হত তাহলে তারা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা উযূর ব্যাপারেও অভিযোগ করত এবং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করত! এ কথার জবাবে আবূ মূসা (রা.) তাঁকে বলেন, তা হলে কি আপনি তা এ কারণে অপসন্দ করছেন! তিনি বলেন হ্যাঁ। আবূ মূসা (রা.) বলেন, আম্মার (রা.) উমর (রা.)-কে যা বলেছিলেন তা কি আপনি শোনেননি? উমর (রা.)-কে আম্মার (রা.) কি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বিশেষ এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আমি নাপাক হওয়ার পর গোসল করার জন্য পানি পাইনি। এরপর অগত্যা আমি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দেই। আম্মার (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হত। তিনি উভয় হাতের তালু মাটিতে মেরে তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসেহ্ করেন। আবদুল্লাহ্ (রা.) এরপর বলেন, আপনি কি দেখেন নি যে, আম্মার (রা.)-এর কথার উপর উমর (রা.) যে যথেষ্ট মনে করেননি।

৯৬৭২. আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (রা.) বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক লোক তাঁর কাছে এসে বলেন হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমরা এক মাস দু'মাস যাবত অবস্থান করছি, কিন্তু পানি পাচ্ছি না। জবাবে উমর (রা.) বললেন, আমি পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়ব না। তখন আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ আছে যে, আমরা এমন এক জায়গায় ছিলাম, যেখানে আমরা উট চরাতাম এবং আপনি জানেন যে নাপাক হয়েছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ! আম্মার (রা.) বলেন, আমি তখন মাটিতে গড়াগড়ি দেই, এরপর আমরা নবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে আসি। তখন তিনি ইরশাদ করেন যে, মাটি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। একথা বলে তিনি দু'হাতের তালু মাটিতে মারেন, এবং উভয় হাতে ফু দেন। এরপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং হাতের বাযুর কিছু অংশ মাসেহ্ করেন এবং বললেন- হে আম্মার! আল্লাহ্কে ভয় কর! এরপর আম্মার (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি চান তবে আমি এসব কথা আর বলব না। তখন উমর (রা.) বললেন, না, আমি বারণ করব না। তোমাকে বলার দায়িত্ব দিলাম।

৯৬৭৩. হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (র.)-কে মুসলিম আওয়ার (র.)-এর দোকানে (পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে) বলতে শুনেছি। তখন হাকাম বললেন, আপনি নাপাক অবস্থায় পানি না পেলে নামায পড়বেন কি? তিনি বললেন, 'না'।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সঠিক মত হল এই যে অপবিত্র হওয়ার পর পানি না পেলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে হবে। আলোচ্য আয়াতটি এর প্রমাণ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত الملامسة -এর অর্থ হল স্বামী-স্ত্রীর মিলন। এ সম্পর্কে অনেক বলা হয়েছে। এতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অবকাশ নেই। বিভিন্নভাবে নাপাক হওয়ার কারণে যেমন পবিত্র হয়ে নামায পড়তে হয়, তেমনিভাবে গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। এ সম্পর্কে অনেক বলা হয়েছে। আর বলা নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাখ্যাকারগণ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন।

ফরয গোসলের জন্য পানি সন্ধান করার পরে তা না পেলে তায়াম্মুম করার জন্য কি আল্লাহ্ পাকের এ আদেশ? না-কি উযূর জন্য পানির সন্ধান করে না পেলে তায়াম্মুম করার জন্য নির্দেশ?

তাদের কেউ কেউ বলেন, পানি তালাশ করার পর যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে তায়াম্মুম করার জন্য এ আদেশ। এ বিধান ফরয গোসল বা উযূ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৭৪. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য তায়াম্মুম করতে হবে।

৯৬৭৫. হযরত আলী (রা.)-হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৬৭৬. ইব্ন উমর (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৬৭৭. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক তায়াম্মুম দ্বারা শুধু এক ওয়াক্তের নামাযই পড়া যাবে।

৯৬৭৮. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য তায়াম্মুম করতে হবে এ প্রসঙ্গে তিনি فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেন।

৯৬৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, আবদুল করীম ও রাবীআ ইব্ন আবী আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথকভাবে তায়াম্মুম করতে হবে।

৯৬৮০. নাখঈ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য তায়াম্মুম করতে হবে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, নাপাক অবস্থায় পবিত্রতা লাভের জন্য পানির সন্ধান করা ফরয। পানি সন্ধান করে যদি পাওয়া না যায় তখন তায়াম্মুম করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে। মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার পর অপবিত্র না হলেও পানির সন্ধান করা ফরয। কোন রকমে যদি পানি পাওয়া না যায় তা হলে নতুনভাবে তার তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই। পূর্বের তায়াম্মুম দ্বারাই নামায পড়া যাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৮১. হাসান (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তায়াম্মুম উযূর স্থলাভিষিক্ত।

৯৬৮২. হাসান (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তায়াম্মুম যে পর্যন্ত ভঙ্গ না হয় সে পর্যন্ত একই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া যাবে। তবে যখনই পানি পাওয়া যাবে তখন উযূ করে নেবে।

৯৬৮৩. হাসান (র.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে পর্যন্ত উযূ ভঙ্গ না হয় সে পর্যন্ত একই উযূ দ্বারা যেমন একাধিক ওয়াক্ত নামায পড়া যায়, অনুরূপভাবে একই তায়াম্মুম দ্বারাও একাধিক নামায পড়া যাবে।

৯৬৮৪. হাসান (র.) হতে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন কোন লোক একবার উযূ করে সে উযূ দ্বারা সব নামায পড়তেন।

৯৬৮৫. হাসান (র.) হতে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তায়াম্মুম ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত একই তায়াম্মুম দ্বারা অনেক নামায পড়তেন।

৯৬৮৬. 'আতা (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তায়াম্মুম উযূর স্থলাভিষিক্ত। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরের ব্যাখ্যা দু'টির মধ্যে সে ব্যাখ্যাটি উত্তম বা ঠিক যারা বলেন- "নামাযের জন্য পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে পানির তালাশ করা ফরয। সে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য তায়াম্মুম করতে হবে।" কেননা প্রত্যেক মুসুল্লীর জন্য পানি দ্বারা উযূ করে পবিত্রতা লাভ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ রয়েছে। আর যদি পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করার জন্য আদেশ করেছেন। তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করার পরও পরবর্তী সালাতের জন্য পানি তালাশ করতে হবে। এটি নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত। তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর যে সব কারণে উযূ নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হবে। পুনরায় নামায পড়ার উদ্দেশ্যে পবিত্রতা লাভের জন্য পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা ফরয। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا - নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ নিশ্চয়ই তিনি সর্বদা বান্দাদের গুনাহ্সমূহ মোচনকারী এবং যে পর্যন্ত কেউ কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করে সে পর্যন্ত তিনি বান্দাকে শাস্তি হতে রেহাই দেন। যেমন- হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর আল্লাহ্ নামায ফরয করেছেন। এই নামায আদায়ের সময় তোমরা যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলে, আল্লাহ্ পাক তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখানে غَفُوْرًا -এর ব্যাখ্যা হল। তিনি গুনাহ্র কারণে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়ে গুনাহ্সমূহ গোপন রাখেন। তাফসীরকার বলেন ঃ সুতরাং তোমরা পুনরায় আর কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ো না। যে কাজ আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করেছি, তা যদি পুনরায় তোমরা কর তবে তোমাদের উপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নেমে আসবে।

(٤٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ○

(٤٥) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা ভ্রান্তপথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও- এটাই কামনা করে।

৪৫. আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ -এর ব্যাপারে বলেন- ব্যাখ্যাকারগণ এর অর্থে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের একদল বলেন, এর অর্থ আপনি কি অবগত নন।

অন্যান্যারা বলেন, এর অর্থ ঃ আপনি কি জানেন না? ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর সঠিক ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার কি জানা নেই "সেসব লোক সম্বন্ধে, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে?" এ অর্থ করার কারণ خبر এবং علم বাহ্যিক দৃষ্টির অর্থ বহন করে না। তবে তা অন্তর দৃষ্টিকে বুঝায়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ -এর অর্থ- সে সব লোক সম্বন্ধে যাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে এবং তারা তা জেনেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ বাণীতে সে সব ইয়াহূদী সম্পর্কে বলেছেন, যারা মুহাজিরগণের সাথে উঠা বসা করত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৬৮৭. কাতাদা (র.) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হল আল্লাহ্ পাকের দুশমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা ভ্রান্ত বিষয় ক্রয় করত।

৯৬৮৮. ইকরামা (র.) বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا হতে يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه পর্যন্ত রিফা ইব্ন যায়দ ইব্ন সায়িব ইয়াহূদীর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে।

৯৬৮৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত তথাকথিত ইয়াহূদীদের নেতা ছিল। সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কথা বলার সময়

জিহ্বাকে কুঞ্চিত করত, আর বলত رَاعِنَا سمعك يامحمد حتى نفهمك (সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সে বলত راعنا -শব্দটির দু'টি অর্থ, একটি হল আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আরেকটি অর্থ হল, "আমাদের রাখাল" (নাআউযুবিল্লা) এভাবে দুরাত্মা ইয়াহূদী হযরত (সা.)-কেও মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার অপচেষ্টা করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ হতে فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়।

৯৬৯০. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ আর একটি বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

অর্থ ঃ তারা গুমারাহীকে ক্রয় করে নিয়েছে, আর তারা কামনা করে যে, তোমরাও গুমরাহ্ হয়ে যাও। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবেই জানেন, আর বন্ধু হিসাবে, সহায়করূপে (তোমাদের জন্য) আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট (৪ ঃ ৪৪-৪৫)।

আল্লাহ্র তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ - অর্থাৎ যে সকল ইয়াহূদীকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে তারা গুমরাহীকে পসন্দ করে। এর মানে সত্য পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ করা এবং হিদায়েত ও সঠিক পথে না চলে ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথে চলা অথচ সঠিক ও সত্য পথ সম্বন্ধেও তাদের জানা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা يشترون الضلالة দ্বারা তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার এবং তাঁর প্রতি ঈমান না আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে অথচ তারা জানত যে, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাদের নিকট যে সকল কিতাব আছে সে সব কিতাবে তাঁর (সা.) গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা তারা পেয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই হল সঠিক পথ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ (অর্থাৎ যে সকল ইয়াহূদী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন), যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে সেই ইয়াহূদীরা কামনা করে, যেন তোমরা হে মুহাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ! তোমরা যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ পথ ভ্রান্ত হয়ে যাও اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ - অর্থাৎ তিনি বলেন, তারা কামনা করে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট হও। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের কাম্য হল যেন হুযূর (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরাম সঠিক পথ বর্জন করে, ইয়াহূদীদের ন্যায় ভ্রান্ত পথ গ্রহণ কর।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সতর্ক ও হুঁসিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেন যাতে তারা তাদের দীনের যে কোন বিষয়ে ইসলামের শত্রুদের যে কোন লোকের নিকট হতে উপদেশ গ্রহণে সাবধানতা অবলম্বন করে অথবা ইসলামের শত্রু পক্ষের নিকট হতে হক ও সঠিক বিষয়ে তাদের কটাক্ষপূর্ণ কথা শ্রবণে হুঁসিয়ারী অবলম্বন করে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল ইয়াহূদী দুশমনদের শত্রুতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যাদের ব্যাপারে তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন। মু'মিনগণ যেন তাদের দীনের কোন বিষয়ে কিছুতেই তাদের কোন উপদেশ গ্রহণ না করে, অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ "(এবং আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন)" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ হে বিশ্বাসিগণ! যে সকল ইয়াহূদী তোমাদের প্রতি শত্রুতা রাখে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। তিনি বলেন হে মু'মিনগণ! তোমাদের দীনের ব্যাপারে তারা যে উপদেশ দেয় তা গ্রহণ না করার জন্য আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, এতে তোমরা আমার অনুসরণ ও আনুগত্যে থাক। তোমাদের প্রতি তাদের অন্তরে যে কুটিলতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি অবশ্যই জানি এবং তোমরা কিভাবে বিপদে পতিত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে তারা সে সন্ধানে ও চেষ্টায় আছে। আর তারা চাইতেছে যাতে তোমরা পথভ্রান্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হও।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর দিকে মনোযোগ দাও। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করো না। তোমাদের প্রয়োজন তিনি পূর্ণ করে দেবেন এবং তোমাদের শত্রুদের উপর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا - এবং অভিভাকত্বে আল্লাহ্ যথেষ্ট। অর্থাৎ তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট। তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজের সংরক্ষণকারী এবং তোমাদের দীনের শত্রুগণ তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তারা যেভাবে তৎপর তা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট অথবা তোমাদের নবীর আনুগত্য প্রদর্শনে তোমাদেরকে বাধা প্রদানে প্রতিরোধ করায় আমি যথেষ্ট وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا আর সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। অর্থাৎ মহান-আল্লাহ্ই তোমাদের শত্রুদের ও তোমাদের দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট। আর তিনিই যথেষ্ট সে সব লোকের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে ধ্বংস করতে চায়।

(٤٦) مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কতকলোক কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করে এবং বলে, "শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম এবং শোন না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে

এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রা'ইনা। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শ্রবণ কর ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর', তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ - এর দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রথমতঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ হে নবী "আপনি তাদের প্রতি কি লক্ষ্য করেননি? যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ ইয়াহূদীদের মধ্য হতে কেউ কেউ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালামকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পরিবর্তন করে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী আল্লাহ্ পাকের বাণী: مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ইহা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত اَلَّذِيْنَ -শব্দের সাথে সম্পর্কিত। আরববাসীদের মধ্যে কূফাবাসিগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ইয়াহূদীদের মধ্য হতে কিছু লোক আল্লাহ্ পাকের বাণীকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পরিবর্তন করে। من অব্যয়টি আল্লাহ্র তা'আলার এ বাণীতে উহ্য রয়েছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا দ্বারাই এখানে বুঝায় مَنْ উহ্য আছে বলে। কারণ কোন কথায় যদি من -অব্যয়টি উল্লেখ করা হয় তবে সে من -আংশিক বা কতক অর্থ বুঝায় যাতে مَنْ উহ্য আছে বলে বুঝা যায়। আরবগণ বলে থাকেন, منا يقول ذلك ، ومنا لا يقوله অর্থাৎ من يقول ذلك ومنا من لايقوله আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা একথা বলে এবং আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তা বলে না। من - দ্বারা আংশিক অর্থ বুঝাবার কারণে مَنْ এরূপ বাক্যে উহ্য রাখা হয়। যেমন- যূর-রামা কবি বলেছেন,

فَظَلُّوا ، وَمِنْهُم دَمعُهُ سَابِقٌ لَهُ * وَاٰخَرُ يَثْنِي دَمعَةَ العَينِ بِالهَمِلِ

এতে ومنهم دمعه -এর মধ্যে مَنْ - উহ্য করেছেন ومنهم من دمعه ছিল এবং যেমন আলাহ্আলা ইরশাদ করেছেন - وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ "আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে"। [সূরা সাফফাত ঃ ১৬৪]

বস্‌রাবাসিগণ বলেন, আল্লাহ্র বাণী: مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ -এ অর্থই সমর্থন করেছেন। বসরাবাসিগণ ব্যতীত অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে القوم - শব্দ উহ্য আছে যেমন তাদের মতে এর অর্থ من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম হলো "مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا" তা اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ -এর সাথে সম্পর্কিত। কেননা যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে খবর দেয়া হয়েছে এবং যাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তারা হলো ইয়াহূদী যাদের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর

এ বাণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আয়াত হলো اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ তাফসীরকারগণ আল্লাহ্ পাকের বাণীর ব্যাখ্যা আল্লাহ্র বাণী দ্বারাই প্রদান করেছেন। তাই আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, তারা আল্লাহ্র বাণীসমূহের অর্থ-পরিবর্তন করে ফেলত এবং তার ব্যাখ্যাও তারা বদলে দিত।

الكلم -শব্দটি كلمة -এর বহুবচন।

মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে الكلم -শব্দটি দ্বারা তাওরাত গ্রন্থকে বুঝান হয়েছে।

৯৬৯১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে ইয়াহূদীদের দ্বারা তাওরাত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

৯৬৯২. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ عن مواضعه - অর্থাৎ কোন স্থান থেকে কোন কিছু পরিবর্তন করা।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউ কেউ লোক বলে ঃ হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার কথা শুনলাম এবং তোমার আদেশ অমান্য করলাম।

৯৬৯৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদিগণ বলত- আপনি যা বলেন আমরা তা শুনলাম। কিন্তু তা অনুসরণ করব না।

৯৬৯৪. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৬৯৫. আরো একটি সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৬৯৬. ইব্ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইয়াহূদীরা বলত- আমরা শ্রবণ করলাম কিন্তু আপনার অনুসরণ করব না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত সে সবই ইয়াহূদী সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জামানায় মুহাজিরগণের কাছাকাছি থাকত। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি দিত এবং অশ্লীল কথা দ্বারা তাঁকে কষ্ট দিত। আর তারা তাঁকে বলতঃ اسمع منّا غير مسمع না শোনার মত আমাদের নিকট হতে শুনুন। যেমন কেউ কোন লোককে গালি দেওয়ার সময় বলে اسمع لا اسمعك الله

৯৬৯৭. ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ কথাটি কিতাবীদের মধ্যে হতে এক ইয়াহূদীর। যেমন- লোকে বলে اسمع لا سمعت। ঐ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কষ্ট দেওয়া এবং গালি ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এরূপ শব্দ ব্যবহার করত।

৯৬৯৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- এ কথাটি ইয়াহূদীরা বলত। বর্ণিত আছে ঃ মুজাহিদ (র.) ও হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনই-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তুমি শোন তোমার নিকট হতে কিছু গ্রহণীয় নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাঁরা যে অর্থ বলেছেন, যদি সে অর্থ ঠিক হয় তাহলে বলা যাবে وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ। কিন্তু তার অর্থ হল واسمع لاتسمع (তুমি শোন, তুমি শোনেও শোন না।) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ (জিহ্বা বিকৃত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে তারা বলে।) একারণেই তিনি তাদের পরিচয়ের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা তাদের নিজেদের ভাষায় আল্লাহ্র কালাম বিকৃত করে এবং দীনের তাচ্ছিল্য করে নবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি দেয়।

ইমাম আবূ জা'ফর (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) হতে وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ - এর অর্থ আমি যা উল্লেখ করেছি তাই। যেমন তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তুমি যা বলতেছ তা গ্রহণীয় নয়। তা যেমন -

৯৬৯৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ কান লাগিয়ে না শোনা। কিন্তু ইব্ন জুরায়জ (র.) কর্তৃক কালিম ইব্ন আবী বায়য়া-এর সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর অর্থ তুমি যা বল তা গ্রহণীয় নয়।

৯৭০০. মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৭০১. হাসান (র.) হতে আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, এর অর্থ "তুমি যা বল আমি শুনি, তবে তোমার নিকট হতে তা শোনার মত নয়।"

৯৭০২. আসবাত (র.) কর্তৃক সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের মধ্য হতে কতিপয় লোক বলতঃ اسمع غير مسمع যেমন তোমার কথা ঃ اسمع غير صاغر (অপমানিত না হয়ে শোন)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ এখানে راعنا -এর অর্থ আমাদের প্রতিদৃষ্টি দিন, যাতে শোনা যায়। অর্থাৎ আপনি আমাদের কথা অনুভব করুন এবং আমরাও আপনার কথা অনুভব করি। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন- "এর ব্যাখ্যা আমি সূরা বাকারার মধ্যে দলীল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, এ শব্দটি ইয়াহূদীরা রাসূল (সা.)-কে বলত। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়ে রাইনা শব্দটি বলত এবং দীনের প্রতি তুচ্ছ ও অবহেলার ভাব দেখাত।

৯৭০৩. কাতাদা (র.) বলেন, ইয়াহূদীরা নবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে বলত راعنا سمعك কথা দ্বারা তারা বিদ্রূপ করত। ইয়াহূদীদের মধ্যে এ শব্দটি মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হত। لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ -এর অর্থ ইয়াহূদীরা নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়ে راعنا বলত।

৯৭০৪. হুসায়ন ইব্নুল-ফারজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মু'আয (র.)-কে বলতে শুনেছি ঃ উবায়দ ইব্ন সুলায়মান (র.) বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, মুশরিকদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি বলত; أرعنى سمعك (আমার প্রতি লক্ষ্য করে আপনার বক্তব্য শোনান) এ কথা বলার সময় সে তার জিহ্বা কুঞ্চিত করত। অর্থাৎ সে অর্থ বিকৃত করত।

৯৭০৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ হতে طَعْنًا فِى الدِّيْنِ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীরা বিদ্রূপ করত এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তারা জিহ্বা কুঞ্চিত করে কথা বলত, দীন ইসলামের ব্যাপারে কটাক্ষ করত।

৯৭০৬. ইব্ন যায়দ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইয়াহূদীরা দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে راعنا -শব্দটি ব্যবহার করত। দীনের বাতুলতা প্রকাশের অসৎ উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে কুঞ্চিত করত। আর তারা দীনকে মিথ্যা জ্ঞান করত। الرعن - শব্দের অর্থ হল কথার ভুল।

৯৭০৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, দীন ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে তারা এসব বলত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ (আর যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি এবং আমাদের কথা শুন, আমাদের দিকে লক্ষ্য কর তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য ভাল এবং সুসঙ্গত হত।)-এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অর্থাৎ এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, যে সব ইয়াহূদী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্বে বর্ণনা দিয়েছেন তারা যদি আল্লাহ্র নবীকে বলত, "হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনার বাণী শোনেছি, আমরা আপনার আদেশ মান্য করলাম। আপনি আল্লাহ্র নিকট হতে যা কিছু আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করলাম এবং আপনি আমাদের নিকট শুনুন। আমরা যা বলি সেদিকে লক্ষ্য করুন। আর আপনি আমাদের উপকারার্থে যা বলেন তা আমরা যাতে বুঝতে পারি সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে কিছু সময় দেবেন لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ "তবে সেটা তাদের জন্য উত্তম ও সংগত হতো।" অর্থাৎ তিনি বলেন, তারা যদি এরূপ করত এবং বলত তবে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট উত্তম হত। وَأَقْوَمَ - অর্থাৎ তিনি বলেন ঃ এরূপ বলাটাই তাদের জন্য সংগত ও সঠিক ছিল।

আর এতেই তাদের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যেত। যেমন সূরা মুয্যাম্মিল-এর ৬নং আয়াতে আল্লাহ্র বাণীতে আছে- وَأَقْوَمُ قِيْلًا (বলা সঠিক।) যেমন-

৯৭০৮. ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ -এর ব্যাখ্যা, বলেন, ইয়াহূদীরা বলত, আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমরা শুনলাম এবং অনুসরণ করলাম। আর আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, অতএব, আমাদের প্রতি তাড়াহুড়া করবেন না।

৯৭০৯. ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী: أَنْظُرْنَا -এর অর্থ اسمع منا - আমাদের থেকে শুনুন।

৯৭১০. মুজাহিদ (র.) বলেন وانظرنا - অর্থ افهمنا - আমাদেরকে বুঝতে দিন।

৯৭১১. অপরসূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ও ইকরামা (র.) উভয়ে وانظرنا (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন)-এর অর্থে اسمع منا - আমাদের নিকট শুনুন বলেছেন। আবার মুজাহিদ (র.) وانظرنا -এর অর্থে افهمنا আমাদেরকে বুঝাতে দিন বলেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন ঃ আরবী ভাষার সব কিছু যদিও আমাদের বোধগম্য হয়। তবে এখানে وانظرنا -এর ব্যাখ্যা যখন افهمنا করা হয়েছে, তাতে বুঝা এর অর্থ আমাদেরকে সুযোগ দিন যাতে আপনি যা বলেন তা আমরা বুঝতে পারি। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আমরা যা বলি তা সঠিকভাবে শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর এটাই তবে হবে বোধগম্য। আরবী ভাষায় انظرنا -এর একমাত্র অর্থ انتظرنا وانظر الينا আমাদেরকে সুযোগ দিন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করেছেন, তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। (আয়াত ৪৬)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ যে সকল ইয়াহূদীদের বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অপদস্থ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কুফরীর দরুন হিদায়েত ও সত্যের অনুসরণ হতে দূরে রেখেছেন। بكفرهم -এর অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াতকে এবং আল্লাহ্র নিকট হতে তাদের জন্য তিনি যে হিদায়েত ও নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন, তাদের অল্প লোকই বিশ্বাস করে।

৯৭১২. কাতাদা (র.) فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যরা বিশ্বাস স্থাপন করে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন- এর কারণসহ সূরা বাকারায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছে।

(٤٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

৪৭. হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের উপর যা আমি নাযিল করেছি, যা সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যে কিতাব তোমাদের নিকট আছে। এর পূর্বে যে আমি মুখমণ্ডলকে বিকৃত করবো এবং তাদেরকে উল্টোদিকে ফিরাবো অথবা শনিবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের যেভাবে আমি লা'নত করেছিলাম তাদের সেরূপ লা'নত করার পূর্বে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ - আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলের সে সকল ইয়াহূদীদের কথা বলেছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মদীনায় হিজরতকারী সাহাবিগণের চতুপার্শ্বে থাকত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। তারপর তাদেরকে সে সম্পর্কে জ্ঞানও দেয়া হয়েছে। امنوا - তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর সে বিষয়ে যা আমি ফুরকানে মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেছি। مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ - অর্থাৎ মূসা ইব্‌ন ইমরান-এর প্রতি আমি যে তাওরাত নাযিল করেছি তার সমর্থকরূপে আমি যা নাযিল করলাম তাতে তোমরা ঈমান আন- আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে।

এ আয়াতের অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, طمسه اياها -এর অর্থ মুখমণ্ডলের চিহ্নসমূহ বিকৃত করে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন- এর অর্থ আল্লাহ্ পাক তাদের চক্ষু মুছে ফেলে তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দেবেন। এখানে الوجه - দ্বারা চক্ষু বুঝান হয়েছে। فَنَرُدَّهَا عَلٰى أَدْبَارِهَا -এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক তাদের দৃষ্টিকে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯৭১৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا হতে مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا - পর্যন্ত এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক মুখমণ্ডল মুছে দেবেন অর্থাৎ তারা অন্ধ

হয়ে যাবে। مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى أَدْبَارِهَا -এর অর্থ আল্লাহ্ পাক তাদের মুখমণ্ডলকে তাদের পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তারা পেছনের দিকে হাঁটবে এবং তাদের প্রত্যেকের পেছনে দু'টি চক্ষু থাকবে।

৯৭১৪. আতীয়্যাতুল আওফী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى أَدْبَارِهَا -এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক মুখমণ্ডলকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তারা পেছনের দিকে চলবে।

৯৭১৫. অপর এক সনদে আতিয়্যা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বলেছেন যে, মুখমণ্ডল মুছে ফেলার অর্থ মুখমণ্ডলকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া।

৯৭১৬. কাতাদা (র.) বলেন, فَنَرُدَّهَا عَلٰى أَدْبَارِهَا -এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডলকে পিঠের দিকে ফিরিয়ে দেবেন।

আবার অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, বরং এর অর্থ আমি সে সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতা ও কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দেব।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭১৭. মাজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতংশের অর্থ আল্লাহ্ পাক সত্য পথ থেকে ভ্রান্ত পথের দিকে ফিরিয়ে দেবেন।

৯৭১৮. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হল- সত্য পথ থেকে ভ্রান্ত পথের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া।

৯৭১৯. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৭২০. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ তাদেরকে সত্য পথ থেকে পথভ্রষ্টতার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া।

৯৭২১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ হতে আল্লাহ্‌র বাণী: كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ - পর্যন্ত এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ এ আয়াতটি বনূ কায়নুকা'র মালিক ইব্‌ন সায়্যিফ এবং রিফা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى أَدْبَارِهَا - অর্থ আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি সত্য থেকে তাদেরকে অন্ধ করে কুফরীতে ফিরিয়ে দেব।

৯৭২২. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) দাহ্‌হাক (র.)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হিদায়েত ও সম্যক জ্ঞান থেকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবো। অতএব তিনি তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا -এর অর্থ, এর পূর্বে যে আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করব এবং তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরাব।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭২৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের বাণীর-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। আমার আব্বা বলতেন ঃ আল্লাহ্ পাক তাদের মুখমণ্ডলকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তাদের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করে দিব। এবং উল্টা দিকে ফিরিয়ে দেব। অর্থাৎ বানরের মুখমণ্ডল ও চেহারার ন্যায় আল্লাহ্ পাক তাদের মুখমণ্ডল করে দেবেন। উক্ত তাফসীরকারগণ বলেন, যখন তাদের প্রকৃত মুখমণ্ডলে চুল গজাবে তখন তাদের মুখমণ্ডল উল্টো দিকেই হয়ে যাবে।

مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম হল এই আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের উপর যা আমি নাযিল করেছি। এবং যা সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যে কিতাব তোমাদের নিকট রয়েছে। এর পূর্বে যে আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করব এবং তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরাব। এ ব্যাখ্যা করেছেন ইব্ন আব্বাস (রা.) ও আতিয়্যা (র.) প্রমুখ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আরও বলেন, উক্ত ব্যাখ্যাকে উত্তম বলার কারণ হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে সে সকল ইয়াহূদীকে সম্বোধন করে, যাদের সম্পর্কে তিনি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করেছেন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ (তুমি কি তাদের দেখনি। যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে।) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হুঁসিয়ার করে বলেছেন, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَا (ওহে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন, আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পূর্বে) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয়ে ঈমান আনার জন্য আদেশ করেছেন। তাতে তারা ঈমান না আনলে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঈমান আনার জন্য আদেশ করেছেন তখন তারা ছিল কাফির।

সুতরাং যাঁরা বলেছেন, এতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন আমি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে চলায় অন্ধ করে দেব আর ভ্রান্ত পথে ফিরিয়ে দেব। "তাদের এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বাতিল। কেননা যে ব্যক্তি ভ্রান্তিতে আছে তাকে ভ্রান্তিতে ফিরিয়ে দেয়ার কোন অর্থ নেই। যে ব্যক্তি কোন কিছুর বাইরে থাকে সে ব্যক্তিকেই তার মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তার মধ্যেই আছে তাকে আবার সে দিকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থই হতে পারে না।

উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ কথা বলা যায় যে, এ আয়াতে ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছেন যে, তাদের মুখমণ্ডলকে বিরত করা হবে এবং তাদের চেহারাকে পশ্চাৎদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আর যাঁরা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তাদের মুখমণ্ডল বানরের মুখমণ্ডলের ন্যায় করে দেব। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সকল ব্যাখ্যাকারদের বিপরীত। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাঁদের পরবর্তীকালের তাফসীরবিশারদগণের মধ্যে কেউ এরূপ ব্যাখ্যা করেন নি।

আর যাঁরা এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাদের মুখমণ্ডল "আমি বিকৃত করে দেব এবং তাদের মুখ পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেব। এ ব্যাখ্যা তা কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী। এর কারণ হল- প্রচলিত ভাষায় اَلْوُجُوْهُ -(মুখমণ্ডল) দ্বারা اَلْاَقْفَاءُ - (ঘাড়ের সম্মুখ ভাগ) বুঝায়। আল্লাহ্ তা'লার তরফ থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থর ভাষা অধিক ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধারা ব্যাখ্যা সমুচিত হবে।

" الطمس " - অর্থ মুছে ফেলা, নিশ্চিহ্ন করা যেমন, কা'ব ইব্ন যুহায়রদের তাঁর কবিতায় এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন, مِنْ كُلِّ نَضَّاحَةِ الذِّفْرَىٰ اِذَا عَرِقَتْ * عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْاَعْلَامِ مَجْهُوْلُ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতে পারতাম (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৬)।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি কোন প্রশ্নকারী এ কথা বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ইয়াহূদীদের যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা কি বাস্তবে হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে- না তা হয়নি। কেননা ইয়াহূদীদের মধ্যে একদল লোক ঈমান এনেছেন। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা.), সালাবা ইব্ন সায়াহ্ (রা.), আসাদ ইব্ন সায়াহ্ (রা.), আসাদ ইব্ন উবায়দকে এবং মুখায়রাক (রা.) প্রমুখ। এদের উসীলায় সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা আযাব থেকে ইয়াহূদীদেরকে অব্যাহতি দান করেছেন। তাছাড়া যে সকল ইয়াহূদী সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হল।

৯৭২৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহূদীদের পণ্ডিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া ও কা'ব ইব্ন আসাদকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে ইয়াহূদিগণ! তোমরা

আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর; আমি আল্লাহ্র তা'আলার শপথ করে বলছি ঃ তোমরা অবশ্যই জান, আমি তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছি। তদুত্তরে তারা বলল- হে মুহাম্মাদ! এ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনে। এভাবেই তারা যা জানত তা অস্বীকার করল এবং কুফরীর উপরই দৃঢ় থাকল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الكِتَابِ اٰمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبلِ اَنْ نَّطْمِسَ وَجُوْهًا فَنَرُدُّهَا عَلٰى اَدبَارِهَا الاية۔

৯৭২৫. ঈসা ইব্ন মুগীরা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবরাহীম (র.)-এর সাথে কা'ব (র.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বলেন, কা'ব (র.) হ্যরত উমর (রা.)-এর খিলাফাতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কা'ব (রা.) মদীনায় উপস্থিত হলে হ্যরত উমর (রা.) তাঁর নিকট এসে বলেন, হে কা'ব তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। আমি তাওরাত পাঠ করেছি। তুমি কি তাতে পাঠ করনি- **مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحمِلُ اَسفَارًا** (যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, এরপর তা অনুসরণ করে নি, তাদের দৃষ্টান্ত হল পুস্তক বহনকারী গর্দভ!) [সূরা-জুমআ-৫] বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কা'ব তাঁকে ত্যাগ করে হিম্স্ নামক স্থানে পৌছেন। তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে তার বংশের এক লোককে অনুতাপের সাথে বলতে শোনেন- **يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدبَارِهَا** কা'ব (র.) এটা শোনার পর বলেন, হে পরওয়ারদিগার আমি ঈমান আনলাম; হে আমার প্রতিপালক! আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এ আয়াতে যে শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে তার ভয়ে। এরপর তিনি ইয়ামনে তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট চলে আসেন। সেখান থেকে সকলকে মুসলমান করে তাদেরকে নিয়ে বলেন।

আল্লাহ্র বাণী ঃ **اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً** (অথবা আসহাবুস সাব্তকে যেরূপ লানত করেছিলাম সেরূপ তাদেরকে লানত করার পূর্বে। আল্লাহ্ পাকের আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **اَونَلعَنَهُم** (অথবা তাদেরকে লানত করার পূর্বে) এর অর্থ **اَوْنَلْعَنَكُمْ فتخزيكم ونجعلكم قردة** আমি তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবো এরপর তোমাদেরকে বানর বানিয়ে লাঞ্ছিত করবো। **كما لعنا اصحاب السبت** - (আস্হাবুস-সাব্ত-কে যেরূপ অভিশপ্ত করেছিলাম) অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ আমি যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী সেসব লোককে লাঞ্ছিত করেছিলাম, যারা শনিবারের নির্দেশ লংঘন করেছিল। আল্লাহ্ পাক **امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم** তাঁর এ বাণীতে তিনি সম্বোধন করে বলেছেন, যেমন **حَتّٰى اِذَا كُنْتُم فِى الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا** এবং যখন তোমরা নৌকারোহী হও এবং

সে সব নৌকা আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় আর তারা তাতে আনন্দ অনুভব করে (সূরা ঃ ইউনুস-২২)।

مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا -এর অর্থ এরূপও হতে পারে **اَونلعنهم كما اَونلعن اصحاب** আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে অথবা মুখমণ্ডল ওয়ালাদেরকে লানত করার পূর্বে তোমরা ঈমান আন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি অন্যান্য তাফসীরকার বিশারদগণও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭২৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানরে রূপান্তর করে ফেলবে।

৯৭২৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বানর রূপান্তর করবে।

৯৭২৮. সুদ্দী (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৭২৯. ইব্ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এ আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তার লক্ষ্য হল গোটা ইয়াহূদী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন যে, ইয়াহূদীদের মধ্য হতে আসহাবুস-সাবতকে যেরূপ অভিশপ্ত করা হয়েছিল, তাদেরকেও সেরূপ অভিশপ্ত করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ **وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً** -এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাকের আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু আদেশ করেন, তার সব কিছুই যথাযথভাবে কার্যকর হয়। তিনি যখন যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না।

(٤٨) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

৪৮. আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ** -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্বের আয়াতে ইরশাদ করেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ (ওহে! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক রূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন।) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক ও কুফরী করাকে কিছুতেই তিনি ক্ষমা করেন না। তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ব্যতীত অন্য যত রকমের পাপী ও অপরাধী আছে তাদের যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।

উক্ত মর্মার্থ অনুযায়ী আল্লাহ্র বাণী أَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ -এর পূর্বে يَغْفِرُ - হওয়ায় أَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ - نصب (নসব)-এর জায়গায় অবস্থিত। কিন্তু ব্যাখ্যার দিক দিয়ে তা جار ও مجرور -এর স্থানে, যেমন- এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ ذَنْبًا مَعَ شِرْكٍ - أَوْ عَنْ شِرْكٍ

এ ব্যাখ্যার আলোকে কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, أَنْ হরফটি جر -এর জায়গায় অবস্থিত।

উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনিই তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা যুমার ঃ ৫৩)। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মুশরিকরা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৩০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! শিরক-এর অপরাধও কি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন? মহানবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার প্রশ্ন অপসন্দ করে বলেন, আলোচ্য আয়াতটি পড়ে শোনান।

৯৭৩১. আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় রাবী' (র.) বলেন, আমাকে মুজাব্বার (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শির্ক এর অপরাধও কি আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন? এতে রাসূল করীম (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং আলোচ্য আয়াতটি পড়েন।

৯৭৩২. ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হিসাবে হত্যাকারী ইয়াতীমীর ধন-সম্পদ আত্মসাৎকারী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং আত্মীয়তার

বন্ধন ছিন্নকারীর গুনাহ্ ক্ষমা করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করতাম না। এরপর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর আমরা মিথ্যাসাক্ষী প্রদান করা হতে বিরত থাকতাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, প্রত্যেক গুরুতর পাপী যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শির্ক না করে সে পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা বা ক্ষমা না করে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا - আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ -এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পাকের ইবাদতে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে অন্যকে শরীক করে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا - সে এক মহাপাপ করল, এ মহাপাপীকে আল্লাহ্ অপবাদ দাতা বলে উল্লেখ করেছেন, যেহেতু সে লোক আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সাথে অংশীদারীর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। সে মিথ্যারোপকারী দাবী করছে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি হতে তাঁর অংশীদার আছে এবং তাঁর সঙ্গী বা সন্তান আছে। সে এভাবে অপবাদদাতা ও মিথ্যাবাদী হল।

(٤٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৪৯. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা পবিত্র হবার সুযোগ দেন এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি আপনার অন্তর দৃষ্টি দিয়ে সে সব ইয়াহূদীর প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? তথা গুনাহ্ থেকে মুক্ত মনে করে।

তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করে যে ইয়াহূদীরা কিসের ভিত্তিতে নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে- ইয়াহূদীরা দাবী করে বলত। আমরা আল্লাহ্র পাকের সন্তান এবং তার বন্ধু।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৩৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন ইয়াহূদীদের কতা বলা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করত এবং দাবী করত যে, আমরা আল্লাহ্ পাকের সন্তান ও বন্ধু। আর তারা এ দাবীও করত যে, আমরা নিষ্পাপ।

৯৭৩৪. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো ইয়াহূদী এবং নাসারা। তারা দাবী করত যে, "আমরা আল্লাহ্ পাকের সন্তান এবং তাঁর বন্ধু"। তারা এ কথাও বলত যে, ইয়াহূদী এবং নাসারা ব্যতীত আর কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৯৭৩৫. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত "আমাদের সন্তান জন্মের সময় তারা যেরূপ নিষ্পাপ হলে জন্মগ্রহণ করে, তাদের যদি কোন গুনাহ্ থাকে তা হলে আমাদেরও গুনাহ্ আছে, আমরা তো তাদেরই ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا

৯৭৩৬. ইব্ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল আহ্লে কিতাব। তারা বলত "ইয়াহূদী ও নাসারা ব্যতীত আর কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তারা আরও বলত, "আমরা আল্লাহ্ পাকের সন্তান এবং তাঁর বন্ধু। আল্লাহ্ তা'আলা যা ভালবাসেন আমরা তার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি।" তাদের এই আস্ফালনের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاۤءُ - হে রাসূল! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে, বরং আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেন। যখন ইয়াহূদীরা মনে করত যে তারাই শুধু বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তারাই আল্লাহ্ পাকের সন্তান ও বন্ধু এবং তার অর্ন্তগত।

৯৭৩৭. সুদ্দী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে। তারা বলত "আমাদের সন্তানদেরকে তাদের বাল্যকালেই আমরা তাওরাত শিক্ষা দেই, সুতরাং তাদের কোন গুনাহ্ হয় না। আমাদের গুনাহ্ আমাদের সন্তানদের গুনাহের ন্যায়; দিনের বেলায় আমাদের দিয়ে যে সকল গুনাহ্ হয়, রাত্রে তা মুছে দেওয় হয়। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, তারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবী করত। তাদের শিশু সন্তানদের কোন গুনাহ্ নেই এই ধারণায় তারা নিজেদের সন্তানদেরকে নামাযের মধ্যে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৩৮. মুজাহিদ (র.) আল্লাহ্র বাণী ঃ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, তারা হল ইয়াহূদী। তারা নামাযের মধ্যে ইমামতি করার জন্য তাদের বালকদেরকে সামনে দিত। তারা মনে করত যে, তাদের কোন গুনাহ্ নেই। আর এটিই হল পবিত্রতা।

৯৭৩৯. অপর এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৪০. অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তারা দু'আর জন্য এবং নামাযের মধ্যে ইমামতির জন্য নিজেদের সামনে বালকদেরকে দিত। এবং তারা মনে করত যে,

তাদের কোন গুনাহ্ নেই। এটিই ছিল তাদের পবিত্রতার উপলব্ধি। ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, তারা হল ইয়াহূদী এবং নাসারা এ দাবী করত।

৯৭৪১. আল্লাহ্ পাকের বাণী: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় আবূ মালিক (রা.) বলেছেন; এ আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইয়াহূদীরা তাদের শিশুদেরকে আগে বাড়িয়ে দিত আর বলত, তারা নিষ্পাপ, তাদের কোন গুনাহ্ নেই।

৯৭৪২. ইকরামা (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আহ্লে কিতাব তাদের নামাযের ইমামতি করার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে সামনে দিত আর বলত, "তাদের কোন গুনাহ্ নেই" এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ -এ আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন; ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবী করত। আমাদের শিশু সন্তানরা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে আর আমাদেরকে পবিত্র করিয়ে নেবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৪৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা বলত, "আমাদের মৃত সন্তানেরা আমাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের উপায় হবে, তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং আমাদেরকে পবিত্র করিয়ে নিবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاۤءُ وَلَايُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا তাফসীরকারগণের কেউ কেউ বলেছেন– তারা একে অন্যের পবিত্রতার কথা বলত।

যাঁরা এমত পোষণ করে ঃ

৯৭৪৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সকালে মানুষ দীনদার থাকে আর দিনের শেষে যখন সে ফিরে আসে তখন দীনের কিছুই তার কাছে থাকে না। কোন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা কর কিন্তু সে তাদের লাভ ক্ষতি কিছুই হয় না। অথচ সে মানুষকে বলে, আল্লাহ্র শপথ করে' বলছি, তুমি তো এমন এমন এভাবে সে তার উদ্দেশ্য এমন ঘন। আর শেষ পর্যন্ত সে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। পরিণামে আল্লাহ্ পাক তার উপর অসন্তুষ্ট হন। এ কথা বলার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاۤءُ وَلَايُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আলোচ্য ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম হলো, সে ব্যাখ্যাটি, যিনি বলেছেন ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে, এবং তারা দাবী করে যে, তারা নিষ্পাপ। এবং তারা এ দাবীও করেছে, তারা আল্লাহ্ পাকের সন্তান ও প্রিয়। যেমন আল্লাহ্ পাক এ

সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। আর এ ব্যাখ্যাটিই সুসম্পর্ক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা শুধু নিজেদেরকেই পবিত্র মনে করত।

কিন্তু যে ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন "তারা নিজেদের অল্প বয়স্ক ছেলেদেরকে নামাযের জন্য সামনে এগিয়ে দিত" তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

ইয়াহূদী ও নাসারাগণ নিজেদেরকে যে পবিত্র মনে করত, তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণীঃ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاۤءُ -দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেন, তোমরা মনে করছ, তোমাদের কোন গুনাহ্ ও দোষ-ত্রুটি নেই এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা অপসন্দ করেন, তা থেকে তোমরা পবিত্র। কিন্তু আসলে তোমরা আল্লাহ্ পাকের শানে অপব্যাখ্যা ও মিথ্যারোপে লিপ্ত। যে নিজেকে পবিত্র মনে করে, সে পবিত্র নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে পবিত্র করেন, সে ব্যক্তিই পবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলে যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। তিনিই তাকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করেন, যে সকল গুনাহ্ ও অপরাধ তিনি পসন্দ করেন না, তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আর, তিনি যা পসন্দ করেন তা মেনে চলার জন্য তিনি তাওফীক দান করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় আমার এ বক্তব্যের কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ -লক্ষ্য করুন (হে রাসূল!) কিভাবে তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যারোপ করছে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ পাকের সন্তান বলে দাবী করছে, আর এ দাবীও করছে যে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে গুনাহ্ হতে পবিত্র করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا - (তাদের প্রতি নিতান্ত সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।)-এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যে সব লোক নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে এবং এ ছাড়া সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে কারো প্রতিও তিনি জুলুম করেন না। তাদের যতটুকু পবিত্রতা আছে তার বিনিময় তারা পাবে। এবং তাদের যার যা প্রাপ্য তা কমানো হবে না। তিনি তাঁর সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং পবিত্র হওয়ার জন্য তাওফীক দান করেন। পাপীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সব কিছুই তাঁর হাতে। তিনি কারো উপর সামন্যতম জুলুম করেন না। যাঁকে পবিত্র হওয়ার তাওফীক দান করেছেন আর যাকে তাওফীক দান করেননি তাদের কারো উপরও জুলুম করেন না। ব্যাখ্যাগত الفتيل -শব্দের অর্থে একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, দুই আঙ্গুলের ফাঁক অথবা দুই হাতের তালুর একটিকে অপরটির সাথে ঘঁষলেযে সামান্যতম ময়লা বের হয় الفتيل -দ্বারা এমন অল্প বস্তুক বুঝায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৪৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, الفتيل -শব্দের অর্থ হল, এমন সামান্যতম বস্তু, যা দুই আঙ্গুলির মাঝখান থেকে বের হয়।

৯৭৪৬. তায়মী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে আমাকে বলেছেন; তুমি তোমার আঙ্গুলের মাঝখান থেকে বের হতে পারবে না।

৯৭৪৭. আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, الفتيل -শব্দের অর্থ- মানুষের দুই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে যে সামান্যতম বস্তু বের হতে পারে তা।

৯৭৪৮. অপর এক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, الفتيل - অর্থ তোমার দু'টি আঙ্গুলি ঘষার পর তার থেকে যা বের হতে পারে তা।

৯৭৪৯. আবূ মালিক (র.) الفتيل -শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এমন সামান্যতম ময়লা, যা দুই হাতের তালুর মাঝখান থেকে বের হতে পারে।

৯৭৫০. সুদ্দী (র.) হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

৯৭৫১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আরো কিছু লোক বলেন, الفتيل -শব্দের অর্থ– খেজুর বীচির দ্বিখণ্ডিত অংশের মধ্যে অবস্থিত সামান্যতম বস্তু।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৫২. আল্লাহ্ পাকের বাণীর অর্থে- ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, فتيلا -এর অর্থ খেজুর বীচির মাঝখানের সামান্যতম বস্তু।

৯৭৫৩. আতা (র.) বলেন, الفتيل -অর্থ- খেজুর বীচির মাঝখানের সামান্যতম যে বস্তু।

৯৭৫৪. 'আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৫৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, الفتيل -অর্থ- খেজুর বীচির দ্বিখণ্ডিত অংশের মধ্যেকার বস্তুটির ন্যায়।

৯৭৫৬. অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৫৭. কাতাদা (র.) فتيل -এর অর্থে- অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

৯৭৫৮. দাহ্হাক (র.) ও একই রূপ মত প্রকাশ করেছেন।

৯৭৫৯. অন্য সূত্রে ইব্‌ন যায়দ (র.) হতেও এ বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৬০. অপর সূত্রে দাহ্হাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৬১. অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে একই রকম বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৬২. 'আতীয়্যা (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি ক্ষুদ্রতম পরিমাণ জুলুম করেন না। যেমন- অনেক তাফসীরকার বলেছেন, হাতের দুই আঙ্গুলীর মাঝখানে অথবা দুই হাতের উভয় তালু একটির সাথে অপরটির ঘর্ষণে খেজুর বীজের দ্বিখণ্ডিত অংশের মধ্যখানে অবস্থিত ক্ষীণতর বস্তু বের হবে, তদ্রূপ বস্তু যা অনুমান করা কঠিন তাও الفتيل -এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। আয়াত হতে সাধারণভাবে যে অর্থ বুঝা যায়, তাই গ্রহণীয়।

(٥٠) اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

৫০. (হে রাসূল!) দেখুন, তারা কিভাবে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করছে, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি দেখুন, আহলে কিতাবরা, কিভাবে নিজেদের পবিত্রতার দাবী করে। তারা বলে, আমরাই আল্লাহ্ পাকের সন্তান এবং প্রিয়। শুধু তাই নয়। তারা একথাও বলে যে, ইয়াহুদী ও নাসারা ব্যতীত কেউ বেহেশতে যাবে না। তাদের ধারণা যে, তারা নিষ্পাপ। আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যারোপ করা, আর তা অপরাধ হিসাবে যথেষ্ট। وَكَفٰى بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের কল্পিত মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার প্রকাশ্য অপরাধ হিসাবে যথেষ্ট।

৯৭৬৩. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেছেন, যারা নিজেরেকে পবিত্র মনে করে, তারা ইয়াহূদ ও নাসারা "তাদের এ দাবীর প্রতি একটু লক্ষ্য করে দেখুন, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে।"

(٥١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝

৫১. (হে রাসূল!) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যাদেরকে আসমানী কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা মূর্তি এবং শয়তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে থাকে, তারা মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর সুপথগামী।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ - ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর তাফসীরে, বলেছেন; আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)-কে

সম্বোধন করে বলেন, হে রাসূল! আপনি কি অন্তর দিয়ে সে সব লোকের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে। এরপর কিতাবের সে অংশের মধ্যে যা আছে, তারা তা জেনেও অবিশ্বাস করছে। অথচ তারা মূর্তি এবং শয়তানকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ পাকের সাথে তারা কুফরী করে। কিন্তু তারা জানে যে, আস্থা রাখা কুফরী এবং শিরক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, তাফসীরকারগণ الجبت ও الطاغوت -এর অর্থে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, জিব্‌ত ও তাগূত দু'টি মূর্তির নাম। মুশরিকরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত সেগুলোর ইবাদত করত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৬৪. ইকরামা (র.) বলেছেন, اَلجبت ও اَلطَّاغُوْت - দু'টি মূর্তির নাম।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, اَلجِبتُ - অর্থ মূর্তি এবং اَلطَّاغوت - অর্থ- ধর্মযাজক।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

৯৭৬৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, اَلجبت - অর্থ মূর্তি এবং اَلطَّاغُوْت - অর্থ- সে সব ধর্মযাজক যারা মানুষকে মূর্তির সামনে থেকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ মত পোষণ করেছেন যে, اَلجِبتُ হল গণক বা জ্যোতিষী এবং اَلطَّاغُوْت হল ইয়াহূদীদের সরদার কা'ব ইব্‌ন আশরাফ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'জিবত' অর্থ- যাদু এবং 'তাগূত' অর্থ- শয়তান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৬৬. উমর (রা.) বলেছেন, 'জিবত' অর্থ- যাদু এবং 'তাগূত' অর্থ- শয়তান।

৯৭৬৭. অপর এক সনদে উমর (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৭৬৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জিবত' অর্থ- যাদু এবং 'তাগূত' অর্থ- শয়তান।

৯৭৬৯. শা'বী (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৭৭০. মুজাহিদ (র.) আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'জিবত' অর্থ- যাদু এবং 'তাগূত' হল মানব আকৃতির এক শয়তান, যাকে তারা অধিকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে।

৯৭৭১. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, 'জিবত' অর্থ– যাদু এবং 'তাগূত' অর্থ- শয়তান ও গণক।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, 'জিবত' অর্থ– যাদুকর; এবং 'তাগূত' অর্থ- শয়তান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৭২. ইবন যায়দ (র.) বলেছেন, "আমার পিতা বলতেন, 'জিব্‌ত' অর্থ- যাদুকর, এবং 'তাগূত' অর্থ- শয়তান।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন 'জিব্‌ত' অর্থ যাদুকর, 'তাগূত' অর্থ গণক।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৭৩. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) اَلْجِبْتَ وَالطَّاغُوْتَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় الجبت -অর্থ- যাদুকর, এবং الطاغوت অর্থ- গণক বা জ্যোতিষী।

৯৭৭৪. রাফী' (র.) বলেছেন, 'জিব্‌ত' অর্থ- যাদুকর, এবং 'তাগূত' অর্থ- গণক।

৯৭৭৫. আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, 'তাগূত' অর্থ- যাদুকর, এবং 'জিব্‌ত' অর্থ- গণক।

৯৭৭৬. আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ الجبت والطاغوت -এর ব্যাখ্যায় আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, এ দু'টির একটির অর্থ যাদু এবং অপরটির অর্থ- শয়তান।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'জিবত' হল শয়তান এবং 'তাগূত' হল গণক ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৭৭. কাতাদা (র.) আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমরা 'জিবত' অর্থ- শয়তান এবং 'তাগূত' অর্থ- গণক এই আলোচনা করেছিলাম।

৯৭৭৮. কাতাদা (র.) হতে অপর এক হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৭৭৯. সুদ্দী (র.) বলেছেন, اَلْجِبْتُ -অর্থ- শয়তান, এবং اَلطَّاغُوْتُ -অর্থ গণক।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, اَلْجِبْتُ - অর্থ- গণক এবং اَلطَّاغُوْتُ - যাদুকর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৮০. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) বলেছেন, 'জিবত' অর্থ- গণক, এবং 'তাগূত' অর্থ- যাদুকর।

৯৭৮১. মুহাম্মদ (র.) জিবত এবং তাগূত সম্বন্ধে বলেছেন, 'জিবত' বলা হয় গণককে আর 'তাগূত' বলা হয় যাদুকরকে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, 'জিবত' বলা হয় হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে এবং তাগূত বলা হয় কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৮২. ইবন আব্বাস (রা.) يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে اَلطَّاغُوْتُ - এবং হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে اَلْجِبْتُ - বলা হয়েছে।

৯৭৮৩. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জিবত' হল হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং 'তাগূত' হল কা'ব ইব্‌ন আশরাফ।

৯৭৮৪. অপর এক হাদীসে দাহ্হাক (র.) সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, اَلْجِبْتِ - দ্বারা কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে এর اَلطَّاغُوْتِ - দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৮৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জিবত' হল কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এবং 'তাগূত' হল মানব আকৃতিতে শয়তান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -এর ব্যাখ্যায় এ কথা বলাই ঠিক। ইয়াহূদীরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত দুই মা'বূদে বিশ্বাস রাখতো ও উপাসনা করত এবং তাদেরকে দুই ইলাহ্‌রূপে স্বীকার করত।

আর তাদের সে দুই ইলাহ্ হল 'জিবত' এবং 'তাগূত' মহান আল্লাহ্ ব্যতীত এ দুই জনকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য হিসাবে তারা মানতো এবং তাদের প্রতিই বিনয়ী ছিল। এ উপাস্যগুলো ছিল পাথর বা মানুষ অথবা শয়তান জাহিলী যুগেও উপাসনা করা হতো। এমনিভাবেই তারা যাদুকর ও গণকদেরকে মহান আল্লাহ্‌র সাথে শরীক মনে করত এবং তাদের নির্দেশ অনুসারে চলতো। যেমন কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এবং হুয়াই ইব্‌ন আখতাব তাদের ইয়াহূদী ধর্মের লোকদের এমন শ্রদ্ধার পাত্র ছিল যে, তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ ও কুফরী করার ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের অনুগত ও অনুসারী ছিল। তারা দু'জনই ছিল 'জিবত' ও 'তাগূত।'

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا - (তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে থাকে, এরা মুসলমানগণদের চেয়ে অধিকতার সুপথগামী।) আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, যারা মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে এবং তার রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করে, তাদেরকে ওরা বলে তারা সে সব লোক যাদের কুফরী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে বর্ণনা করেছেন। أهدى সুদৃঢ় ও ন্যায়-পরায়ণ। مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - অর্থাৎ তারা সে সমস্ত লোক অপেক্ষা যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করে মেনে নিয়েছে। سَبِيْلًا -অর্থাৎ পথ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, অর্থ- ইয়াহূদীদের মধ্যে যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে উপাসনায় উচ্চ মর্যাদা দেয় এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী ও নাফরমানী করে। যেমন, যারা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের অপেক্ষা সে সব লোক ন্যায়ের দিক দিয়ে উত্তম, যারা তাঁর সাথে কুফরী করে। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে তারাই অধিকতর ন্যায়-পরায়ণ ও সুপথগামী।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদীদের নেতা কা'ব ইব্ন আশরাফ এ প্রকৃতির ছিল এবং এ সব কথা বলত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি উপরে যা বলেছি, সে প্রসঙ্গে যে সকল বর্ণনা আছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

৯৭৮৬. ইব্ন আশরাফ কুরায়শদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যখন মক্কায় এসে উপস্থিত হয় তখন কুরায়শরা তাকে বলল তুমি তো মদিনাবাসীদের একজন শিক্ষিত লোক এবং সর্দার? সে বলল- হ্যাঁ, তারপর তারা তাকে বলল, তুমি কি সে লোককে দেখেছ, যাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই? সে নিজেকে আমাদের অপেক্ষা উত্তম মনে করে, অথচ আমরা হাজীদের ব্যবস্থাপনায় আছি, কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং হাজীদের পানি পান করাই? সে বলল হ্যাঁ, তোমরা তার থেকে উত্তম। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন এরপর সূরা কাউছার এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

৯৭৮৭. ইকরামা (র.) হতে অপর এক সূত্রে এ প্রসঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৭৮৮. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, অপর সূত্রে তিনি বলেছেন, কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় উপস্থিত হওয়ার পর মুশরিকরা তাকে বলে, তুমি আমাদের ও পুত্র সন্তানই লোকটির মধ্যে অধিক জ্ঞানী। তুমি আমাদের ও তোমার সম্প্রদায়ের সর্দার। এরপর কা'ব বলল– আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমরা তার চেয়ে উত্তম, এরপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ - নাযিল করেন।

৯৭৮৯. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কার কাফিরদের কাছে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করে। আর বলে আমরাও তোমাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তখন মক্কাবাসীরা বলল তোমরা হলে আহলে কিতাব আর তিনিও আসমানী কিতাবের অনুসারী। তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে তুমি আমাদের এ মূর্তি দু'টির সামনে সিজদা কর এবং তাদের প্রতি ঈমান আন, আর সে তাই করল। এরপর তারা বলল – আমরা সত্যের উপর না মুহাম্মাদ (সা.)? আমরা হজ্জের জন্য উট যবাই করি এবং পানির পরিবর্তে সে গুলোর দুধ খাওয়াই আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করি এবং বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করি। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা.) তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং নিজের দেশ ত্যাগ করেছে। একথা শুনে কা'ব ইবন আশরাফ বলল তোমরাই উত্তম এবং তোমরাই অধিকতর ন্যায়ের উপর রয়েছ। এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا -

৯৭৯০. সুদ্দী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, বনী 'আমির গোত্রের দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করার সময় বনী নজীর গোত্রের ইয়াহূদীরা তাঁর সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার গোত্রের ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবিগণকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা.)-কে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন। কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় পালিয়ে যায়। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদেরকে সহযোগিতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এতে আবূ সুফিয়ান বলল, হে আবূ সা'দ! তোমরা আসমানী গ্রন্থ পাঠ কর, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক, কিন্তু আমাদের শিক্ষা নেই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমাদের দীনই উত্তম, না মুহাম্মদ (সা.)-এর দীন উত্তম? কা'ব বলল, তোমাদের দীন কি? আবূ সুফিয়ান বলল, আমরা হজ্জের জন্য উট যবাই করি, হাজীদের পানি পান করাই। আতিথেয়তা করি, আল্লাহ্র ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করত আমরা তাদের উপাসনা করি। আর মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে এসব ত্যাগ করে তার অনুসরণ করতে বলে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, মুহাম্মাদের দীন অপেক্ষা তোমাদের দীনই উত্তম। তোমরা তোমাদের দীনের উপরই দৃঢ় থাক, তোমরা কি দেখ না মুহাম্মদ (সা.) তো একজন দুর্বল লোক, সে যত তার ইচ্ছা বিয়ে করে! এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا سَبِيْلًا -আয়াত নাযিল করেন।

৯৭৯১. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, উল্লেখিত এ আয়াত কা'ব ইব্ন আশরাফ এবং কুরায়শদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলেছে,কাফির কুরায়শরা মুহাম্মদ (সা.) হতে অধিকতর সুপথগামী। ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেছেন, কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কা শরীফে উপস্থিত হওয়ার পর কুরায়শরা তার নিকট আসে এবং তাকে মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্মকে ছোট করে দেখায় এবং তিনিই পথভ্রষ্ট বলে তাদেরকে জানায়। ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেছেন, তারপর কুরায়শরা কা'বকে বলেছে, আমরা তোমাকে মহান আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি, তুমি আমাদের জানাও আমরা সুপথগামী নাকি সে সুপথগামী? তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমরা হজ্জের সময় হাজীদের জন্য উট যবাই করি, হাজীদেরকে পানি পান করাই। বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং হাজীদে[illegible]মানদারী করি। তা শুনে কা'ব ইব্ন আশরাফ তাদেরকে বলে যে, তোমরা অধিক সুপথে তা[illegible]

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, বরং এসব কিছু সংখ্যক ইয়াহূদীর বৈশিষ্ট্য। আর তাদের মধ্যে হুয়াই ইবন আখতাব একজন এবং সে সব ইয়াহূদী যারা মুশরিকদেরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৭৯২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, কুরায়শ, গাতফান ও কুরায়জা গোত্রের যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন দলকে একত্র করেছিল, তাদের মধ্যে হুয়াই ইবন আখতাব, সাল্লাম ইব্‌ন আবুল হাকীক, আবূ রাফি, রাবী 'ইব্‌ন রাবী 'ইব্‌ন আবুল হাকীক' আবূ আম্মার, ওয়াহওয়াহ্ ইব্‌ন আমির ও হূযাহ্ ইব্‌ন কায়স। এদের মধ্যে ওয়াহ্ ওয়াহ্,আবূ আম্মার এবং হূযাহ ওয়ায়েল গোত্রের লোক ছিল, আর বাকী সকলেই ছিল বনূ নযীর গোত্রভুক্ত। তারা যখন কুরায়শদের কাছে আসলো, তখন কুরায়শরা বলাবলি করতে লাগল যে, এরা সকলেই তো পূর্বেকার কিতাবসমূহের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইয়াহূদী পণ্ডিত। তাই, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর: তোমাদের ধর্ম উত্তম, না মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম? তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়। জবাবে তারা বলল, বরং তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের তুলনায় শপথ প্রাপ্ত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ হতে وَاٰتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন।

৯৭৯৩. কাতাদা (র.) বলেছেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ-এ আয়াত কা'ব ইব্‌ন আশরাফ, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং বনু নযীর গোত্রের দু' ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মক্কা শরীফে এক মেলায় তারা কুরায়শদের সাথে সাক্ষাত করে। তখন তাদেরকে মুশরিকরা জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা সত্যের উপর রয়েছি, না কি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাথীগণ? আমরা তো কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী, পানি সরবরাহকারী এবং হরমের বাসিন্দা? তারা উত্তরে বলেছে, না, বরং মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের অপেক্ষা তোমরা সত্যের উপর রয়েছে। কিন্তু তারা ভালভাবেই জানে যে,তারা মিথ্যাবাদী মূলত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি বিদ্বেষবশত তারা এ মন্তব্য করেছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আয়াতে যার প্রকৃতি ও আচরণের কথা বলা হয়েছে, সে হল হুয়াই ইব্‌ন আখতাব, যেমন নিম্নের বর্ণনায় তার কথাই উল্লেখ করা করা হয়েছে।

৯৭৯৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন মুশরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য হুয়াই ইব্‌ন আখতাব একবার মক্কা শরীফে আসার পর মুশরিকগণ তাকে বলে ছিল; হে হুয়াই! তোমরা তো কিতাবের অনুসারী। তাই, তুমি আমাদেরকে জানাও, আমরা [illegible]র সঙ্গে [illegible]তের উপর আছি, নাকি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর অনুসারিগণ? সে বলেছে, আমরা এবং [illegible]রাফ বলল তো[illegible]দের অপেক্ষা উত্তম! আল্লাহ্ তা'আলা সে কথাই- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ হতে وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَلَهٗ نَصِيْرًا পর্যন্ত তাঁর বাণীতে বলেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের উপসংহারে বলেছেন, উল্লেখিত অভিমতসমূহের মধ্যে উত্তম হলো তাঁর কথা যিন বলেছেন, আল্লাহ্

তা'আলা তাঁর এ বাণীতে আহ্‌লে কিতাবের মধ্য হতে এক দল ইয়াহূদী সম্বন্ধে বলেছেন। হতে পারে তারা ইকরামা অথবা সাঈদ (র.) হতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত, সে সব লোক যাদের নাম হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) চিহ্নিত করে বলেছেন। আর তারা হল, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং তার অন্যান্য সাথী। যেমন কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ও অন্যান্যরা।

(٥٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

৫২. এ সমস্ত লোকের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যার প্রতি লা'নত করেছেন, (হে রাসূল!) আপনি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে اُولٰٓئِكَ - শব্দ দ্বারা সে সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যাদেরকে আসমানী গ্রন্থের একটি অংশের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা জিবত ও তাগূতকে বিশ্বাস করে। জিবত ও তাগূতে বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এখানে ঘোষণা করেছেন- اَلَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ (তারা সে সমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক লা'নত করেছেন) যাদের উপর মহান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত তাদেরকে তিনি চরমভাবে অপমানিত করেছেন। তারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে জিবত ও তাগূতে বিশ্বাস করায় আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহ্‌মত হতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাদের এ অবস্থা হওয়ার কারণ, যারা কুফরীতে লিপ্ত তাদেরকে তারা স্পষ্টভাবে বলত هٰٓؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا (তারা মুসলমানদের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে) যারা কুফরী ব্যবস্থাকে উত্তম বলে অভিহিত করেছে তারা সে সমস্ত লোক مَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ - যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং নিজ রহ্‌মত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন فَلَنْ تَجِدَلَهٗ نَصِيْرًا - অর্থাৎ এদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আপনি যাদেরকে আল্লাহ্‌র লা'নত দিয়েছেন, তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না।

৯৭৯৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এবং হুয়াই ইব্‌ন আখতাব তারা দু'জনে যা বলত, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন "هٰٓؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا" অথচ তাদের ,এ বক্তব্যে তারা যে মিথ্যাবাদী, তা তারা জানত। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَلَهٗ نَصِيْرًا ـ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

(٥٣) اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۝

৫৩. তবে কি তাদের জন্য রাজত্বে কোন অংশ রয়েছে? (যদি তাই হতো) তবে তারা খেজুরের খোসা পরিমাণও অন্য লোকদের দিতো না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ -এর অর্থ اَمْ لَهُمْ حَظًا مِنَ الْمُلْكِ - অর্থাৎ তাকে কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাদের কোন অংশ আছে?

যেমন বর্ণিত রয়েছে,

৯৭৯৬. সুদ্দী (র.) اَم لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তাদের রাজ-শক্তিতে কোন প্রকার সক্রিয় অংশ থাকত, তাহলে তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে এক কপর্দকও দান করত না।

৯৭৯৭. ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اَم لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ - অর্থাৎ রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ নেই। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا -অর্থাৎ যদি তাদের রাজশক্তিতে কোন প্রকার অংশ থাকত তাহলে তারা তাদের কৃপণতার কারণে কাউকেও এক কপর্দকও দান করত না।" النقير শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, শস্যদানার পিঠে যে একটি বিন্দু পরিলক্ষিত হয়, তাকেই نقير বলা হয়ে থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন ঃ

৯৭৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি نقير -শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, শস্যদানার পিঠে অবস্থিত বিন্দু বিশেষ।

৯৭৯৯. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " نقير -এর অর্থ- এমন একটি বিন্দু, যা শস্য দানার পিঠে হয়ে থাকে।"

৯৮০০. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'শস্যদানার আঁটির মধ্যস্থিত বিন্দুটিকে نقير বলা হয়ে থাকে।"

৯৮০১. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " نقير -শব্দের অর্থ- শস্যদানার আঁটির মধ্যভাগ।"

৯৮০২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاذًا لَّايُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যদি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ থাকত, তাহলে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এক نقير ও দান করত না। শস্যদানার আঁটির মধ্যস্থিত বিন্দুকে نقير বলা হয়ে থাকে।"

৯৮০৩. আতা ইবন আবূ রাবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, نقير এমন একটি বিন্দুকে বলা হয়, যা শস্য-দানার আঁটির পিঠে থাকে।

৯৮০৪. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " النقير -এমন একটি বিন্দুকে বলা হয়, যা শস্য-দানার পিঠে হয়ে থাকে।"

৯৮০৫. আবূ মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " النقير -এমন একটি বিন্দুকে বলা হয়, যা শস্য-দানার পিঠে হয়ে থাকে।"

কেউ কেউ বলেন, النقير -এর অর্থ, এমন একটি শাঁস যা আঁটির মধ্যে অবস্থিত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮০৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি نقير -এর ব্যাখ্যায় বলেন, শস্য বীজের শাঁস।

৯৮০৭. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِذًا لَّايُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো শস্য-বীজের শাঁস।

৯৮০৮. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, النقير হলো, আঁটির মধ্যস্থিত শাঁস।

৯৮০৯. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, النقير হলো শস্য-বীজের শাঁস।

৯৮১০. দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলে, "النقير অর্থ শস্য-বীজের শাঁস। কেউ কেউ বলেন, النقير -এর অর্থ কোন বস্তুকে অঙ্গুলী দিয়ে স্পর্শ করা।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮১১. আবুল আলীয়া (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বৃদ্ধাঙ্গুলীর একটি পার্শ্ব তর্জনীর পিঠে স্থাপন করেন। তারপর দুটো অঙ্গুলি উপরের দিকে উত্তোলন করেন এবং বলেন, এটাকেই نقير বলা হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের মধ্যে এ কথা সঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবের এই দলটিকে অতি তুচ্ছ জিনিসের ক্ষেত্রেও কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এমনকি যদি তারা রাজশক্তি অর্জন করে কিংবা অতি মর্যাদাপূর্ণ বস্তুসমূহেও কর্তৃত্ব অর্জন করে, তবুও তারা কৃপণতার পরিচয় দেবে। উপরোল্লিখিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রতম চিহ্নকে নকীর (نقير) বলা হয়। আর এ অর্থটি উত্তম বলে বিবেচিত হওয়ায় শস্য বীজের পিঠে যে চিত্রটি দেখা যায় তা অতি ক্ষুদ্রতম চিহ্ন বলেই গণ্য।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(٥٤) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ○

৫৪. অথবা তারা কি এজন্যে লোকদের সাথে হিংসা করে যে, আল্লাহ্ পাক নিজের করুণায় তাদেরকে কিছু দান করেছেন। নিশ্চয় আমি ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছি।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ -এর অর্থ, অথবা ইয়াহূদীদের মধ্যে যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে তারা কি মানুষকে হিংসা করে?

যেমন বর্ণিত রয়েছে।

৯৮১২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে।

৯৮১৩. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৯৮১৪. কাতাদা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে, এ আয়াতাংশে উল্লেখিত النَّاس -শব্দটি দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, النَّاس -শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-কে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮১৫. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, النَّاس -শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে।

৯৮১৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, النَّاس -শব্দ দ্বারা হযরতে রাসূলে করীম (সা.)-কে বিশেষ ভাবে বুঝানো হয়েছে।।"

৯৮১৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৯৮১৮. মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যায় একই মত প্রকাশ করেছেন।

৯৮১৯. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) বলেছেন যে, আমি দাহ্হাক (র.) -কেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করতে শুনেছি।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, النَّاس -শব্দ দ্বারা আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮২০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আরবদের এ গোত্রকে যা দিয়েছেন, সে জন্য ইয়াহূদীরা তাদের হিংসা করে।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের মধ্যে উত্তম বক্তব্য হলো এরূপ বলা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ইয়াহূদীদেরকে ভর্ৎসনা করেন, যাদের অবস্থা এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তারা মুশরিকদের সম্বন্ধে বলেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে মুশরিকরা অধিক হিদায়াত প্রাপ্ত। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তোমরা কি হযরত (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে হিংসা করো, এ কারণে যে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন।

অত্র আয়াতাংশ- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ - এ فضل -শব্দটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, فضل -এর অর্থ 'নবূওয়াত'।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮২১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আরবদের এ গোত্রের প্রতি যা দান করেছেন, তার জন্যে ইয়াহূদীরা তাদের হিংসা করছে, অর্থাৎ আরবদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করেছেন এ জন্যই তারা তাঁদের হিংসা করছে।

৯৮২২. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ব্যাখ্যায় বলেন, فضل -অর্থ 'নবূওয়াত'।

কেউ কেউ বলেন, فضل -এর অর্থ, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য একাধিক বিবাহের যে বিশেষ অনুমতি ছিল, তাকেই فضل বলে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮২৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহ্‌লে কিতাবরা বল্‌তো হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধারণা করেন যে, বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে তাঁকে যেরূপ বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা তাদের হিংসার কারণ হয়েছে।

৯৮২৪. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত النَّاس -শব্দটি দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বুঝানো

হয়েছে। আর فضل -শব্দটি দ্বারা তাঁর বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে যে বিশেষ বিধান ছিল, তাই বুঝানো হয়েছে।"

৯৮২৫. উবায়দ ইব্ন সুলায়মান বলেছেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন "ইয়াহূদীরা বলত, মুহাম্মদ (সা.)-এর কি হল? তিনি মনে করেন যে, তাকে নবূওয়াত দেওয়া হয়েছে অথচ, তিনি ক্ষুধার্ত ও জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। ইয়াহূদীরা হুযূর (সা.)-কে এভাবে হিংসা করত। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য এভাবে বিয়ে করা হালাল করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সঠিক হল কাতাদা (র.) ও ইব্ন জুরায়জ (র.)-এর বক্তব্য, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আলোচ্য আয়াতের فضل - শব্দটি নবূওয়াত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাঁকে সম্মানিত করেছেন, আর আরব জাতিকে মর্যাদাবান করেছেন। কেননা অন্য কোন জাতি থেকে নয় বরং আরবদের মধ্য হতে তাঁকে নবূওয়াতের জন্য মনোনীত করেছেন।

فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের একদল সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্য ইয়াহূদীরা তাদেরকে হিংসা করে। কেননা ইয়াহূদীরা আরবদের অর্ন্তভুক্ত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই ইয়াহূদীরা ইবরাহীমের বংশধরদের কিভাবে হিংসা করে? আমিতো ইবরাহীমের বংশধর ও তাঁর দীনের অনুসারীদের প্রতিও কিতাব নাযিল করেছিলাম?

আলোচ্য আয়াতে যে কিতাবের উল্লেখ রয়েছে, তা হল যা আল্লাহ্ পাক নবী-রাসূলগণের নিকট ওহীস্বরূপ প্রেরণ করেছিল। যেমন সহীফায়ে ইবরাহীম, যাবুর ও অন্যান্য আসমানী কিতাব। حكمة -এর অর্থ হচ্ছে এমন ওহী, যা কিতাব আকারে নাযিল হয়নি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাঁদেরকে আমি বিশাল রাজত্ব দান করেছি।

ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতে উল্লেখিত الملك العظيم -এর অর্থ সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, الملك العظيم -এর অর্থ হচ্ছে, 'নবূওয়াত'।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮২৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ-এর দ্বারা ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا -এর দ্বারা نبوة -এর কথা বলা হয়েছে।

৯৮২৭. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেন مُلْكًا শব্দটি 'নবূওয়াত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, الملك العظيم -এর অর্থ "এক সঙ্গে একাধিক বিবাহ বৈধ হওয়া।" তাঁরা বলেন, "আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ ঃ অথবা মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বহুবিবাহ হালাল করায় তারা তাঁকে হিংসা করে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপভাবে দাউদ (আ.), সুলায়মান (আ.) ও অন্যান্য নবী রাসূলগণের জন্যে বহু বিবাহ হালাল করেছিলেন। তারা ঐ সব নবী রাসূলের প্রতি হিংসা না করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হিংসা কেন করছে?

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮২৮. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন, اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ -দ্বারা সুলায়মান (আ.) ও দাউদ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। الحكمة -দ্বারা নবূওয়াত বুঝানো হয়েছে এবং وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا -এর দ্বারা স্ত্রীলোকের সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে যেমন দাউদ (আ.)-কে ৯৯ এবং সুলায়মান (আ.)-এর জন্য ১০০ জন স্ত্রী হালাল করা হয়েছিল। মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য অনুরূপভাবে বৈধ হবে না কেন?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ملكا عظيما -এর দ্বারা সুলায়মান (আ.)-কে প্রদত্ত বিশাল রাজ্যের কথা বলা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮২৯. আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ملكا عظيما -এর অর্থ হচ্ছে, সুলায়মান (আ.)-এর সাম্রাজ্য।

আবার অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ملكا عظيما -এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদেরকে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৩০. হাম্মাম ইবনুল হারিস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ফেরেশতা ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, বক্তব্যসমূহের মধ্যে উত্তম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য, অর্থাৎ সুলামান (আ.)-এর রাজত্ব। কেননা এটিই আরবদের সুপ্রসিদ্ধ মত। এর দ্বারা নবূওয়াত বা অধিক সংখ্যক স্ত্রী বৈধ হওয়া ও তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করা বুঝায় না। কেননা, যেখানে আরবদের লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হয়, সেখানে আরবদের কাছে সুপরিচিত অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ নেয়া ঠিক নয়। আর যদি কোন প্রকার বর্ণনা থাকে কিংবা প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থ বুঝাবার জন্যে কোন প্রকার দলীল পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণ করলে হবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী

(৫৫) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

৫৫. এরপর তাঁর উপর ঈমান এনেছে, আর অনেকে তা থেকে বিরত হয়েছে। আর তাদের (শাস্তির জন্য) দোযখের অগ্নি শিখাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে ইয়াহূদীদের কথাই বলা হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের উপর, যা আমি নাযিল করেছি, যা কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যে কিতাব তোমাদের নিকট আছে, এর পূর্বে যে আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করব এবং উল্টো দিকে ফিরাব। তারপর তাদের কিছুসংখ্যক ঈমান আনে এ বিষয়ে যা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক তা থেকে বিরত রয়েছে।

যেমন বর্ণিত আছে–

৯৮৩১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, مِنْهُمْ -এর দ্বারা ইয়াহূদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, এবং به ও পরবর্তী আয়াতাংশে উল্লেখিত عنه -এর দ্বারা যা কিছু মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা বুঝানো হয়েছে।

৯৮৩২. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা নিজেদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরতের স্থান মদীনা শরীফের আশে-পাশে বসবাস করত। কুরআন মজীদে ইয়াহূদীদের জন্যে শাস্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً ـ

তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমরা ঈমান আন, আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে এরপর সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পূর্বে অথবা আসহাবুস সাব্তকে যেরূপ লা'নত করেছিলাম সেরূপ তাদেরকে লা'নত করার পূর্বে। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (সূরা নিসা-৪৭)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তা দুনিয়ায় তাদের থেকে রহিত করা হয়েছে এবং তাদের শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে। তার কারণ হলো তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল। তবে আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে এ

দুনিয়ায় তাদের প্রতি অনতিবিলম্বে শাস্তির ঘোষণা ছিল, তা ছিল তাদের সকলের কুফরীর কারণে। এ কুফরী ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী ও শরীআত সম্বন্ধে তাদের অস্বীকৃতি। কিন্তু যখন তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে তারা দুনিয়ায় শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। আর যারা ঈমান আনেনি বরং মিথ্যার উপর অধিষ্ঠিত ছিল তাদের আখিরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়। তাদেরকে বলা হয়েছে كفاكم بجهنم سعير -অর্থাৎ তোমাদের দগ্ধ করার জন্যে জাহান্নামের অগ্নিশিখাই যথেষ্ট।

كفاكم بجهنم سعيرا -এর ব্যাখ্যা হল আমার নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আমি যা কিছু অবতীর্ণ করেছি, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা! তোমাদের দগ্ধ করার জন্যে জাহান্নামের অগ্নি যথেষ্ট।

(৫৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

৫৬. যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করাই; যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই এটার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যেসব ইয়াহূদী এবং অন্যান্য কাফির যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ ওহী ও তার রিসালাতকে অস্বীকার করছে এবং এ অস্বীকারের উপর তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- যারা আমার নিদর্শনসমূহ, আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীকে অস্বীকার করে অথচ এসব ওহী ও নিদর্শনসমূহ মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে, আর তারা হল ইসরাঈলের কতেক ইয়াহূদী ও অন্যান্য কাফির। তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা স্বীকার করেনি, তাদেরকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, তারা এ অগ্নিতে প্রবেশ করবে এবং এর মধ্যে দগ্ধ হবে। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে এবং একেবারে পুড়ে যাবে, তখন এর স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব। যেমন বর্ণিত আছে-

৯৮৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাদের চামড়াসমূহ জ্বলে যাবে তখন তদস্থলে আমি কাগজের ন্যায় সাদা নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব।

৯৮৩৪. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাদের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব।

৯৮৩৫. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আমরা শুনেছি যে, পূর্বেকার কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, জাহান্নামীদের একজনের চামড়া হবে চল্লিশ গজ, তার দাঁত হবে সত্তর গজ এবং পেট এত বড় হবে যে, তার মধ্যে একটি পাহাড় স্থান করে নিতে পারবে। আগুন যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, তদস্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি হবে।

৯৮৩৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غيرها- -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ 'আমি তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার অগ্নিদগ্ধ করব।'

৯৮৩৭. অন্য এক সনদে হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রতিদিন অগ্নি সত্তুর হাজার চামড়া জ্বালিয়ে দেবে"। তিনি আরো বলেন, "কাফিরের চামড়া চল্লিশ গজ পুরো হবে, তবে প্রতি গজের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞানী।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا - এর অর্থ কি? দুনিয়ায় তাদের যে চামড়া ছিল, তার পরিবর্তে অন্য চামড়া লাগিয়ে আযাব দেওয়া ঠিক হবে কি? যদি কেউ এটাকে বৈধ মনে করে, তাহলে তিনি এই কথাও বৈধ বলে স্বীকার করবে যে, দুনিয়ায় যে শরীর ও রূহ ছিল, তারস্থলে অন্য শরীর ও রুহ্ তৈরী করে তাতে আযাব দেওয়া হবে। আর যদি এটাকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়, তাহলে এ কথাও বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া জরুরী হয়ে পড়বে যে, আখিরাতের অগ্নিকুণ্ডে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, তারা হবে অন্য কেউ, যাকে তার কুফরী ও পাপের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দেওয়ার জন্যে দুনিয়াতে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এতে পরোক্ষভাবে কাফিরদের আযাব রহিত হয়ে গেছে বুঝা যাবে।

উত্তরে বলা যায় যে, এ আয়াতাংশের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিয়ে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

কেউ কেউ বলেন, "রূহ্ আযাব ভোগ করে,চামড়া ও গোশত নয়। চামড়া সাধারণত পুড়ে যায়। তাতে রূহ্ আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করে। তাই দেখা যায় চামড়া ও গোশত যন্ত্রণা ভোগ করে না।" তারা আরো বলেন, "তাই কাফিরের দুনিয়ার চামড়া আখিরাতে পুনঃ প্রদান করলে কিংবা অন্য চামড়া তার জন্যে সৃষ্টি করা হলে এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা চামড়া যন্ত্রণাবোধ করে না এবং চামড়াকে শাস্তিও দেয়া হয় না, বরং শাস্তির যোগ্য সত্তা হচ্ছে রূহ্, যা যন্ত্রণা অনুভব

করে এবং কষ্ট ভোগ করে।" তারা আরো বলেন, এমতাবস্থায় এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, প্রত্যেকটি কাফিরের জন্যে প্রতিমুহূর্তে ও ঘন্টায় অসংখ্য চামড়া সৃষ্টি করা হতে পারে এবং এটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যাতে রূহ্ আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করে। অর্থাৎ চামড়া আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করে না।"

অন্যান্যরা বলেন, বরং চামড়াই যন্ত্রণা ভোগ করে। এরপর গোশত এবং মানুষের শরীরের অন্যান্য অংশ। যখন কাফিরের চামড়া অথবা দেহের অন্য কোন অংশ পুড়ানো হয় তখন এর ব্যথা সমস্ত শরীরে পৌঁছে যায়।" তাঁরা আরো বলেন, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا (যখন দোযখের শাস্তির কারণে তাদের চামড়া গলে যাবে তৎক্ষণাৎ আমি অন্য চামড়া পরিবর্তন করে দেব)-এর তাৎপর্য হল নতুন চামড়া সৃষ্টি করা হয় যাকে এখনো পোড়ানো হয়নি। অন্য কথায় বারবার নতুন চামড়া দেওয়া হবে। প্রথমটি পুড়ে গেলে, দ্বিতীয়টি দেওয়া হয়, যা পোড়ানো হয়নি। এ জন্যেই غيرها-শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ায় যে চামড়া ছিল এবং যে চামড়া নিয়ে তারা পাপে লিপ্ত হয়েছিল, তা ভিন্ন অন্য একটি চামড়া সৃষ্টি করা হবে।" তাঁরা বলেন, "এটা হচ্ছে আরবদের প্রচলিত কথার ন্যায়। তারা কোন স্বর্ণকারকে পুরাতন আংটি থেকে নতুন আংটি তৈরি করার সময় এভাবে বলে صغ لى من هذا الخاتم خاتما غداه অর্থাৎ এ আংটি থেকে আমার জন্যে একটি নতুন আংটি তৈরি করে দাও। স্বর্ণকার তখন তার আংটিকে ভেঙ্গে অন্য একটি আংটি তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম আংটিকে আবার নতুনরূপে গড়ে নেয়। মনে হয় যেন নতুন আংটি তৈরি হল। আসলে পুরাতন আংটিকে আকার বা রং পরিবর্তন করা হল মাত্র। আর এটাকে নতুন আংটি বলে আখ্যায়িত করা হল। অনুরূপভাবে যখন পুরাতন চামড়া পুড়ে যাবে, তখন নতুন চামড়া দেওয়া হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ -এর অর্থ হচ্ছে كلما نضجت سرابيلهم بدلناهم جلودا سرابيل من قطران غيرها সুতরাং السرابيل من القطران (জামা হবে আলকাতরার)-কে جلودا (চামড়া) বলে বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন মানুষের বিশেষ অঙ্গকে মানুষ বলা হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে মানুষের দুই চোখ ও তার মুখমণ্ডলের মধ্যবর্তী চামড়া।

তারা বলেন, "অনুরূপভাবে সূরায়ে ইব্রাহীমের ৫০নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (তাদের জামা হবে আলকাতরার আর দোযখের আগুণ তাদের চেহারা ঢেকে রাখবে।)" যেহেতু তাদের পোশাক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেজন্যই পোশাককে চামড়া বলা হয়েছে। কাজেই, যখন তাদের শরীরে আলকাতরা প্রজ্বলিত হবে এবং তা জ্বলে যাবে তখন তাদের আলকাতরার জামা অন্য আলকাতরার জামায় পরিবর্তন করা হবে। তারা আরো বলেন, তবে জাহান্নামে কাফিরদের চামড়া জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কেননা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া

এবং পুনরায় সৃষ্টি করার মধ্যে এক প্রকারের আরাম ও আযাবের হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। তারা আরো বলেন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তারা আর মৃত্যু বরণ করবে না এবং তাদের থেকে আযাবও হ্রাস করা হবে না।" তারা আরো বলেন, "কাফিরদের চামড়া তাদের শরীরের একটি অংশ। যদি শরীরের কোন অংশ জ্বলে যায়, তাহলে তা শেষ হয়ে যাবে, শেষ হবার পর পুনরায় যদি সৃষ্টি করা হয় তাহলে এ ধরনের প্রক্রিয়া শরীরের অন্যান্য অংশেও সম্ভব হতে হবে। আর যখন এমনই হবে তখন তাদের শেষ হবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এরপর তাদের পুনঃসৃষ্টি ও তাদের মৃত্যুবরণ এবং তাদের জীবিত হওয়া ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না। তারা আরো বলেন, "তাদের মৃত্যু না হওয়ার সংবাদটি স্পষ্টতঃ প্রমাণ করছে যে, তাদের শরীরের কোন অংশই ধ্বংস হবে না। আর চামড়াও শরীরের একটি অংশ। কাজেই চামড়ারও ধ্বংস নেই।"

لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ -এর অর্থ হল, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, আমি এরূপ এজন্য করেছি যাতে তারা আযাবের যন্ত্রণা, ব্যথা ও তীব্রতা অনুভব করতে পারে। এরূপ আযাব এজন্য যে তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)।"

ইমাম তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাখলুকের কাউকে যদি শাস্তি দিতে চান, তাহলে তিনি তা দিতে সব সময়ই সক্ষম। কেউ তা থেকে বিরত রাখতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি যদি কাউকে কোন প্রকার শাস্তি দিতে চান, তাহলে তাঁকে এ কাজ থেকে প্রতিরোধ করার মত কোন শক্তি নেই। তিনি তাঁর কাজে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাময়।

মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী

(৫৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে অদূর ভবিষ্যতে আমি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। তারা সেই বেহেশতে সর্বদা থাকবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সহধর্মিণীগণ রয়েছে। এবং আমি তাদেরকে শান্তিপূর্ণ ছায়ায় প্রবেশ করাব।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -এর অর্থ হচ্ছে, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর বনী ইসরাঈলের একটি ইয়াহূদী দল, এমনকি তাদের ব্যতীত সকল উম্মতের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সমর্থন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে যাঁরা বিশ্বাস করে, আর যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় হুকুম পালনকারী ও আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় নিষেধ বর্জনকারী,তাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; তাঁরা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবেন, তাঁদের জন্যে আল্লাহ্ পাক ঐসব জান্নাতে এমন সব জীবন-সঙ্গী রেখেছেন যারা পবিত্র।

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً -এর অর্থ ঃ "আমি তাদেরকে চির সম্প্রসারিত ছায়ায় প্রবেশ করাব।"

সূরা ওয়াকিয়ার এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ অর্থাৎ "ডানদিকের দল থাকবে সম্প্রসারিত ছায়ায়"। (৫৬ ঃ ৩০)

যেমন-

৯৮৩৮. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদীসে প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর চলেও ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। আর তা হল شجرة الخلد (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(৫৮) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ○

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারিগণকে ফেরত দিয়ে দাও এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে বিচার কর, তখন অবশ্যই সুবিচার কায়েম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক যে বিষয়ে তোমাদের নসীহত করেন, তা অত্যন্ত উত্তম বিষয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

ইমাম আবূ জা'ফর (র.) বলেন, "ব্যাখ্যাকারাগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।" কেউ কেউ বলেন, "এ আয়াতের ঘোষণা মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্যে।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৩৯. যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আলোচ্য আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯৮৪০. শাহর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আলোচ্য আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।"

৯৮৪১. আলী (রা.)-এর উপদেশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। "আল্লাহ্ পাকের অবতীর্ণ আইন মুতাবিক শাসনকার্য পরিচালনা করা শাসকগণের একান্ত কর্তব্য। শাসকের আরো কর্তব্য হচ্ছে জনগণের আমানত আদায় করা। উপরোক্ত দুটো কাজ শাসনকর্তা সম্পাদন করলে জনগণের কর্তব্য হয়ে পড়ে তার হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা ও যখন তিনি ডাকেন তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া।"

৯৮৪২. অন্য এক সনদে আলী (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৮৪৩. মাকহুল (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'এ আয়াতের তাফসীর পূর্ববর্তী আয়াতাংশ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا الى اخر الاية সাথে সম্পৃক্ত।

৯৮৪৪. যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন- এ আয়াতে শাসকবর্গকে বুঝানো হয়েছে। তারা যেন হকদারদের তাদের আমানত পৌঁছে দেয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, "এ আয়াতের মাধ্যমে সুলতানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন নারীদেরকে উপদেশ প্রদান করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৪৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে শাসকদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন নারীদেরকে উপদেশ প্রদান করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা (র.)-এর নিকট কা'বা শরীফের চাবি ফিরত দিবার কথা রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৪৬. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত উছমান ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নিকট থেকে কা'বা শরীফের চাবি গ্রহণ করেন এবং চাবি দ্বারা দরজা খুলে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি উসমানকে ডেকে চাবি দিয়েছেন। ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বা শরীফ থেকে বের হওয়ার সময় এ আয়াত তিলাওয়াত

করছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে আর কখনো এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনিনি।

৯৮৪৭. যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বা শরীফের চাবি উছমান ইব্‌ন তালহাকে দিয়ে বললেন, তোমরা সকলে সহযোগিতা কর।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম হলো ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম শাসকদেরকে আমানত আদায়ের তাকীদ করেছেন। মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করা এবং তাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে- اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (তোমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগত এবং রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসনকর্তা তাদের কথা মেনে চলো)।

এ আয়াতে শাসনকর্তাদের কথা মেনে চলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা ক্ষমতাবান তাদেরকে জনগণের হক আদায়ের এবং জনগণকে তাদের কথা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

৯৮৪৮. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তাঁর পিতা যায়দ (রা.) বলেন, আয়াতে او لى الامر অর্থ 'শাসকবর্গ'। অতঃপর ইব্‌ন যায়দ (র.) সূরা আলে-ইমরানের ২৬ আয়াত তিলাওয়াত করেন تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (অর্থাৎ "তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও।") তিনি বলেন, "আমরা ধারণা করি যে, অত্র আয়াতে ঐসব আলিম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা শাসকদের নিকট যাতায়াত করেন ও শাসকদেরকে ফাতওয়ার কাজে সাহায্য সহায়তা করে থাকেন। প্রিয় পাঠক, আপনি লক্ষ্য করুন। আল্লাহ্ তা'আলা শাসন-কর্তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, জনগণের অধিকার আদায় করতে। ইরশাদ হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا - তিনি আরো বলেন, এখানে الامانات -এর অর্থ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা সংগ্রহ ও বন্টন করার দায়িত্ব তাদের প্রতি অর্পিত হয়েছে। অনুরূপভাবে الامانات -এর মধ্যে সাদকাও অন্তর্ভুক্ত যা সংগ্রহ ও বন্টন করার দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তারপর শাসকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ الاية অর্থাৎ "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফয়সালা কর, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" এরপর মু'মিনগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا

الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ (অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং ক্ষমতাবানদের কথা মেনে চলো)।

উপরোক্ত আয়াত উছমান ইব্‌ন তালহা (রা.) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। "ইব্‌ন জুরায়জ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী এ আয়াত উছমান ইব্‌ন তালহা (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হতে পারে। তবে এর দ্বারা প্রত্যেক আমানতদারকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এখানে মুসলমান শাসকদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে। দীন অথবা দুনিয়ার যাবতীয় স্থায়িত্ব বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ এ আয়াতে ঋণ পরিশোধ এবং মানুষের অধিকার প্রদান সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

৯৮৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "এ আয়াতের বিধান অনুযায়ী ধনী বা দরিদ্র কারো পরেই আমানত অপরিশোধিত রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি।"

৯৮৫০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র.)-এর মত পেশ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তাকে তা ফিরিয়ে দেবে। আমানতের খিয়ানত করবে না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ হে মুসলমান শাসকবৃন্দ! তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তোমাদের শাসিতদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, অধিকার, অর্জিত সম্পদ ও সাদকা সম্পর্কিত দায়িত্ব ও সম্পদের আমানত পুরাপুরি আদায় কর। তোমাদের হাতে সম্পদ জমা হবার পর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক প্রত্যেককে তার নির্ধারিত অংশ প্রদান কর। আমানতের হকদারের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করবে না, অন্যায়ভাবে কাউকে অগ্রাধিকার দেবে না এবং অন্যায়ভাবে কাউকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ প্রদান করবে না এবং কারো থেকে অন্যায়ভাবে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ বহির্ভূত সম্পদ গ্রহণ করবে না, বরং তোমাদের অধিকারে আসার পূর্বে যে হারে কারো থেকে কোন প্রকার সম্পদ আদায় করা হত, আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের বহির্ভূত না হলে ঐ হারেই তা আদায় করবে। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, জনগণের মাঝে কোন প্রকার ঝগড়া ও কলহ্ বিবাদ দেখা দিলে তাদের বিচারকার্য ন্যায়ের ভিত্তিতে মীমাংসা করবে। আর এটাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হিসাবে তাঁর পবিত্র কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূল তাঁর ভাষায় এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ নির্দেশের সীমা লংঘন করবে না, করলে তাদের উপর তোমরা অত্যাচার করবে বলে গণ্য করা হবে।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا -নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয় তোমাদেরকে নসীহত করেন, তা অত্যন্ত উত্তম বিষয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুসলিম শাসকগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করছেন এবং তোমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরাপুরি রাসূলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আমানতের হকদারকে আমানত পুরাপুরি আদায় করতে পারো এবং জনগণের মাঝে বিচার কার্য ন্যায়পরায়ণতার সাথে সমাধা করতে পারো। তোমরা যা কিছু বলে আসছো, আল্লাহ্ পাক সবকিছু শুনেন। তোমরা জনগণের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনাকালে যেসব কথাবার্তার বলছো, আল্লাহ্ তা'আলা সবই শুনেন। দায়িত্বের অধিকারী ও সম্পদ সম্পর্কে তোমাদেরকে আমানতদার করেছেন; এ আমানত আদায়ে তোমরা যা কিছু করছো এবং তাদের মধ্যে তোমরা যেসব আদেশ নিষেধ জারী করছো সবকিছুই আল্লাহ্ পাক দেখেন। তোমরা কি ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচারকার্য পরিচালনা করছো, না অন্যায় করছো-সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে যায়; কোন কিছুই গোপন থাকে না। তিনি সবকিছুই ফেরেশতাদের মাধ্যমে সংরক্ষণ করছেন, যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণ লোকদেরকে তার ন্যায়-পরায়ণতার জন্যে পুরস্কার প্রদান করতে পারেন এবং অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের প্রতিফল দান করবেন, অথবা তাকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

(৫৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৫৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর মহান আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের কথা মেনে চলো যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; তারপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা অর্পণ কর মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। যদি তোমরা আল্লাহ্ পাক ও পরকালে বিশ্বাস কর। এটাই উত্তম এবং এর পরিণামও অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ -আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতিপালকের বিধি-নিষেধ মেনে চলো এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এরও আনুগত্য কর; কেননা, তোমাদের পক্ষে তাঁর অনুগত হওয়াই আল্লাহ্ পাকের অনুগত হওয়ার শামিল।

৯৮৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুগত হয়, সে যেন মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। আর

যে ব্যক্তি আমার মনোনীত আমীরের অনুগত হয়, সে যেন আমার আনুগত্য প্রকাশ করল। যে আমার নাফরমানী করল, সে যেন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করল। আর যে আমার মনোনীত আমীরের নাফরমানী করল, সে যেন আমার নাফরমানী করল।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ, রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করা আল্লাহ্ পাকের আদেশ।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৫২. 'আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "রাসূলের আনুগত্য তাঁর সুন্নাত বা তরীকা অনুসরণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।"

৯৮৫৩. অন্য এক সনদে 'আতা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৮৫৪. অন্য এক সনদে 'আতা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হল, প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর অনুগত হওয়া।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৫৫. ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, اطيعوا الله واطيعوا الرسول -এর অর্থ হল, আল্লাহ্ পাকের অনুগত হও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অনুগত হও তাঁর জীবদ্দাশায়।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে সঠিক হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তার আদেশ ও নিষেধ পালন করা ও ওফাতের পর তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাধারণভাবে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোন একটি বিশেষ অবস্থার সাথে এ নির্দেশটি সম্পৃক্ত নয়। এবং এ নির্দেশ সাধারণভাবেই প্রয়োগযোগ্য।

আলোচ্য আয়াতাংশের اولى الامر -এর অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "এরা হচ্ছেন শাসক"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৫৬. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ হল শাসকবর্গ।

৯৮৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এমন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স সম্পর্কে, যাকে প্রিয় নবী (সা.) জিহাদে দলপতিরূপে প্রেরণ করেছিলেন।

৯৮৫৮. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে একটি সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে প্রেরণ করেছিলেন।

৯৮৫৯. মায়মূন ইব্ন মিহরান (র.) বলেন, أُولِي الْأَمْرِ -এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের সৈন্যদলের সেনাপতিগণকে বুঝানো হয়েছে।

৯৮৬০. ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, "আমার পিতা (যায়দ (রা.)) বলেন, أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ - দ্বারা শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে।" আমার পিতা আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'আনুগত্য কর; আনুগত্য কর। আর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে কঠোর পরীক্ষা।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.)আরো বলেন, 'যদি আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করতেন তাহলে শাসনভার শুধু আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। অন্য কথায় শাসনভার অন্যদের মধ্যেও প্রদান করেছেন এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের সাথে থাকতেন। হে পর্যবেক্ষণকারী, তুমি কি দেখ না যখন শাসকরা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ.)-এর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল?

৯৮৬১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি সৈন্যদল পাঠালেন। আমীর ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা.)। উক্ত সৈন্যদলে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) ও ছিলেন। যাদের নিকট যাওয়ার কথা ছিল, তাঁরা সে দিকেই সফর করলেন। রাতের শেষ প্রহরে মুসলিম সৈন্যদল তাদের নিকট যেয়ে পৌছলেন। কাফিরদের নিকট গুপ্তচর গিয়ে মুসলিম সৈন্যদলের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দিল। শেষ রাতে কাফিররা পলায়ন করল। শুধুমাত্র একজন লোক বাকী রইলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের মালপত্র একত্রিত করার জন্যে হুকুম দিলেন। তারপর রাতের অন্ধকারে তিনি পথ চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে তিনি খালিদ (রা.)-এর সৈন্য দলে পৌছলেন। তিনি আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-এর সম্পর্কে সৈন্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর তিনি আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-এর কাছে পৌছে বললেন, "হে আবুল ইয়াকযান! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। উল্লেখ থাকে যে, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের আগমনের সংবাদ পেয়েই পলায়ন করেছে। শুধু আমিই রয়ে গেছি। আমার এ ইসলাম গ্রহণ কি আগামীকাল উপকারে আসবে? অন্যথায় আমিও পালিয়ে যাবো। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, "বরং তা তোমার উপকারে আসবে, কাজেই, তুমি সুদৃঢ় থাক। তিনি রয়ে গেলেন। প্রত্যুষে খালিদ (রা.) কাফিরদের এলাকায় আক্রমণ করলে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে তিনি এলাকায় পেলেন না। তখন তিনি ঐ লোকটিকে গ্রেফতার করেন ও তাঁর মালপত্র বাজেয়াপ্ত করেন। আম্মার (রা.)-এর নিকট এই খবর পৌছল। তিনি খালিদ (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, 'এই লোকটিকে ছেড়ে

দিন। কেননা, তিনি মুসলমান হয়েছেন এবং তিনি আমার প্রদত্ত নিরাপত্তায় রয়েছেন। খালিদ (রা.) বলেন, "তুমি তাকে আশ্রয় দেবার কে? দু'জনেই তখন কথা কাটাকাটি করলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আম্মার (রা.)-এর প্রদত্ত নিরাপত্তার অনুমতি দিলেন ও তা বহাল রাখলেন। কিন্তু তাঁকে পুনরায় এরূপ আমীরকে উপেক্ষা করে কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করতে বারণ করলেন। আবারও তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে কথা কাটাকাটি করলেন। খালিদ (রা.) রাগ করে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আপনি কি এই বিকলাঙ্গ দাসটিকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, সে আমাকে গালি দেবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হে খালিদ!' আম্মারকে গালি দেবে না। কেননা, যে আম্মার (রা.)-কে গালি দেবে তাকে আল্লাহ্ পাক গালি দেবেন। অর্থাৎ গালির শাস্তি দেবেন; যে আম্মার (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে শত্রু জানবেন। যে আম্মার (রা.)-কে লা'নত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লা'নত করবেন। তারপর আম্মর (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। খালিদ (রা.) তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তাঁর কাপড় ধরে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি খালিদ (রা.)-এর প্রতি খুশী হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, "আয়াতাংশে উল্লেখিত اولی الامر منکم - দ্বারা উলামা ফকীহ্গণ বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৬২. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আয়াতাংশে উল্লেখিত اولی الامر منکم দ্বারা উলামা ও ফকীহ্গণকে বুঝানো হয়েছে।

৯৮৬৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লেখিত أُولِي الْأَمْرِ -এর অর্থ, তোমাদের উলামা ও ফকীহ্গণ।

৯৮৬৪. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত اولی الامر منکم -এর অর্থ اولی الفقه والعلم অর্থাৎ উলামা ও ফকীহ্গণ।

৯৮৬৫. ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লেখিত واولی الامر منکم -এর ব্যাখ্যায় বলেন, উলামা ও ফকীহ্গণ।

৯৮৬৬. অন্য এক সনদে ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯৮৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর অর্থ উলামা ও ফিকাহ্বিদগণ।

৯৮৬৮. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর অর্থ উলামায়ে কিরাম বলেছেন।

৯৮৬৯. আতা ইব্ন সায়িব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর অর্থ ফকীহ্ উলামা।

৯৮৭০. অন্য এক সনদে আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশে উল্লেখিত أولي الأمرِ منكم -এর অর্থ বলেছেন, ফকীহ্গণ ও উলামায়ে কিরাম।

৯৮৭১. হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أولي الأمر منكم -এর ব্যাখ্যায় বলেন, উলামায়ে কিরাম।

৯৮৭২. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর অর্থ উলামা ও ফকীহ্গণ।

৯৮৭৩. আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর অর্থ উলামায়ে কিরাম। লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (যদি তারা তা রাসূল এবং নিজেদের গোচরে আনতো, তবে তাদের তথ্য সন্ধানীরা তা অনুসন্ধান করে দেখতো) (সূরা নিসা ঃ ৮৩)।

কেউ কেউ বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৭৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।" আবার অনেক সময় বলতেন, "উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা মহান আল্লাহ্র দীন ও ফিকাহ্বিদ এবং ইলমে দীনের পারদর্শী ব্যক্তিগণকে বুঝানো হয়েছে।"

আর কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৭৫. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উল্লেখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে উত্তম বক্তব্য হলো যে, أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণকে বুঝানো হয়েছে। এ মর্মে

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী সঠিকভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম ও শিক্ষকদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে শাসকবৃন্দের ঐসব নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে, যাতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য এবং তাতে মুসলমানদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও উপকারিতা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৭৬. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমার পরে শাসকগণ শাসনভার গ্রহণ করবেন। সৎ শাসক ন্যায়ের সাথে শাসন করবে। পক্ষান্তরে অসৎ শাসক তার অন্যায় ও অসৎ প্রক্রিয়ায় শাসন করবে। সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা শাসকদের কথা মানবে এবং তাদের আনুগত্য করবে; তাদের পিছনে সালাত আদায় করবে; যদি তারা ভাল কাজ করে তাহলে তা তোমাদের জন্যে ও তাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি তারা মন্দ কাজ করে তাহলে তা তোমাদের জন্যে হবে কল্যাণকর অথচ তাদের জন্যে হবে অকল্যাণকর ও দুর্ভাগ্যজনক।

৯৮৭৭. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, তাঁর শাসকের অনুগত হওয়া; শাসকের কাজ তাঁর পসন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের কাজ করার জন্যে নির্দেশ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে। কাজেই যদি কোন শাসক পাপ কাজের আদেশ দেয়, তখন তাঁর অনুগত হবে না।

৯৮৭৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ্ পাক বা তাঁর রাসূল কিংবা ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগত হও, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বাণী রাসূল (সা.)-এর অনুগত হও এবং ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার অনুগত হও। এতদ্ব্যতীত আর কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করা। কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হলে তার পক্ষে যথাযথ দলীল থাকা অপরিহার্য।

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থ ঃ যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তবে সে বিষয়কে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের নিকট অর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করে থাক।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, 'হে মু'মিন! তোমাদের দীনী ব্যাপারে যদি তোমাদের শাসনকর্তাদের সাথে কোন মতবিরোধ হয় তবে তোমরা বিষয়টি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর অর্পণ কর।

এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَالْيَوْمِ الاخر -এর অর্থ হল যে সময়ে সাওয়াব ও আযাব প্রদান করা হবে। তোমাদেরকে এতদসম্পর্কীয় যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তা যথাযথ পালন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে যথেষ্ট পুণ্য। আর যদি তোমরা তা যথাযথ পালন না কর তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

একজন ব্যাখ্যাকার আমাদের এমত সমর্থন করেন। যেমন-

৯৮৭৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি উলামায়ে কিরাম কোন বিষয়ে মতভেদ করেন তাহলে তাঁরা যেন আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের কিতাব কুরআন করীম ও রাসূলের সুন্নত হতে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন। এরপর মুজাহিদ (র.) তিলাওয়াত করেন, وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ (সূরা নিসা ঃ ৮৩)।

৯৮৮০. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فردواه الى الله والى الرسول -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এর অর্থ হল, "আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবী (সা.)-এর সুন্নাত।"

৯৮৮১. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, الى الله -এর অর্থ হচ্ছে" আল্লাহ্‌র কিতাব এবং والى الرسول -এর অর্থ হচ্ছে "তাঁর নবী (সা.)-এর সুন্নাত"।

৯৮৮২. মাসলামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র.)-কে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আলোচ্য আয়াতে الله - শব্দ ব্যবহার করে তাঁর কিতাব কুরআনুল কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর الرسول বলে তার আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৮৮৩. মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত الرد الى الرسول -এর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের অনুসরণ করা এবং الرد الى الرسول -এর অর্থ হচ্ছে জীবিতকালে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) সুন্নাত মেনে চলা। আর ওফাতের পর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত অনুসরণ করা।

৯৮৮৪. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত মেনে চলা। যদি তোমরা মু'মিন হও এবং আখিরাতেও বিশ্বাস রাখ।

৯৮৮৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ হল, রাসূল (সা.)-এর জীবিতকালে রাসূলের সুন্নাত মেনে চলা। আর الى الله -এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান অনুসরণ করা।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী সঠিকভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম ও শিক্ষকদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে শাসকবৃন্দের ঐসব নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে, যাতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য এবং তাতে মুসলমানদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও উপকারিতা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৭৬. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমার পরে শাসকগণ শাসনভার গ্রহণ করবেন। সৎ শাসক ন্যায়ের সাথে শাসন করবে। পক্ষান্তরে অসৎ শাসক তার অন্যায় ও অসৎ প্রক্রিয়ায় শাসন করবে। সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা শাসকদের কথা মানবে এবং তাদের আনুগত্য করবে; তাদের পিছনে সালাত আদায় করবে; যদি তারা ভাল কাজ করে তাহলে তা তোমাদের জন্যে ও তাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি তারা মন্দ কাজ করে তাহলে তা তোমাদের জন্যে হবে কল্যাণকর অথচ তাদের জন্যে হবে অকল্যাণকর ও দুর্ভাগ্যজনক।

৯৮৭৭. আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, তাঁর শাসকের অনুগত হওয়া; শাসকের কাজ তাঁর পসন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের কাজ করার জন্যে নির্দেশ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে। কাজেই যদি কোন শাসক পাপ কাজের আদেশ দেয়, তখন তাঁর অনুগত হবে না।

৯৮৭৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ্ পাক বা তাঁর রাসূল কিংবা ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগত হও, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বাণী রাসূল (সা.)-এর অনুগত হও এবং ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার অনুগত হও। এতদ্ব্যতীত আর কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করা। কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হলে তার পক্ষে যথাযথ দলীল থাকা অপরিহার্য।

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থ ঃ যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তবে সে বিষয়কে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের নিকট অর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করে থাক।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, 'হে মু'মিন! তোমাদের দীনী ব্যাপারে যদি তোমাদের শাসনকর্তাদের সাথে কোন মতবিরোধ হয় তবে তোমরা বিষয়টি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর অর্পণ কর।

এ আয়াতাংশে উল্লেখিত واليوم الاخر -এর অর্থ হল যে সময়ে সাওয়াব ও আযাব প্রদান করা হবে। তোমাদেরকে এতদসম্পর্কীয় যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তা যথাযথ পালন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে যথেষ্ট পুণ্য। আর যদি তোমরা তা যথাযথ পালন না কর তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

একজন ব্যাখ্যাকার আমাদের এমত সমর্থন করেন। যেমন-

৯৮৭৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি উলামায়ে কিরাম কোন বিষয়ে মতভেদ করেন তাহলে তাঁরা যেন আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের কিতাব কুরআন করীম ও রাসূলের সুন্নত হতে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন। এরপর মুজাহিদ (র.) তিলাওয়াত করেন, وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ (সূরা নিসা ঃ ৮৩)।

৯৮৮০. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فردواه الى الله والى الرسول -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এর অর্থ হল, "আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবী (সা.)-এর সুন্নাত।"

৯৮৮১. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, الى الله -এর অর্থ হচ্ছে" আল্লাহ্র কিতাব এবং والى الرسول -এর অর্থ হচ্ছে "তাঁর নবী (সা.)-এর সুন্নাত"।

৯৮৮২. মাসলামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মায়মূন ইব্ন মিহ্রান (র.)-কে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আলোচ্য আয়াতে الله - শব্দ ব্যবহার করে তাঁর কিতাব কুরআনুল কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর الرسول বলে তার আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৮৮৩. মায়মূন ইব্ন মিহ্রান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত الرد الى الرسول -এর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের অনুসরণ করা এবং الرد الى الرسول -এর অর্থ হচ্ছে জীবিতকালে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সুন্নাত মেনে চলা। আর ওফাতের পর আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত অনুসরণ করা।

৯৮৮৪. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত মেনে চলা। যদি তোমরা মু'মিন হও এবং আখিরাতেও বিশ্বাস রাখ।

৯৮৮৫. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ হল, রাসূল (সা.)-এর জীবিতকালে রাসূলের সুন্নাত মেনে চলা। আর الى الله -এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র কিতাবের বিধান অনুসরণ করা।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন কোন বিষয়ে মত বিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল করাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং ইহকালে তোমাদের জন্য অত্যধিক উপকারী। কেননা এ আমল তোমাদের পরস্পর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির উপকরণ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে মত বিরোধ বর্জন করতে সহায়ক হয়। আমরা যা বলেছি কোন কোন তাফসীরকারগণ তাই বলেছিলেন। যেমন–

৯৮৮৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'পরিণামে প্রকৃষ্টতর।'

৯৮৮৭. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৮৮৮. কাতাদা (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাওয়াবের দিক দিয়ে এটা উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

৯৮৮৯. সুদ্দী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ উত্তম পরিণতি।

৯৮৯০. ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, এর অর্থ হল প্রকৃষ্টতর পরিণতি। তিনি আরো বলেন, التاويل -শব্দটি সত্যায়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(٦٠) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

৬০. (হে রাসূল!) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যারা দাবী করে যে, তারা সে কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করেছে, যা আপনার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নিজেদের মামলা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে, শয়তানের অবাধ্য হতে। কার্যতঃ শয়তানই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম (সা.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, আপনি তাদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে এবং আপনার পূর্বে যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাতেও তারা বিশ্বাসী। অথচ তাদের অবস্থা এই যে, তারা নিজেদের মামলা-মুকাদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়।

এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে তাদের নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করত। অথচ তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শয়তানের নির্দেশের অনুসরণ করেছে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি জনৈক মুনাফিক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ লোকের সাথে এক ইয়াহূদীর ঝগড়া হয়েছিল। মুনাফিকটি ইয়াহূদীকে একজন গণকের কাছে বিচারের জন্যে যেতে বাধ্য করে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মাঝেই ছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৯১. আমির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক মুনাফিক ও এক ইয়াহূদীর মধ্যে বিবাদ ছিল। এর বিচারের জন্যে মুনাফিক ইয়াহূদীদের নিকট যেতে চেয়েছিল। কেননা সে জানত ইয়াহূদীরা উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে। আর ইয়াহূদী মুসলমানদের নিকট যেতে চেয়েছিল। কেননা সে জানত, মুসলমানরা উৎকোচ গ্রহণ করে না। পরে তারা জুহাইনীয়া গোত্রের এক গণকের কাছে বিচারপ্রার্থী হবার জন্যে একমত হল। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

৯৮৯২. অন্য এক সনদে আমির (র.) অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা করেন।

৯৮৯৩. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইসলামের দাবীদার এক মুনাফিক ও এক ইয়াহূদীর মধ্যে বিবাদ ছিল। ইয়াহূদীটি মুনাফিককে বলল, 'চল আমরা বিচারের জন্য তোমাদের ধর্মীয় নেতা বা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাই। কেননা সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিচারকার্যে কখনো উৎকোচ গ্রহণ করেন না। এ ব্যাপারেও তাদের মধ্যে দ্বিমত হল। পরে তারা জুহাইনীয়া সম্প্রদায়েরএকজন গণকের কাছে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয়। তবে তাঁর মতে اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ-এর মাধ্যমে আনসারদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -এর দ্বারা ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ -দ্বারা গণক বুঝানো হয়েছে। পুনরায় وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ -এর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ তিলাওয়াত করেন। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا-অর্থ এবং শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়। এরপর বর্ণানুযায়ী এ আয়াত তিলাওয়াত করেন।

৯৮৯৪. হাযরামী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইয়াহূদীদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য এক ইয়াহূদী ও তার মধ্যে কোন একটি অধিকারের ব্যাপারে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। ইয়াহূদী ব্যক্তি নও-মুসলিমকে বলল, আমরা বিচারের জন্যে নবী করীম (সা.)-এর কাছে যাই। ঐ ব্যক্তি উপলব্ধি করল যে, নবী করীম (সা.) তার বিরুদ্ধে রায় দেবেন। তাই সে নবী (সা.)-এর নিকট যেতে অস্বীকার করল। পরে তারা উভয়েই এক গণকের কাছে গেল এবং তাকে বিচারের ভার প্রদান করল। এ কথাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন।

৯৮৯৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। একজন হলেন আনসারী তাঁকে বলা হত বশর, অন্য একজন ছিল ইয়াহূদী। কোন একটি বিষয়-সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে তাদের মধ্যে ছিল মতবিরোধ। তারা দুই জনে বিবাদ-বিসম্বাদ হল। এরপর তারা মদীনার এক গণকের কাছে বিচারের জন্য গমন করল। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তারা হাযির হলো না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ আচরণকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেন। ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, "আমাদের কাছে এ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াহূদীটি আনসারীকে নবী করীম (সা.)-এর দিকে আহ্বান করতেছিল। যাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মধ্যে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। সে জানত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহূদীর প্রতি কোন জুলুম করবেন না; কিন্তু আনসারী ব্যক্তি তা মানতেছিল না। সে নিজেকে মুসলমান বলে ধারণা করত; অথচ সে ইয়াহূদীকে গণকের কাছে থেকে আহ্বান করছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

৯৮৯৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, কিছু ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মুনাফিক হয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগে ইয়াহূদীদের মদীনায় দু'টি গোত্র ছিল, বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর। বনূ কুরায়যা কর্তৃক বনূ নাযীরের কোন ব্যক্তি নিহত হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে বনূ নাযীরের লোকেরা বনু কুরায়যার ঘাতক কিংবা অন্য লোককে হত্যা করত। কিন্তু বনু নাযীর কর্তৃক বনূ কুরায়যার কোন ব্যক্তি নিহত হলে তার প্রতিশোধে বনূ কুরায়যার লোকেরা বনূ নাযীর থেকে রক্তপণ আদায় করতে পারত। যখন বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর থেকে কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হলেন, তখন বনূ নাযীরের এক ব্যক্তি বনূ কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তারা বিচারের ভার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অর্পণ করে। বনূ নাযীরের লোকেরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জাহিলিয়াতের যুগে তাদেরকে রক্তপণ বা অর্থ প্রদান করতাম। আজও আমরা তাদেরকে তাই দেব। বনূ কুরায়যার লোকেরা বলল, 'না, তা হতে পারে না; আমরা তোমাদের জাতি-গোষ্ঠী ও দীনী ভাই; আমাদের রক্ত বা ইজ্জত তোমাদের রক্ত বা ইজ্জতের ন্যায় পবিত্র। তবে জাহিলিয়াতের যুগে তোমরা আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ও আমাদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম দান করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الاية অর্থ ঃ তাদের জন্য এ বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ (৫ ঃ ৬৫)। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের তিরস্কার করলেন। পুনরায় বনূ নাযীরের বক্তব্য উপস্থাপন করলেন, তারা বলেছিল, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা তাদেরকে রক্তপণ হিসাবে এক উটের বোঝা খেজুর প্রদান করতাম, আমরা তাদের হত্যা করতাম, তারা আমাদের কাউকে হত্যা করতে পারত না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ অর্থ ঃ তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? (সূরা মায়িদা ঃ ৫০)। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনূ নাযীরের গোত্রের হত্যাকারীকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করলেন এবং হত্যার বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেন। এরপর বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা পরস্পর গর্ব করতে লাগল। বনূ নাযীর বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত। বনূ কুরায়যা বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত। তারা শহরে প্রবেশ করল ও আবূ বুরদাহ্ আসলামী নামী একজন গণকের কাছে গেল। বনূ কুরায়যার ও বনূ নাযীরের মুনাফিকরা বলল, তোমরা উভয় পক্ষ আবূ বুরদাহ্‌র কাছে যাও তাহলে সে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরের মুসলমানগণ বললেন, না, বরং তোমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট যাও। তিনি তোমাদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিচার করে দেবেন। মুনাফিকরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারা আবূ বুরদাহ্‌র নিকট গেল এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, বিচারকের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি কর। তারা বলল, তোমার জন্যে রয়েছে দশ ওসাক বা এক উটের বোঝা খেজুরের ১/৬ অংশ। সে বলল, না, বরং আমার পারিশ্রমিক হবে একশত ওসাক খেজুর অর্থাৎ ১/৩ উটের বোঝা খেজুর। কেননা যদি আমি বনূ নাযীরকে জয়যুক্ত করি তাহলে আমি ভয় করছি যে, বনূ কুরাযযা আমাকে হত্যা করবে। আর যদি আমি বনূ কুরাযযাকে জয়যুক্ত করি তাহলে আমি আশঙ্কা করছি যে, বনূ নাযীর আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তারা তাকে দশ ওসাকের বেশী খেজুর দিতে অস্বীকার করল। আর সেও তাদের মধ্যে বিচার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন আয়াত অবতীর্ণ করেন يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِه ...... وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا অর্থ ঃ তারা তাগূত বা আবূ বুরদাহ্‌র কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায় যদিও এটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে .... এবং সর্বান্তকরণে ওটা মেনে না নেয়।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এখানে তাগূত দ্বারা কা'ব ইব্ন আশরাফকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৮৯৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, الطاغوت (তাগূত) শব্দটি দ্বারা ইয়াহূদীদের এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, তার নাম কা'ব ইবন আশরাফ। যখন মদীনায় কাফিরদেরকে তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে আল্লাহ্‌র কিতাব ও আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হত তখন তারা বলত, আল্লাহ্‌র কিতাব

ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি গমন না করে আমরা কা'ব এর নিকট বিচারপ্রার্থী হব। এরূপ আচরণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ الاية

৯৮৯৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তির মাঝে একবার বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। মুনাফিকটি বলল, আমরা কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট যাই। ইয়াহূদী বলল, আমরা নবী করীম (সা.)-এর নিকট যাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

৯৮৯৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় উল্লেখ করেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত করেন, চল আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট গমন করি।

৯৯০০. রবী' ইব্ন আনাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ...... ضَلٰلاً بَعِيْدًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নবী করীম (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে দুই জনের মাঝে একদিন ঝগড়া বিবাদ দেখা দিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মু'মিন এবং অন্যজন ছিল মুনাফিক। এই ঝগড়া মিটাবার জন্যে মু'মিন তাঁর সাথীকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি আহ্বান করলেন। অন্যদিকে মুনাফিকটি তাঁর সাথীকে কা'ব ইব্ন আশরাফের প্রতি আহ্বান করল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

অর্থঃ তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে।

৯৯০১. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ মু'মিনদের এক ব্যক্তির সাথে ইয়াহূদীদের এক ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ করে। পরে ইয়াহূদীটি বলল, চল আমরা কা'ব আশরাফের নিকট বিচারের জন্যে যাই। মু'মিন ব্যক্তিটি বললেন, চল আমরা নবী করীম (সা.)-এর নিকট বিচারের জন্যে যাই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণনাকারী ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ আয়াতাংশের মাধ্যমে কুরআনের কথা বলা হয়েছে এবং وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -এর মাধ্যমে তাওরাতের কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, "এরূপে মুসলিম ও মুনাফিকের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মু'মিন ব্যক্তিটি বিচার কার্যের জন্য মুনাফিককে হযরত রাসূলুল্লাহ্

(সা.)-এর প্রতি আহ্বান করেছিল এবং মুনাফিককে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি আহ্বান করেছিল এবং মুনাফিকটি যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। অন্যদিকে মুনাফিকটি মু'মিন ব্যক্তিকে তাগূতের প্রতি আহ্বান করেছিল।

ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) বলেছেন যে, এখানে তাগূত দ্বারা কা'ব ইব্ন আশরাফকে বুঝানো হয়েছে।

৯৯০২. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন এখানে الطاغوت -শব্দটির মাধ্যমে কা'ব ইব্ন আশরাফকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "এই কিতাবের অন্যত্র الطاغوت -শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তাই এখানে পুনরাবৃত্তি কাম্য নয়।"

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٦١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি কি মুনাফিকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে। আর তুমি কি ইয়াহূদী কিতাবীদের সম্বন্ধেও ভেবে দেখেছ, যারা দাবী করে যে, তোমার পূর্বে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে। অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচার কার্যে প্রার্থী হতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর নির্দেশের প্রতি তোমরা এগিয়ে এসো এবং তোমরা হযরত রাসূল (সা.)-এর নিকট এসো, যাতে তিনি তোমাদের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন, তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার বিচার কার্যের প্রতি ধাবিত হওয়া থেকে একেবারে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও ধাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

এ প্রসঙ্গে ইব্ন জুরায়য (র.) কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৯৯০৩. ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একজন মুসলমান একজন মুনাফিককে বিচার কার্যের জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যেতে আহ্বান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, رَاَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এখানে কারো কারো মতে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি আহ্‌বানকারী হচ্ছে ইয়াহূদী এবং আহূত, হচ্ছে মুনাফিক। আয়াতাংশ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ -এর তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(٦٢) فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ○

৬২. তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন মুসীবত আপতিত হবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? তারপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে আপনার নিকট এসে বলবে, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা তাগূতকে বিচার কার্যের ভার দিতে চায় এবং তারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাসী। তাদের অতীতে সংঘটিত পাপ কার্যের দরুন যদি তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে কোন প্রকার মুসীবত আপতিত হয়, তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে বলবে আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না। মুনাফিকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র একটি ঘোষণা যে, যাদেরকে নিফাক থেকে ওয়ায-নসীহত ও বালা-মুসীবত ফিরিয়ে রাখে না। তাগূতের উপর বিচার কার্যের ভার ন্যস্ত করায় আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাদের উপর কোন প্রকার আযাব ও মুসীবত আসলে তারা নমনীয় হয় না ও তাওবা করে না, বরং তারা ঔদ্ধত্যভাব দেখিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে বলে, আমাদের পরস্পরের প্রতি কল্যাণ করার জন্যে ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে এবং নির্ভুল বিচার কার্যের জন্যে আমরা তাগূতের প্রতি বিচার কার্যের ভার অর্পণ করেছি।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

(٦٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيْغًا ○

৬৩. এদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ পাক তা খুব ভালভাবেই জানেন। অতএব, (হে রাসূল!) আপনি তাদের নিকট থেকে নির্লিপ্ত থাকুন এবং তাদেরকে নসীহত করুন, আর তাদেরকে এমন কথা বলুন, যা তাদের মর্মকে স্পর্শ করে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার নিকট মুনাফিকদের যে বর্ণনা দিলাম, তাদের অবস্থা এই যে, আপনার কাছে বিচারের দায়িত্ব অর্পণ না করা এবং এ জন্য তাগূতের কাছে হাযির হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে যে মুনাফিকী রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন। যদিও তারা আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা শপথ করে বলে যে, তারা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত কিছুই চায় না। হে রাসূল (সা.)! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার শাস্তির বিধান পরিহার করুন। তবে তাদেরকে উপদেশ দান করুন– এই মর্মে যে, যে কোন সময়ে তাদের উপর আল্লাহ্ পাকের আযাব নিপতিত হতে পারে। তাদের অন্তরে যে সন্দেহ রয়েছে এবং তারা যেভাবে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করছে, তার অনিবার্য শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করুন। এক কথায়, তাদেরকে আদেশ দিন, যেন তারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী সম্মুখে রেখে জীবন-যাপন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

(٦٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

৬৪. আর আমি রাসূলদেরকে এ জন্য প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমে তাদের তাবেদারী করা হয় এবং যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করে (অর্থাৎ গুনাহ্ করে) হে রাসূল (সা.)! আপনার নিকট হাযির হয় এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা চায় এবং রাসূল ও তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে তারা আল্লাহ্ পাককে ক্ষমাশীল, দয়াময় পাবে।

ইমাম তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহ্ পাক হযরত রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যে কোন রাসূলকে যাদের কাজেই প্রেরণ করেছি তাদের উপর তাঁর আনুগত্যকে অপরিহার্য করেছি। আপনিও রাসূলগণের অন্যতম। অতএব আপনার অনুসরণ করাও তাদের একান্ত কর্তব্য। যে মুনাফিকরা প্রিয় নবী (সা.)-কে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। তাদের জন্য এ আয়াতে রয়েছে ভর্ৎসনা ও সতর্কবাণী। কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমানের দাবীদার ছিল। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্থলে তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখনই যারে নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কর্তব্য হল তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত রাসূল করীম (সা.) আল্লাহ্ পাকের এমনি একজন রাসূল, যে তাঁর আনুগত্য বর্জন করবে, আর

তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হল সে আমার আদেশ অমান্য করল এবং আমার তরফ থেকে আরোপিত ফরযকে বিনষ্ট করল।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবহিত করলেন, যে ব্যক্তি রাসূলগণের আনুগত্য স্বীকার করে, সে আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমেই করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯০৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মেহেরবানী করেন, সে-ই তাঁদের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ পাকের রহমত ব্যতীত কেউ তাঁদের আনুগত্য করতে পারে না।

৯৯০৫. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৯৯০৬. অপর একটি সনদে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের ত্রুটিসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর তা হল, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহ্ পাকের হুকুমের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন না করা। তাদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ পূর্ব নির্ধারিত। যদি তা পূর্ব নির্ধারিত না হত, তা হলে তারা আল্লাহ্ পাকের বিধানে সন্তুষ্ট থাকত এবং আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের ব্যাপারে তৎপর থাকত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, উপরোক্ত দুটি আয়াতে যে মুনাফিকদের দুষ্কর্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিচারপ্রার্থী হবার জন্যে আহবান করা হয়েছিল তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের উপর জুলুম করেছিল। মুনাফিকরা তাগূতের প্রতি বিচারপ্রার্থী হয়ে এবং আল্লাহ্ পাকের কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত হতে বিরত থেকে নিজেদের উপর জুলুম করেছিল। হে মুহাম্মদ (সা.)! তারা যদি তাওবা করে বিনীতভাবে আপনার কাছে ফিরে আসে তাদের পাপের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তারা যদি মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও যদি তাদের জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে তাদের তাওবা গ্রহণকারী হিসাবে পেত। এটাই এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা। ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -এর ব্যাখ্যা হলো তাঁর আযাব থেকে অনুগ্রহের দিকে ফিরিয়ে আনতেন।

মুজাহিদ (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে ইয়াহূদী ও মুসলমান উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তারা কা'ব ইব্ন আশরাফের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিল।

৯৯০৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত ইয়াহূদী ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে। যারা কা'ব ইব্ন আশরাফের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিল।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٦٥) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৬৫. কাজেই, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের শপথ! যে, তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার নিজেদের উপর অর্পণ না করে, তারপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রকার দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যেসব মুনাফিক দাবী করে যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাসী, অথচ তারা তাগূতকেই তাদের বিচার মানে এবং হে মুহাম্মদ (সা.)! যখন আপনি তাদেরকে আপনার নিকট আহবান করেন, তখন তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। প্রকৃত ঘটনা তাদের দাবীর বিপরীত। অর্থাৎ তারা মু'মিন নয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ স্বত্তার শপথ করে বলেছেন, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা আমার ও আপনার প্রতি এবং আপনার নিকট যা কিছু অবর্তীণ হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাসী নয় বলে প্রতিপন্ন হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিশৃংখলাপূর্ণ ও জটিল বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে।"

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এ আয়াতে উল্লেখিত شَجَرَ -শব্দটি ماضى -এর সীগাহ্ অর্থাৎ বিবাদ ঘটিল, مضارع -এর সীগাহ্ হবে يَشْجُرُ এবং مصدر হবে شجرا ও شجورا - আরবদের কথায় ও কাজে মিল না থাকলে তখন মন্তব্য করে- تشاجر القوم مشاجرة وشجارا

ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ - অর্থাৎ তারপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না; আপনার সিদ্ধান্ত লংঘন করবে না, আপনার আনুগত্যে সন্দেহ পোষণ করবে না। অর্থাৎ আপনি তাদের মাঝে যে সিদ্ধান্ত দিবেন, তা হবে সঠিক; তাদের জন্যে এর বিপরীত করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

৯৯০৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে حرجا - শব্দের অর্থ হল شك বা সন্দেহ।

৯৯০৯. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৯১০. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৯১১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, حرجا -শব্দটির অর্থ اثما বা পাপ। আর ويسلموا تسليما -এর অর্থ হল- 'তোমার সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সর্বান্তঃকারণে গ্রহণ করবে, অন্তর থেকে আনুগত্য করবে এবং নবূওয়াতকে যথাযথভাবে মেনে নেবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে কাকে বুঝানো হয়েছে এবং এ আয়াত কার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে- এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

তাদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (র.) ও তাঁর এক আনসার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কোন এক বিষয়ে তারা দুই জনেই মহানবী (সা.)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯১২. যুবায়র ইব্ন আওয়াম হতে বর্ণিত, আনসারগণের মধ্যে হতে একজনের সাথে তাঁর একটি পানির নালা নিয়ে বিবাদ হয়, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বদরে উপস্থিত ছিলেন। এই নালাটির দ্বারা দুই জনেই খেজুর বাগানে পানি সেচ করতেন। আনসারী বলে, পানিকে প্রবাহিত হতে দিন। যুবায়র (রা.) তা অস্বীকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে রাসূল (সা.) বলেন, 'পানি প্রবাহিত হতে দাও হে যুবায়র। এরপর তোমার প্রতিবেশীর জন্যে পানি ছেড়ে দাও। আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! সে তো আপনার ফুফাত ভাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারার অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল। পুনরায় তিনি বললেন, 'হে যুবায়র! পানি সেচন কর। এরপর পানি বন্ধ রাখ যতক্ষণ না আইলের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি গড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (এভাবে) যুবায়র (রা.)-এর পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে উল্লেখিত استوعى -শব্দটি মূলত হবে استوعب রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারী (রা.) ও যুবায়র (রা.)-এর জন্যে যে রায় দিয়েছিলেন, তাতে আনসারীর জন্যে দয়া প্রদর্শন করেছিলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নারায করল তখন তিনি প্রকাশ্য হুকুমে যুবায়র (রা.)-এর জন্যে পরিপূর্ণ অধিকার বজায় রাখলেন। যুবায়র (রা.) বলেন, আমার বিশ্বাস যে, এই আয়াতখানি উপরোক্ত ঘটনার উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯৯১৩. উরওয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একজন আনসার (রা.), যুবায়র (রা.)-এর সাথে হার্রা নামী জায়গার একটি পানির নালা নিয়ে বিবাদ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট

বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তিনি বলেন, 'হে যুবায়র! তোমার নিজের বাগানে পানি সেচন কর। এরপর পানির পথ ছেড়ে দাও।' তাতে বনূ উমায়্যা গোত্রভুক্ত সেই আনসারী (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! ইনসাফ করুন; আপনি এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কেননা যুবায়র (রা.) আপনার ফুফাতো ভাই। উরওয়া (রা.) বলেন, এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল এবং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ব্যথা দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হে যুবায়র! পানি বন্ধ করে রেখো যতক্ষণ না পানি নালার পাড় বেয়ে পড়ে। অন্য এক সনদে আছে; যতক্ষণ না পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি জমা হয়। এরপর পানির পথ ছেড়ে দাও।' তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতখানি এ ঘটনা প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়।

৯৯১৪. উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার যুবায়র (রা.) এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করেন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঠিক রায় যুবায়র (রা.)-এর পক্ষে গেল। তখন লোকটি বলল, 'হে রাসূল (সা.)! আপনি যুবায়র (রা.)-এর পক্ষে রায় দিয়েছেন। কেননা সে আপনার ফুফাতো ভাই।' আল্লাহ্ তা'আলা তখন আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 'অত্র আয়াত একজন মুনাফিক ও একজন ইয়াহূদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ -

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯১৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতখানি একজন ইয়াহূদী ও একজন মুসলমান সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা তাদের বিবাদের বিচারের ভার কা'ব ইব্ন আশরাফের উপর ন্যস্ত করেছিল।

৯৯১৬. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৯১৭. ইমাম শা'বী (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে, তবে তিনি বলেছেন যে, তারা গণকের নিকট গমন করেছিল।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, 'উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর মধ্যে ঐ বক্তব্যই সঠিক, যাতে বলা হয়েছে যে, তাদের দুইজনের দুষ্কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে এ বর্ণনা করেছেন। আর যারা তাগূতের উপর বিচার কার্যের ভার অর্পণ করেছিল, তাদের কথা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। কেননা আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে পূর্ববর্তী আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٦٦) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ○

৬৬. আর যদি আমি তাদের এই আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা কর, অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর, তবে তাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত এ আদেশ পালন করত না। আর যদি তারা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করত তবে তাদের জন্য তা অবশ্যই উত্তম হত এবং অধিক দৃঢ়তর হত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে যারা ঈমান এনেছে বলে দাবী করে ও তাগুতকে বিচারকরূপে গ্রহণ করে, আমি তাদেরকে যদি আদেশ দিতাম আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করতে কিংবা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করতে, তাহলে তাদের অল্প সংখ্যকই তাদের নিজেদের হত্যা করত কিংবা নিজেদের দেশ ছেড়ে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁদের দিকে হিজরত করত। আমরা যা বলেছি ব্যাখ্যাকারগণও তা বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯১৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, **اقتلوا انفسكم** দ্বারা ইয়াহূদীদের বুঝানো হয়েছে অথবা আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি আরবদেরকে আদেশ দেয়া হত যে, নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর, যেমন মূসা (আ.)-এর সাথীদের বলা হয়েছিল, তাহলে তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই তা করত।

৯৯১৯. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে যদি মূসা (আ.)-এর উম্মতের ন্যায় পরস্পরকে খঞ্জর দ্বারা হত্যা করতে আদেশ দেওয়া হত, তাহলে তাদের অল্প সংখ্যকই তা পালন করত।

৯৯২০. আল্লামা সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন সাম্মাস ও একজন ইয়াহূদী গর্ববোধ করতেছিল। ইয়াহূদী বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের নিজদেরকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা আমাদের নিজদেরকে হত্যা করেছিলাম। সাবিত বললেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমাদের নিজেদেরকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তাহলে আমরা আমাদেরকে হত্যা করব। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল করেন।

৯৯২১. আবূ ইসহাক সাবীয়ী (র.) বলেন, "যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় তখন এক ব্যক্তি বললেন, যদি আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হত, নিশ্চয় আমরা তা করতাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন। "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন লোক রয়েছে যাঁদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় পাহাড় অপেক্ষা অধিক দৃঢ়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি এ সব মুনাফিক, যারা দাবী করে যে, হে নবী! আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাসী আবার তারা তাগূতকেও বিচারক মানে, তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন- মহান আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করা ও তাঁর আদেশ মেনে চলা, যদি তারা তা মেনে চলে, তাহলে তা তাদের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়ও কল্যাণ হতো এবং চিরস্থায়ী আখিরাতেও কল্যাণ হতো এবং তারা তাদের কাজকর্মে দৃঢ়তর হতো ও তাদের কাজ-কর্ম স্থায়ী ও দৃঢ় হতো। আর এটা এজন্য যে, মুনাফিক সন্দেহ প্রবণ হয়ে কাজ করে। তাই তার কাজকর্ম বাতিল বলে গণ্য হবে। তার পরিশ্রম ফলদায়ক হবে না। সবই তার পণ্ডশ্রম হবে। সে সর্বদা সন্দেহের মধ্যে কালাতিপাত করে এবং দুর্বল ও ভিত্তিহীনতার কাজ কর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে। যদি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে কাজকর্ম করত। তাহলে তার কাজের জন্যে সে পুরস্কার বা প্রতিদান পেত। মহান আল্লাহ্র কাছেও তার কাজের প্রতিদান সঞ্চিত থাকত এবং সে তার কাজে অধিক দৃঢ় হতে পারত। আর সে চিত্তস্থিরতায় দৃঢ়তর হতে পারত। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে থাকার দরুন ও আনুগত্য বজায় রাখার জন্যে আমল করার দরুন মহান আল্লাহ্র প্রদত্ত অঙ্গীকার মুতাবিক তার ঈমানের ভিত্তি দৃঢ়তর হতো। এ জন্যেই কেউ কেউ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا -এর অর্থ করেছেন تصديقا অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন ঃ

৯৯২২. সুদ্দী (র.) বলেন, এখানে تثبيتا -এর অর্থ হচ্ছে تصديقا বা দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসী হন, তাহলে তিনি অন্তরের স্থিরতায় দৃঢ়তর হবেন এবং আস্থার দিক থেকেও অধিক সঠিক হবেন। এর আরেকটি উদাহরণ হল وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ যারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা জয় করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন -

(٦٧) وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

(٦٨) وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

৬৭. এবং তখন আমি আমার নিকট হতে তাদেরকে নিশ্চয় (যদি তারা এ সমস্ত কাজ করত) তবে আমি নিজের তরফ থেকে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিতাম।

৬৮. এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করতাম।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তাদেরকে যেসব উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তারা তাতে আমল করত তাহ্‌লে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। কেননা তাদেরকে আমার আদেশ-নিষেধ পালন ও আমার আনুগত্য করার জন্য যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তদানুযায়ী যদি তারা কাজ করত, তাহ্‌লে তাদেরকে আমি উপযুক্ত প্রতিদান ও সওয়াব দিতাম। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ অধিকদৃঢ় করতাম; তাদের আমলকেও দৃঢ় করতাম এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করতাম, যার মধ্যে বক্রতা থাকত না। আর এটাই হল বান্দার জন্য আল্লাহ্ পাকের মনোনীত দীন এবং এটাই ইসলাম।

তিনি বলেন, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -এর অর্থ হচ্ছে, "তাদেরকে আমি সরল পথে চলার তাওফীক প্রদান করতাম" তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর আনুগত্য স্থাপনকারীদের সম্পর্কে তিনি যে সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন তার উল্লেখ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ الاية -

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٦٩) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

(٧٠) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

৬৯. আর যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের তাবেদারী করবে, তারা (আখিরাতে) সে সমস্ত লোকের সাথী হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নিয়ামাত দান করেছেন, যেমন- নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেক্কারগণ এবং তাঁরাই সর্বোত্তম সাথী।

৭০. এহলো মহান আল্লাহ্‌র দান। জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অনুগত হয়, অর্থাৎ পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের বিধি-নিষেধকে মেনে চলে এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নাফরমানী থেকে বিরত থাকে, তিনি দুনিয়াতে এমন লোকের সাথী হবেন, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের নিয়ামত দান করেছেন এবং তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দান করেছেন। আর তারা হলেন আম্বিয়ায়ে (আ.)। আখিরাতে তিনি হবেন জান্নাতবাসীদের সাথী।

الصديقين -শব্দটি صِدِّيْق -শব্দের বহুবচন। الصديقين -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, الصديقون -এর অর্থ আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারিগণ, যাঁরা তাঁদের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের অনুসারী ছিলেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, صِدِّيق -শব্দটি فِعِّيل -এর ওজনে আর তা صدق (সত্য) থেকে উদ্ভূত। যেমন বলা হয় رَجُلٌ سِكِّير

আবার কেউ কেউ বলেন, صِدِّيق -শব্দটি فعيل -এর ওজনে কিন্তু الصَّدَقَة থেকে উদ্ভূত। যেমন- অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৯২৩. মিকদাদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আরয করলেন, "আমি আপনার সম্পর্কে একটি কথা শুনেছি, যা আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কারোর কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হলে সে যেন আমাকে তা জিজ্ঞাসা করে। এরপর তিনি বলেন, "আপনার স্ত্রীদের সম্পর্কে আপনি বলেছেন, انى لارجولهن من بعدى الصديقين অর্থাৎ "আমার পরে আমি তাদের জন্যে সিদ্দিকীনের আশা পোষণ করি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তোমরা তাদেরকে সিদ্দিকীন গণ্য কর?" আমি বললাম, "আমাদের বংশধরদের মধ্যে যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যু বরণ করে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "না, তারা সিদ্দিকীন নয়, বরং সিদ্দিকীন হচ্ছেন যারা দৃঢ়-বিশ্বাসী।"

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এটা একটি বর্ণনা, এ সূত্র সম্পর্কে কিছু কথা আছে। যদি এর সূত্র বিশুদ্ধ ধরা যায় তবুও আমরা এ বর্ণনাকে অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সঠিক মনে করি না।

এমতাবস্থায় আমরা বলতে পারি যে صديق -এর সঠিক অর্থ হল, যে ব্যক্তি তার কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ। আরবী ভাষায় فِعِّيل -এর ওজনে শব্দ নেওয়া হয়, এখন ঐ শব্দের فعل দ্বারা مبالغة বা আধিক্য বুঝায়। এ আধিক্য অর্থটি প্রশংসার ক্ষেত্রেও হতে পারে; আবার নিন্দার ক্ষেত্রেও হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা মারয়াম (আ.) প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ অর্থাৎ "তাঁর মাতা ছিল সত্যনিষ্ঠ।" صِدِّيق - শব্দের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি এতে যিনি সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ তিনিই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

الشهداء -শব্দটি বহুবচন; তার এক বচন হচ্ছে شهيد অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছেন। شهيد (এর আভিধানিক অর্থ সাক্ষী); যেহেতু মৃত্যু বরণের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের পক্ষে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে, সেহেতু তাকে শহীদ বলা হয়।

والصالحين -শব্দটি বহুবচন; তার একবচন হচ্ছে صالح অর্থাৎ যার ভেতর ও বাহির পবিত্র।

وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيقًا -এর অর্থ হচ্ছে, উপরে যাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তারা জান্নাতে উত্তম সাথী।

رفيق -শব্দটি একবচন হলেও এখানে বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কবি জারীর বলেন ঃ دَعَوْنَ الْهَوٰى ثُمَّ ارْتَمِيْنَ قُلُوْبَنَا * بِاَسْهُمِ اَعْدَاءٍ وَهُنَّ صَدِيْق

অর্থাৎ প্রথমতঃ তারা ভালবাসার দিকে আহবান করল; এরপর শত্রুর তীরসমূহ দ্বারা আমাদের অন্তর বিদ্ধ করল। আর তারা হচ্ছে বান্ধবী সকল। رفيق -শব্দটির মত صديق -শব্দটি একবচন হলেও এখানে বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

رفيق -শব্দটিতে فتحه দেয়া সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

বসরার কিছু সংখ্যক ব্যাকারণবিদ মনে করেন, حال হওয়ার কারণে এতে فتح দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয় كَرُمَ زَيد رَجُلاً অর্থাৎ যায়দ ব্যক্তি হিসাবে ভদ্র। তবে এটা نعم الرجل -এর অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। কেননা نعمَ -শব্দটি এমন اسم -এর প্রথমে আসে যার মধ্যে لام এবং الف হয় অথবা এটা نكره - এর প্রথমে আসে।

কূফার কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ মনে করেন এতে تفسير বা تميز হিসাবে যবরযুক্ত হয়েছে। এটার حال হওয়াকে তারা অস্বীকার করেন। তারা দলীল হিসাবে আরবদের একটি প্রবাদ বাক্য উল্লেখ করেন كَرُمَ زَيدٌ مِنَ رَجُلٍ যায়দ ভদ্রলোক। এবং حسن اولئك من رفقاء - আর এতে من প্রবেশ করায় বুঝা যায় যে এখানে رفيق হচ্ছে এর تفسير -

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "আরবদের থেকে কথিত আছে, তারা বলে " نَعِمتُم رِجَالاً " অর্থাৎ "তোমরা উত্তম পুরুষ।' অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে " حسنتم رفقاء " অর্থাৎ "তোমরা উত্তম বন্ধু।" এ কারণেই শেষোক্ত বক্তব্যটি উত্তম।

কথিত আছে এ আয়াত এজন্যে অবতীর্ণ হয়েছে যে, কোন একদল মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে আখিরাতে দেখা যাবে না ধারণা করেন। এরূপ চিন্তার অবসান কল্পে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯২৪. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক আনসারী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে চিন্তিত অবস্থায় উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "হে অমুক ব্যক্তি! তোমাকে চিন্তিত দেখছি কেন?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! একটি বিষয়ে আমি চিন্তিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তা কি?" তিনি বললেন, "আমরা আপনার দরবারে সকাল ও সন্ধ্যায় আগমন করে থাকি, আপনার চেহারা মুবারক দর্শন করে থাকি এবং আপনার মজলিসে উপবেশন করে থাকি। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অন্যান্য নবী (আ.)-দের কাছে নিয়ে যাবেন। তখন তো এভাবে আপনার সাক্ষাৎ পাব না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তরে কিছুই বললেন না। এরপর জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াত নিয়ে আসেন।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا -

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উক্ত আনসারীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন।"

৯৯২৫. মাসরূক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম (রা.) একদিন দরবারে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুনিয়ায় আপনার কাছ থেকে আমাদের পৃথক থাকা উচিৎ নয়। কেননা আপনি যখন ইন্তিকাল করবেন তখন আপনাকে আমাদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং আমরা আপনাকে আর দেখতে পাব না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন।

৯৯২৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ الاية -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিছু লোক বলতো ইনি আল্লাহ্ তা'আলার নবী (সা.), যাঁকে আমরা দুনিয়ায় দেখতে পাই। কিন্তু আখিরাতে তাঁকে উঠায়ে নেওয়া হবে এবং আমরা তাঁকে দেখতে পাব না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ اِلٰى قَوْلِهٖ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

৯৯২৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ الاية -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিছু আনসারী সাহাবী আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন, তখন আপনি তার সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবেন। অথচ আমরা আপনার কাছে পৌঁছার বাসনা রাখি। আমাদের জন্যে তা কেমন করে সম্ভব হবে? তখনি আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ الاية

৯৯২৮. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) একদা বললেন, "আমরা জানতে পেরেছি যে, মু'মিনদের উপর জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য শ্রেষ্ঠতম স্থান রয়েছে।

সুতরাং সকলে যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন তখন একে অন্যকে কিভাবে দেখবেন? এর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট জান্নাতীরা নিম্নতর আসনে সমাসীন জান্নাতীদের কাছে নেমে এসে তাদের সাথে একত্রিত হবেন। তাঁরা সকলে আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া নিয়ামতের আলোচনা করবেন এবং তার প্রশংসা করবেন। উভয়স্তরের জান্নাতীদের জন্যে জান্নাতের পরিধি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বেড়ে যাবে এবং তারা যা কিছু ইচ্ছা করবেন সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবেন ও বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ভোগ করতে থাকবেন।"

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করেন তারা নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণদের সঙ্গী হবেন ও তাঁদের ন্যায় তারাও আল্লাহ্র অনুগ্রহ পেতে থাকবেন এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। এটা কোন আমলের জন্যে নয়।"

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "যদি কেউ প্রশ্ন করেন, "আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে যে মর্যাদায় তারা পৌঁছেছেন তাকি আনুগত্যের মাধ্যমে পৌছে নাই? উত্তরে বলা যায়, "না।" কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ ব্যতীত তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য লাভ করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া পরবেশ হয়ে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকটি নেক আমলই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ।

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا -এর ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ পাক বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই বান্দা সম্পর্কে ভাল জানেন। কে অনুগত আর কে নাফরমান তা তিনিই ভাল জানেন। কারণ কোন কিছুই তাঁর অগোচরে থাকে না। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকটি বস্তুর হিসাব রাখেন ও তা হিফাজত করেন। তিনি সকলকেই তাদের আমলের প্রতিদান প্রদান করেন। নেক্কারদেরকে তাদের নেকের প্রতিদান দেবেন এবং পাপীদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করবেন। আর তাওহীদী বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করবেন, ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(৭১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

৭১. "হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর। এরপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সংগে অগ্রসর হও।"

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এ বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা তোমাদের ঢাল ও হাতিয়ার তৈরী কর যার দ্বারা নিজেদেরকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

তিনি আরো বলেন, "আয়াতাংশে উল্লেখিত ثُبَاتٍ -শব্দটি বহুবচন, একবচন হচ্ছে ثُبَةٌ আর ثُبَةٌ -এর অর্থ হচ্ছে عُصْبَةٌ বা جَمَاعَةٌ অর্থাৎ দল। সুতরাং فانفروا ثبات -এর অর্থ হবে তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হবে।"

প্রসিদ্ধ কবি যুহায়র ثبة -শব্দটি তার কবিতায় ব্যবহার করেছেন ঃ

وَقَدْ اغدُوْا عَلٰى ثُبَةٍ كِرَامٍ * نَشَاوِىٰ وَاجِدِيْنَ لِمَا نَشَاءُ

অর্থাৎ "শরাবী বা দলে দলে বিভক্ত হয়ে শরাব পান করছে, তারা নবীন নেশার স্বাদ উপভোগ করে যাচ্ছে।"

তিনি বলেন, ثبة -শব্দটির বহুবচন কোন কোন সময় ثُبِيْن হয়।

او انفروا جميعا -এর ব্যাখ্যা হল ঃ তোমরা নবীগণের সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক সংগে অগ্রসর হও।"

ইমাম তাবারী বলেন, আমি যা বলেছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন। যেমন-

৯৯২৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ثبات -এর অর্থ عصبا অর্থাৎ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে। انفروا جميعا -এর অর্থ তোমাদের সকলে এক যোগে।"

৯৯৩০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فانفروا ثبات -এর অর্থ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও।

৯৯৩১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি الثبات -অর্থ হল اَلْفِرَقُ -অর্থাৎ দলে দলে।"

৯৯৩২. কাতাদা (র.) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৯৯৩৩. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন فانفرو ثبات অর্থ হল, দলে দলে অগ্রসর হও। আর او انفروا جميعا -এর অর্থ হল নবী (সা.)-এর সাথে অগ্রসর হও।

৯৯৩৪. উবায়দ ইব্ন সুলায়মান (র.) বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি فانفروا اثبات অর্থ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(৭২) وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○

৭২. এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (জিহাদের ন্যায় কর্তব্য পালনে) অবহেলা করে, এরপর যদি তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হয়, তবে সে বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর নিয়ামাত নাযিল করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বিশেষত প্রিয় নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে মুনাফিক, যাবতীয় কাজে তোমাদের অনুসরণ করে এবং তোমাদের মিল্লাতের সদস্য বলে নিজেদেরকে প্রকাশ করে থাকে। যখন তোমরা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হও, তখন

তারা যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তোমাদের অনুসরণ করতে গড়িমসি করে যদি তোমরা পরাজিত হও, কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ নিহত হয় কিংবা শত্রুদের দ্বারা আহত হয় তখন মুনাফিকরা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথী ছিলাম না। যদি আমি থাকতাম তাহলে আহত হতাম, অথবা কষ্ট পেতাম, অথবা নিহত হতাম। তোমাদের থেকে পিছনে পড়ে থাকা তাকে সুখী করে; তোমাদের ক্ষতিতে সে আনন্দিত হয়। কেননা মু'মিনগণকে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের যে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং নাফরমানদের শাস্তির ব্যাপারে যে সতর্ক উচ্চারিত হয়েছে, তাতে সে সন্দেহ পোষণ করেছে। সে সওয়াবের আশা করে না এবং আযাবেরও ভয় করে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৩৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ اِلَى قَوْلِه فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

৯৯৩৬. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৯৩৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে উল্লেখিত لَيُبَطِّئَنَّ -এর অর্থ আল্লাহ্ পাকের পথে জিহাদ করতে গড়িমসি করা "তিনি فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা তাদের মিথ্যা উক্তি।

৯৯৩৮. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মুনাফিক মুসলামনদেরকে মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ পরিচালনা থেকে নিরুৎসাহী করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে কোন মুসীবত স্পর্শ করে অর্থাৎ শত্রুরা যদি মুসলমানদের হত্যা করে, তখন মুনাফিক বলে قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا "ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, এটা শত্রুর ক্ষতিতে সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির উক্তি।

৯৯৩৯. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লেখিত مُّصِيْبَةٌ -শব্দটি পরাজয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٧٣) وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৭৩. আর যদি আল্লাহ্ তা'আলার দান তোমাদের প্রতি হয় (অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয়ী করেন) তবে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সে বলে,

আহ! কি ভালো হতো, যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও এক বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ ...... فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا -এর অর্থ- যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর উপর বিজয়ী করেন এবং তোমরা তাদের থেকে গনীমত লাভ কর, তখন সেই মুনাফিক অন্যান্য মুসলামনদেরকে তোমাদের সহযোগী হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখে এবং নিজেও গড়িমসি করে সে এমনভাবে আক্ষেপ করবে যেন মুসলমানদের ও তার মধ্যে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই, সে বলবে হায়! যদি মুসলমানদের সাথে থাকতাম, তাহলে তাদের সাথে গনীমত লাভ করে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।"

তিনি আরোও বলেন, 'এসব মুনাফিক সম্বন্ধে উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। মুনাফিকরা যদি মুসলমানদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, তাহলে তারা শুধুমাত্র গনীমতের লোভে যুদ্ধে যোগদান করে থাকে। আর যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা শুধু মাত্র তাদের সন্দেহের কারণেই বিরত থাকে। কেননা, তারা সওয়াবের আশায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না এবং অনুপস্থিত থাকার কারণে মহান আল্লাহ্‌র আযাবকেও তারা ভয় করে না।"

কাতাদা (র.) ও ইব্‌ন জুরায়জ (র.) এ আয়াতে উল্লেখিত يَالَيْتَنِى كُنْتُ مَعَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমানগণের বিজয়ে মুনাফিকরা হিংসা করে বলতো।

৯৯৪০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يَّالَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হলো এক হিংসুকের কথা।

৯৯৪১. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) এ ব্যাখ্যাটি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٧٤) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৭৪. যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে, তাদের কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা আর যে মহান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে, সে শহীদ হোক অথবা বিজয়ী, আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন," এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন; মু'মিনগণ জিহাদে বিজয়ী হোক কিংবা পরাজিত, উভয় ক্ষেত্রে তাঁরা লাভবান হবেন। পক্ষান্তরে

মুশরিকদের বিদ্রূপাত্মক উক্তির নিন্দা করা হয়েছে। মুশরিকদের বিরুদ্ধে মু'মিনগণ জিহাদ করে বিজয়ী হোক বা শাহাদত বরণ করুক, উভয় ক্ষেত্রেই তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইরশাদ করেছেন فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الاية অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার দীনের খাতিরে ও দীনের দিকে আহবান করতে এবং কাফিরদেরকে দীনে প্রবেশ করাবার জন্যে যুদ্ধ করে।

তিনি আরো বলেন, اَلَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ -এর অর্থ, যারা আখিরাতের সওয়াব এবং আল্লাহ্ পাক নেককারদের জন্য যা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পাওয়ার আশায় দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে বর্জন করে, তাদের উচিৎ আল্লাহ্ পাকের রাহে জিহাদ করা। জীবনের যাবতীয় আরাম-আয়েশ বিক্রির তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ পাকের রাহে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা।

যাঁরা এরূপ করেন, তাঁদের জন্য পরবর্তী আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ্ পাকের রাহে জিহাদ করে শহীদ হোক অথবা বিজয়ী, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অচিরেই দান করবেন মহাপুরস্কার।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আরবী ভাষায় شَرَيْتُ -শব্দটি بِعْتُ শব্দের অর্থে অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়। شَرَيْتُ -এর প্রকৃত অর্থ খরিদ করলাম এবং بِعْتُ -এর অর্থ বিক্রি করলাম। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৪২. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالاٰخِرَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ يبيعون الحياة الدنيا بالاخرة অর্থাৎ তারা আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে।

৯৯৪৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يَشْرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالاٰخِرَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন," يشرى -শব্দের অর্থ, يبيع আবার يشرى অর্থ ياخذ ও হয়। নির্বোধ ব্যক্তিরাই দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাত বিক্রি করে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٧٥) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

৭৫. এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের রাহে জিহাদ করো না? এবং পুরুষ নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ, যার অধিবাসী অত্যাচারী। তা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য কোন লোককে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্যে কোন সহায়ক প্রেরণ করো।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন," এ আয়াতে উল্লেখিত মু'মিন বান্দাগণকে সম্বোধন করে وَمَالَكُمْ বলা হয়েছে। এর অর্থ তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর المستضعفين -এর দ্বারা ঐ সব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা মক্কা শরীফে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিবার জন্য চরম অত্যাচারী ও উৎপীড়িত হতে হয়েছিলো। কাজেই, তাদেরকে কাফিরদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেন, 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা জিহাদ করবে না, মহান আল্লাহ্র পথে, তোমাদের দীন ও সম্প্রদায়ের অসহায়দের জন্যে, যাদেরকে কাফিররা অসহায় করে রেখেছে; তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এবং ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিবার জন্যে কাফিররা তাদের প্রতি সীমাহীন অত্যাচার করছে।

ولدان -শব্দটি বহুবচন। একবচন হচ্ছে ولد আর والدان অর্থ- শিশু اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -এর অর্থ- নিশ্চয় এসব অসহায় নর-নারী ও শিশুরা তাদের প্রতিপালকের কাছে মুনাজাত করে বলে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নির্যাতনকারী মুশরিকদের থেকে রক্ষা করেন। যেমন তারা বলে رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا।

তিনি আরো বলেন, "আরবরা প্রতিটি শহরকে قرية বলে থাকে। অর্থাৎ যে শহরের বাসিন্দা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে। আর এখানে উল্লেখিত শহরটিকে ব্যাখ্যাকারগণ মক্কা শরীফ বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا -এর অর্থ, 'অসহায় নর-নারী ও শিশুরা তাদের মুনাজাতে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার পক্ষ থেকে কাউকেও আমাদের অভিভাবক করুন। তাহলে আপনার সম্পর্কে কাফিররা আমাদেরকে যে বিভ্রান্ত করতে চায় সে বিষয়ে তিনি আমাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।"

তিনি আরো বলেন, "এ আয়াতে উল্লেখিত وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا -এর অর্থ, অসহায় নর-নারী ও শিশুরা তাদের মুনাজাতে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার পক্ষ থেকে কাউকেও আমাদের সহায়ক করুন। যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী শহরবাসীদের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন। কেননা, তারা আমাদেরকে আপনার পথ থেকে বিরত রাখতে চায়। আপনি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন এবং আপনার দীনকে সমুন্নত রাখুন।"

আমরা এ সম্পর্কে যা ব্যাখ্যা করেছি, অন্যান্য তফসীরকারগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিল।

৯৯৪৪. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে অবস্থানকারী দুর্বল মক্কা শরীফে অবস্থানকারী দুর্বল মু'মিনগণের পক্ষে জিহাদ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

৯৯৪৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ -এ উল্লেখিত والولدان -এর দ্বারা শিশুদেরকে বুঝানো হয়েছে। اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -এ উল্লেখিত القرية দ্বারায় মক্কাকে বুঝানো হয়েছে।

৯৯৪৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের কি হল, তোমরা মহান আল্লাহ্র পথে এবং অসহায়দের সাহায্যার্থে জিহাদ করোনা ? আর এ আয়াতে উল্লেখিত مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে।

৯৯৪৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লেখিত والمستضعفين -এর অর্থ وفى المستضعفين অর্থাৎ অসহায়দের সাহায্যার্থে।

৯৯৪৮. ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) বলেছেন, তিনি মুসলিম ইব্ন শিহাবকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছেন যে, এর অর্থ আল্লাহ্ পাকের রাহে দুর্বল মু'মিনগণের পক্ষে তোমরা কেন জিহাদ করোনা ? অর্থাৎ জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা।

৯৯৪৯. হাসান বসরী (র.) ও কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অত্যাচারীদের জনপদ থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে নেককার জনপদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। পথে তাঁর মৃত্যু এসে যায়। তিনি সৎকর্ম পরায়ণ লোকদের জনপদের দিকে বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর রুহ্ কবয করার ব্যাপারে রহমতের ফেরেশতাগণ ও আযাবের ফেরেশতাগণ হাযির হন, এবং পরস্পর মতভেদ করতে লাগলেন। তাই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন তারা নিকটতর জনপদ নির্ধারণ করেন। পরিমাপ করার পর তাঁরা তাঁকে নেককারগণের জনপদের প্রায় এক ফুট নিকটতর পেলেন। কেউ কেউ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নেককারগণের জনপদকে তাঁর নিকটবর্তী করে দিয়ে ছিলেন। তারপর রহমতের ফেরেশতাগণ তাঁর রূহ্ কবয করেন।

৯৯৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা হলেন মক্কা শরীফের সে সব অসহায় মুসলমান, যাঁরা মদীনায় হিজরত করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওযর কবুল করেছেন। এবং তাঁদের সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল করেন।"

৯৯৫০. (ক) ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা জিহাদ করো না? অথচ দুর্বল পুরুষ ও নারী এবং শিশুরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাজাত করছে এভাবে যে, জালিম অধিবাসীদের এ শহর থেকে আমাদেরকে বের হবার তাওফীক দান করুন। তাদের নিজস্ব শক্তি নেই। কাজেই, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তাদের হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো না। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ও তাদের দীনকে কাফিরদের খপ্পর থেকে রক্ষা করেন।" হযরত ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লেখিত القرية -দ্বারা মক্কা শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٧٦) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

৭৬. "যাঁরা মু'মিন তাঁরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং যারা কাফির, তারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে ; কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।"

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার রাহে জিহাদ করে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা অমান্য করে, তারা শয়তানের আনুগত্যে ও শয়তানের বন্ধুদের জন্যে শয়তান কর্তৃক নির্ধারিত পন্থা ও রীতিনীতির সুদৃঢ় করণার্থে লড়াই করে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের সদিচ্ছাকে শক্তিশালী করার জন্যে এবং রাসূল ও দীনের শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উৎসাহ্ প্রদান করে মু'মিনগণকে লক্ষ্য করে বলেন, হে মু'মিনগণ! শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। তোমরা জেনে রেখো, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। শয়তান তার কাফির বন্ধুদের ধ্বংস সাধন করে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী বন্ধুদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে মু'মিন বান্দাদের প্রতারণা করতে পারে না। কাজেই হে মু'মিনগণ! শয়তানের বন্ধুদের তোমরা ভয় করবে না। তারা তার দলের অন্তর্ভুক্ত ও তারা তারই সাহায্যকারী। আর শয়তানের দল দুর্বল। শয়তান ও শয়তানের বন্ধুদেরকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, তারা সওয়ারের আশায় যুদ্ধ করে না এবং

আল্লাহ্ তা'আলা আযাবের ভয়ের কারণে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে না, বরং তারা আত্মগৌরব ও মু'মিন বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তার প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের মধ্যে যারা জিহাদ করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া সীমাহীন সওয়াবের আশায় তা করে। আর যদি তাদের মধ্যে কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া আযাবের ভয়েই তা পরিত্যাগ করে। কাজেই, যদি সে জিহাদ করে শহীদ হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে তার জন্যে যে পুরস্কার রয়েছে, সেই পুরস্কার লাভের আশায়ই সে জিহাদ করে অথবা জিহাদ করে যদি শহীদ না হয়, বরং নিরাপদ থেকে যে বিজয় ও গনীমত অর্জন করার প্রত্যয় তার অন্তরে রয়েছে, তা লাভ করার জন্যেই সে জিহাদ করে থাকে। অন্যদিকে কাফির নিহত হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে এবং পরকালের প্রতি নিরাশ হয়ে সংগ্রাম করে। কাজেই, সে দুর্বল ও সদা-ভীতসন্ত্রস্থ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(৭৭) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৭৭. "(হে রাসূল!) আপনি কি তাদের কথা জানেন না, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংযত রাখ। সালাত ঠিক রাখো এবং যাকাত আদায় করতে থাকো। তবে যখন তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হল, তখন তাদের একদল লোক মানুষকে ভয় করতেছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত অথবা তার চেয়েও অধিক এবং তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরয করলেন ? আমাদেরকে কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলেন না কেন? (হে রাসূল)! আপনি (তাদেরকে) বলে দিন যে, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ। আর মুত্তাকীর জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একদল সাহাবায়ে কিরামের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছিল, যাঁরা জিহাদের হুকুম নাযিল হবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস করেছিলেন। আর ঐ সময় তাঁদের প্রতি সালাত ও যাকাত ফরয করা হয়েছিল। তাদের উপর জিহাদ ফরয করার জন্যে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মুনাজাত করছিলেন। এরপর যখন তাঁদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হল তখন তা তাঁদের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হতে লাগল এবং তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবে এ সম্পর্কে কোন ঘোষণাই দেননি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ -এর ব্যাখ্যা হল হে রাসূল (সা.)! আপনি কি লক্ষ্য করেননি আপনার সেই সাহাবিগণের অবস্থা, যাঁরা ইতিপূর্বে জিহাদ ফরজ করার জন্য আরজি পেশ করেছিল, কিন্তু যখন জিহাদ ফরয করা হল তখন তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখল। তখন তাঁদের উপর এ বিধান নাযিল হয় যে, তোমরা সালাত কায়েম কর। অর্থাৎ যে নামায আল্লাহ্ পাক ফরয করেছেন, তা যথা নিয়মে আদায় কর। এমনিভাবে যখন যাকাত আদায়ের আদেশ হল, অর্থাৎ যাকাত ফরয করা হল তাদের দেহ ও সম্পদের পবিত্রতার লক্ষ্যে, তখন তাঁরা তা মেনে নিল। কিন্তু যখন জিহাদ ফরয হল, যা ফরয হওয়ার জন্য ইতিপূর্বে আরজি পেশ করেছিল তখন তাঁদের একদল লোক মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে ভয় করল। আর এ সময় তাঁরা বলল- কেন আমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হল। তারা দুশমনের সাথে মুকাবিলাকে অত্যন্ত অপসন্দ করল। তারা বিছানায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা পর্যন্ত সময়ের অবকাশ সাথে চাইল।

আলোচ্য আয়াতের শানে নযূল সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন। যেমন এ সম্বন্ধে কতিপয় বর্ণনা ঃ

৯৯৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবদুর রহ্‌মান ইব্ন 'আউফ (রা.) ও তাঁর কিছু সংখ্যক সংগী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুশরিক থাকাকালীন আমরা সম্মানিত ছিলাম। আর ঈমান আনয়ন করার পর আমরা লাঞ্ছিত হলাম (অর্থাৎ আমাদের উপর কেউ অত্যাচার করলেও আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারছি না)" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই, তোমরা এখন যুদ্ধ বিগ্রহ করবে না"। যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করার অনুমতি দিলেন এবং জিহাদ করার হুকুম দিলেন, তখন কিছু লোক যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ

৯৯৫২. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত সাহাবায়ে কিরামের কিছুলোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, এ আয়াত وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ -এ উল্লেখিত اَجَلٍ قَرِيْبٍ -এর দ্বারা তাঁদের মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

৯৯৫৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হুযূর (সা.)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের সম্পর্কে। তিনি তখন মক্কা মুআযযামায় ছিলেন হিজরতের পূর্বে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম জিহাদকে তরান্বিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা রাসূল (সা.)-কে বলতে লাগলেন, "আমাদেরকে হাতিয়ার তৈরী করতে অনুমতি দিন। আমরা মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" রাসূল (সা.) তাঁদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন- আমাকে এর অনুমতি দেয়া হয়নি।" যখন হিজরত হল এবং জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হল তারা তখন জিহাদকে কষ্টকর মনে করতে লাগলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (হে রাসূল) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ। আর পরহিযগারদের জন্য আখিরাতই অতি উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য) পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৪ : ৭৭)

৯৯৫৪. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হলেন এমন একটি দল যাঁরা জিহাদের ফরয হওয়ার পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন, তাদের জন্যে সালাত ও যাকাত ব্যতীত অন্য কিছু ফরয ছিল না। তারা জিহাদ ফরয করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আবেদন করেন। যখন তাঁদের উপর জিহাদ ফরয করা হল তখন তাঁদের একদল লোক মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহ্ পাককে ভয় করার ন্যায় অথবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলতে লাগল। আমাদেরকে কিছু দিন মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দিন। তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (৪ : ৭৭)

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমূহ ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৫৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতসমূহ ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।"

৯৯৫৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক এ উম্মতকে (বনী ইসরাঈলের ন্যায়) কাজ করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَاتُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে প্রিয় নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন- হে রাসূল! আপনি বলুন দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য।

কেন এ কথাটি তাদের বলুন যারা বলেছে, হে পরোয়ারদিগার আমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করেছ। যদি আমাদেরকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে? এর জবাবেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন তোমাদের ইহকালীন জীবন ও যাবতীয় জীবনোপকরণ সামান্য। কেননা দুনিয়া ও

দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে অবশেষে তা শেষ হয়ে যাবে। মনে রেখ আখিরাতের জীবনই উত্তম। কেননা আখিরাত ও আখিরাতের নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আখিরাত উত্তম।" এর অর্থ হল আখিরাতের নিয়ামতসমূহ উত্তম। এসব নিয়ামত এমন ব্যক্তিদের জন্যে যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে চলে আল্লাহ্ পাকের বিধানসমূহ পালনের ও নাফরমানীসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক তাঁদের কর্মের পুরস্কার দানে কোন প্রকার কম করবেন না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(৭৮) اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে থাক। আর যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হয়, তখন তারা বলে, ঐ তো আল্লাহ্র তরফ থেকে এবং যদি কোন কিছু অকল্যাণ করা হয়, তবে তারা বলে। এ তো তোমার নিকট থেকে। হে রাসূল আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, সবকিছুই আল্লাহ্র নিকট হতে। তবে এ সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা কথা বুঝার নিকটবর্তীও হয় না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, 'এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন যে, যেখানেই তোমরা থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই। তোমরা মৃত্যু মুখে পতিত হবে যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করনা কেন? অর্থাৎ তোমরা মৃত্যুকে এত ভয় করো না। জিহাদ থেকে পালিয়ে যেয়ো না। শত্রুর মুকাবিলায় নিজেদেরকে অবিচল রাখ, এবং যুদ্ধ ও মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসী হয়ো না। যেখানেই তোমরা থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নিকট আসবেই।

ولو كنتم فى بروج مشيدة -এর অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন بروج مشيدة -এর অর্থ قصور محصنة - অর্থাৎ সুরক্ষিত প্রাসাদসমূহ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৫৭. কাতাদা (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, بروج مشيدة হলো সুরক্ষিত প্রাসাদ-সমূহ।

৯৯৫৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোকের একজন কাজের লোক ছিল। স্ত্রীলোকটি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেয়। সে কাজের লোকটিকে বলল, আমার জন্যে আগুন আন।" তখন সে ঘর থেকে বের হয়ে দরজায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। লোকটি তাকে বলল, "স্ত্রীলোকটি কি সন্তান জন্ম দিয়েছে? সে বলল, "একটি কন্যা সন্তান।" লোকটি তখন বলল, "এ কন্যা সন্তানটি পরবর্তীতে একশত ব্যক্তির সাথে ব্যভিচার করে মৃত্যুবরণ করবে। আর তাকে তার কাজের লোক বিয়ে করবে ও একটা মাকড়সার দ্বারা তার মৃত্যু হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, "তখন কাজের লোকটি মনে মনে বলল, "এ কন্যা সন্তানটি একশত বক্তির সাথে ব্যভিচার করলেও আমি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা রাখি। এরপর লোকটি ছুরি হাতে করে প্রবেশ করল এবং কন্যা সন্তানটির পেট চিড়ে ফেলল। কন্যা সন্তানটির চিকিৎসা করা হল এবং সে সুস্থ হয়ে উঠল। মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। এরপর সে একদিন সাগরের উপকূলে গেল এবং সেখানেও ব্যভিচারে লিপ্ত হল। কাজেই লোকটি একদিন সাগরের উপকূলে গেল তখন তার সাথে ছিল প্রচুর সম্পদ। সে এক মুসলিমকে অনুরোধ করল। এলাকার একটি সুন্দরী মহিলার সংবাদ তাকে দেওয়ার জন্য, সে তাকে বিয়ে করবে। স্ত্রীলোকটি বলল, "এখানে একটি সুন্দরী মহিলা আছে, তবে সে ব্যভিচারিণী।" এরপর স্ত্রীলোকটি তাকে নিয়ে এল। সে তাকে বলল, "একজন লোক এসেছে, তার রয়েছে প্রচুর সম্পদ, সে আমাকে এরূপ প্রস্তাব দিয়েছে এবং আমিও তাকে এরূপ কথা বলেছি।" মহিলাটি বলল, "আমি ইতিমধ্যে পাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং সে যদি আমাকে বিয়ে করে তাহলে আমি তাতে রাযী আছি।" বর্ণনাকারী বলেন, "এরপর আগন্তুক তাকে বিয়ে করে এবং ঐ মেয়েটির কাছে মর্যাদার আসন লাভ করে। লোকটি একদিন মহিলাকে তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলল। তখন মহিলাটি বলল, "আমিই সেই কন্যা সন্তান।" সে তাকে তার পেটের কর্তিত স্থানটি দেখাল। আর বলল, "আমি ব্যভিচার করতাম। তবে তার সংখ্যা একশত অথবা কম না বেশী তা আমি জানি না।" পুরুষটি বলল, "আমাকে সেই লোকটি বলেছিল যে, "এ কন্যা সন্তানের মৃত্যু একটি মাকড়সার দ্বারা হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, "এরপর পুরুষটির জন্যে মরু এলাকায় খোলা মাঠে একটি মজবুত দুর্গ তৈরী করে। এই দুর্গের মধ্যে বসবাসরত অবস্থায় একদিন মহিলাটি ঘরের কাছে একটি মাকড়সা দেখতে পায়। তখন সে বলতে লাগল, "এই মাকড়সাটি আমাকে হত্যা করবে। আর আমি এ মাকড়সাটি মেরে ফেলব। এই বলে সে মাকড়সাটিকে নাড়া দেয়। মাকড়সাটি নীচে পড়ে যায়। স্ত্রীলোকটি মাকড়সাটির নিকট এসে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা একে চেপে ধরল। আর মাকড়সাটির বিষ স্ত্রী লোকটির নখ ও গোশতে ছড়িয়ে যায়। তার পা কাল হয়ে যায় এবং মারা যায়। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

৯৯৫৯. ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, بروج مشيدة -এর অর্থ হল, 'সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ।' কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেন, "এর অর্থ হল, 'আকাশচুম্বী প্রাসাদসমূহ।"

যাঁরা এমত সমর্থন করেন ঃ

৯৯৬০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -এর অর্থ হল, আকাশচুম্বী সাদা প্রাসাদসমূহ।

৯৯৬১. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, " وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -এর অর্থ "যদিও তোমরা আকাশচুম্বী প্রাসাদসমূহে আশ্রয় গ্রহণ কর।"

আরবী ভাষাভাষিগণ المشيدة -শব্দটির অর্থে একাধিক যত পোষণ করেছেন। কিছু সংখ্যক বসরাবাসী মনে করেন المشيدة শব্দটির অর্থ হল الطويلة অর্থাৎ উঁচু। তারা আরো বলেন, المشيد দিয়ে পাঠ করলে এটার অর্থ হবে সুসজ্জিত।" অন্যান্য তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন যে, এর অর্থ المشيد অর্থ চুনকাম করা প্রাসাদ।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন ঃ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذَا مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যদি তাদের সুখ-সাচ্ছন্দ, বিজয়, সফলতা ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ অর্জিত হয়। তখন তারা বলে, 'এগুলো আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান। আর যখন তাদের অভাব অনটন, পরাজয়, দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয় তখন তারা বলে, "হে মুহাম্মদ! এগুলো তোমার কারণে। (নাউযুবিল্লাহ)

এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে এ আয়াত اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ الاية নাযিল হয়েছিল। আমরা যে মন্তব্য করেছি, তার সঙ্গে যারা একমত তাদের কথা ঃ

৯৯৬২. আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তা সুখের ও দুঃখের অবস্থা।

৯৯৬৩. অন্য এক সনদে আবুল আলীয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

৯৯৬৪. ইবন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন, যদি তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হয়। তবে তারা বলে এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান। আর যদি কোন প্রকার অকল্যাণ হয়, তবে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা বলে এ অকল্যাণ শুধু এ ব্যক্তির কারণে। অর্থাৎ হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর কারণে (নাউযুবিল্লাহ্ মিন জালিক)। প্রিয় নবী (সা.) যখন মদীনা শরীফে আগমন করেন তখন এই দুরাত্মা ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা এ কথা বলত যে, এ ব্যক্তি যখন থেকে এখানে এসেছে, তখন থেকে আমাদের ক্ষতিই হচ্ছে। ইবন জুরায়জ (র.) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ইমাম তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.) ঐসব ব্যক্তিকে বলে দিন, যারা কল্যাণের সময় বলে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও কল্যাণ আল্লাহ্র নিকট হতে এসেছে। আর অকল্যাণের সময় বলে এগুলো তোমার কারণে। অথচ সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘটে থাকে, অন্য কারো কারণে নয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ, দুঃখ-কষ্ট, সফলতা, বিজয় ও পরাজয় সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে।' যেমন বর্ণিত আছে-

৯৯৬৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "এর অর্থ- নিয়ামতসমূহ ও বিপদ-আপদ।"

৯৯৬৬. ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, এর বিজয় ও পরাজয়।"

৯৯৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَايَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এখানে কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে। তবে কল্যাণ হল আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী। আর অকল্যাণ হল আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষা।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَايَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ইমাম তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঐ সম্প্রদায়ের কী হল, যাদের কাছে কোন কল্যাণ এলে বলে এটা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে যখন তাদের উপর কোন অকল্যাণ আপতিত হয় তখন তারা বলে, 'এটা তোমার কারণে।' তারা আপনাকে যা বলছে প্রকৃত পক্ষে তারা তা না বুঝেই বলছে। মূলতঃ অকল্যাণ, সুখ, দুঃখ, অভাব-অনটন, সবই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ এগুলোর উপর শক্তি রাখে না। আল্লাহ্ পাকের অনুমোদন ব্যতীত কারো প্রতি কোন অকল্যাণ আসে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী ব্যতীত কেউ কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ ও নিয়ামত অর্জন করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এটা একটা সতর্কবাণী যে, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কেউ এগুলোর উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। সম্পাদনের অধিকারী নয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(৭৯) مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

৭৯. যা কিছু তোমাদের জন্য কল্যাণকার হয় তা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হয় এবং যা কিছু অমঙ্গলজনক হয়, তা তোমার কারণে হয়েছে। (হে রাসূল) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট।

এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ -এ আয়াতে ইরশাদ করেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার কল্যাণ, নিয়ামত, স্বাচ্ছন্দ নিরাপত্তা এসব কিছুই তোমার প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তোমার দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ও ক্লেশ, এগুলো তোমার কর্মফল (নাউযুবিল্লাহ্)।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৬৮. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, من نفسك -এর অর্থ হল তোমার কারণে।

৯৯৬৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فمن نفسك -এর অর্থ হল, 'হে বনী আদম! তোমার পাপের শাস্তি স্বরূপ।' বর্ণনাকারী আরো বলেন, "আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন 'কোন ব্যক্তি কোন কাঠের আঁচড় পায়না কিংবা হোঁচট খায় না অথবা রগে ব্যথা অনুভব করে না বরং তা কোন না কোন পাপের কারণে। আর অধিকাংশ পাপই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন।

৯৯৭০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত الحسنة -দ্বারা বদরের যুদ্ধের বিজয় ও গনীমতের মালকে বুঝানো হয়েছে এবং السيئة দ্বারা উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকে আঘাত পাওয়া এবং দন্ত মুবারক শহীদ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।'

৯৯৭১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের " فمن نفسك -এর অর্থ হল তোমার কারণে। তিনি আরো বলেন, " كل من عند الله -এর অর্থ হচ্ছে যাবতীয় ধরনের নিয়ামত ও মুসীবত আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্ট।"

৯৯৭২. আবুল আলীয়া (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতে নেক আমল ও বদ আমল জঘন্য আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।"

৯৯৭৩. আবুল আলীয়া (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৯৭৪. ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, "এর অর্থ হল আপনার যদি কোন অকল্যাণ হয় তবে তা আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণেই।"

৯৯৭৫. ইব্ন যায়দ (রা.) তিনি বলেন, "এ অকল্যাণ আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে।" যেমন উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য করে সুরায়ে আলে-ইমরানের ১৬৫ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ -

অর্থাৎ কি ব্যাপার। যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসল তখন তোমরা বললে, 'এটা কোথা থেকে এল? অথচ তোমরা দিগুণ বিপদ-ঘটিয়েছিলে। (অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। পক্ষান্তরে উহুদ যুদ্ধে মাত্র ৭০ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিল।) বল, এটা তোমাদের নিজেদের নিকট হতে। অর্থাৎ তোমাদের ভুলের কারণে।'

৯৯৭৬. আবূ সালিহ্ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, فَمِنْ نَّفْسِكَ -এর অর্থ আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আমি তা আপনার জন্যে অনুমোদন দিয়েছি।

৯৯৭৭. অন্য এক সনদে আবূ সালিহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে আমিই আপনার জন্যে এটা অনুমোদন করেছি।"

৯৯৭৮. অন্য এক সনদে আবূ সালিহ্ (র.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "যদি প্রশ্ন করা হয় যে, مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ .... وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ এ مِنْ অব্যয়টি ব্যবহারের কারণ কি? জবাবে বলা যায় যে, আরবী ভাষাভাষিগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন আপনাকে আমার ও সৃষ্টি জগতের মাঝে রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছি, যাতে আপনি তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেন। রিসালাত পৌঁছান ব্যতীত আপনার অন্য কোন দায়িত্ব নেই। আমি যা প্রেরণা করেছি তা যদি তারা গ্রহণ করে, তাহলে তা তাদের উপকারে আসবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে তা তাদের জন্যে ক্ষতিকারক হবে। এই পয়গাম ও ওহী পৌঁছাবার ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ্ পাকের কাছে আপনার ও তাদের কিছুই গোপন নেই; তিনি আপনাকে আপনার তাবলীগের জন্যে ওয়াদাকৃত পুরস্কার প্রদান করবেন আর তারা নেক ও বদ যা কিছুই আমল করে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। নেক্‌কারকে তার নেকের প্রতিদান দেবেন এবং পাপীদেরকে দেবেন শাস্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা বাণী ঃ

(٨٠) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

৮০. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের তাবেদারী করে সে বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলারই তাবেদারী করে। এবং যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়, (হে রাসূল!) তাতে আপনার চিন্তিত বা দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই, (কেননা) আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক করে প্রেরণ করিনি।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কাছে রাসূল মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলেন যে, হে মানবজাতি! তোমাদের মধ্যে কেউ মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করলে সে যেন আমার আনুগত্য করল। সুতরাং তোমরা তাঁর কথা শোন এবং তাঁর হুকুম মান্য কর। কেননা, তিনি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা আমার নির্দেশ প্রদান করেন। আর তিনি যদি তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে বারণ করেন তাহলে তা আমার নিষেধাজ্ঞার কারণেই করেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন কোন সময়ই না বলে যে, মুহাম্মদ তো আমাদের মতই মানুষ, অথচ সে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি আপনার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে যেন জেনে রেখে, আমি আপনাকে তাদের কাজের হিসাবে রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করিনি। বরং আপনাকে এজন্য প্রেরণ করেছি যে, আমি তাদের কাছে যা নাযিল করেছি আপনি তা তাদেরকে বলে দেবেন। আর আমিই তাদের কার্যকলাপের হিসাব রাখার জন্যে যথেষ্ট।

উপরোক্ত আয়াত জিহাদের হুকুম আসার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

৯৯৭৯. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এ আয়াত নবূওয়াতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় ان عليك الا البلاغ (সূরা ঃ ৪৮)। অর্থাৎ আপনার কাজ হল আমার বিধান পৌঁছে দেওয়া। রা'বী বলেন, "এরপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম আসে এবং মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বনের হুকুম দেয়া হয়।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٨١) وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۭ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৮১. এবং বলে থাকে যে, আমরা (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের) তাবেদার, এরপর যখন আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক আপনার কথার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করে এবং আল্লাহ্ পাক তাদের পরামর্শকে লিখে রাখছেন। অতএব (হে রাসূল!) আপনি তাদের আচরণ উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা রাখুন, কার্য-সম্পাদকরূপে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট।

ويقولون طاعة -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের উপর যখন জিহাদ ফরয করা হল তখন তারা মানুষকে আল্লাহ্ পাকের ন্যায় অথবা তার চেয়ে বেশী ভয় করতে লাগল এবং মহানবী (সা.) যখন কোন বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিতেন তখন তারা বলত আপনার নির্দেশ আমরা মান্য করি। আপনি আমাদেরকে যা আদেশ প্রদান করেন তা পালন করি। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকি।

فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ -এর ব্যাখ্যা হল-এরপর যখন তারা আপনার নিকট হতে চলে যায় তখন তাদের একটি দল রাত্রে যা আপনি বলেন তার বিপরীত পরামর্শ করে।

রাত্রে কোন কাজ করা হলে তাকে বলা হয় بَيَّتَ তাই বলা হয়ে থাকে بَيَّتَ الْعَدُوَّ অর্থাৎ রাত্রে দুশমনের উপর হামলা করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ কবি উবায়দা ইব্ন হাসান বলেন ঃ

اتونى فلم ارض مابيتوا * وكانوا اتونى بشئ نكر

لانكح ايمهم منذرا * وهل ينكح العبد حر لحر

অর্থাৎ প্রতিপক্ষের লোকেরা আমার কাছে এসেছে। এরপর রাত্রে তারা আমার কাছে যে প্রস্তাব রেখেছিল, তাতে আমি রাযী হইনি। তারা আমার অপসন্দনীয় প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তা হচ্ছে আমি যেন তাদের বিধবা নারীকে মুনযারের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেই আর গোলামকে কি কখনো বংশগত আযাদ ব্যক্তি বিয়ে করে? এখানে مابَيَّتُو -এর অর্থ রাতের বেলার পরামর্শ।

প্রসিদ্ধ কবি আন্নুমার ইব্ন তুলব আল-উকালী বলেন ঃ

هيت لتعذلنى من الليل اسمع * سفها تبتك الملاته فاهجعى

هبت لنعذلنى من الليل اسم ! سفها تبيك الملامة فاهجعى

এ পংক্তিতে لُبَيِّتُكَ অর্থ তোমার রাতের বেলার পরামর্শ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন। হে মুহাম্মদ! (সা.) তারা রাতে আপনার কথার বিপরীত যে পরামর্শ করে আল্লাহ্ আল্লাহ্ পাক তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৮০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা তা পরিবর্তন করে।

৯৯৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে নবী (সা.) তাদেরকে যা বলেছিলেন তা তারা পরিবর্তন করেছে।

৯৯৮২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হচ্ছে মুনাফিক। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হত ও রাসূল (সা.) তাদের কোন কাজের নির্দেশ দিতেন তখন তারা বলত, 'আমরা আনুগত্য করি।' যখন তারা রাসূল (সা.)-এর দরবার থেকে বের হয়ে আসত, তাদের মধ্যে হতে একদল লোক রাসূল (সা.) যা বলতেন তা পরিবর্তন করত।" তিনি বলেন আয়াতে উল্লেখিত يبيتون -এর অর্থ ঃ يقولون

৯৯৮৩. সুদ্দী (র.) হতে অন্য এক সনদে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৯৯৮৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা বলেন তারা তা পরিবর্তন করে।"

৯৯৮৫. অপর এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এমন কিছু লোক যারা নবী (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলত امنّا بالله ورسوله (আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমরা ঈমান এনেছি)। এর উদ্দেশ্য ছিল জান-মালের নিরাপত্তা। এরপর তারা যখন নবী (সা.)-এর দরবার থেকে বের হয়ে আসত, তখন তারা রাসূল (সা.)-এর দরবারে যা বলেছিল তার বিপরীত করত। তাদের এ আচরণের নিন্দা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ (নবী (সা.) যা বলেছিলেন তারা তা পরিবর্তন করত)।

৯৯৮৬. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হচ্ছে মুনাফিক।"

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি এসব মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করুন, যারা আপনার নির্দেশের ক্ষেত্রে বলে, আপনার নির্দেশ আমরা মান্য করি। আর যখন তারা আপনার দরবার থেকে বেরিয়ে আসে তখন আপনার নির্দেশের বিপরীত করে। আর আপনি তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দিন এবং আমি যে তাদের প্রতিশোধ নিতে পারি, এ ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্ পাকের সোপর্দ করুন, আপনার সমস্ত কাজের অভিভাবক আল্লাহ্ পাককে মনে করুন। কর্মবিধায়ক ও অভিভাবক এবং সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী হিসাবে আপনার সর্বময় কাজে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

(٨٢) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

৮২. তারা কি কুরআনের মধ্যে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও তরফ থেকে হত তবে তাতে তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেত।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "আল্লাহ্ পাকের বাণী এর অর্থ- হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যা বলেন, তারা তা পরিবর্তন করে। তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুধাবন করে না? যদি তারা অনুধাবন করত তাহলে তারা আপনার আনুগত্য ও হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাকের কিতাবকে দলীল হিসাবে বুঝতে পারত। আর তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ কুরআনের যা কিছু আপনি তাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারত। কেননা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতসমূহের অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ এর হুকুমগুলো সংগতিপূর্ণ; কুরআন পাকের কিছু অংশ অন্য অংশের সত্যতা প্রমাণ করে। এই কুরআন পাক যদি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তাহলে এর হুকুমগুলো অসংগতিপূর্ণ হত; আয়াতসমূহের অর্থও পরস্পর বিরোধী হত এবং কিছু অংশ অন্য অংশের ভুলত্রুটি প্রকাশ করে দিত। যেমন বর্ণিত আছে।

৯৯৮৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী বিরোধপূর্ণ নয়, তা যথার্থ সত্য এবং তাতে কোন মিথ্যা নেই। মানুষের কথা বিরোধপূর্ণ হতে পারে।

৯৯৮৮. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআন পাকের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রমাণ করে না এবং এক অংশ অন্য অংশের বিপরীতও নয়। কুরআন পাকের কোন বিষয়ই মানুষের কাছে অজানা নয়। আর যদি কিছু অজানা থাকে তা মানুষের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার ফসল। এরপর তিনি وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا তিলাওয়াত করেন। কাজেই প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হল একথা বলা যে " كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ " "সব কিছুই মহান আল্লাহ্র নিকট হতে।" আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা; কুরআনের এক অংশকে অন্য অংশের সাথে বিরোধপূর্ণ মনে না করা; কুরআনের কোন আয়াতের মর্ম বুঝতে যদি বান্দা কোন অজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তাহলে তাকে বলতে হবে, "আল্লাহ্ পাক যা ইরশাদ করেন তা সবই সত্য। তাকে আরো জানতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক এমন কথা বলেন না, পরক্ষণেই তিনি যা বাতিল করে দেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যা কিছু আসে তার মর্মের প্রতি প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।"

৯৯৮৯. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, يتدبرون -এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কুরআন মজীদকে গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য তারা চেষ্টা করে না কেন?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(৮৩) وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهٖ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهٗ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ○

৮৩. যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।

ইমাম তাবারী (র.) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, রাসূল (সা.) যা বলেন তার পরিবর্তন সাধনকারী কাফিরদের কাছে যখন মুসলমান সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোন খবর পৌঁছে যেমন এরূপ সংবাদ পৌঁছে যে, মুসলিম বাহিনী শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে নিজেদের নিরাপত্তা ও শান্তি বিধান নিশ্চিত করেছেন অথবা এরূপ সংবাদ পৌঁছে যে, তাদের প্রতি শত্রুরা মারাত্মক আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে তখন তারা এ খবরটি রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছার পূর্বে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তা প্রচার করে বেড়ায়।

৯৯৯০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, أَذَاعُوا بِهٖ -এর অর্থ হল তারা অতি দ্রুত তা প্রচার ও প্রসার করে থাকে।

৯৯৯১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মুসলিম সেনাবাহিনী শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন অথবা তাঁরা শত্রুদের ভয়ে সাময়িকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছেন। তখন তারা তা এমনভাবে প্রচার করে যে তাঁদের ব্যাপারসমূহ শত্রুদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছায়।

৯৯৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اذاعوا به -এর অর্থ হল তারা অতিদ্রুত ও ব্যাপক আকারে প্রচার করে থাকে।

৯৯৯৩. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, যখনই মুসলিম সেনাবাহিনী কোথায়ও যুদ্ধ করতেন তখন দুনিয়ার মানুষ এর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত। তারা বলত, মুসলিম সেনাবাহিনী শত্রুর হাতে মার খেয়েছে এভাবে এভাবে। আবার মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে শত্রুরা মার খেয়েছে এভাবে এভাবে। তারা তাদের মধ্যে এ খবর রটাত। অথচ রাসূল করীম (সা.)-এর কাছে তখনো কোন সংবাদ পৌছানো হয়নি অথবা তিনিও কাউকে এ বিষয়ে কোন সংবাদ দেননি।

বর্ণনাকারী ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, أَذَاعُوا بِهِ -এর অর্থ হল তারা প্রকাশ ও প্রচার করেছে।

৯৯৯৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَذَاعُوا بِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তা প্রচার করে বেড়াত। তিনি আরো বলেন, যারা এরূপ প্রচার করত তারা হচ্ছে মুনাফিক অথবা অন্যান্য লোক যারা সমাজে দুর্বল ও অসহায় বলে পরিচিত ছিল।

৯৯৯৫. আবূ মু'আজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যারা এ খবর প্রচার করে তারা মুনাফিক।"

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ -এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন সংবাদ মুনাফিকদের কাছে পৌছার পর যদি তারা তা রাসূল (সা.) কিংবা যারা কর্মবিধায়ক তাদের গোচরে আনত এবং এ সংবাদ প্রচার করত, যাতে তাঁরা এ সংবাদটির সত্যতা যাচাই করতে পারত। সত্য হলে তা প্রচার করতেন আর অসত্য হলে তারা বিহিত ব্যবস্থা করতেন।

আয়াতে لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ -এর অর্থ হচ্ছে খবরটির সঠিক তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৯৯৯৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ -এর অর্থ হল, যদি এরা চুপ থাকত এবং রাসূল (সা.) কিংবা ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে খবরটি তাদের গোচরে আনত তাহলে রাসূল (সা.) কিংবা ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে তথ্য অনুসন্ধানকারীরা সত্যতা যাচাই করত।

৯৯৯৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ -এর অর্থ হল, তাদের উলামায়ে কিরামের কাছে যদি তারা উত্থাপন করত তাহলে যারা তথ্য সম্বন্ধে গবেষণা করে এবং তাঁদের গুরুত্ব দেয় তাঁরা তার সত্যতা যাচাই করতে পারত।

৯৯৯৮. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ولو ردوه الى الرسول-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা খবরটি রাসূল (সা.)-এর গোচরে আনত তাহলে রাসূল (সা.) সত্যতা যাচাই করে তাদেরকে প্রকৃত সংবাদটি পরিবেশন করতেন। তিনি আরো বলেন, এর অর্থ হল তাদের মধ্যে যারা ধর্ম-শাস্ত্রবিদ এবং প্রজ্ঞাবান।

৯৯৯৯. আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে এর অর্থ ইল্‌ম এবং الذين يستنبطونه منهم -এর অর্থ যারা তথ্য সংগ্রহ করে ও তার সত্যতা যাচাই করে।

১০০০০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন لعلمه الذين يستنبطونه منهم -এর অর্থ যারা তথ্য সম্বন্ধে জানতে চান এবং তার সত্যতা যাচাই করেন।

১০০০১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি يستنبطونه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য শব্দটিতে উল্লেখিত 'ه' সর্বনামের অর্থ হল তাদের কথা। আর তা হল- কি হয়েছে? তোমরা কি শুনেছ? ইত্যাদি।

১০০০২. মুজাহিদ (র.) অন্যসূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০০০৩. আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন الذين يستنبطونه -এর অর্থ হল, তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান করে।

১০০০৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ -এর অর্থ হল, যারা তথ্য অনুসন্ধান করেন তারা জানতে পারেন।

১০০০৫. উবায়িদ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) বলেন, আমি দাহ্‌হাক (র.)-কে يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, এর অর্থ যারা তথ্য অনুসন্ধান করে।

১০০০৬. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ হতে وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ পর্যন্ত পাঠ করে এর ব্যাখ্যায় বলেন- যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন তারা কোন সংবাদ সম্বন্ধে অবগত হলে এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করেন, যদি ভিত্তিহীন হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। আর যদি সত্য হয়, তা প্রচারিত করেন। তিনি আরো বলেন যে, এ হল যুদ্ধ ক্ষেত্রেরই ব্যাপার। এরপর তিনি পাঠ করেন اذا عوابه এবং যদি তারা এরূপ প্রচার না করত তাহলে কতই না উত্তম হত। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান এবং রহমত যদি তোমাদের প্রতি না হত তবে তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই শয়তানের তাবেদারী করতে। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ পাক নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন, যে বিপর্যয়ে মুনাফিকরা পতিত

হয়েছে। এ সমস্ত মুনাফিকদেরকে যখন রাসূল (সা.) কোন কাজের নির্দেশ দিতেন তখন তারা বলত, 'আমরা আনুগত্য করি। কিন্তু যখন তারা নবীজীর দরবার থেকে বেরিয়ে আসত তখন রাসূল (সা.) যা বলতেন তার বিপরীত করত। আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের প্রতি মেহেরবান না হতেন তাহলে কিছু সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই শয়তানের আনুগত্য করতে। (নিসা ঃ ৭১) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوْ انْفِرُوْا جَمِيْعًا তাদেরকেই বুঝান হয়েছে।

القليل -শব্দের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। এ বিষয়ে যে এখানে সামান্য সংখ্যক কারা এবং কি তাদের গুণাবলী?

কেউ কেউ বলেন, القليل দ্বারা ক্ষমতা অধিকারীদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধানকারী তাদের বুঝান হয়েছে। আর لعلمه الذين يستنبطونه منهم -এ আয়াত যাদেরকে বুঝান হয়েছে তাদের থেকে এদেরকে القليل - দ্বারা পৃথক করে বুঝান হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০০৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, لعلمه الذين يستنبطونه منهم - দ্বারা যাদের কথা বলা হয়েছে এবং ولو لافضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان -এর দ্বারাও তাদেরকে বুঝান হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত।

১০০০৮. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, তোমরা সকলেই শয়তানের আনুগত্য করতে। আর لعلمه الذين يستنبطونه منهم আয়াতাংশে যাদের কথা বলা হয়েছে। الاقليلا দ্বারা তাদের থেকে পৃথক করে বুঝান হয়েছে।

১০০০৯. কাতাদা (র.) হতে আরও একটি সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতেংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল- তোমরা সকলেই শয়তানের আনুগত্য করতে। তিনি الا قليلا প্রসঙ্গে বলেন, এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে لعلمه আয়াতাংশে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১০০১০. কাতাদা (র.) হতে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, ইব্ন জুরায়জ (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, الا قليلا -এর মাধ্যমে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তারা রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলে, আমরা আপনার আনুগত্য করি। আর যখন তারা রাসূল (সা.)-এর দরবার হতে বের হয়ে যায় তখন তারা পূর্বে যা বলেছিল তার বিপরীত বলে থাকে। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হল-

যখন তাদের কাছে শান্তি বা ভয়ের কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা প্রচার করে। তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা এরূপ করেনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০১১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- আয়াতের প্রথমাংশে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। আর الا قليل দ্বারা মু'মিনগণকে বুঝান হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ، قَيِّمًا অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি তার বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি বক্রতা রাখেননি, এটাকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। (সূরা কাহাফ ঃ ১-২) অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি সঠিক ও সুদৃঢ় কিতাব নাযিল করেছেন যাতে কোন বক্রতা নেই।

১০০১২. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতের শেষ অংশ প্রথমে এবং প্রথম অংশ শেষে নিলে অর্থ দাঁড়াবে।

"তারা এ সংবাদ প্রচার করে কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক তা করে না। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ না হত, তাহলে কম বা বেশী কেউ নাজাত পেত না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন الا قليلا কথাটি لاتبعتم الشيطان থেকে পথক করে বলা হয়েছে। তারা বলেন, আয়াতের অর্থ হল যাদেরকে পৃথক করা হয়েছে তারা এমন লোক যারা অন্যদের ন্যায় শয়তানের আনুগত্য করতে ইচ্ছা করেনি। তাই আল্লাহ্ পাক ঐসব লোককে যুক্ত করেছেন এবং তাঁর নিয়ামত দানে ভূষিত করেছেন এবং অন্যদের নিকট থেকে তাদের পৃথক করে দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০১৩. উবায়দ ইব্ন সুলায়মান (র.) বলেন, দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা হলেন রাসূল করীম (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরাম। তারা শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে বর্ণনা করেননি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হল, "যদি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হত তাহলে তোমরা সকলেই শয়তানের আনুগত্য করতে।" তারা আরো বলেন, الا قليلا কথাটি শব্দগত ভাবে استثناء অথচ এর দ্বারা সকলকেই সামগ্রিকভাবে বুঝানো হয়েছে। যদি তাদের উপর আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ও রহমত না হত তাহলে তাদের কেউ বিভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ পেত না। তাই الا قليلا কথাটি সামগ্রিকভাবে বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এর সমর্থনে তিরমাহ্ ইব্ন হাকীম কবিরের একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইয়াযীদ ইব্ন আল মিহ্লাবের প্রশংসায় কবি বলেন اسم كثير يدى النوال * قليل المثالب والقادحة অর্থাৎ, "আমার প্রভু বড় ও উঁচু

নাকের অধিকারী।" অন্য কথায়, "তিনি অভিজাত বংশের লোক খুবই দানশীল, তার দোষ-ত্রুটি খুবই কম।" ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ কথার ব্যহ্যিক অর্থ হল, "প্রভুর দোষ-ত্রুটি কম রয়েছে বিধায় তাঁর প্রশংসা করা হয়।" কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হল, তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। কেননা যদি কোন দোষীলোক সম্পর্কে বলা হয় যে, তার মধ্যে কম দোষ রয়েছে,তাহলেও তার দোষ বর্ণনা করা হল, তার প্রশংসা করা হল না। যদিও কম দোষের কথা বলে সমস্ত দোষ অস্বীকার মুক্ত করা হল না। অনুরূপভাবে لاتبعتم الشيطان الا قليلا -এর মাধ্যমেও বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা সবাই শয়তানের আনুগত্য করতে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "উপরোল্লিখিত চারটি বক্তবের মধ্যে আমার মতে চতুর্থ বক্তব্যই সঠিক। القليل শব্দটিকে لاذاعة বা প্রচার কার্য থেকে لاستثناء করা হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতটির অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ

"যখন তোমাদের কাছে শান্তি কিংবা শংকার কোন সংবাদ পৌঁছে তখন কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই না জেনে এবং না যাচাই করে এ সংবাদ প্রচার করতে থাকে। যদি তারা তা প্রচার না করে রাসূল (সা.)-এর গোচরে আনত (তবে তা কতই না ভাল হতো)।

তিনি আরো বলেন, "এ বক্তব্যটি উত্তম বলার কারণ, তা ব্যতীত উপরে যতগুলো বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাতে শয়তানের আনগত্য থেকে কিছু সংখ্যক লোকের পরিত্রাণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, لاتبعتم الشيطان থেকে استثناء শুদ্ধ বলে ধরে নেয়া বৈধ নয়, কেননা উল্লেখিত বান্দাদের সাথে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে বলে বলা হয়েছে। কাজেই তাদেরকে শয়তানের আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা বৈধ হবে না।

অধিকন্তু আরবী ভাষায় কোন শব্দের অধিক ব্যবহৃত প্রকাশ্য অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ নেয়া বৈধ নয়। অন্যদিকে এরূপ অধিক ব্যবহৃত প্রকাশ্য অর্থে অত্র আয়াতের অর্থ নেয়ার জন্যে আমাদের হাতে যুক্তি রয়েছে। কাজেই উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের সাথে এ আয়াতের অর্থ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে তার অর্থ হবে, لاتبعتم الشيطان جميعا অর্থাৎ তোমরা সকলেই শয়তানের আনুগত্য করতে। এরপর ধারণা করা যে, الا قليلا -বাক্যাংশটি সামগ্রিকতার প্রতীক হিসাবে বিবেচ্য।

অনুরূপভাবে, لعلمه الذين يستنبطونه منهم থেকে الا قليلا কে استثناء হয়েছে বলে মনে করারও কোন যুক্তি নেই। কেননা হযরত রাসূল (সা.) এবং ক্ষমতার অধিকারীদের গোচরে বিষয়টি আনয়ন করার পর রাসূল (সা.) ও ক্ষমতার অধিকারিগণের বিস্তারিত বর্ণনার পর প্রতিটি তথ্য অনুসন্ধানকারীর ক্ষেত্রে এ সর্ম্পকে জ্ঞান সমভাবে প্রযোজ্য কাজেই কিছু সংখ্যক তথ্য অনুসন্ধানকারীকে استثناء করা। অর্থাৎ তারা সকলে সমপর্যায়ের জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বে কাউকে অধিক জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করার যুক্তি থাকতে পারে না। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় আমাদের সমর্থিত অভিমতটি ব্যতীত অন্যান্য তিনটি অভিমতে ত্রুটি রয়েছে। কাজেই আমাদের

সমর্থিত চতুর্থ অভিমতটিই অধিক স্থায়ী। আর তা হচ্ছে اذاعة থেকেই استثناء মানতে হবে অন্য কিছু থেকে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٨٤) فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝

৮৪. সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার পথে সংগ্রাম করুন, আপনাকে শুধু আপনার নিজের জন্য **দায়ী করা হবে এবং মু'মিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন, হয়ত আল্লাহ্ কাফিরদের শক্তি সংযত করবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তি দানে কঠোরতর।**

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে,"হে মুহম্মাদ (সা.)! আল্লাহ্ পাকের শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য মনোনীত দীন ইসলামকে সমুন্নত রাখার জন্যে, আপনি জিহাদ করুন। তিনি আরো বলেন, আয়াতে উল্লেখিত لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ -এর অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহ্র শত্রু ও আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাকে যুদ্ধ করার জন্যে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ নির্দেশ পালনে আপনি যতদূর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তার জন্যে আপনি দায়ী; অন্যদের জন্য আপনি দায়ী নন। তাই আপনি যা অর্জন করেছেন তার হিসাব আপনার থেকে নেওয়া হবে; অন্যদের হিসাব আপনার থেকে নেওয়া হবে না।" অনুরূপভাবে আপনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার হিসাব আপনার থেকে নেওয়া হবে, অন্যদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে হিসাব আপনার থেকে নেওয়া হবে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যাদের আপনার সাথী হয়ে যুদ্ধ করার জন্যে হুকুম দিয়েছি তাদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন। যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদকে যারা স্বীকার করে না এবং আপনার রিসালাতকে অস্বীকার করে এসব কাফিরদের শক্তি ও আত্যাচার আপনার ও মু'মিন বান্দাদের থেকে খর্ব করবেন।" عسى শব্দটি আরবী ভাষায় সংশয় বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

আলোচ্য وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا -এর এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, "হে মুহাম্মদ! আপনি ও আপনার সাহাবায়ে কিরামকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কাফিররা যেরূপ শক্তি রাখে বলে মনে করে, তার চেয়ে বেশী শক্তি আমার। কাজেই আপনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বিরত থাকবেন না। আমি তাদেরকে শাস্তি ও কষ্ট দেয়ার বিষয়টি আমার নজরে আছে। নিশ্চয়ই তাদের যড়যন্ত্র ও শক্তি অতি দুর্বল। সত্য সব সময় তাদের উপর সমুন্নত থাকবে।"

التنقيل শব্দটি مصدر যেমন ঃ কাউকে কোন প্রকার শাস্তি দিতে হলে বলা হয়ে থাকে, نَكَلْتُ بفلان - فانا انكل به تنكيلا - অর্থাৎ "আমি অমুকের দ্বারা কষ্ট বা শাস্তি পেয়েছি, কাজেই আমিও তাকে শাস্তি দেব।"

যেমন বর্ণিত আছে-

১০০১৪. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَشَدُّ تَنْكِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল عقوبة বা শাস্তি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٨٥) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

৮৫. যে ব্যক্তি (অপরকে) ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, সে মন্দের বোঝার ভাগী হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলাই সব বিষয়ে শক্তিদানকারী।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা.)-কে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন। যে কেউ আপনার সাহাবায়ে কিরামকে তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করবে, তথা মহান আল্লাহ্র রাহে জিহাদের সহায়ক হবে, সে তার সওয়াবের অংশ লাভ করবে। কাফিরদেরকে মু'মিন বান্দাদের বিরুদ্ধে হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এমন কি তাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করে, এ সুপারিশের জন্যেও শাস্তির অংশীদার হবে। আয়াতে উল্লেখিত كِفْلٌ অর্থ, পাপের অংশ-বিশেষ। পরস্পরের জন্য সুপারিশ। তবে এ আয়াতের বিশেষ শানে নুযূল ও তারা অস্বীকার করেন না বরং তারা বলেন, বিশেষ ক্ষেত্রে নাযিল হলেও আয়াতের অর্থ ব্যাপক।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, তার কারণ হলো পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত নবী করীম (সা.)-কে আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন মু'মিনদেরকে। জিহাদের উদ্বুদ্ধ করতে। আর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পুরস্কারের জন্য ওয়াদা করলেন, যিনি আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং এমন ব্যক্তিকে শাস্তির ওয়াদা দিলেন, যে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর ডাকে সাড়া দেয়নি। এ ব্যাখ্যাটি মানুষের পরস্পরের প্রতি সুপারিশের জন্য উদ্বুদ্ধ করা থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা পরস্পরের প্রতি সুপারিশের ব্যাখ্যাটির সংশ্লিষ্ট উল্লেখ এ আয়াতের পূর্বেও নেই এবং পরেও নেই।

যাঁরা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি করেছেন ঃ

১০০১৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এখানে সুপারিশের অর্থ মানুষের পরস্পরের জন্য সুপারিশ।"

১০০১৬. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক সনদে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০০১৭. হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যার ভাল কাজের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে তার জন্য রয়েছে দুটো পুরস্কার। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا এবং يُشَفَّعْ বলেন নি। এখানে সুপারিশ মঞ্জুর হবার শর্ত আরোপ করা হয়নি। (এতে বুঝা যায় সুপারিশের জন্য একটি পুরস্কার এবং মঞ্জুর হলে দুটো পুরস্কার দেয়া হবে)।

১০০১৮. হাসান বসরী (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কেউ ভাল কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য তার বিনিময় লেখা হতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত সেই কাজ জারী থাকবে।

১০০১৯. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "যদি কেউ ভাল কাজের সুপারিশ করে এবং যার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে সে যদি তাতে আমল করে, তাহলে সুপারিশের সওয়াব দুইজনেই পাবে।" মন্দ কাজের সুপারিশেরও জন্য অনুরূপভাবে দু'জন অংশীদার হবে।

যারা كِفْلٌ -এর অর্থ نصيب বা অংশ বলেছেন ঃ

১০০২০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, نَصِيْبٌ -এর অর্থ, অংশ। আর كِفْلٌ -এর অর্থ, পাপ।

১০০২১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র উল্লেখিত كفل -এর অর্থ, অংশ।

১০০২২. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كفل -এর অর্থ, খারাপ অংশ।

১০০২৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এ আয়াতাংশে كفل ও نصيب দুটোর অর্থই এক। অর্থাৎ অংশ।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন। يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ অর্থাৎ তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার। (সূরা হাদীদ ঃ ২৮)

তাবারী (র.) বলেন, "ব্যাখ্যাকারগণ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ হল। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর রক্ষক ও সাক্ষী।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০২৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, مقيتا - এর অর্থ, রক্ষক।

১০০২৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مُقِيتًا -এর অর্থ, সাক্ষী।

১০০২৬. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০০২৭. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সনদে বর্ণিত আছে, যে مُقِيتًا -এর অর্থ-সাক্ষী, হিসাব গ্রহণকারী ও রক্ষক।

১০০২৮. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য একটি সনদে আছে যে مقيت অর্থ-হিসাব গ্রহণকারী।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, "আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হল, 'তিনি প্রতিটি বস্তুর শৃঙ্খলা রক্ষাকারী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০২৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উল্লেখিত مقيت অর্থ, শৃংখলা রক্ষাকারী।

তাফসীরকারগণের কেউ কেউ বলেন, مقيت -এর অর্থ, শক্তিমান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৩০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন مقيت অর্থ, শক্তিমান।

১০০৩১. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান مقيت অর্থ শক্তিমান।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে ঐ বক্তব্যটি সঠিক, যেখানে বলা হয়েছে যে مقيت অর্থ শক্তিমান। কুরায়শদের ভাষায় مقيت অর্থ শক্তিমান। এ অর্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর একটি কবিতা রয়েছে ঃ

وذى ضغف كففت النفس عنه لا وكنت على مساءه مقيتا অর্থাৎ হিংসা থেকে আমি নিজকে রক্ষা করতে পেরেছি। অন্য দিকে আমি তার অনিষ্ট করার ব্যাপারেও ছিলাম শক্তিমান।" এখানে مُقِيتًا -এর শক্তিমান। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

১০০৩২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقيت অর্থাৎ অধীনস্থ ব্যক্তির অধিকার বিনষ্ট করা একটি পাপ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٨٦) وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

৮৬. আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয়, তখন তোমরা তার চেয়ে ভাল কথায় জবাব দাও, অথবা অনুরূপ কথাই বলে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সববিষয়ে হিসাব গ্রহণ করবেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ, যদি কেউ তোমাদের দীর্ঘায়ু, স্থায়িত্ব, ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করে তাহলে তোমরাও তার জন্য এর থেকে উত্তমভাবে দু'আ করবে অথবা সে যেরূপ দু'আ করেছে তোমরা সেই ধরনের দু'আ করবে।

ব্যাখ্যাকারগণ تَحِيَّة -এর অর্থে একাধিক মত পোষণ করেছেন ঃ কেউ কেউ বলেন, যদি একজন আরেকজনকে বলে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবং তিনি উত্তরে বললেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ আর সমপরিমাণ সালাম হল। السَّلَامُ عَلَيْكُمْ অথবা وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৩৩. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন যদি কেউ তোমাকে সালাম দেয় তাহলে তুমি তাকে السلام عليك অথবা وعليكم السلام বলবে যেমন সে তোমাকে বলেছিল।

১০০৩৪. আ'তা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১০০৩৫. আ'তা (র.) হতে অন্য এক সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০০৩৬. আবূ ইসহাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "শুরায়হ (র.)-কে সালাম করলে তিনি উত্তরে অনুরূপভাবে (السلام عليكم) জবাব দিতেন।

১০০৩৭. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তাকে সালামের জবাবে বলতেন السلام عليكم ورحمة الله।

১০০৩৮. ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, সালামের জবাবে তিনি শুধু وعليكم বলতেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন- এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল-উত্তমভাবে মুসলমানদের সালামের জবাব দেবে। কাফিরদের বেলায় সম-পরিমাণে জবাব দেবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৩৯. আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার মাখলুকের মধ্য থেকে অগ্নি-উপাসক যদি তোমাকে সালাম দেয়, তুমি তার জবাব দিও। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

১০০৪০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের সালামের জবাব উত্তমভাবে দিও। আর কিতাবীদের বেলায় শুধু জবাব দিও।

১০০৪১. অন্য এক সনদে কাতাদা (র.) হতে অন্য এক সনদে অনরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০০৪২. কাতাদা (র.) হতে অন্য একটি সনদে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০০৪৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার পিতা বলতেন, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল উত্তমভাবে সালামের জবাব দেওয়া। আর যদি কোন অমুসলিম সালাম দেয়, সমপরিমাণে জবাব দেবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যের মধ্যে যাতে বলা হয়েছে যে এ বিধি-ব্যবস্থাটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই শ্রেয়। এতে রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান সালাম প্রদান করে তবে তার জবাবে উত্তম অথবা অনুরূপ অভিবাদন প্রদান করতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে রয়েছে যে, কাফিরের অভিবাদনের উত্তরে তার থেকে হীনতর অভিবাদন প্রদান করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য অথচ মুসলমানের সালামের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম কিংবা অনুরূপ অভিবাদন প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

হুযূর আকরম (সা.) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আমাদের বক্তব্য তারই অনুরূপ। যেমনঃ

১০০৪৪. সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি একদিন রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জবাবে বললেন, عليك ورحمة الله এরপর দ্বিতীয় জন এলেন এবং বললেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন وعليك ورحمة الله وبركاته। এরপর তৃতীয় জন এলেন এবং বললেন السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته রাসূল (সা.) জবাবে বললেন وعليك তখন তৃতীয় জন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। অমুক অমুক আপনার দরবারে এলেন এবং সালাম দিলেন। আপনি তাদের সালামের জবাবে আমাকে যা বলেছেন, তার চেয়ে বেশী বলেছেন।

রাসূল (সা.) বললেন, তুমি তো আমার জন্যে কিছুই বাকী রাখলে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا সুতরাং আমিও তোমার সমপরিমাণ সালামের জবাব দিলাম।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ পাকের কিতাবে যেভাবে সালামের জবাব দেওয়ার হুকুম রয়েছে, সেভাবেই সালামের জবাব দেওয়া কি ওয়াজিব?

উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ। মুতাকাদ্দিমীন আলিম পূর্ববর্তী আলিমগণের একদল তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৪৫. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূল (সা.) সালামের জবাবে দেওয়াকে ওয়াজিব মনে করতেন।

১০০৪৬. হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাম দেয়া নফল এবং তার জবাব দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন- হে মানবজাতি! তোমরা যা কিছু আমল কর, তা ইবাদত হোক, আর পাপ হোক, তোমাদের সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সংরক্ষিত আছে। তিনি তোমাদেরকে তার পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন। যেমন বর্ণিত আছে।

১০০৪৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানে حسيبا অর্থ حفيظا অর্থাৎ- রক্ষক।

১০০৪৮. অপর সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের حسيب শব্দটি حساب থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ- গণনা করা। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে যে حاسبت فلانا على كذا وكذا এবং فلان حاسبه على كذا এবং هو حسيبه অর্থাৎ তিনি তার হিসাব গ্রহণকারী।

বসরার কিছু সংখ্যক ভাষাবিদগণ মনে করেন حسيب -এর অর্থ যথেষ্ট। আরবী ভাষায় এর ব্যবহার এভাবে হয়। حَسْبِىْ كذا كذا (ঐ বস্তুটি আমার জন্য যথেষ্ট) ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যাটি নির্ভুল নয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী

(٨٧) اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا ○

৮৭. আল্লাহ্ পাক, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ বন্দেগীর উপযুক্ত নেই। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, আর কথাবার্তায় আল্লাহ্ পাকের চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে হবে?

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, اَللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ব্যাখ্যা হল আল্লাহ্ তা'আলা এমন মা'বূদ যিনি ভিন্ন অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক ইবাদতকারীর ইবাদত ও আনুগত্য নিবেদিত।

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন। তোমাদের মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থান করবেন এবং হিসাব নিকাশের স্থানের তোমাদেরকে একত্র করবেন যেখানে তিনি সকলের আমলের বদলা দেবেন এবং মু'মিন ও কাফিরদের ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত ফায়সালা দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে সংবাদ প্রদান করছেন তার মর্মকথা তোমরা উপলব্ধি কর। কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদের একত্রিত করা হবে ঈমানদারগণকে সওয়াব এবং তাদের ও গুনাহ্গারদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে। অতএব এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ করবে না।

মহান আল্লাহ্পাকের বাণী ঃ

(৮৮) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

৮৮. (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের কি হল যে তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হলে? **অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি চাও তাকে হিদায়েত করবে? আর মনে রেখ যাকে আল্লাহ্ পাক পথভ্রষ্ট করে রাখেন তোমরা তার জন্য কোন পথ পাবে না।**

ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ (তোমাদের হল কি যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হল যে মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অর্থাৎ তাদের রক্ত দায়মুক্ত ঘোষণা করে এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় মুশরিকদের স্তরে ফিরিয়ে দিয়েছেন اِرْكَاس - শব্দের অর্থ ফিরিয়ে দেয়া।

কবি উমাইয়া ইব্ন আবিস আলত-এর পংক্তিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। فَاُرْكِسُوْا فِىْ حَمِيْمِ النَّارِ اِنَّهُمْ كَانُوْا عُصَاةً وَقَالُوْا الاِفْكَ وَالزُّوْرَ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে জাহান্নামের ফুটন্ত পানিতে, নিঃসন্দেহে তারা ছিল নাফরমান অবাধ্য এবং তারা বলত অসত্য ও মিথ্যা। এ সূত্রেই বলা হয়। اَرْكَسَهُمْ اَرْكَسَهُمْ (তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য এর পাঠরীতিতে الف ছাড়া رَكَسَهُمْ রয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সকল মুনাফিক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে গিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীদেরকে বলেছিল, আমরা যদি এটিকে প্রকৃত যুদ্ধ বলে জানতাম তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম (৪ ঃ ১৬৭)। স সকল মুনাফিকদের ব্যাপারে সাহাবিগণের মধ্যে একাধিক মত পোষণ করার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৪৯. যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধে যাত্রা করেন তখন সাথীদের মধ্য থেকে একটি দল পেছনের দিকে ফিরে যায়। এরপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এক দল বললেন, আমরা মুনাফিকদেরকে হত্যা করব। অপর দল বললেন, না তাদেরকে হত্যা করব না। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এরপর মদীনা শরীফের মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এ হচ্ছে তাইয়্যেবা অর্থাৎ পবিত্র নগরী। এ মদীনা তার সকল অপবিত্রতাকে অপসারণ করে দেবে যেমন আগুন দূরীভূত করে রূপার ময়লাকে ।

১০০৫০. যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা থেকে বের হলেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০০৫১. যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে অপর আর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। সাহাবিগণের এক দল বললেন, 'আমরা তাদেরকে হত্যা করব"। অপর দল বললেন, হত্যা করব না" এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন– একদল লোক মক্কা থেকে মদীনায় এসে মুসলমানদের নিকট নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এরপর পুনরায় মক্কা ফিরে গিয়ে শির্কে লিপ্ত হয়। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সাহাবায়ে-কিরাম একাধিক মত পোষণ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, একদল লোক মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনায় আসে। তারা নিজেদেরকে মুহাজির হিসাবে মনে করত। তারপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। মক্কা থেকে তাদের ধন-সম্পদ মদীনায় এনে ব্যবসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। এরপর তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সহাবায়ে কিরাম (রা.) একাধিক মত প্রকাশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলছিলেন, এরা মুনাফিক।

আবার কেউ কেউ বলেছিলেন, এরা মু'মিন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুনাফিক এবং তাদের সঙ্গে জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন।

মক্কা থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে তারা যাত্রা করেছিল মদীনা অভিমুখে। পথিমধ্যে সাক্ষাত ঘটে আলী ইব্ন উ'আয়াইমির কিংবা হিলাল ইব্ন উআয়াইমির আসলামী এর সাথে। নবী করীম (সা.)-এর সাথে ইব্ন উ'আয়ামির পূর্বে চুক্তি ছিল। এই ইব্ন উআইমির নিজের সম্প্রদায়ের এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তার চুক্তি থাকায় এবং ঐ মুনাফিকরা তাকেই মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করায় সে তাদেরকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

১০০৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি আরো বলেন, অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কপটতার মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। অবশ্য তখন-ই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ সংঘটিত হয়নি। নিজেদের মালপত্র নিয়ে তারা হিলাল ইব্ন উআইমির নিকট আসে এবং তাঁর সাথে নবী করীম (সা.)-এ মৈত্রী চুক্তি ছিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং সাহাবায়ে কিরামের (রা.) এ মতভেদ ছিল একদল মুশরিক সম্পর্কে। তারা মক্কায় ইসলাম প্রকাশ করেছিল অথচ তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করত।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৫৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَمَالَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মক্কায় এমন একদল লোক ছিল, যারা মুখে ইসলামের কথা বললেও মুশরিকদের সাহায্য করত।

কোন এক প্রয়োজনে তারা মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়। তারা বলেছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবিগণের সাথে আমাদের সাক্ষাত হলে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।"

এদিকে সাহাবিগণ অবহিত হলেন যে, ওই লোকগুলো মক্কা থেকে বের হয়েছে। সাহাবিগণের এক অংশ বললেন, কাল বিলম্ব নয় এক্ষুণি অগ্রসর হও, ওই পাপিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। তারাইতো তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করে। সাহাবিগণের অপর অংশ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আপনারা কি হত্যা করবেন এমন এক সম্প্রদায়কে যারা আপনাদের ন্যায় কথা বলে? তারা হিজরত করে ঘরবাড়ী ত্যাগ করেনি বলেই কি তাদের জান-মাল বিনষ্ট করা বৈধ হয়ে যাবে? এভাবে সাহাবিগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে ছিলেন। কোন পক্ষকেই তিনি বাধা দেননি।

এমতাবস্থায় নাযিল হল,

فَمَالَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ

১০০৫৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কুরায়শ বংশের দু'জন লোক মুশরিকদের সাথে মক্কায় বসবাস করত। তারা মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু হিজরত করে নবী (সা.)-এর নিকট মদীনায় আসেনি। একবার ঐ দু'জন লোক মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে দেখা হয়।

সাহাবিগণের একদল বললেন, এ দু'জনের জান ও মাল আমাদের জন্য বৈধ। অপর দল বললেন, না বৈধ নয়। এ বিষয়ে সাহাবায়ে-কিরাম পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন,

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ ...... وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ

১০০৫৬. মামর ইব্ন রাশেদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট কথা পৌঁছেছে যে, একদল মক্কাবাসী পত্রযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানিয়েছিল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এটা ছিল মিথ্যা। পরবর্তীতে মুসলমানগণের কেউ কেউ বললেন, এদের রক্তপাত বৈধ। তাঁদের আরেক দল বললেন, এদের রক্তপাত বৈধ হবে না।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন فَمَالَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَاكَسَبُوْا

১০০৫৭. উবায়দ ইব্ন সুলায়মান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছিল যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হিজরত করেনি। মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল এবং ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) একাধিক মত পোষণ করেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তাদের দায়িত্ব নিতে চাইলেন, আর অপর দল দায়িত্ব নিতে চাইলেন না।

দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হিজরত করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাদের ব্যাপারে মু'মিনদের কোন দায়িত্ব নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সাহাবিগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন মদীনায় বসবাসরত একদল মুনাফিক সম্পর্কে। তারা মদীনায় বসবাস করছিল। তারা মুনাফিকী করে মদীনা থেকে বের হবার ইচ্ছা করেছিল।

যাঁরা এমত সমর্থন করেন ঃ

১০০৫৮. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াত সম্পর্কে বলেন, কতেক মুনাফিক লোক মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। মু'মিনদেরকে তারা বলেছিল আমরা গ্রামীণ লোক,

মদীনার পরিবেশ ও আবহাওয়া আমাদের অনুকূলে নয়, আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তাই আমরা মদীনা থেকে বেরিয়ে 'যাহ্‌র' নামক স্থানে সাময়িকভাবে বসবাস করব। সুস্থতা লাভের পর আমরা পুনরায় মদীনায় ফিরে আসব। এরপর তারা মদীনা ত্যাগ করে। তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একাধিক মত প্রকাশ করলেন। একদল বললেন তারা মুনাফিক, আল্লাহ্‌র দুশমন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, এ-ই আমাদের কাম্য। অপর দল বললেন, না, বরং তারা আমাদের দীনীভাই। মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হওয়ায় এবং তারা অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাহ্‌র অঞ্চলে গিয়েছে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে। সুস্থতা লাভের পর তারা মদীনায় ফিরে আসবে। এতদুপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে নাযিল করলেন فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ অর্থাৎ তোমাদের হল কি যে, তাদের বিষয়ে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছ? আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাফসীরকারগণের অপর দল বলেন, সাহাবায়ে কিরামের এ মত পার্থক্য ছিল আহ্‌লুল ইফ্‌ক (অপবাদ রটনাকারীদের) ব্যাপারে, যারা উম্মুল মু'মীনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে অপবাদ রটনা করেছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৫৯. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَمَالَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ প্রসঙ্গে ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন আয়াতটি নাযিল হয়েছে, ইব্‌ন উবায়্য মুনফিককে উপলক্ষ করে যখন সে হযরত আইশা (রা.) সম্পর্কে (অশালীন) মন্তব্য করেছিল।

১০০৬০. ইব্‌ন যায়দ বলেন فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ ...... حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি যখন নাযিল হল তখন সা'দ ইব্‌ন মা'আয (রা.) বলে উঠলেন আমি আল্লাহ্ এবং রাসূলের সমীপে তার দলের সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য ইব্‌ন সালূলের দলের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করছি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "উল্লেখিত মন্তব্যগুলোর মধ্যে সে মন্তব্যটিই অধিক গ্রহণযোগ্য যারা বলেছেন যে, মক্কার একদল অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের একাধিক মত পোষণ করার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এটিকে আমরা অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছি এজন্যে যে, তাফসীরকারগণ প্রধানত দুটো বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেনঃ তাঁদের একদল বলেছেন যে, তারা ছিল মক্কার অধিবাসী আর দ্বিতীয় দল বলেছেন যে, তাঁরা ছিলেন মদীনায় বসবাসকারী। فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا (অতএব, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্ পাকের রাহে হিজরত করে (৪ ঃ ৮৯)। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝায় যে, তারা মদীনায় বসবাসকারী

ছিল না, কারণ তখন হিজরত ছিল সমগ্র কুফ্‌রী এলাকা ত্যাগ করে নবীর শহর মদীনায় আগমন। যে সকল মুনাফিক ও মুশরিক মদীনায় বসবাসকারী ছিল তাদের জন্যে অন্য কোন দেশে হিজরত ফরয ছিল না। কারণ, হিজরতের স্থল মদীনাই তাদের বাসস্থান।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন اَرْكَسَهُمْ মানে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৬১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যাকারগণের অপর দল বলেন, এর অর্থ হল তাদেরকে অধঃপতিত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৬২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ তাদেরকে অধঃপতিত করেছেন। তাদেরকে পতিত করেছেন।

ব্যাখ্যাকারগণের অপর দল বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন এবং ধ্বংস করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৬৩. কাতাদা (র.) বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

১০০৬৪. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ তাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

১০০৬৫. সুদ্দী (র.) থেকে বলেন, এর অর্থ, وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি চাও তাকে তার স্বীকৃতির মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করাতে? যাকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেন তাকে আর ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেন না।

এ আয়াতে সে সব মু'মিনদের সম্বোধন করা হয়েছে যাঁরা মুনাফিকদের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। আল্লাহ্‌পাক মু'মিনদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা কি সে সব লোকদের

হিদায়েত করতে চাও যাদেরকে আল্লাহ্ পাক পথভ্রষ্ট করেছেন, এবং যাদেরকে তিনি সত্য পথ গ্রহণ তথা ইসলামের অনুসরণ থেকে দূরে রেখেছেন। যাদেরকে আল্লাহ্ পাক পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য কোন পথ পাওয়া যায়না। যাদেরকে আল্লাহ্ পাক তাঁর দীন থেকে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ থেকেও তাঁর প্রতিও তাঁর প্রিয় নবী (সা.) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন হে রাসূল! আপনি তাদের জন্য কোন পথ পাবেন না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(৮৯) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ○

৮৯. কাফিররা এ আকাঙক্ষা করে বলে তোমরাও তাদের ন্যায় কাফির হয়ে যাও, যেন তোমরাও (আল্লাহ্ পাকের নাফরমানগণই) তাদের সমান হয়ে যাও। অতএব, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্ পাকের রাহে হিজরত করেন। তবু যদি তারা না মানে তবে যেখানে তাদেরকে পাও, ধর এবং তাদেরকে হত্যা কর। আর তাদের মধ্য থেকে কোন লোককে তোমরা বন্ধু এবং সহায়ক হিসাবে গ্রহণ কর না।

ইমাম তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, হে মু'মিনগণ! মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে, তারা আকাঙক্ষা করে যে, তোমরা যেন তাদের মত কাফির হয়ে যাও। তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতকে যেমনটি তারা অস্বীকার করেছে তোমরাও তাই কর এবং কুফরী ও নাফরমানীতে তাদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্ পাকের পথে হিজরত করে এবং আল্লাহ্ পাকের সাথে শিরক পরিত্যাগ করে।

১০০৬৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা যেভাবে হিজরত করেছ, যতক্ষণ না তারা সেভাবে হিজরত করে ততক্ষণ তোমরা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি এই মুনাফিকরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করা থেকে বিরত থাকে তবে হে মু'মিনগণ তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই পাকড়াও কর এবং তাদেরকে হত্যা কর। এবং কোন অবস্থাতেই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। কেননা তারা

তো কাফির। কোন অবস্থাতেই তোমাদের কল্যাণ পসন্দ করে না। এবং যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাই তারা পসন্দ করে।

মুনাফিকদের ব্যাপারে মু'মিনগণ একাধিক মত পোষণ করেছিলেন। তারা ছিল প্রকৃত মূনাফিক। তাই তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাকীদ দেওয়া হয়েছে এ আয়াতে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৬৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা হিজরত করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদেরকে গ্রেফতার কর ও হত্যা কর।

১০০৬৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যদি কুফরী করে তবে তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(৯০) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُّقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ○

৯০. কিন্তু (তাদেরকে হত্যা কর না) যারা এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে, যখন তোমাদের সাথে লড়াই করতে তাদের অন্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথবা তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে (যুদ্ধ করতে) সংকোচ করে। আর (তোমাদের এ কথা শুনে মনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের ওপর তাদেরকে শক্তিশালী করতে পারতেন। তবে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত, এরপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে দুরে সরে থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা করে তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন পন্থা দেননি।

ইমাম তাবারী (র.) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সব মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা একাধিক মত পোষণ করলে তারা যদি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান না আনে, হিজরত অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় হিজরত না করে তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে। কিন্তু তাদেরকে নয়,

যারা এমন এক সম্প্রদায়ে পৌঁছেছে, যাদের সাথে তোমাদের শান্তি চুক্তি রয়েছে। এদেরকে তোমরা হত্যা করতে পারবে না। কারণ এরা কোন মুশরিকও যদি তোমাদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ে পৌঁছি, তাহলে সেই মুশরিকও চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকের ন্যায় নিরাপত্তা ও জান-মাল রক্ষায় সম-মর্যাদা লাভ করবে। তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা যাবে না, তাদের ধন-সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

১০০৬৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা যদি কুফরী প্রকাশ করে তবে তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে। হ্যাঁ তাদের কেউ যদি এমন কোন সম্প্রদায়ে ঢুকে পড়ে, সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, যাদের সাথে তোমাদের রয়েছে নিরাপত্তা চুক্তি তবে তাকে তোমরা নিরাপত্তা প্রদান করবে যেমন নিরাপত্তা দিয়ে থাক যিম্মীদেরকে।

১০০৭০. اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, যারা মিলিত হয় এমন সম্প্রদায়ের সাথে যাদের সাথে রয়েছে তোমাদের শান্তিচুক্তি অঙ্গীকার, তবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে যেমন উক্ত সম্প্রদায় নিরাপত্তা লাভ করে।

১০০৭১. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হিলাল ইব্‌ন উআয়াইমির আসলামী, সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুশাম ও খুযায়মা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ সম্পর্কে। يَصِلُوْنَ শব্দটিকে يَتَّصِلُوْنَ অর্থে ব্যবহার করে আরবী ভাষাভাষী কেউ কেউ আয়াতের অর্থ করেছেন, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা বংশ ধারায় সংযুক্ত এবং তোমরা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিবদ্ধ। যেমন কবি আ'শা বলেন, اِذَا اتَّصَلَتْ قَالَتْ اَبَكَرَ بن وَائِلٍ - وَبَكر سَبَتْهَا وَالاَنُوفُ رَوَاغِمُ যখন সে বংশ ধারা বর্ণনা করে তখন বলে বাকর ইব্‌ন ওয়াইল গোত্র? বাকর গোত্র তো তাকে বন্দী করেছে, যখন তার সম্প্রদায়ের সবাই লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছিল। (দিওয়ান-ই- আ'শা-৫৯)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কারণ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের বংশভুক্ত হলেই যদি ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হত তা হলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনও কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। যেহেতু কুরায়শরা প্রধান ও প্রথম মুহাজিরদের বংশধর ছিল। চুক্তি সম্পাদনের বদৌলতে যদি এ প্রকারের নিরাপত্তা লাভ করা যেত তাহলে ঈমানের বদৌলতে আরও শ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করা বাঞ্ছিত ছিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরায়শ গোত্রের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কারণ মু'মিনগণ যে পথ গ্রহণ করেছে তারা সে পথ গ্রহণ করেনি। কুরায়শদের অনেকেই মু'মিনদের বংশভুক্ত, রক্তের বাঁধনে আবদ্ধ। তাতে প্রমাণিত হয় যে, যাদের সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, তাদের কেউ চুক্তি সম্পাদিত গোত্রের বংশভুক্ত হলে তা নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না।

কোন অসতর্ক ব্যক্তি যদি মনে করে যে, اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ আয়াত মানসূখ ও রহিত হবার পরই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'মিনদের বংশভুক্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তবে তা নিছক তার অজ্ঞতা কারণ তাফসীরকারগণ একমত যে, সূরা তওবা দ্বারাই উপরোক্ত আয়াত মানসূখ হয়েছে। সূরা তওবা নাযিল হয়েছে মক্কা বিজয় ও কুরায়শগণ ইসলামে প্রবেশ করার পর। সুতরাং উপরোক্ত আয়াত মানসূখ হবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এ ব্যাখ্যা তথ্য সম্মত নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ (যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়।)

এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, যদি এ মুনাফিকরা হিজরত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে। তবে তাদেরকে নয়, যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ -এর ব্যাখ্যা হল তোমাদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা অনীহা প্রকাশ করে। কোন কর্ম সম্পাদন কিংবা বক্তব্য উপস্থাপনে কেউ যদি বীতশ্রদ্ধ হয়, অনীহা প্রকাশ করে তখন আরবরা বলে قَدْحَصِرَ অন্তর সঙ্কুচিত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০০৭২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَوْجَــاءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ আয়াতাংশের جَاءُ وكُم -এর অর্থ হল যারা নিজেদের সম্প্রদায় থেকে ফিরে এসে তোমাদের অর্ন্তভুক্ত হয়, এবং حَصِرَت صُدُوْرُهُمْ হল তাদের অন্তর সংকুচিত হয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

اَوْ جَاءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُم اَن يُّقَاتِلُوكُمْ اَوْيُقَاتِلُوْا قَومَهُمْ আয়াতে কিছু অংশ উহ্য রয়েছে। বাক্যের অবশিষ্টাংশ দ্বারা উহ্য অংশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় বিধায় قَدْ শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। এ ধরনের বাক রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

তারা বলে اَتَانِى فُلَاَن ذَهَبَ عَقلُه (অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে এমতাবস্থায় যে, তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে)। মূলতঃ বাক্যটি হবে اَتَانِى فُلَاَن قَد ذَهَبَ عَقلُه কারণ অতীত ক্রিয়ার সাথে قَدْ শব্দ যুক্ত হলে তাকে বর্তমান কালের অর্থ বুঝায়।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে حَصِرَتْ পঠনরীতি প্রচলিত রয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি শব্দটিকে যবর (ـَ) দিয়ে اَوْ جَاءُوْكُمْ حَصِرَتَ صُدُوْرُهُمْ পড়েছেন। আরবী ভাষায় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিশুদ্ধ ও চমৎকার। কিন্তু বিশ্ব মুসলিমের কিরাআত ও পাঠরীতি প্রচলিত কম থাকার কারণে আমার মতে উক্ত পাঠরীতি বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوا اِلَيْكُمَ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً -

ইমাম তাবারী (র.) وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! যে সকল মুনাফিক তোমাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হয়, তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করে কিংবা তোমাদের বিরুদ্ধে ও নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতাশালী করে দিতেন। তখন তারা তোমাদের দুশমন মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আক্রমণ করা থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ কর, যিনি তাঁর অন্যান্য অনুগ্রহের ন্যায় তোমাদের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার বন্ধ করেছেন। তাই তোমরাও তাদের উপর আক্রমণ করো না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ -তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে সরে পড়ায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি।

আলোচ্য আয়াতের السلم শব্দটির অর্থ হল কারো নিকট কোন কিছু সোপর্দ করা। অতএব আলোচ্য আয়াত اَلْمْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ-এর অর্থ হল যারা তোমাদের সাথে মীমাংসা করার প্রস্তাব করে।

তাফসীরকারগণের মধ্যে যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৭৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের السلم শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন মীমাংসা فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيهِم سَبِيلاً -এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, যদি মুনাফিকরা যুদ্ধ না করার প্রস্তাব পেশ করে এবং কার্যত যুদ্ধ না করে তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন পন্থা দেননি। অর্থাৎ তাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট করার তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করার কোন পথ নেই।

সুতরাং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। এ আয়াতের সকল বিধান আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীতে রহিত করে দিয়েছেন। فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ...... فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম রহিত করা হয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৭৪. ইকরামা ও হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيرًا - اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ .... وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا -

(যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানেই পাও, পাকড়াও কর এবং হত্যা কর এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো না। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ রয়েছে .... তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ - اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْن

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৬০ ঃ ৮)।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ - وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

(আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা জালিম। (৬০ ঃ ৯)। তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের বিষয় সম্পর্কিত উপরোক্ত ৪টি আয়াত রহিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ -

এ হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সে সমস্ত মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। তারপর তোমরা দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্

কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন (৯ ঃ ১-২)। আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বেকার বিধান রহিত করে চারমাস মেয়াদের জন্যে তাদের স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অনুমতি দেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরোও ইরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْهُمْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ-

তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও, হত্যা করো, তাদেরকে পাকড়াও করো, অবরোধ করো, এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকো (৯ ঃ ৫)। এরপর আবার আদেশ পরিবর্তন করে ঘোষণা করা হয় ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ-

(যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিয়ো, যাতে সে মহান আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, এরপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে (৯ ঃ ৫-৬।

১০০৭৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ -এ সম্পর্কে বলেন فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ আয়াত দ্বারা ঐ আয়াত মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

১০০৭৬. হাম্মাম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি হযরত কাতাদা (র.)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ .... فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا - প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, পরবর্তীতে সূরা তাওবার আয়াত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিধান রহিত করেছেন। আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে তাঁর নবী করীম (সা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ

১০০৭৭. মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ (কিন্তু তাদের নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় .....) প্রসঙ্গে ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, জিহাদের বিধান আসার পর এ আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে। মুশরিকদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা চার মাসের অবকাশ দিয়েছিলেন এ কারণে যে, হয়ত এ সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(৯১) سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

৯১. তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চায়। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহবান করা হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই পাকড়াও কর ও হত্যা কর এবং তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا - এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা মুনাফিকদের অপর একটি দল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবিগণের নিকট তারা ইসলামের স্বীকারোক্তি দিত, হত্যা, বন্দী হওয়া থেকে অব্যাহতি লাভ এবং সম্পদ লাভের আশায়। অথচ তারা ছিল কাফির। কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের সম্প্রদায় অবহিত ছিল। আর তারা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যখন মিলিত হয় তখন তাদের সাথে মিশে যায় আল্লাহ্ পাককে বাদ দিয়ে তাদের দেবতাদের উপাসনা করত, যেন তাদের সম্পদ, নারী ও সন্তান নিরাপদ থাকে। كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا -এর ব্যাখ্যা হল তাদের সম্প্রদায় যখন তাদেরকে শির্কের দিকে আহবান করে তখনই তারা মুরতাদ হয় ও নিজ সম্প্রদায়ের ন্যায় মুশরিক হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, এরা মক্কায় বসবাসকারী? একদল লোক, যারা আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা অনুসারে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী। এ লোকগুলো মূলতঃ কাফির ছিল কিন্তু প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ভাব দেখাত মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিজেদের জান-মাল সন্তান সন্ততি ও নারীদের নিরাপত্তার জন্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন, كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৭৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ (যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চাইবে)-আয়াতাংশে বর্ণিত লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এরা এমন লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে দেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করত। এরপর তারা কুরায়শদের নিকট ফিরে যেত এবং দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত হত। আর তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ও কাফির উভয় সম্প্রদায় থেকে নিরাপত্তা লাভ করা। তাই যদি তারা মুসলমানদের থেকে সরে না দাঁড়ায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন না করে তবে তাদের সাথে জিহাদ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১০০৭৯. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০০৮০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখনই ফেতনা তথা শির্‌ক থেকে তারা (কাফির) বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করত, তখনই তারা আবার শির্‌কে লিপ্ত হত। যেমন- কোন লোক ইসলাম গ্রহণের কথা বললে তাকে কাঠ, পাথর, বিচ্ছু ও খুনসাফার কাছে নেওয়া হত এবং মুশরিকরা ইসলামের দাবীদার লোকটিকে বলত, বল, এই বিচ্ছু ও খুনসাফা-ই- আমার প্রভু।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে উল্লেখিত লোকজন ছিল মুশরিক। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট নিরাপত্তা চেয়েছিল যাতে তারা নিজের, তাঁর সাহাবিগণের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে নিরাপত্তা পায়।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৮১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা তিহামা অঞ্চলে বসবাসকারী একটি গোত্র। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই না, আর আমাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও না। এভাবে তারা চেয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাদের সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখতে। আল্লাহ্ তা'আলা এদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহবান করা হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

তাফসীরকারগণের অপর একদল বলেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নাঈম ইব্‌ন মাস্‌উদ আশজাঈকে উপলক্ষ করে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৮২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাঈম ইব্‌ন মাসউদ আশজাঈ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, সে মুসলিম ও মুশরিক উভয় পক্ষের নিরাপত্তা লাভ করত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

কথা-বার্তা ও তথ্যাদি কাফিরদেরকে জানিয়ে দিত। আর কাফিরদের কথা এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট বলত, এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا

এই আয়াতে ফিতনার (বা শিরকের) দিকে আহবান করার কথা বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا (যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহ্‌বান করা হয় তখনই তাঁরা তাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে ।

ব্যাখ্যা ঃ

১০০৮৩. আবুল আলীয়া বলেন, যখনই কোন ফিতনার দিকে আহ্‌বান করা হয় তখন চোখ মুখ বন্ধ করে অন্ধ হয়ে তাতে পতিত হয়।

১০০৮৪. কাতাদা (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের উপর কোন বিপদাপদ দেখা দিলে তাতে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আলোচ্য আয়াতে ফিতনা শব্দের সঠিক মর্ম এই,যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আরবী ভাষায় ফিতনা (فتنة) অর্থ পরীক্ষা করা আর ইরকাস (اركاس) অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হলোঃ কুফ্‌রী ও শির্‌কে ফিরে যাওয়ার জন্যে যখন তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় তখন তারা কুফ্‌রী ও শির্‌কের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ـ وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ـ

(যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে এবং তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।)

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ ব্যাখ্যা হলো হে মু'মিনগণ। যে সকল লোক যুগপৎভাবে তোমাদের থেকে ও তাদের সম্প্রদায় থেকে নিরাপদ থাকতে চায় এবং শিরকের আহ্‌বান এলে তাতে সাড়া দেয়, তারা যদি তোমাদের থেকে চলে না যায় এবং তোমাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত তোমাদের হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি সম্পাদন না করে....। যেমন বর্ণিত আছে

১০০৮৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে সন্ধি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, وَيَكُفُّوٓا اَيْدِيَهُمْ -এর ব্যাখ্যা হলো– তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে তারা যদি হস্ত সংবরণ না করে, আর فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ -এর অর্থ তারা যদি উল্লেখিত কর্ম না করে তবে পৃথিবীর যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও, যথায় তাদের সাক্ষাত ঘটে তাদেরকে হত্যা কর। কারণ এ পরিস্থিতিতে তাদের রক্ত দায়মুক্ত। আর وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا -এর অর্থ- তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণের অধিকার দিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ঐ সকল লোক, যারা তোমাদের থেকে এবং তাদের সম্প্রদায় থেকে নিরাপদ থাকতে চায় অথচ তারা কুফরীতে অটল, তারা যদি তোমাদেরকে ছেড়ে না যায়, তোমাদের প্রতি শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে হস্ত সংবরণ না করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। তাদের হত্যার বৈধতার যুক্তি আমি অনুমোদন করলাম, কারণ তারা কুফরীতে অটল, শিরক রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত বর্জনে অবিচল।

مُبِين -এর ব্যাখ্যা– এ যুক্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে দিবে যে, তোমাদের নিকট থেকে তারা এটাই পাওয়ার যোগ্য, এও স্পষ্ট করে দিবে যে, তাদের হত্যা করণে তোমারা সঠিক পথে রয়েছে।

سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا আয়াতাংশে উল্লেখিত سُلطن -এর অর্থ যুক্তি প্রমাণ।

যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১০০৮৬. ইকরামা (র.) থেকে سلطان অর্থ দলীল।

১০০৮৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا আয়াতাংশে سُلْطٰن مُبِين অর্থ দলীল-প্রমাণ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(৯২) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؗ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৯২. কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের

শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাসমুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্যে এ-ই আল্লাহ্র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّصدَّقُوْا ـ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاً-এর অর্থ কোন মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দেননি এবং বৈধ করেননি অপর মু'মিনকে হতা করা। অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বস্তু বৈধ করেছেন এবং যে সকল কর্মের অনুমতি দিয়েছেন, তার মধ্যে মু'মিন লোককে হত্যা করা নেই। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১০০৮৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يُقتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আল্লাহ্ পাক মু'মিন ব্যক্তির নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তার মধ্যে এটা অর্ন্তভুক্ত। আয়াতের মধ্যে ইসতিসনা (اِستِثنا) টি ইসতিসনা-ই- মুনকাতি'আ যেমন কবি জারীর ইব্ন আতিয়্যার বলেন-

من البيض من ابيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الارض الا ايط برد مرصل لَم تَظعَن بَعِيدًا وَلَم تطأ ـ على الارض الا ايط يرد مرحل

অর্থাৎ সে (সালমা) রূপসীদের অন্যতম, কুমারীত্ব লাভ করেছে। অল্প কয়েক দিন পূর্বে মাটিতে সে পা ফেলেনা অবশ্য কারুকার্যকৃত কোমল গালিচা বিছানো থাকলে তা স্বতন্ত্র (দিওয়ান-ই-জারীর, শ্লোক-৪৫৮)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ - অর্থ ঃ কেউ কোন মু'মিনকে ভুলকরে হত্যা করলে তবে একজন মু'মিন দাসমুক্ত করা তার উপর ওয়াজিব হবে। وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ অর্থ (এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করতে হবে) অর্থাৎ এ রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারীর আকিলা অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের উপর। اِلاَّ اَن يَصَدَّقُوا অর্থ (যদি না তারা ক্ষমা করে)। অর্থাৎ যে ভুলক্রমে হত্যা করল তার উপর রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব। আর নিহত ব্যক্তির পরিজন যদি তাকে রক্তপণ আদায় করা হতে অব্যাহতি দেয়, তার অপরাধ ক্ষমা করে, তবে এই রক্তপণ থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে।

اِلاَّ اَنْ يَّصَدَّقُوْا এ اَن -শব্দটি নসব (ـَ) জ্ঞাপক। কারণ এর অর্থ فَعَلَيهِ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّصَدَّقُوْا - এটি পরিশোধ করা তার জন্যে বাধ্যতামূলক যদি তারা ক্ষমা না করে।

উল্লেখ্য, 'আইয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ মাখযূমীকে উপলক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি একজন নও-মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য লোকটির ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না।

এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ ঃ

১০০৮৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَئًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আইয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ (র.) এক মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করেন। আইয়্যাশ ছিলেন আবূ জাহ্লের একই মায়ের সন্তান (পিতা ভিন্ন)? নিহত ব্যক্তি আবূ জাহ্লের সাথে একযোগে আইয়্যাশ (রা.)-এর উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। লোকটি নবী করীম (সা.)-এর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু আইয়্যাশ (রা.) মনে করেছিলেন যে, সে তখন মুসলমান হয়নি। আর তাই তাকে খুন করলেন।

আইয়্যাশ (রা.) ঈমান এনে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন। আইয়্যাশের খোঁজে মদীনায় এসে আবূ জাহ্ল তাঁকে বলল, তোমার মা মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে বলেছে যে, তুমি যেন তাঁর নিকট ফিরে যাও। তাঁর মায়ের নাম ছিল আসমা বিন্ত মুখাররাবাহ্। আইয়্যাশ (রা.) যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে এসে আবূ জাহ্ল তাঁর হাত পা বেঁধে ফেলে এবং মক্কায় নিয়ে আসে। মক্কার কাফিরেরা তাকে দেখে দ্বিগুণ আক্রোশে তিরস্কার ও নির্যাতন শুরু করে দেয়। তাঁরা বলতে থাকে কাফির সর্দার আবূ জাহ্ল মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন এবং তাঁর সাথীদেরকে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আসতে পারেন।

১০০৯০. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি আরো বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর পেছনে পেছনে হাঁটছিল। আইয়্যাশ (রা.) মনে করেছিলেন লোকটি পূর্বের ন্যায় কাফির রয়ে গেছে। আইয়্যাশ (রা.) ইতিপূর্বে ঈমান গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আবূ জাহ্ল তাঁকে নেয়ার জন্যে মদীনায় পৌঁছে। আবূ জাহ্ল ছিল তাঁর মাতৃপক্ষীয় ভাই। সে বলল, তোমার মা তাঁর মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে তোমাকে তার নিকট ফিরে যেতে বলেছে। এ বর্ণনায় আরও রয়েছে যে, আবূ জাহ্ল মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবিগণকে ধরে নিয়ে বেঁধে রাখত।

১০০৯১. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন উনায়সা ছিল 'আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের লোক। আবূ জাহ্লের সহযোগী হয়ে সে আইয়্যাশ ইব্ন আবী রবী'আ (রা.)-কে নির্যাতন করত। পরবর্তীতে হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করে এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। হার্‌রান নামক স্থানে তাঁর সাথে আইয়্যাশ (রা.)-এর সাক্ষাত ঘটে। আইয়্যাশ (রা.) মনে করেছিলেন যে, হারিছ (রা.) পূর্বের ন্যায় কাফির-ই- রয়ে গেছেন। দুঃসহ নির্যাতনের প্রতিশোধ হিসাবে তিনি তখনই হারিছ (রা.)-কে তরবারির আঘাতে হত্যা করে

ফেললেন। এরপর নবী (সা.) যে বিষয়টি জানালেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আইয়্যাশ (রা.)-কে আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন, যাও দাস মুক্ত করে দাও।

১০০৯২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আইয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ (রা.)-কে উপলক্ষ্য করে নাযিল হয়। তিনি ছিলেন আবূ জাহ্লের মাতৃপক্ষীয় ভাই। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মুহাজিরগণের প্রথম দলের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখনো হিজরত করেননি। আবূ জাহ্ল হারিছ ইব্ন হিশাম ও বনূ আমের ইব্ন লুওয়াই গোত্রের একজন লোক আইয়্যাশের (রা.) খোঁজে মদীনায় আসেন। আইয়্যাশ ছিলেন তাঁর মায়ের অতি আদরের। মদীনায় এসে তারা তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করল এবং বলল তোমার মা শপথ করেছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত ঘরের আশ্রয় নেবে না। সে রোদে অবস্থান করছে। তুমি একবার গিয়ে মায়ের সাথে দেখা করে এসো।

তাঁরা আল্লাহ্ পাকের নামে অঙ্গীকার করেছিল যে, আইয়্যাশ (রা.) পুনরায় মদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর নিন্দা করবে না। আইয়্যাশ (রা.)-এর এক বন্ধু তাঁকে একটি দ্রুতগামী উট দিয়ে বলেছিলেন, আপনি যদি ওদের পক্ষ থেকে ভয় আশঙ্কা করেন তবে এ উটে আরোহণ করে মদীনায় ফিরে আসবেন। এরপর তাকে নিয়ে তারা রওয়ানা করে। মদীনা শরীফের এলাকা ছেড়ে আসার পর তাঁরা তাঁকে হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে এবং আমেরী গোত্রের লোকটি তাঁকে বেত্রাঘাত করে। তখনই তিনি শপথ করেন যে, এ আমিরী লোককে তিনি হত্যা করবেনই। এরপর বন্দী অবস্থায় তিনি মক্কায় উপনীত হন এবং মক্কা বিজয় পর্যন্ত সেখানে বন্দী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় আমিরী লোকটি তাঁর সম্মুখে পড়ে। আর আমেরী এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আইয়্যাশ (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতেন না। আইয়্যাশ (রা.) তাঁকে আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَئًا (কোন ম'মিনকে হত্যা করা মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র)। অর্থাৎ কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ পরিশোধ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে হযরত আবূদ্দারদা (রা.) সম্পর্কে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১০০৯৩. ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবূদ্ দারদা (রা.) সম্পর্কে। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। একবার মুসলমানগণ একটি অভিযানে বের হন। পথে হযরত আবূদ্ দারদা (রা.) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সরে পড়েন। তখন দেখলেন পাহাড়ী পথে বকরীর পাল নিয়ে আসছে এক লোক। তিনি তার উপর তরবারির আঘাত হানতে প্রস্তুত হলেন। সে উচ্চারণ করল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তবুও তিনি বিরত হলেন না। এবং তাকে

হত্যা-ই-করলেন। তার বকরীগুলোসহ দলের লোকজনের নিকট ফিরে এলেন। লোকটি সম্পর্কে আবূদ্ দারদা (রা.)-এর অন্তরে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে বিষয়টি পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি কি তার বক্ষ চিরে দেখেছিলে? আবূদ্ দারদা (রা.) বললেন, লোকটির মুশরিক থাকা সম্পর্কে আমার মনে সামান্যতম সন্দেহও ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সে তো মুখে কালেমা বলেছিল। তুমি তা গ্রহণ করলে না কেন? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমার কি হবে? আবূদ্ দারদা (রা.) বললেন, ইতিপূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করে যদি সে দিনই ইসলাম গ্রহণ করতাম তা হলে কতই না ভাল হত! এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَئًا ..... اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কাত্ল-ই-খাতা অর্থাৎ ভুলক্রমে নরহত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিধান ঘোষণা করেন। কেউ কোন মু'মিনকে ভুল করে হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে এবং তার রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। এ আয়াত আইয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ ও তার হাতে নিহত ব্যক্তি এবং আবূদ্ দারদা (রা.)-এর হাতে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যার সম্পর্কে নাযিল হোক না কেন, বান্দাদের ভুলক্রমে নর হত্যার বিধান জানিয়ে দেওয়াই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তা অনুধাবন করে নিয়েছেন। কাকে উপলক্ষ্য করে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে তাদের সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকা কোন ক্ষতিকর নয়। আয়াতে উল্লেখিত رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

কেউ কেউ বলেন, رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর অর্থ প্রাপ্ত বয়স্ক মু'মিন, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে। আর অপ্রাপ্ত শিশু কিশোর দাস رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর অর্ন্তভুক্ত নয়।

১০০৯৪. আবূ হায়্যান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -সম্পর্কে আমি শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন, رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর অর্থ যে দাসের ঈমান আছে ও নামায আদায় করে।

১০০৯৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فتحرير رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, যে দাস ঈমান রাখে সিয়াম পালন করে এবং সালাত আদায় করে।

১০০৯৬. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মজীদের যেখানে رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর কথা আছে, সেখানে সাওম পালনকারী ও সালাত আদায়াকারী প্রাপ্ত বয়স্ক দাস-দাসী মুক্ত করতে হবে। আর কুরআন মজীদের যেখানে শুধু رَقَبَةٍ -এর কথা বলা হয়েছে, مُؤْمِنَةٍ -এর উল্লেখ নেই, সেখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাস মুক্ত করলে চলবে।

১০০৯৭. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কালামে যেখানে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (ঈমানদার দাস মুক্তি) উল্লেখ আছে সেখানে এমন দাস হতে হবে, যে সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে ও বুদ্ধি রাখে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক। আর যেখানে শুধু فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ আছে, সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক-অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিজের ইচ্ছা মুতাবিক মুক্ত করতে পারবে।

১০০৯৮. ইবরাহীম (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআন মজীদের যেখানে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ এসেছে, সেখানে দাসটি এমন হতে হবে, যে সালাত আদায় করে। আর যেখানে مُّؤْمِنَةٍ -এর শর্ত নেই সেখানে যারা সালাত আদায় করে না এমন দাস তাদেরকে মুক্ত করা যথেষ্ট হবে।

১০০৯৯. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ - দ্বারা এমন দাসকে বুঝান হয়েছে যে, সালাত আদায় করে। আর যে দাস অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং সালাত আদায় করে না, তাকে আযাদ করাকে তিনি মাকরূহ মনে করেন।

১০১০০. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ যে দাসের মধ্যে দীনের বুঝ এসেছে।

১০১০১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাস মুক্ত করা জায়েয নয়।

১০১০২. ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন مُّؤْمِنَةٍ শব্দ দ্বারা এমন, গোলাম বুঝান হয়েছে, যে ঈমানদার হবে, নামায-রোযা করে। আর এমন গোলাম না পাওয়া গেলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে এবং রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। আর তার পরিবার পরিজন ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যে, গোলাম ঈমানদার, তাদের সন্তানও সে মু'মিন হিসাবে গণ্য হবে, যদিও সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১০৩. 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমান অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী যে কোন গোলাম আযাদ করা যথেষ্ট হবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত দুটো বক্তব্যের মধ্যে উত্তম হল ভুলক্রমে কৃত হত্যার কাফ্ফারায় মু'মিন গোলামকে আযাদ করতে হবে।

دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهَا (নিহত ব্যক্তির পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা) অর্থ নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে প্রদেয় পরিপূর্ণ রক্তপণ। যে পরিমাণ পরিশোধ করা অপরিহার্য, তা অবশ্যই করতে হবে। তাতে কম করা যাবে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন مُسَلَّمَةٌ মানে مُوَفَّرَةٌ - পরিপূর্ণ রূপে পরিশোধ করা।

১০১০৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিজনকে পুরিপূর্ণ রক্তপণ আদায় করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوْا -এর ব্যাখ্যা হল- নিহত বক্তির পরিবার পরিজন যদি হত্যাকারীর উপর কিংবা হত্যাকারীর আত্মীয়দের উপর আপতিত এ রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়, তবে তা স্বতন্ত্র।

১০১০৫. বকর ইব্‌ন শারূদ (র.) বলেন, উবায় (র.) اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوْا -স্থলে اِلَّا اَنْ يَتَصَدَّقُوْا পাঠ করেন।

فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করা হয় আর সে এমন মুশরিক শত্রু গোত্রের হয়, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তোমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, তা হলে একজন মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেন, নিহত ব্যক্তি যদি মু'মিন এবং শত্রু সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, আর মদীনায় হিজরত না করে থাকে, আর কোন মু'মিন ব্যক্তি ভুলবশত তাকে হত্যা করলেও, তখন তার উপর রক্তপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না। শুধু একজন মু'মিন দাস মুক্ত করলেই হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১০৬. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয়, এবং দারুল হরবে-বসবাস করে, আর অন্য কোন মু'মিন কর্তৃক নিহত হয়, তবে হত্যাকারীর উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে না, কাফ্‌ফারা (একজন মু'মিন দাসমুক্ত) করাই যথেষ্ট।

১০১০৭. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয়, আর তার সম্প্রদায় হয় কাফির, তাহলে তার রক্তপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়। শুধু একজন মু'মিন দাস মুক্ত করলেই চলবে।

১০১০৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশে তিনি বলেন, লোকটি যদি হয় মু'মিন আর তার সম্প্রদায় হয় কাফির, তবে তার রক্তপণ ওয়াজিব হবেনা, ওয়াজিব হবে একটি মু'মিন দাসমুক্ত করা।

১০১০৯. সুদ্দী (র.) বলেন, যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হরবের বাসিন্দা হয়, তাহলে তার রক্তপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না। শুধু মু'মিন মুক্ত করলেই চলবে।

১০১১০. কাতাদা (র.) বলেন, মু'মিন নিহত ব্যক্তির পরিজনবর্গ কোন রক্তপণ পাবে না, যেহেতু তারা কাফির। তাদের মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন চুক্তি নেই, নেই কোন দায়-দায়িত্ব।

১০১১১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সে যুগে এমনো হত যে, কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর তার নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে বসবাস করত। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেনাবাহিনী উক্ত কাফির সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সাথে অবস্থার সংঘাত শুরু হত। তখন নিহত অন্যান্য মুশরিকদের সাথে মু'মিন লোকও নিহত হত। এক হত্যাকারীর উপর মু'মিন দাস মুক্ত করা ওয়াজিব, রক্তপণ নয়।

১০১১২. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ -এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, এ বিধান সেক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে কোন মুসলিম ব্যক্তি তোমাদের শত্রুদের মাঝে বসবাস করতে থাকে, অর্থাৎ এমন সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোন নিরাপত্তা চুক্তি নেই। তারপর ভুলক্রমে সে নিহত হয়, তাহলে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে।

১০১১৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যদি নিহত ব্যক্তি মু'মিন হয়ে থাকে এবং শত্রুপক্ষ তথা মুশরিক রাষ্ট্রে মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে থাকে, তারপর কোন মু'মিন ব্যক্তি তাকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা অথবা একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করা। দিয়্যত তথা রক্তপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না।

১০১১৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তি যদি হয় মু'মিন আর তার সম্প্রদায় হয় কাফির, তবে হত্যাকারী একজন মু'মিন দাস মুক্ত করবে। তাদের প্রতি দিয়্যত ও রক্তপণ পরিশোধ করবে না। তা হলে তারা দিয়্যতের অর্থ-সম্পদ পেয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছেন, যে মূলতঃ শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী। তারপর ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় শত্রু রাষ্ট্রে ফিরে যায়। ইসলামী সেনাবাহিনী তার কাফির সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হলে তার সম্প্রদায় ভয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সে মুসলিম এ প্রেক্ষিতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। আর কাফির মনে করে মুসলিম সৈনিকগণ তাকে হত্যা করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১১৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّلَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিহত ব্যক্তি মু'মিন, বসবাস করে শত্রুপক্ষ মুশরিকদের মাঝে। মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে সংবাদ পেয়ে উক্ত মুশরিক সম্প্রদায় পালিয়ে যায়। আর মু'মিন ব্যক্তিটি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে নিহত হয়। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর শুধু একজন ঈমানদার দাসমুক্ত করা ওয়াজিব হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! মু'মিন ব্যক্তি ভুলক্রমে অপর মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে আর সে যদি হয় এমন সম্প্রদায়ের বাসিন্দা, যাদের সাথে রয়েছে তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি, দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক, যারা তোমাদের শত্রুদেশীয় তথা যুদ্ধপক্ষীয় নয়, তবে হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে নিহত ব্যক্তির পরিজনবর্গকে রক্তপণ পরিশোধ করা। হত্যাকারীর নিকটাত্মীয়রাই এ রক্তপণ পরিশোধ করবে, আর হত্যার কাফ্‌ফারাস্বরূপ ঈমানদার দাসমুক্ত করবে।

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের নিহত ব্যক্তি মুসলিম হলে এ ব্যবস্থা না কাফির হলেও ঐ একই ব্যবস্থা, সে বিষয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে, নিহত ব্যক্তি কাফির হলে এ ব্যবস্থা। এবং যেহেতু তার সাথে ও তার সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি বিদ্যমান, সেহেতু হত্যাকারীর উপর রক্তপণ পরিশোধ আবশ্যক। অতএব মু'মিনদের সাথে তাদের চুক্তি থাকার কারণে রক্তপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আর এ রক্তপণ তাদের সম্পদ হিসাবে গণ্য, তাই তাদের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে সে সম্পদ ব্যবহার করা মু'মিনদের পক্ষে বৈধ হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১১৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সে যদি কাফির হয় এবং তোমাদের দায়-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় নিহত হয়, তবে নিহত ব্যক্তির পরিজনবর্গকে রক্তপণ দিতে হবে, অথবা একজন মু'মিন দাস মুক্তি দিতে হবে অথবা একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে।

১০১১৭. আইউব (র.) বলেন, আমি ইমাম যুহরী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, "যিম্মীর রক্তপণ মুসলিমের রক্তপণের ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ -এর ব্যাখ্যা করছিলেন।

১০১১৮. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যদি নিহত ব্যক্তি হয় চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন এবং অমুসলিম হয় তবুও রক্তপণ দিতে হবে।

১০১১৯. ইবরাহীম (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিহত ব্যক্তির রক্তপণ দিতে হবে, যদিও সে মুসলমান হয়।

১০১২০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হল- এ দণ্ড হচ্ছে তাকে হত্যা করার কারণে অর্থাৎ যিম্মী ও সন্ধিবদ্ধ লোক হত্যা করার জন্যে আর রক্তপণ আদায়ে অসমর্থ হলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে ও তাওবা করবে।

১০১২১. ইব্‌ন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিহত ব্যক্তি সন্ধিবদ্ধ গোত্রের হলে রক্তপণ পরিশোধ কর। আর যিম্মীও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, নিহত ব্যক্তি মু'মিন হলে এ ব্যবস্থা। যে হত্যাকারী রক্তপণ পরিশোধ করবে নিহত ব্যক্তির মুশরিক গোত্রকে। কারণ তারা যিম্মী সম্প্রদায়ভুক্ত।

১০১২২. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তি মুসলিম আর তাঁর সম্প্রদায় হল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তার রক্তপণ ভোগ করবে তার সম্প্রদায় আর তার মীরাছ- পাবে মুসলমানগণ। ঘটনাক্রমে তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হলে তার সম্প্রদায়ই তা পরিশোধ করবে। আর তার উপর ধার্যকৃত রক্তপণ তারাই ভোগ করবে।

১০১২৩. জাবির ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায়ে বলেন- নিহত ব্যক্তি মু'মিন হলে এ দণ্ডবিধি কার্যকর হবে।

১০১২৪. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিহত সকল মু'মিনদের ব্যাপারে এ বিধান।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত দু'টো বক্তব্যের মধ্যে উত্তম হল-যাঁরা বলেছেন নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলেই উপরোক্ত দণ্ডবিধি কার্যকর হবে। কেননা আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, নিহত ব্যক্তি যদি এমন সম্প্রদায়ের হয়, যাদের সাথে তোমাদের শান্তি চুক্তি থাকে-এখানে সুস্পষ্টভাবে নিহত ব্যক্তি মু'মিন-একথা বলা হয়নি। যেমন মু'মিন ও কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে অনুল্লেখিত রাখাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মু'মিন নয়, বরং অমুসলিম।

যদি কেউ ধারণা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ (নিহত ব্যক্তির পরিজনের নিকট রক্তপণ হস্তান্তর করতে হবে)- দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিহত ব্যক্তি মু'মিন হলেই শুধু এ ব্যবস্থা। "দিয়্যত তথা রক্তপণ" শুধু মু'মিনের জন্য হয়। আমরা বলব, এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ দিয়্যতের ক্ষেত্রে যিম্মী ও মুসলিম উভয়ের রক্তপণ সমান। এ কথা আলিমগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত যে, ঈমানদার ক্রীতদাসও কাফির ক্রীতদাসের রক্তপণ সমান। সুতরাং স্বাধীন ঈমানদার ও স্বাধীন কাফির ব্যক্তির রক্তপণও এক সমান হবে।

আয়াতে উল্লেখিত مِيثَاقٌ -শব্দের অর্থ চুক্তি ও যিম্মাদারী। অন্যত্র আমরা সূত্রসহ এ আলোচনা করেছি। এখন তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। যারা مِيثَاقٌ -এর উপরোক্ত অর্থ সমর্থন করেন।

১০১২৫. সুদ্দী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ميثاق -এর অর্থ হল চুক্তি।

১০১২৬. ইমাম যুহরী (র.) বলেন, مِيثَاقٌ -এর পারস্পরিক চুক্তি।

১০১২৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতেও ميثاق -এর অর্থ- চুক্তি বলে উল্লেখ রয়েছে।

১০১২৮. ইকরামা (র.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। কোন মু'মিন অপর মু'মিনকে কিংবা চুক্তিবদ্ধ কাউকে ভুলবশত হত্যা করলে যে রক্তপণ ও কাফ্ফারা দিতে হবে, সে ভুলের অর্থ কি? এর জবাবে ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেন।

১০১২৯. ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَلْخَطَأُ হল একটি বস্তুকে লক্ষ্য করে কোন কাজ করতে গিয়ে অন্য বস্তুর উপর তা ঘটে যাওয়া।

১০১৩০. ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন কোন কিছুকে লক্ষ্য করে যদি তীর ছোঁড়া হয় আর তা যদি কোন মানুষকে আঘাত করে অথচ তাকে আঘাত করা নিয়্যত ছিল না-সেটাকে শরীআতের পরিভাষায় اَلْخَطَأُ বলা হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, অপরিহার্য রক্তপণ কত? বলা যায়, মু'মিন ব্যক্তির রক্তপণ ১০০টি উট, যদি উট দ্বারা পরিশোধে ইচ্ছুক হয়। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে উটগুলোর বয়স সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ৪ প্রকারের উট দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। ২৫টি হিক্কাহ্ (তিন বছর পুরো হয়েছে এমন উষ্ট্রী), ২৫টি জায্আ চার বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উষ্ট্রী, ২৫টি বিনত-ই মাখাদ্ (এক বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উষ্ট্রী) এবং ২৫টি বিন্ত-ই-লাবূন (দু'বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উষ্ট্রী)।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৩১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, اَلْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمَدِ অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যা যা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায়, তাতে রক্তপণ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে ৩৩টি হিক্কা, ৩৩টি জায'আ, ৩৪টি যানিয়া (৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ কারিণী)। আর ভুলক্রমে হত্যা ২৫টি হিক্কা, ২৫টি জায'আ, ২৫টি বিনত-ই মাখাদ ও ২৫টি বিন্ত-ই লাবূন।

১০১৩২. হযরত আলী (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০১৩৩. হযরত আলী (রা.) থেকে আরও একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০১৩৪. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, রক্তপণ হচ্ছে ১০০টি উট। চার প্রকারের উটের সমন্বয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। এরপর পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ১০০টি পূরণ করতে হবে পাঁচ প্রকার উটের সমন্বয়ে। ২০টি হিক্কাহ্, ২০টি জায'আ, ২০টি বিনত্-ই-লাবূন, ২০টি বনী লাবূন (নর উট) ও ২০টি বিন্ত-ই-মাখাদ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৩৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণে পরিশোধ করতে হবে ২০টি হিক্কাহ্ উষ্ট্রী, ২০টি জায'আ, ২০টি বিন্ত লাবূন ২০টি ইব্ন লাবূন (নর উট) ও ২০টি বিন্ত-ই-মাখাদ।

১০১৩৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভুলক্রমে নর হত্যায় রক্তপণ হচ্ছে ১০০টি উট, পাঁচ প্রকার উটের সমন্বয়ে তা প্রদান করা হবে। $\frac{১}{৫}$ অংশ জায'আ, $\frac{১}{৫}$ অংশ হিক্কাহ, $\frac{১}{৫}$ অংশ বিন্ত লাবূন, $\frac{১}{৫}$ অংশ বিনত মাখাদ ও $\frac{১}{৫}$ বানূ মাখাদ।

১০১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রক্তপণ পরিশোধ করা হবে পাঁচ প্রকারের উট দিয়ে। $\frac{১}{৫}$ অংশ বিন্ত মাখাদ, $\frac{১}{৫}$ অংশ বিন্ত লাবূন, $\frac{১}{৫}$ অংশ হিক্কা, $\frac{১}{৫}$ অংশ জায'আ এবং $\frac{১}{৫}$ অংশ বানূ মাখাদ। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নের হাদীসটি উপস্থাপন করেন।

১০১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, ভুলবশত হত্যা রক্তপণ আদায় করতে হবে পাঁচ প্রকার উটের সমন্বয়ে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ইব্ন আবূ যা'ইদা বলেন, ২০টি হিক্কাহ্, ২০টি জায'আ, ২০টি বিনত-ই-লাবূন, ২০টি বিনত-ই-মাখাদ এবং ২০টি বনী মাখাদ।

১০১৩৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, $\frac{১}{৪}$ অংশ করে চার প্রকারের উট দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। ৩০টি হিক্কাহ্, ৩০টি বিনত লাবূন ২০টি বিনত মাখাদ ২০টি বানূ লাবূন-নর উট।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৪০. হযরত উসমান ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, অনিচ্ছা কৃত হত্যায় যা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার পর্যায়ে পড়ে (خطا شبه العمد) ৪০টি জায'আ, ৩০টি হিক্কাহ্ ৩০টি বিন্ত মাখাদ আর ভুলক্রমে হত্যায় ৩০টি হিক্কাহ্, ৩০টি জায'আ ২০টি বিনত মাখাদ এবং ২০টি বানূ লাবূন (নর উট)।

১০১৪১. যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ৩০টি হিক্কাহ, ৩০টি বিন্‌ত লাবূন, ২০টি বিন্‌ত মাখাদ ও ২০টি বানূ লাবূন (নর উট)।

১০১৪২. যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন, এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য হলো, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণ উট দিয়ে পরিশোধ করতে চাইলে ১০০টি উট। উটের বয়স ও প্রকার সম্পর্কে তাঁদের একাধিক মত রয়েছে বটে। এ ব্যাপারেও তাঁদের ঐকমত্য দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণী বিন্যাসে সর্বনিম্ন বয়সের (বিন্‌ত মাখাদ) কম বয়স্ক উট দেওয়া যাবে না, আবার তাঁদের নির্ধারিত শ্রেণী বিন্যাসে বর্ণিত সর্বোচ্চ বয়স সীমার অধিক বয়স্ক উট দেওয়া যাবে না। উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রে যখন ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন একথা বলা যায় যে, তাঁদের বর্ণিত বয়ক্রমও শ্রেণীক্রমসমূহের যে কোন একটি অনুসরণ করাই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ ভুলক্রমে নর হত্যার অপরাধে যে ব্যক্তি রক্তপণ প্রদানে বাধ্য হয়েছে, উপরে বর্ণিত শ্রেণী বিন্যাস ও সংখ্যা ক্রমসমূহের যে কোন একটি মুতাবিক ১০০টি উট পরিশোধ করাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। যাদের জন্যে এ রক্তপণ ওয়াজিব হয়েছে, তাদেরকে তা প্রদান করবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন সীমা নির্ধারিত করে দেন নি যে, তার চেয়ে সংখ্যা হ্রাস করা যাবে না, কিংবা বাড়ানো যাবে না। উল্লেখিত ইমামগণের ঐকমত্যই এ বিষয়ের মূল ভিত্তি। কাজেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসক কিছু কিছু কমবেশী করে ঐকমত্যের এ সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। বরং উভয় পক্ষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখিত শ্রেণী বিন্যাসসমূহের যে কোন একটি পালনের নির্দেশ দিতে পারেন।

আর হত্যাকারীর আত্মীয়গণ যদি স্বর্ণের মালিক হয় এবং স্বর্ণ দিয়ে রক্তপণ আদায় করতে চায়, তবে ১০০ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পরিশোধ করবে। তত্ত্বজ্ঞানী আলিমগণ এ মতই পোষণ করেন।

কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেন, এ হচ্ছে উমর (রা.) কর্তৃক নির্ধারিত উষ্ট্র মূল্য। কর্তব্য হল প্রত্যেক যুগে উটের যে মূল্য হবে সে অনুপাতে রক্তপণ নির্ধারণ করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৪৩. মাকহুল থেকে বর্ণিত, রক্তপণের নগদ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আর যে সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তিকাল করেন, তখন রক্তপণ হিসাবে ১০০টি উটের নগদ মূল্য ছিল ৮০০ (আটশত) দীনার।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যারা উটের মূল্য দ্বারা রক্তপণ পরিশোধ করে, তাদের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) দিরহাম ওয়াজিব হবে। চুক্তিবদ্ধ লোক হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণের মোট পরিমাণ সম্পর্কে ফকীহ্গণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণ ও চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির রক্তপণ সমান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৪৪. যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানের সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকলে আবূ বকর (রা.) ও উসমান (রা.) তার রক্তপণ নির্ধারণ করতেন একজন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের ন্যায়।

১০১৪৫. ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) আহ্‌লে কিতাবের রক্তপণ নির্ধারণ করতেন মুসলমানদের রক্তপণের ন্যায়।

১০১৪৬. ইব্‌ন হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) রক্তপণ সম্পর্কে আবদুল হামীদ (র.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে আমি বললাম, ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) বলেছেন, তাঁদের রক্তপণ ও আমাদের রক্তপণ সমান।

১০১৪৭. শা'বী (র.) থেকে ইব্‌রাহীম ও দাঊদ (র.) বলেন, ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকের রক্তপণ স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের ন্যায়।

১০১৪৮. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন এ কথা সর্বত্র আলোচিত হত যে, ইয়াহূদী খৃস্টান ও অগ্নিপূজকের রক্তপণ মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের ন্যায়, যদি তারা যিম্মী হয়।

১০১৪৯. মুজাহিদ ও 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, চুক্তিবদ্ধ লোকের রক্তপণ মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের ন্যায়।

১০১৫০. ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি ও চুক্তি বদ্ধ ব্যক্তির রক্তপণ সমান।

১০১৫১. আয়্যুব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র.)-কে বলতে শুনেছি, যিম্মী লোকের রক্তপণ মুসলিম লোকের রক্তপণের ন্যায়।

১০১৫২. আমের (র.) বলেন, যিম্মী ও মুসলমানের রক্তপণ সমান।

১০১৫৩. ইবরাহীম নাখঈ (রা.) থেকে অন্যসূত্রে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

১০১৫৪. ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে অপর সূত্রে আরো একটি বর্ণনা আছে।

১০১৫৫. আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, হাসান (র.) বলতেন, অগ্নিপূজকের রক্তপণ ৮০০, ইয়াহূদী ও খৃস্টানের রক্তপণ ৪০০। এরপর তিনি বলেছিলেন, ওদের রক্তপণ সমান।

১০১৫৬. শা'বী (র.) বলেন, কাফ্ফারা দেয়ার ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ লোক ও মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণ সমান।

১০১৫৭. ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অমুসলিম ব্যক্তির রক্তপণ হবে মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের অর্ধেক।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৫৮. 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) থেকে বর্ণিত, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানের রক্তপণ প্রসংগে তিনি বলেন হযরত উমর (রা.) তাদের রক্তপণ নির্ধারণ করেছেন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের অর্ধেক এবং অগ্নিপূজকের রক্তপণ ৮০০। এরপর আমি 'আমর ইব্ন শুআয়ব (রা.)-কে বললাম, "হযরত হাসান (র.) বলতেন ৪০০০। তিনি বলেন এটি তাঁর এ সম্পর্কে অবহিত হবার পূর্বেকার কথা। তিনি এও বললেন যে, অগ্নি উপাসকের রক্তপণ ক্রীতদাসের রক্তপণের সমপরিমাণ।

১০১৫৯. উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চুক্তিবদ্ধ লোকের রক্তপণ মুসলিম ব্যক্তির রক্তপণের অর্ধেক।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ লোকের রক্তপণ মুসলিমের রক্তপণের $\frac{১}{৩}$ অংশ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৬০. আবূ উসমান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মারব এলাকার বিচারপতি ছিলেন। তিনি বলেন, উমর (রা.) ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের রক্তপণ ৪০০০-এ নির্ধারণ করেছেন।

১০১৬১. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব বর্ণিত, উমর (রা.) বলেছেন, খৃস্টানের রক্তপণ ৪০০০, অগ্নিপূজকের রক্তপণ ৮০০।

১০১৬২. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০১৬৩. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা.) থেকে অপর একটি সূত্রে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

১০১৬৪. আবূ মালীহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁর সম্প্রদায়ের জনৈক লোক তীর নিক্ষেপ করে একজন ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টানকে হত্যা করেছিল। উমর (রা.)-এর দরবারে মামলা দায়ের করার পর তিনি ৪০০০ দিরহাম রক্তপণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন।

১০১৬৫. সাঈদ ইবন মুসায়াব (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উমর (রা.) বলেছেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানের রক্তপণ চার হাজার চার হাজার করে।

১০১৬৬. উমর (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০১৬৭. উমর (রা.) থেকে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০১৬৮. সুলায়মান ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানের রক্তপণ ৪০০০, অগ্নিপূজকের রক্তপণ ৮০০।

১০১৬৯. 'আতা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০১৭০. উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (যে দিয়্যত আদায়ে অসমর্থ একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে)-আয়াতের ব্যাখ্যায় দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দাস মুক্তিতে অপারগ, তার জন্যেই সিয়াম পালনের বিধান। এবং রক্তপণ তাকে পরিশোধ করতেই হবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, ঈমানদার কিংবা চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে খুন করার শাস্তিস্বরূপ কাফ্ফারা আদায়ের জন্যে মু'মিন দাস না পেলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের কারো কারো ব্যাখ্যা আমাদের মতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৭১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কাফ্ফারা সে ব্যক্তির জন্য, যে ভুলক্রমে কোন মু'মিনকে হত্যা করে কিন্তু দাস মুক্ত করার সঙ্গতি রাখে না। তিনি বলেছেন যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে আইয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আকে উপলক্ষ্য করে। তিনি ভুলক্রমে জনৈক মু'মিনকে হত্যা করেছিলেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, দিয়্যত এবং দাস মুক্তি উভয়ের পরিবর্তে দু'মাস সিয়াম পালনের বিধান। তাঁরা আরো বলেন যে, আয়াতের ব্যাখ্যা হ্ল যে ব্যক্তি মু'মিন দাস পাবে না এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়্যত প্রদানের সংগতি রাখে না, তার জন্যে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন ওয়াজিব।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৭২. মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দু'মাস সিয়াম পালন কি শুধু দাস মুক্তির পরিবর্তে, নাকি রক্তপণ ও দাসমুক্তি

উভয়টির পরিবর্তে? উত্তরে তিনি বলেন, "যে পারে না অর্থাৎ যে রক্তপণ ও দাস মুক্তির সঙ্গতি রাখে না।

১০১৭৩. মাসরূক থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ বিষয়ে সঠিক মত এই যে, শুধুমাত্র দাসমুক্তির অপারগতায় সিয়াম পালনের বিধান। রক্তপণের বিনিময়ে নয়। কারণ, অনিচ্ছাকৃত হত্যায় রক্তপণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব হত্যাকারীর আত্মীয়-স্বজনদের উপর বর্তায়। আর কাফ্ফারার দায়-দায়িত্ব বর্তায় হত্যাকারীর উপর। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত দলীল দ্বারা এ বিধান প্রমাণিত। সুতরাং অন্যের সম্পদের উপর যে রক্তপণ বর্তায়, সিয়াম পালনকারীর (হত্যাকারীর) সিয়াম পালন দ্বারা তা পরিশোধ হবে না।

اَلْمُتَتَابِعَةُ - অর্থ একাধারে দু'মাস। শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বিরতি দেওয়া যাবে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ তোমাদের আর্থিক অসমর্থতার ক্ষেত্রে মু'মিন দাস মুক্তির পরিবর্তে দু'মাস একাদিকক্রমে সিয়াম পালনের বিধান দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে সহজ পদ্ধতি প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ফরয বা ওয়াজিবের কোন্‌টি নির্ধারণ করে দিলে বান্দার কল্যাণ হবে সে বিষয়ে আল্লাহ্ পাক ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(৯৩) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯৩. আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে তাতে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তার প্রতি লা'নত করেছেন ও তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ

ইমাম তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যেই কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তার শাস্তি হবে জাহান্নামের আযাব। যেখানে সে চিরদিন থাকবে। এবং তার সময় অসীম আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

কোন্ প্রকারের নরহত্যা ঘটালে হত্যাকারী, 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী' নামে আখ্যায়িত করা যায়, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে লৌহ্ বা লৌহ্ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করতে থাকে, যা যখম সৃষ্টি করে কিংবা গোশত ভেদ করে কিংবা টুকরো করে ফেলে এবং অনবরত আঘাত করতে থাকে, যতক্ষণ না তার প্রাণহানি ঘটে এবং এ প্রহার হয় ইচ্ছাকৃত ও হত্যার উদ্দেশ্যে, তখন ঐ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী বলা যাবে। এতদভিন্ন অন্য প্রকার হত্যাকারীদের সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

তাফসীরকারগণের কেউ কেউ বলেন, উল্লেখিত বর্ণনা মুতাবিক হত্যাকাণ্ড ঘটালে একমাত্র তখনই ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৭৪. 'আতা (র.) বলেন ইচ্ছাকৃত হত্যা মানে অস্ত্রের আঘাতে কিংবা লৌহ্ দ্বারা ঘটানো হত্যাকাণ্ড। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র.) বলেন, "অস্ত্রের সাহায্যে ঘটানো হত্যাকাণ্ডই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড"।

১০১৭৫. ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন "লৌহ্ অস্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড আর লৌহের অস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে ইচ্ছাকৃতের ন্যায়। (شِبْهُ الْعَمَدِ) শেষোক্ত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়।

১০১৭৬. ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহের অস্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে ইচ্ছাকৃত খুন আর কাঠ-লাঠির সাহায্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে ইচ্ছাকৃতের ন্যায়। কাঠের আঘাতে প্রাণহানি ঘটলে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলে গণ্য হবে।

১০১৭৭+৭৮. তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বেঁধে পাথর নিক্ষেপে অথবা চাবুকের কষাঘাতে অথবা লাঠির আঘাতে হত্যা করে তবে তা হবে ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড। এক্ষেত্রেও ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণ প্রযোজ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার শাস্তি কিসাস।

১০১৭৯. হারিছ (র.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর কাউকে প্রহারের ফলে সে অসুস্থ হয় ও মারা যায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসা করব যে, সে কি প্রকৃত পক্ষে প্রহার করেছে? এবং এ প্রহারের ফলে কি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে? যদি সে প্রকৃতই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে থাকে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর যদি অস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে মারা যায়, তবে তা হবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ন্যায় (شبه العمد)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, প্রহার যদি ইচ্ছাকৃত হয় এবং এমন বস্তু দিয়ে প্রহার করা হয়, যার দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলে গণ্য হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৮০. উবায়দ ইব্ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন লোক যদি কাউকে লাঠি দিয়ে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত প্রহার করতে থাকে, তা হলে এর চেয়ে সুস্পষ্ট 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড' আর কী হতে পারে?

১০১৮১. ইব্রাহীম নাখঈ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ অন্যকে গলায় ফাঁসি দিয়ে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বাঁশে অথবা লাঠি দিয়ে প্রহার করে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে, তবে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

যাঁরা বলেন, লৌহের অস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের অর্ন্তভুক্ত। এরূপ তাদের বলার কারণ-

১০১৮২. নু'মান ইব্ন বাশীর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন তরবারি ব্যতীত অন্য অস্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আর ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি অর্থদণ্ড।

প্রহৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে যে বস্তু দ্বারাই প্রহার করা হোক না কেন, তা তরবারির দ্বারা হত্যার বিধানভুক্ত এবং নিহত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে নিহত হয়েছে বলে গণ্য হবে। যেমন-

১০১৮৩. আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি রৌপ্যের অলংকার ছিনতাই করতে গিয়ে জনৈক ইয়াহূদী একটি বালিকার মাথা দুটো পাথরের মাঝে রেখে থেতলিয়ে দিয়ে হত্যা করে। ঘাতককে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত করা হলে তিনি তার মাথা দুটো পাথরের মাঝে রেখে তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, পাথর দ্বারা হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন অথচ এ পাথরতো লৌহ্ নয়। সুতরাং প্রাণহানি ঘটে এমন বস্তুর সাহায্যে হত্যাকাণ্ড ঘটালে তার শাস্তিও প্রধানত অনুরূপ হয়। এর উদাহরণ হলো হত্যাকারী ইয়াহূদী একটি বালিকার মাথা দুটো পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করেছে। তার শাস্তিও এ অনুরূপ হয়েছিল।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যই সঠিক, যারা বলেন যে, সাধারণতঃ প্রাণহানি ঘটে এমন বস্তু দ্বারা প্রহার করতে করতে যে বক্তি কাউকে হত্যা করে

এবং প্রহৃত ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত প্রহারে বিরতি দেয় না, সে হবে "ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী"। যা দিয়েই করা হোক না কেন। ওপরে বর্ণিত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসটি এর প্রমাণ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا -এর ব্যাখ্যা ঃ এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ তার শাস্তি জাহান্নাম, যদি তাকে প্রকৃত শাস্তি দেওয়া হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৮৪. আবূ মাজলিজ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জাহান্নামই তার শাস্তি, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন।

১০১৮৫. আবূ সালিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার শাস্তি জাহান্নাম-ই, যদি তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, উল্লেখিত দণ্ড জনৈক ব্যক্তির জন্যেই সীমিত ও নির্দিষ্ট ছিল। এ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে যায় এবং একজন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হল- যদি কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি হল অনন্তকালের জন্য জাহান্নাম।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৮৬. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, এক আনসারী মাকীস ইব্ন সুবাবা এর ভাইকে খুন করে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাকীসকে রক্তপণ প্রদান করেন এবং সে তা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে মাকীস তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে খুন করে। অন্য সূত্রে ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নাজ্জার গোত্রের লোকদেরকে রক্তপণ পরিশোধ করতে বলেন। একদা মাকীস ও ফিহ্র গোত্রের জনৈক লোককে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক কাজে প্রেরণ করেন। চলার পথে মাকীস হামলা করে ফিহ্রী গোত্রের লোকটির উপর। মাকীস ছিল সুঠাম ও শক্তিশালী। ফিহ্রী লোকটিকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দু'পাথরের মাঝে মাথা রেখে সে তার মাথা থেতলিয়ে দেয়, এবং বলে ثَأَرْتُ بِهِ فِهْرًا وَحَمَلْتُ عَقْلَهُ * سَرَاةَ بَنِى النَّجَّارِ اَرْبَابَ فَارِعٍ নবী করীম (সা.) বললেন, আমার মনে হয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, হত্যাকারীর শাস্তি এই বটে, কিন্তু যারা তাওবা করে তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৮৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামের শরীআত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহান্নামই, তার জন্য তাওবা নেই। তারপর আমি মুজাহিদ (র.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তবে যারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যার জন্যে এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি। আর হত্যাকারী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তার জঘন্য কর্মের কোন তাওবা নেই। তাঁরা বলেন, অতএব, যে কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যা করবে, তার জন্য জাহান্নামই হল আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত শাস্তি। আর এটাই তার স্থায়ী বাসস্থান। তার কোন তাওবা নেই। তাঁরা আরও বলেন যে, সূরা ফুরকানের পরে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০১৮৮. সালিম ইব্‌ন আবূ জা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না। এক ব্যক্তি এসে বলল, "হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)! যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার ব্যাপারে আপনার 'রায়' কি"? জবাবে তিনি বলেন, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ পাক তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্যে মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন"। আগন্তুক বলল, "যদি সে ব্যক্তি তাওবা করে, ঈমান আনে,সৎকর্ম করে সর্বোপরি সৎপথ অবলম্বন করে, তবে"? ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, "দুর্ভোগ তার জন্যে! কোথায় কিভাবে তার তাওবা ও সৎপথ অবলম্বন! যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আমাদের নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন যে, তার মাতা তাকে হারিয়ে ফেলুক (দুর্ভোগ তার জন্যে) যে ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে হত্যা করে। নিহত বক্তি কিয়ামত দিবসে দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। তার ডান অথবা বাম হাতে থাকবে কর্তিত মাথা, রগগুলো থেকে ফিনকি দিয়ে সশব্দে রক্ত প্রবাহিত হবে, অপর হাতে দৃঢ়ভাবে ধরা থাকবে তার

হত্যাকারী। আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিচার প্রার্থনা করে বলবে, জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন আমাকে হত্যা করেছে?

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ এর প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, এ আয়াত নাযিল হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এটিকে রহিত করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াতের পরে এর বিপরীত কোন দলীল অবতীর্ণ হয়নি।

১০১৮৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল- যদি হত্যাকারী তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তবে তার হুকুম কি? তিনি বললেন, "কোথায় তার তাওবা আর তা কিভাবে গৃহীত হবে?

১০১৯০. সালিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তার স্থান কোথায় হবে? উত্তরে তিনি বললেন, "জাহান্নামে, সেখানে সে স্থায়ী হবে, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত দিবেন এবং তার জন্যে মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" লোকটি বলল, "বলুন তো যদি সে তাওবা করে, ঈমান আনে সৎকর্ম এবং সৎপথ অবলম্বন করে তবে কি হুকুম?" তিনি বললেন, তার মাতা তাকে হারিয়ে ফেলুক, সে হতভাগার আবার সৎপথ অবলম্বন কোথায় এবং কীভাবে? আমার প্রাণ যাঁর হাতে সে মহান আল্লাহ্‌র সত্তার শপথ করে বলছি, আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিন নিহত ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশের সম্মুখে উপস্থিত হবে। তার ডান অথবা বাম হাতে থাকবে তার কর্তিত মাথা আর অপর হাতে ধরা থাকবে তার হত্যাকারী। সে বলবে "হে আমার প্রতিপালক! আপনার এ বান্দাকে জিজ্ঞাসা করুন কেন সে আমাকে খুন করেছে? বর্ণনাকারী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, "তোমাদের নবীর পরে অন্য কোন নবী আসেনি, আর তোমাদের কুরআনের পরে অন্য কোন আসমানী কিতাবও নাযিল হয়নি। (অর্থাৎ এ আয়াত ও হাদীসের বিধান মানসূখ ও রহিত হয়নি)।

১০১৯১. সালিম ইব্‌ন আবিল জা'দ (র.) হযরত আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমাদের নবীর উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে, তারপর অন্য কিছু এটিকে মানসূখ, রহিত করেনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি দুর্ভোগ, ধ্বংস মু'মিন হত্যাকারীর জন্যে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আগমন করবে তার কর্তিত মাথা হাতে নিয়ে। এরপর বর্ণনা পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

১০১৯২. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র.) আমাকে বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে আলোচ্য আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে তিনি বলেছিলেন কোন কিছুই এ আয়াতে বিধান রহিত করেনি। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا (এবং তারা আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা ফুরকান ঃ ৬৮) এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

১০১৯৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০১৯৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র.) সাঈদ ইবন যুবায়র (র.) থেকে সূরা নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরা ফুরকানের وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন। উত্তরে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বললেন, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলামের শরীআত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তবে তার জন্যে কোন তাওবা নেই। আর সূরা ফুরকানের এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুশরিকরা বলেছিল যে, আমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করেছি, আল্লাহ্ পাক যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন আমরা যর্থার্থ কারণ ছাড়া তা হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়েছি। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ আমাদের কোন কল্যাণে আসবে না। তখন সূরা ফুরকানের ৭০ নং আয়াত নাযিল হয়।

১০১৯৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন কিছু দ্বারা এ আয়াতের বিধান রহিত হয়নি।

১০১৯৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০১৯৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিনকে হত্যার বিধান সম্পর্কে কূফাবাসী একাধিক মত প্রকাশ করেছিল। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলেন, এটি হল এ বিষয় সম্পর্কে সর্বশেষ আয়াত। এর বিধান কোন কিছুর দ্বারাই রহিত হয়নি।

১০১৯৮. শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ আয়াত নাযিল হয়েছে اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا নাযিল হবার এক বছর পর।

১০১৯৯. ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ-এ আয়াত নাযিল হয়েছে اِلَّا مَنْ تَابَ আয়াতের এক বছর পর।

১০২০০. আবূ ইয়াস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন তাদের একজন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মু'মিন হত্যাকারী সম্পর্কে তিনি বলছিলেন যে, সূরা ফুরকানের আয়াতে এক বছর পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। বর্ণনাকারী শু'বা (র.) বলেন, আমি তখন আবূ ইয়াস (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে হাদীসটি শুনালেন কে? উত্তরে তিনি বললেন শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব।

১০২০১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন মু'মিন হত্যাকারীর কোন তাওবা নেই। যদি না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন।

১০২০২. আতিয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সূরা ফুরকানের আয়াত অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ..... غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-এ আয়াত নাযিল হবার ৮ মাস পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

১০২০৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শির্‌ক ও হত্যা করা এ দু'টোর শাস্তি অবধারিত।

১০২০৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ হলো, মহান আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা এবং আল্লাহ্ পাক যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরদিন থাকবে, আল্লাহ্ পাকের গযব তার প্রতি এবং লা'নত তার জন্যে মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

১০২০৫. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত শাস্তি অবধারিত, কঠোরতা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে।

১০২০৬. যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা নিসা নাযিল হয়েছে সূরা ফুরকানের ছয়মাস পর।

১০২০৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে আগমন করবে। তার ডান হাতে থাকবে

তার কর্তিত মাথা। শিরাগুলো থেকে সশব্দে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার রক্তের দাবী অমুক ব্যক্তির নিকট। তারপর তাদের উভয়কে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আরশের পাশে দাঁড় করানো হবে। আমি জানি না, তাদের মাঝে কি বিচার করা হবে। তারপর তিনি وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا -আয়াত খুঁজে নিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, এ আয়াত তোমাদের নবীর (সা.) উপর নাযিল করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তা রহিত করেন নি।

১০২০৮. হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলছিলেন নমনীয়তার আয়াত নাযিল হবার ছয়মাস পর কঠোরতার আয়াত নাযিল হয়। এতদ্বারা তিনি وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا এবং সূরা ফুরকানের وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ - আয়াতদ্বয়কে বুঝিয়েছেন।

১০২০৯. আবূ যানাদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে শুনেছি, তিনি খারিজা ইবন যায়দকে হাদীস শুনাচ্ছিলেন। তিনি বলছেন, মিনা ময়দানের এ স্থানে আমি আপনার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নমনীয়তার আয়াত নাযিল হবার পর কঠোরতার আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি এও বলেছেন যে, আমার মনে হয় ছয় মাস পর। এতদ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ (সূরা নিসাঃ ৪৮,১১৬) এরপর وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আয়াত নাযিল হয়েছে।

১০২১০. দাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত নাযিল হাবার পর এ বিধান কোন কিছুতেই রহিত করেনি। এ হত্যাকারীর জন্যে কোন তাওবা নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যই সঠিক, যারা বলেন, আয়াতের অর্থ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যা করে, যদি তাকে প্রকৃত শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বদৌলতে তাকে অনুগ্রহ করবেন। কাজেই, জাহান্নামে স্থায়ী নিবাসের শাস্তি আশা করা যায় তাকে দিবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অথবা শাস্তি স্বরূপ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তারপর আপন দয়ায় সেখান থেকে বের করে আনবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তো তার মু'মিন বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন- يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا (হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা যুমার ঃ৫৩)

অবশ্য এ আয়াতের প্রেক্ষিতে যদি কেউ মনে করে যে, হত্যাকারী যদি এ প্রতিশ্রুতির অর্ন্তভুক্ত মুশরিক ব্যক্তিও এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, শির্কও তো পাপের অর্ন্তভুক্ত, তবে তাদের

এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কারও শির্ক মাফ করবেন না ঘোষণা দিয়ে বলেছেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না (সূরা নিসাঃ ১১৬)। হত্যা তো শির্ক এর তুলনায় ক্ষুদ্র ও গৌণ পাপ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(٩٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ কর, তখন সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে কাজ করো, এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেয় (নিজেদের ইসলাম প্রকাশ করে) তাকে বলো না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা কি এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ধন-সম্পদ চাও? তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। তোমরাও ইতিপূর্বে তাদেরই ন্যায় ছিলে (অর্থাৎ কাফির ছিলে) পরে আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (অর্থাৎ মুসলমান হবার তওফীক দান করেছেন)। কাজেই, উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের কাজসমূহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে সে সব লোক! যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছ। এর মানে হল, اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তোমরা যখন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে (তখন তোমরা উত্তম রূপে অনুসন্ধান করে নেবে অর্থাৎ যাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত নও তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। শুধু মাত্র তাদের হত্যা করা যাবে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর যাদের কুফরী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে তাকে বলো না তুমি মু'মিন নও। যেহেতু তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না বরং নিজেদেরকে তোমাদের দীনভুক্ত বলে প্রকাশ করে। تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ইহজীবনে সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাদের হত্যা করো না। এ কাজ করো না। فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ (তবে আল্লাহ্‌র নিকট প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে।)

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রচুর জীবনোপকরণ রয়েছে যা তোমাদের জন্যে উপাদেয়। তোমরা যদি তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চল, তবে তিনি তোমাদের তা দান করবেন। তাই একমাত্র তাঁর নিকটই চাও। (তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে) كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের সালাম দিল এরপর তোমরা তাকে মু'মিন নও বলে হত্যা করলে, ইতিপূর্বে তোমরাও তার মত ছিলে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দীনের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে এ দীনকে বিজয়ী করার পূর্বে তোমরাও তার মত ছিলে। দীন গ্রহণ করে গোপন রাখতে। তোমরা যাকে হত্যা করলে, যার ধন-সম্পদ নিয়ে নিলে, সে জীবন হানির আশঙ্কায় নিজ সম্প্রদায়ের নিকট দীন প্রকাশ করেনি, দীনের কথা গোপন রেখেছে। كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (তোমরা পূর্বে এরূপ ছিলে)-এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, তোমরা ইতিপূর্বে তাদের ন্যায় কাফির ছিলে। এরপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দীনের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন) দীনকে বিজয়ী করে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে,তোমাদেরকে সালাম দেওয়া সত্ত্বেও তোমরা লোকটিকে হত্যা করেছিলে এবং তার ধন-সম্পদ নিয়ে নিলে। এ অপরাধের তাওবা কবুল করে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

فَتَبَيَّنُوْا (তোমরা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে নিবে) অর্থাৎ যাকে তোমরা হত্যা করতে চাও এবং তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তোমরা সংশয়ে পড়, তবে তাকে তাড়াহুড়া করে হত্যা করো না। কারণ, এমন হতে পারে যে, তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন। যেমন অনুগ্রহ করেছেন তোমাদেরকে, আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত করেছেন যেমন হিদায়াত করেছেন তোমাদেরকে। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত তোমরা যা কর) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদের থেকে তোমরা কাকে হত্যা করছ আর কাকে হত্যা করা থেকে বিরত রয়েছে এবং তোমরা যা কর আর অন্যরা যা করে সেসব বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত আছেন। তোমাদের ও তাদের কর্ম তিনি সংরক্ষণ করছেন। এরপর কিয়ামতের দিন তিনি এ গুলোর প্রতিফল দেবেন, নেককারকে পুরস্কার আর পাপীকে শাস্তি দেবেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক অভিযানে একদর সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। জনৈক লোকের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। লোকটি তাদেরকে বলেছিল আমি মুসলিম, এতদসত্ত্বেও অথবা সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার পরও অথবা তাদেরকে সালাম দেওয়ার পরও তার সাথে থাকা বকরী পালের লোভে অথবা তার অন্যান্য মালামালের লোভে তাঁরা তাকে হত্যা করেছিল। অবশেষে তাঁরা তার মালামাল নিয়ে নেয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও বক্তব্য সমূহ ঃ

১০২১১. হযরত ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাল্লিম ইব্ন জাস্সামা (রা.)-কে একদল মুজাহিদের সাথে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। 'আমির ইব্ন আদবাত-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁদেরকে ইসলামী বিধি-মুতাবিক সালাম দেন। জাহিলী যুগে 'আমির ইব্ন আদবাদের সাথে তাঁদের শত্রুতা ছিল। এই সূত্রে 'আমিরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে মুহাল্লিম তাঁকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ এসে পৌঁছে। উআইনাহ্ (রা.) ও আকরা (রা.) নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আলোচনা করেন। আকরা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! এ খুনাখুনি এ যুগের প্রচলিত রীতি। ভবিষ্যতে তা প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্যে আপনি ব্যবস্থা করুন। উআইনাহ্ (রা.) বললেন, না, আল্লাহ্র কসম, আমার গোত্রের বিধবা মহিলা স্বামী হারানোর যে বেদনা ভোগ করেছে, তার স্ত্রী যতক্ষণ না তা ভোগ করবে, ততক্ষণ অন্য কোন আপোষ মানতে আমি রাযী নই। তারপর দু'টো চাদর গায়ে দিয়ে উপস্থিত হয় মহাল্লিম। ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে সে বসে পড়ে। তার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন। চাদর দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে সে চলে যায় এবং সে দিন থেকে সপ্তম দিবসে মুহাল্লিম মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সবাই মিলে তাকে দাফন করে। তারপর ভূমি তাকে উপরে ঠেলে দেয়, সংশ্লিষ্ট লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে এসে ঘটনা অবহিত করে। তিনি বলেন, তোমাদের এ সাথীর চেয়েও জঘন্য লোককে ভূমি গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন। এরপর মাটিতে দাফন না করে পাহাড়ের দুই উঁচু স্থানের মাঝে তাকে রেখে তারা পাথর চাপা দিয়ে চলে আসে। তখনি নাযিল হয় ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا

১০২১২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী হাদরাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে 'ইদাম' অভিমুখে প্রেরণ করেন। একদল মুসলিম মুজাহিদের সাথে আমিও যাত্রা করি। আবূ কাতাদা হারিছ ইব্ন রিব্ই এবং মুহাল্লিম ইব্ন জাচ্ছামা ইব্ন কায়স লায়সীও এ দলে ছিলেন। ইদাম উপত্যকায় আমরা সাক্ষাত পাই 'আমির ইব্ন আদবাত আশজাঈ (রা.)-এর। উটে চড়ে তিনি যাচ্ছিলেন, স্বল্প পরিমাণ আসবাব পত্র এবং কতেক দুধের পাত্র (বকরী) তাঁর সাথে ছিল, আমাদেরকে অতিক্রম করার সময় তিনি রীতিমত ইসলামী কায়দায় আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরা তাঁর প্রতি অশালীন আচরণ করিনি। তার সাথে মুহাল্লিম ইব্ন জাস্সামের পূর্ব শত্রুতা ছিল। সে তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলে এবং তাঁর উট ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনা সম্পর্কে আমরা তাঁকে অবহিত করি। তারপর আমাদেরকে উপলক্ষ্য করে কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হয়।

১০২১৩. ইব্‌ন আবী হাদরাদ আসলামী (র.) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০২১৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তির সাথে একদল মুসলমানের সাক্ষাত ঘটে।তার সাথে ছিল কয়েকটি ছাগল ছানা। ঐ ব্যক্তি মুসলমানদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বললেন। এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাকে হত্যা করেছিল এবং তার ছাগল ছানাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তখন এ আয়াত নাযিল হয় وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে পার্থিব সম্পদের লোভে তোমরা বলো না যে, তুমি মু'মিন নও।

১০২১৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১০২১৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০২১৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি একদল সাহাবী (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল কয়েকটি বকরী। সাহাবীগণ-কে সে সালাম দিল। তাঁরা পরস্পর বললেন, এ হলো একটি কৌশল। আপনাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সে সালাম দিয়েছে। তারপর তারা তাকে হত্যা করে এবং তার বকরীগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তার বকরীর পালসহ তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا

১০২১৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০২১৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক এমন ছিল যে, তারা ইসলামের কথা প্রকাশ করত, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করত। ঈমান গ্রহণ করত। আর বসবাস করত নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য। এ ধরনের সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন সেনা অভিযান প্রেরণ করলে এবং সম্প্রদায়ের লোকজন সংবাদ পেলে সব পালিয়ে যেত। কিন্তু মু'মিন লোকটি রয়ে, যেত। মু'মিনগণের আগমনে সে ভীত হত না। কেননা, সে তাঁদের দীনের অনুসারী ছিল, মু'মিন ছিল। মু'মিন সৈনিকদের সাথে তার সাক্ষাত হলে সে তাদেরকে সালাম দিতো। মু'মিন তাকে বলত, তুমি তো মু'মিন নও। অথচ সে তাদেরকে সালাম করতো। এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাকে কতল করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا ..... تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ـ

(হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করো, তখন সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে কাজ করো, এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে (নিজের ইসলাম প্রকাশ করে) তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা কি এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ধন-সম্পদ চাও? তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। অর্থাৎ তার সম্পদ তোমাদের জন্যে হালাল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করবে, এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ো না, তার সম্পদ তো দুনিয়ার সম্পদ, পার্থিব সম্পদ, অপরপক্ষে আমার নিকট রয়েছে প্রচুর সম্পদ। কাজেই, মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।

আলোচ্য ঘটনায় নিহত লোকটির নাম মিরদাছ। বনী লায়স গোত্রের কুলায়ব নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন মিরদাসের গোত্রের প্রতি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সৈন্য প্রেরণের সংবাদ পেয়ে মিরদাসের গোত্রের লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। তিনি নিজে মু'মিন, মু'মিনগণ তার ক্ষতি করবে না এ বিশ্বাসে মিরদাস বাড়ীতে রয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যগণের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁদেরকে সালাম দেন, এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাকে হত্যা করে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ হত্যাকাণ্ডের শাস্তি স্বরূপ মিরদাসের পরিবারবর্গকে দিয়্যত তথা রক্তপণ পরিশোধের নির্দেশ দেন, তাঁর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ধন-সম্পদ ফেরত দিয়ে দেন এবং এ ধরনের গর্হিত কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১০২২০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে মিরদাস (র.)-কে উপলক্ষ্য করে। তিনি হলেন বনূ গাতফান গোত্রের লোক। আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, গালিব লায়সীর নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদল সেনা প্রেরণ করেন ফাদাক অধিবাসীদের দিকে। গাতফান গোত্রীয় কিছু লোক সেখানে বসবাস করত। তাদের একজন ছিলেন মিরদাস (রা.)। সেনা অভিযানের সংবাদ পেয়ে মিরদাস (রা.)-এর সঙ্গী-সাথী সব পালিয়ে যায়। সে বলে, আমি তো মু'মিন, আমি তোমাদের সাথে যাব না। প্রত্যুষে সেনাদল তথায় পৌঁছলে মিরদাস তাঁদের সালাম প্রদান করেন। মুসলিম সৈন্যরা তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে ও হত্যা করে এবং তাঁর ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। এরপর মিরদাস (রা.)-কে উপলক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। কারণ মুসলিমদের অভিবাদন সালাম, সালাম দিয়েই তাদের পরিচিতি এবং সালাম দিয়েই তারা একে অন্যকে চিনতে পারে এবং সম্মান প্রদর্শন করে।

১০২২১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.)-এর সেনাপতিত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনী দামরা গোত্রে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন।

এ গোত্রের লোক মিরদাস ইব্‌ন নাহীক (রা.)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তাঁর সাথে কিছু বকরী ও রক্তির বর্ণের উট ছিল। মুসলিম সৈন্যগণকে দেখে তিনি পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেনাপতি উসামা (রা.) তাঁকে অনুসরণ করলেন। বকরীগুলোকে গুহায় রেখে তিনি মুজাহিদগণের নিকট ফিরে এলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলায়কুম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। উসামা (রা.) তাঁর উপর হামলা করে তাঁকে হত্যা করলেন। লক্ষ্য ছিল তাঁর উট ও বকরী পাল হস্তগত করা। উসামা (রা.)-কে কোন অভিযানে প্রেরণ করে লোক মুখে তাঁর কৃতিত্ব ও সুনাম শ্রবণ করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) পসন্দ করতেন এবং সাহাবিগণকে উসামা (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এ অভিযান শেষে মদীনা ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উসামা (রা.) সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। লোকজন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যদি উসামা (রা.)-কে দেখেন যে, তাঁর সাথে জনৈক লোকের সাক্ষাত ঘটেছে, আর লোকটি বলল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ্"। এরপরও উসামা (রা.) তাঁর উপর হামলা করে তাঁকে হত্যা করেন অথচ লোকটি ছিল নিরীহ, মুসলিম সৈনিকদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করেনি। উসামা (রা.) সম্পর্কিত এ উক্তি বারবার শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার প্রতি তাকিয়ে বললেন, উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও তুমি আক্রমণ করলে কীভাবে? "একথা বলে তো সে আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণ করেছিল, এ তার মনের কথা ছিল না"। উসামা জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাহলে তুমি তার বুক চিরে হৃদয় বের করে দেখলে না কেন, এ তার মনের কথা কি না? ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! তার হৃদয় তো দেহেরই একটি অংশ (কী করে তাতে দেখব)। উসামা (রা.) বললেন, অনন্তর এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, লোকটির বকরী পাল ও উটের লোভে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (ইহ্‌জীবনের সম্পদের আকাঙক্ষায়) আয়াতাংশ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। আয়াতে فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন) তাওবা কবুল করেছেন। এরপর উসামা (রা.) শপথ করে বললেন, লোকটিকে হত্যা করে প্রিয় নবী (সা.) থেকে তিনি যে ভীতিজনক আচরণ পেয়েছেন এরপর বাকী জীবনে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর ঘোষণা প্রদানকারী কোন লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না।

১০২২২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমাদের নিকট তথ্য পৌঁছেছে যে, জনৈক মুসলিম ব্যক্তি মুশরিক লোকের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। মুশরিক লোকটি তখন বলল, আমি মুসলিম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। একথা বলা সত্ত্বেও মুসলিম লোকটি তাকে হত্যা

করে। সংবাদটি পৌঁছে যায় মহানবী (সা.)-এর নিকট। নবীজি হত্যাকারীকে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা সত্ত্বেও তাকে তুমি হত্যা করলে? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো আত্মরক্ষার জন্যে তা বলেছিল, প্রকৃতপক্ষে সে মুসলিম ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি অন্তর ফেঁড়ে দেখলে না কেন? পরবর্তীতে হত্যাকারী লোকটি মৃত্যু বরণ করে। তাকে দাফন করা হয়। ভূমি তাকে উদগীরণ করে উপরে ফেলে দেয়। ব্যাপারটি রাসূল (সা.)-কে অবহিত করা হলে তিনি পুনরায় তাকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। এবারও ভূমি তাকে উপরে ফেলে দেয়। তিনবার এ ঘটনা ঘটে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাকে গ্রহণ করতে ভূমি অস্বীকার করছে। সুতরাং তাকে কোন একটি গুহায় রেখে দাও। বর্ণনাকারী মা'মার বলেন, একজন এরূপ মন্তব্য করেছিল যে, এর চেয়ে খারাপ লোককেও ভূমি গ্রহণ করে। কিন্তু তোমাদের শিক্ষার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যবস্থা করেছেন।

১০২২৩. মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, কয়েক জন মুসলিম লোকের সাথে জনৈক মুশরিকের সাক্ষাত ঘটে। তার সাথে ছিল গুটি কতেক বকরী। মুসলিমদেরকে দেখে সে বলল "আস্‌সালামু আলায়কুম" আমি মু'মিন। তারা ধরে নিয়েছিলেন আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে সে একথা বলেছে। তারা তাকে হত্যা করে এবং তার বকরীগুলো নিয়ে যায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেনঃ

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ..... كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ـ

ইহ্‌কালীন সম্পদের লোভে অর্থাৎ গুটিকতেক বকরীর লোভে।

১০২২৪. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেরিত এক সেনা অভিযানে মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। কতগুলো বকরীর মালিকের কাছ দিয়ে তারা অতিক্রম করছিলেন। লোকটি বলল, আমি অবশ্যই মুসলিম। মিকদাদ (রা.) লোকটিকে হত্যা করলেন। সেনাদল মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। সম্পদের অর্থ-গুটি কতেক বকরী।

১০২২৫. ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, জনৈক নিহত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে আয়াতটি নাযিল হয়, যাকে আবূদ্ দারদা (রা.) হত্যা করেছিলেন। এ সূত্রে তিনি ইব্‌ন যায়দ (র.) সম্পর্কিত ঘটনার ন্যায় আবূদ্ দারদা (রা.)-এর ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

১০২২৬. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেন, একদল মু'মিন লোকের সাথে এক বকরী ওয়ালার সাক্ষাত হয়। তাঁরা তাকে হত্যা করে, এবং তার কাছে যা ছিল, তা ছিনিয়ে নেয়। আর তার সালাম ও ঈমান তাঁরা গ্রহণ করলেন না।

১০২২৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তাকে মু'মিন নয় বলাটা মুসলমানদের জন্য হারাম। যেমন তাদের জন্য যত প্রাণী বরং তার জান-মাল নিরাপদ। তার ঈমানের দাবীকেও প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন فَتَبَيَّنُوْا -শব্দটির পঠন-রীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। মক্কা ও মদীনার বেশীর ভাগ লোক এবং বসরা ও কূফার কিছু সংখ্যক লোক ইয়া এবং নূন সহকারে فتبينوا - পড়েছেন। তা উদ্ভূত হয়েছে تبين থেকে যার অর্থ ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা, ভেবে দেখা এবং তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা, যাতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কূফার অধিকাংশ লোক فَتَثَبَّتُوا পড়েছেন আর তা تبت থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দ্রুততার বিপরীত।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে উভয় পাঠ-রীতিই সুপরিচিত, মুসলমানদের নিকট সুপরিচিত ও প্রচলিত। উভয় রীতিতে শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অর্থের দিক থেকে অভিন্ন। وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ আয়াতাংশের السَّلَمُ শব্দের পাঠ-রীতিতেও একাধিক মত রয়েছে। মক্কা, মদীনা ও কূফাবাসী প্রায় সকলেই শব্দটিকে আলিফ বিহীন السَّلَمَ পড়েছেন। এর অর্থ আত্মসমর্পণ করা। কূফাবাসী ও বসরাবাসী কিন্তু সংখ্যক পাঠক আলিফ সহকারে السَّلَامَ পড়েছেন, যার অর্থ অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে আলিফ বিহীন السَّلَمَ পড়াই সঠিক। যেমন لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ سَلَمَ অর্থ যে ব্যক্তি তোমাদের দীন স্বীকার করেছে আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান এনেছে। السَّلَمَ পড়াকে আমরা সঠিক বলেছি এ জন্যে যে, এ বিষয়ে একাধিক রিওয়াতে রয়েছে। যেমন কোন বর্ণনায় আছে যে, নিহত ব্যক্তিটি আত্মসমর্পণ করেছিল এভাবে যে, সে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছিল, এবং বলেছিল আমি একজন মুসলিম। আবার কেউ কেউ বলেন, সে ব্যক্তি বলেছিল আস্‌সালামু আলাইকুম দ্বারা সে ইসলামী রীতিতে তাদেরকে সালাম দিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, লোকটি পূর্ব থেকে মুসলিম ছিল। তাকে হত্যার অনেক আগে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। শব্দটিকে السَّلَمَ পাঠ করলে উপরোক্ত সব কয়টি অর্থে ব্যবহার করা যায়। কারণ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণকারী, সে আত্মসমর্পণকারী, যে ব্যক্তি ইসলামী রীতিতে সালাম প্রদান করে সেও আত্মসমর্পণকারী এবং যে ব্যক্তি সত্যের সাক্ষ্য দেয়, সেও মুসলমানদের অনুসারী। যে নিহত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তার সম্পর্কে বর্ণিত সবক'টি অর্থই প্রযোজ্য হয়, যদি শব্দটিকে السَّلَمَ পাঠ করা হয়। কিন্তু শব্দটি السَّلَامَ পাঠ করলে এসব অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ السَّلَامَ শব্দটি শুধু অভিবাদন জানানো অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত অর্থসমূহে سلام শব্দের ব্যবহার ঠিক নয়। আর তাই السلم পাঠ করা সঠিক বলে আমরা মনে করি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ (তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, তোমাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের পরও তোমরা যে ব্যক্তিটিকে হত্যা করলে, সে যেমন আত্মরক্ষার তাকীদে তার ইসলাম গ্রহণের কথা তার গোত্রের মধ্যে গোপন রাখত, তোমরাও এক সময় বিধর্মীদের নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের ধর্মের কথা নিজ নিজ গোত্রের নিকট গোপন রাখতে। তারপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২২৮. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে) অর্থাৎ তোমাদের ঈমান গ্রহণের কথা গোপন রাখতে, যেমন মেষপালক তার ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল।

১০২২৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে) অর্থাৎ নিজেদের ঈমানের কথা মুশরিকদের নিকট গোপন রেখে তোমরা তাদের মধ্যে বসবাস করতে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তোমাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের পরও তোমরা যাকে হত্যা করলে, সে যেমন ইতিপূর্বে কাফির ছিল; তোমরা এক সময় তেমন কাফির ছিলে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাকে হিদায়াত করেছেন; যেমনটি হিদায়াত করেছেন তোমাদেরকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২৩০. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, তারপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।) অর্থাৎ তোমরা তার ন্যায় কাফির ছিলে। فَتَبَيَّنُوْا (কাজেই, তোমরা ভালরূপে অনুসন্ধান করে নিবে)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা দু'টোর মধ্যে প্রথমটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ যারা বলেছেন, এ নিহত ব্যক্তি যেমন মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়ে নিজের ঈমানের কথা গোপন রেখে তাদের মধ্যে বসবাস করত, তোমরাও মুশরিকদের নিকট নিজেদের ঈমানের কথা গোপন রেখে তাদের মাঝে বসবাস করতে। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক বলে আমাদের মন্তব্য এ জন্যে যে, আনুগত্য প্রদর্শনের পর লোকটিকে হত্যা করায় আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারীদের প্রতি

নারাজ হন। কিন্তু কিসাসের (মৃত্যুদণ্ডের) নির্দেশ দেননি, যেহেতু লোকটির অবস্থান মুশরিকদের মধ্যে হওয়ায় তাঁরা সন্দেহ ও অস্পষ্টতায় পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ধারণা করে ছিলেন যে, লোকটির আনুগত্য প্রদর্শন জান বাঁচানোর কৌশল মাত্র। তারা একজন মুশরিককে হত্যা করেছেন, তাই তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তাই নয়। কারণ, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুশরিকদেরকে হত্যার অনুমতি দেওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করলে তিনি নারায হবেন, এর কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (তারপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে এ দীনের অনুসারিগণকে শক্তিশালী করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ফলে ঈমানের কথা গোপন না রেখে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে পারছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২৩১. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ -এর অর্থ- হে হত্যাকারিগণ! তোমাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পরও যারা ইহকালীন সম্পদের লোভে এ ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের তাওবা কবুল করে অনুগ্রহ করেছেন ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২৩২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যা দুটোর মধ্যে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-এর ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সঠিক। কারণ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ -এর আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি যে, তোমরা মুশরিকদের ভয়ে নিজেদের ঈমানের কথা গোপন রেখে তাদের মাঝে বসবাস করতে, এরপর فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ -এর অর্থ এ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দীনকে বিজয়ী করে দীনের অনুসারীদেরকে বিজয় দান করে তোমাদের শত্রু-ভীতি বিদূরিত করেছেন। মুশরিকদের ভয়ে তোমরা আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা এবং তাঁর ইবাদতের চর্চা যে গোপনে গোপনে করতে, অবশেষে সেগুলো প্রকাশ্যে করতে তোমাদেরকে সক্ষম বানিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(৯৫) لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৯৫. মু'মিনগণ! কোন ওযর ব্যতীত বসে থাকে (যারা যুদ্ধে যায় না) তারা সেই বীর মুজাহিদগণের সমান হবে না, যারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার রাহে জিহাদ করেছে। যারা আল্লাহ্র রাহে জানমাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তাদের সর্বদা আল্লাহ্ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, সে সব লোকের ওপর, যারা বসে রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেককেই আল্লাহ্পাক দান করেছেন কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। তবে যারা জিহাদের সময় গৃহে বসে রয়েছে, তাদের ওপর মুজাহিদগণকে মহান প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেও জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকে, আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না ও মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কষ্ট ভোগ করার স্থলে ঘরে বসে থাকাকে পসন্দ করে আর যারা জিহাদকে প্রাধান্য দেয়, তারা এক সমান হতে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রম তারা, যারা দৃষ্টিশক্তি বিনষ্টের কিংবা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ হয়। غَيْرَ اُولِى الضَّرَرِ বাক্যাংশের পাঠ-রীতিতে একাধিক মত পাওয়া যায়। মদীনা মুনাওয়ারা, মক্কা মুআয়যামা ও সিরিয়ার প্রায় সব কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ غير -শব্দের 'রা' (راء) বর্ণে যবর সহকারে غَيْرَ اُولِى الضَّرَرِ পড়েছেন। অর্থাৎ অক্ষম ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। কূফা ও বসরার অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা (راء) বর্ণে পেশ সহকারে غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ পড়েছেন। এ হিসাবে এটি اَلْقَاعِدُوْنَ -এর বিশেষণ হবে অর্থাৎ অক্ষম নহে অথচ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, এমন মু'মিনগণ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে যবর যোগে غَيْرَ اُولِى الضَّرَرِ পড়াই সঠিক। কারণ একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে, যা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ (মু'মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়) আয়াত নাযিল হবার পর অক্ষম ও অসমর্থদের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র ও আলাদা তা বুঝানোর জন্যে لَايَسْتَوِى

الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ থেকে ইসতিসনা বা ব্যতিক্রম غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ আয়াতাংশ নাযিল হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২৩৩. বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা হাড় ও কাঠের টুকরো (লেখন সামগ্রী) নিয়ে এস, তাতে তিনি লিখলেন لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ আমর ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) (তিনি ছিলেন অন্ধ) এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে ছিলেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমার জন্যে কোন ছাড় আছে কি? তখন নাযিল হল غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

১০২৩৪. বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইব্‌ন উম্মু মাকতূম, যিনি অন্ধ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমি তো অন্ধ, আমি কীভাবে জিহাদে যাবো? তিনি এ আবেদন করছিলেন, তখনি নাযিল হল غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (যারা অক্ষম তাদের কথা স্বতন্ত্র)

১০২৩৫. বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমর ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন দৃষ্টিশক্তি হীন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার প্রতি কি আদেশ? আমি তো দৃষ্টিশক্তি হীন? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত (غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ) নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হাড় ও দোয়াত অথবা কাঠ ও দোয়াত নিয়ে এস।

১০২৩৬. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন ইব্‌ন উম্মু মাকতূম নিজের অক্ষমতা হেতু অনুযোগ করতে থাকেন, তারপর নাযিল হল غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

১০২৩৭. আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যায়দ (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, হাড়া তথা লেখন সামগ্রী নিয়ে আসতে। হযরত যায়দ (রা.) তা নিয়ে এলেন এবং আয়াতখানা লিখে নিলেন, হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) বলেন, তারপর ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) এসে নিজের দৃষ্টিহীনতার অনুযোগ পেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট। তখনি নাযিল হল لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ শু'বা (র.) বলেন لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ আয়াত সম্পর্কে বারা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ একটি বর্ণনা যায়দ (রা.) থেকে এসেছে।

১০২৩৮. যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত যখন নাযিল হয় তখন ইবন উম্মু মাকতূম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমার জন্যে কি ছাড় আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, না। ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমি তো দৃষ্টিহীন, আমাকে দয়া করে অব্যহতি দিন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (যারা অক্ষম তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)। এটুকুও মূল আয়াতের সাথে লিখে নিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দিলেন। সংশ্লিষ্ট লেখক তা লিখে নিলেন।

১০২৩৯. সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মারওয়ান (রা.)-কে উপবিষ্ট দেখে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসি। তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন যে, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা শোনাচ্ছিলেন আর যায়দ ইব্‌ন সাবিত তা লিখছিলেন। তখন ইব্‌ন উম্মু মাকতূম সেখানে এলেন এবং বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমি যদি সক্ষম হতাম তবে অবশ্যই জিহাদ করতাম। যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ওহী নাযিল হতে লাগল, তাঁর পবিত্র উরু তখন আমার উরুর উপর ছিল। আমি ভীষণ ভারী অনুভব করতে লাগলাম। আমি মনে করেছিলাম আমার উরু থেতলিয়ে যাবে। তারপর বিশেষ অবস্থা কেটে গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বাভাবিক হলেন এবং বললেন লিখে নাও غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (অক্ষম যারা তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)।

১০২৪০. যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযূরের খিদমতে ওহী লেখক ছিলাম। একদিন তিনি আমাকে আলোচ্য আয়াত লিখতে বললেন, এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম এসে পৌঁছলেন এবং আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমার শারীরিক এ বৈকল্য আপনিতো দেখছেন, আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন, তখনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ওহী নাযিল হল। আমার কোলের উপর তাঁর উরু মুবারক ছিল। আমি তখন ভীষণ (ভারী) অনুভব করছিলাম। আমি আশঙ্কা করছিলাম, না জানি আমার উরুটা থেতলিয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াত লিখতে বললেন।

১০২৪১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি এবং যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, তারা এক সমান নয়।

১০২৪২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঘরে বসে থাকা মু'মিনগণ সমান হবে না--) অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে যে সকল মু'মিন ঘরে বসে রয়েছে এবং যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, তারা সমান নয়।

বদর যুদ্ধকালে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) ও আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহ্‌শ ইব্‌ন কায়স আসাদী (রা.) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমরা তো অন্ধ, আমাদের জন্যে কোন ছাড় আছে কি? এরপর নাযিল হল ঃ

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً -

১০২৪৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) যিনি অন্ধ ছিলেন, তিনি হুযূর (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ পাক জিহাদ সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন, তা আপনি জানেন। আমি একজন অন্ধ মানুষ। আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারি না। আমার জন্য কি আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে কোন ছাড় আছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমার সম্পর্কে আমাকে কোন আদেশ দেওয়া হয়নি। আর আমি জানি না, তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য কোন ছাড় আছে কিনা? হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) তখন বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার সমীপে আমার দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে ফরিয়াদ করি। তারপরই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেন غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (কোন ওযর ব্যতীত)।

১০২৪৪. হযরত সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াত নাযিল হবার পর জনৈক অন্ধ সাহাবী নিবেদন করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী অথচ জিহাদ করতে সক্ষম নই, তখন নাযিল হল- غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (যারা অক্ষম তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)।

১০৪৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিহাদ সম্পর্কিত لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত যখন নাযিল হল তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আপনি তো দেখছেন আমি দৃষ্টিশক্তিহীন। তখন নাযিল হল- غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (যারা অক্ষম তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)।

১০২৪৬. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ আয়াত নাযিল হল। যারা অক্ষম ও অসমর্থ এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অক্ষমতা গ্রহণ করলেন এবং বললেন غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (অক্ষম যারা তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)। ইব্‌ন উম্মু মাকতূম এ দলের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। সুতরাং যারা অক্ষম তারা ব্যতীত অন্য যারা ঘরে বসে থাকে এবং وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজ ধন-প্রাণ দ্বারা যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে সমান হবে না।

১০২৪৭. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াত পাঠ করে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন জিহাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন তখন ইব্‌ন উম্মু মাকতূম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমিতো অন্ধ, জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারি না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (যারা অন্ধ তাদের কথা স্বতন্ত্র)।

১০২৪৮. হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন,যায়দ (রা.)-কে ডেকে দাও এবং হাড় ও দোয়াত নিয়ে আসতে বল, অপর বর্ণনায় কাঠ ও দোয়াত নিয়ে আসতে বল। বর্ণনায় সন্দেহে পতিত হয়েছেন বর্ণনাকারী যুহায়র (রা.), আমি لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ লিখব। ইত্যবসরে ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমার চোখে অন্ধত্ব! তারপরই নাযিল হল غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ - ।

১০২৪৯. বারা (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তাতে শাব্দিক কিছুটা পরিবর্তন আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যায়দ (রা.)-কে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস এবং সে যেন সাথে করে হাঁড় ও দোয়াত অথবা কাঠ ও দোয়াত নিয়ে আসে।

১০২৫০. আবূ আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ .... আয়াত যখন নাযিল হয়,তখন উম্মু মাকতূম (রা.) মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আরযী পেশ করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি অন্ধ! এখন আমি কি করি? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই নাযিল হল غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ - ।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা আমরা করেছি, তা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণেই।

১০২৫১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ আয়াতাংশে أُولِى الضَّرَرِ মানে اَهْلُ الضَّرَرِ - ব্যাধিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً (যারা ধন-প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের রাহে জিহাদ করেছেন, তাদের মর্যাদা আল্লাহ্ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন সে সবলোকের উপর যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করে নি।

ইমাম তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইরশাদ করেন, যারা ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে, তাদের মর্যাদা যারা শারীরিক অক্ষম অবস্থায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি তাদের চেয়ে এক স্তর উপরে। যেমন বর্ণিত আছে-

১০২৫২. ইব্ন মুবারক (র.) ইব্ন জুরায়জ (র.)-কে বলতে শুনেছেন যে, যাঁরা শারীরিকভাবে অক্ষম তাদের উপর জিহাদে অংশ গ্রহণকারিগণের মর্যাদা এক স্তর বেশী করার কথা বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (প্রত্যেককেই আল্লাহ্ পাক দান করেছেন কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। তবে যারা জিহাদের সময় গৃহে বসে রয়েছে তাদের উপর মুজাহিদগণকে মহান প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন)।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন (كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى) ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারী মু'মিন এবং অক্ষম হয়ে ঘরে বসে থাকা মু'মিন উভয় পক্ষকেই আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। حُسْنٰى (কল্যাণ) শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের কথা বুঝিয়েছেন।

যেমন ঃ

১০২৫৩. কাতাদা (র.) বলেন اَلْحُسْنٰى শব্দ দ্বারা জান্নাতকে বুঝান হয়েছে। প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বাড়িয়ে দেবেন।

১০২৫৪. সুদ্দী (র.) اَلْحُسْنٰى -শব্দের দ্বারা জান্নাতকে বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যারা ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ্ তা'আলা মহা-পুরস্কারের ক্ষেত্রে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ওই সকল লোকের উপর, যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে। যেমন ঃ

১০২৫৫. ইব্ন জুরায়জ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে সব মু'মিন অক্ষম নয় অথচ জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের ওপর যাঁরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ মহান মর্যাদা দেবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(٩٦) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৯৬. আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ব্যাপক মর্যাদা এবং সম্মানের স্তরসমূহকে বুঝানো হয়েছে। دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন ঃ

১০২৫৬. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً -এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, ইসলাম গ্রহণ একটি মর্যাদা, ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করা অপর একটি মর্যাদা, হিজরত করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করাটা অপর একটি মর্যাদা এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হওয়ার জন্য ভিন্ন মর্যাদা।

এ প্রসঙ্গে অন্যান্য তাফসীরকার বলেন ঃ

১০২৫৭. ইব্ন ওয়াহ্ব (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا আয়াতে دَرَجَاتٍ -শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি ইব্ন যায়দ (র.)- কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি সূরা বারাআতের আয়াত مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ ...... اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (মদীনাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্যে সঙ্গত নয়, আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে রয়ে যাওয়া এবং তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা, কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া তাদের সৎকর্ম রূপে গণ্য হয়। আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের কর্মফল নষ্ট করেন না এবং তাঁরা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যা-ই ব্যয় করেন এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করেন তা তাঁদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়, যাতে তাঁরা যা করেন আল্লাহ্ পাক তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাঁদেরকে দিতে পারেন (সূরা বারাআত ঃ ১২০-১২১)। পাঠ করলেন এবং বললেন এ হলো ৭টি স্তর। ইসলামের প্রথম যুগে জিহাদের স্তর

ছিল সংক্ষিপ্ত। যে ব্যক্তি শুধু সম্পদ দিয়ে জিহাদ করত, সেও মুজাহিদ নামে আখ্যায়িত হত। পরবর্তীতে পৃথক পৃথক ৭টি স্তরের কথা যখন সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হল,তখন শুধু ধন-সম্পদ ব্যয় করলে মুজাহিদ নাম লাভের অধিকার রহিত হয়ে গেল। এ প্রেক্ষিতে তার শুধু ব্যয়ভার বহনের মর্যাদা লাভ করার যোগ্যতা অর্জিত হল। তারপর তিনি পাঠ করলেন لَايُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ (কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা) এবং বললেন, এ মর্যাদা ধন-সম্পদ ব্যয়কারীদের জন্যে নয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً (তাঁরা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যা-ই ব্যয় করে) এ হচ্ছে ঘরে বসে থাকা লোকদের ব্যয় পরিচালনা।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, دَرَجَاتٍ শব্দ দ্বারা জান্নাতের স্তর বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২৫৮. মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اِلٰى قَوْلِه دَرَجَاتٍ প্রসঙ্গে ইব্ন মুহায়রিয (র.) বলেন যে, স্তর হলো ৭০টি। দু'স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হচ্ছে দ্রুতগামী অশ্বের ৭০ বছর দৌড়ানোর পরিমাণ বিশাল ময়দান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, دَرَجَاتٍ শব্দের উত্তম ব্যাখ্যা হলো, ইব্ন মুহায়রিয বর্ণিত জান্নাতের স্তরসমূহ। কারণ, মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ -এর ব্যাখ্যা হল اَجْرًا عَظِيْمًا (মহান প্রতিদান) এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। আর সওয়াব হলো درجات (স্তরসমূহ) مَغْفِرَةً (ক্ষমা) ও رَحْمَةً (অনুগ্রহ) তারপর دَرَجَاتٍ مِّنْهُ - এর ব্যাখ্যায় কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র.)-এর বক্তব্য, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের কর্মফল যারা অক্ষমতা হেতু ঘরে বসেছিল, তাদের চেয়ে বেশী, এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার অবকাশ নেই। তাই যদি হয় তবে যে ব্যাখ্যাকে আমরা সঠিক বলেছি, তাই সঠিক। কাজেই, আয়াতের মর্ম হলো, অক্ষম না হয়ে ও যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের উপর জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহান পুরস্কারও ব্যাপক প্রতিদানের মর্যাদা দান করেছেন। সে প্রতিদান হচ্ছে জান্নাতের উন্নত ও উচ্চ স্তরসমূহ, যা তিনি তাদেরকে আখিরাতে প্রদান করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার পথে তারা কষ্ট সহ্য করেছে বলেই তিনি তাদেরকে এতদ্বারা ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর উন্নীত করলেন। এবং مَغْفِرَةً (ক্ষমা) অর্থাৎ তাদের পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া এবং পাপের শাস্তি না দিয়ে অনুগ্রহ করা। আর رحمة (দয়া) অর্থাৎ তাদের প্রতি দয়া করা। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল দয়াময়) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চিরন্তনভাবে তাঁর মু'মিন বান্দাদের পাপ ক্ষমা করেন, শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন, رَحِيْمًا এবং তাদের প্রতি দয়াবান, তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য করা, তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিয়ামতরাযী দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(٩٧) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۖ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۖ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

(٩٨) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝

(٩٩) فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

৯৭. নিশ্চয়ই যারা পাপকার্য দ্বারা নিজেদের ওপর, অত্যাচার করে, তাদের ফেরেশতাগণ বলে জান কবয করার সময় "তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম, ফেরেশতাগণ বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে? তাদেরই বাসস্থান দোযখ। আর তা কতোই না মন্দ বাসস্থান!

৯৮. তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না।

৯৯. এসব লোকের ব্যাপারে আশা আছে যে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ পাক কৃত পাপ মার্যনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ যে সকল লোকের জান কবয করে নেয়। ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ -এর ব্যাখ্যা হল, এমতাবস্থায় যে, তারা মহান আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিতে পতিত রয়েছে। ظُلْم -শব্দের অর্থ নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ -এর অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবে তোমাদের দীনদারী কেমন ছিল? قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ -এর ব্যাখ্যা হলো, তারা বলবে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম, মুশরিকগণ তাদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি বলে আমাদের দেশে আমাদেরকে অসহায় করে রেখেছিল, মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা থেকে তারা আমাদেরকে বাধা দিত। অবশ্য তাদের এই

ওযর নিতান্ত দুর্বল, এই যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا - (ফেরেশতাগণ বলবেন দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে? আল্লাহ্‌তে ঈমান আনয়ন ও রাসূলের (সা.) অনুসরণে যারা বাধা দেয় তাদের এলাকা ছেড়ে এমন দেশে যেতে যার অধিবাসীরা তোমাদেরকে রক্ষা করত মুশরিকদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব থেকে? তারপর তোমরা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ গ্রহণ করতে, তাঁর ইবাদত করতে এবং তাঁর নবীর অনুসরণ করতে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ অর্থাৎ যাদের কথা আমি বর্ণনা করলাম, যারা জালিম থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা জান কবয করে,আখিরাতে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম। তাই তাদের আবাস স্থল। وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা কত মন্দ বাসস্থান। তারপর মুশরিকরা যাদেরকে অসহায় করে রেখেছিল, তাদেরকে উক্ত বিধান থেকে ছাড় দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের কথা স্বতন্ত্র অর্থাৎ কপর্দকহীনতা, কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতা, দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ও পথ না চেনার কারণে যারা নিজেদের মুশরিকদের এলাকা থেকে মুসলিম এলাকায় হিজরত করতে অপারগ, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুক্ত করছেন, ওই সকল লোকদের থেকে যাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তাদের এ অবমুক্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। مُسْتَضْعَفِيْنَ -শব্দটি مَاْوٰهُمْ -এর هُم -সর্বনাম থেকে ব্যতিক্রমী সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন, فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ অর্থাৎ তাদের অক্ষমতার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হিজরত না করার অপরাধ ক্ষমা করবেন, যেহেতু তারা ইসলামী রাষ্ট্রের চেয়ে কুফরী রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়ে কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে হিজরত ত্যাগ করেনি, বরং তাদের হিজরত না করার মূল কারণ হচ্ছে তাদের অপারগতা অক্ষমতা। وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদাই অনুগ্রহপূর্বক বান্দার পাপের শাস্তি রহিত করেন, পাপ ক্ষমা করেন এবং পাপাচারসমূহ গোপন রাখেন।

বর্ণিত আছে যে, এ দুটো আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমূহ মক্কাবাসী এমন কিছু লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)এর সাথে হিজরত করেননি। পরবর্তীতে তাঁদের কেউ কেউ মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিপদের সম্মুখীন হয় এবং বিপর্যস্ত হয় এবং মুশরিকদের সাথী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন, এরপর "দুনিয়াতে আমরা অসহায় ছিলাম" ওজর আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করেননি। আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে যে সকল বর্ণনা রয়েছে, তার আলোচনাঃ

১০২৫৯. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মক্কায় বসবাসকারী কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যারা (ইচ্ছা করে হিজরত করেননি) সেখানে মৃত্যু বরণ করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ..... عَفُوًّا غَفُوْرًا ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এবং আমার মা তাদের মধ্যে অর্থাৎ অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে ছিলাম। ইকরামা (র.) ও বলেন, 'আব্বাস (রা.) তাদের দলভুক্ত ছিলেন।

১০২৬০. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মক্কার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরিবেশ প্রতিকূল থাকায় তারা ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখত। বদর দিবসে মুশরিকরা জোরপূর্বক তাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যায়। যুদ্ধে এদের কেউ কেউ নিহত হয়। মদীনার মুসলিমগণ আক্ষেপ করে বললেন এরা তো আমাদের সাথী ছিল, যুদ্ধে অংশ গ্রহণে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং নিহতদের জন্যে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াত সম্বলিত পত্র পাঠিয়ে মক্কায় অবস্থানকারী মুসলিমগণকে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের কোন ওজর খাটবে না। অতিসত্বর তারা যেন হিজরত কারেন। মক্কার মুসলিমগণ মদীনা যাত্রা করলেন। তাদেরকে ধরে ফেলল মুশরিকরা ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে মুশরিকরা তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন করল।

এ প্রসঙ্গে নাযিল হল ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

অতএব, মদীনার মুসলমানগণ এ আয়াত লিখে মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিলেন। তারা ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন এবং নিরাশ হয়ে পড়লেন। এরপর নাযিল হল اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ মদীনার মুসলমানগণ আবার এ আয়াত লিখে মক্কার মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুক্তির পথ খোলা রেখেছেন। এতে তারা মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে এলেন। পথিমধ্যে মুশরিকরা এবারও তাদের আক্রমণ করে। এ সংঘাতে কিছু সংখ্যক বেঁচে গেলেন আর কিছু সংখ্যক শহীদ হলেন।

১০২৬১. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের সাথে ছিল। তাদের উপস্থিতির কারণে নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী দেখা গিয়েছিল। (বদরের যুদ্ধ চলছিল)। নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাদের কারো কারো উপর আঘাত হানছিল। শরাঘাতে তাদের কেউ ঘটনাস্থলেই নিহত হচ্ছিল, আর কেউ আহত হয়ে পরে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছিল। এ সকল লোকদেরকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন -

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ .... فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا

১০২৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন নাওফল আসাদী বলেন, মদীনার অধিবাসীদের একটি সেনাদল যুদ্ধের জন্যে ইয়ামেন যেতে আদিষ্ট হল। (ঘটনাটি ঘটেছিল তখন, যখন মক্কায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) খলীফা ছিলেন)। বর্ণনাকারী বলেন, আমার নামও ঐ সেনা তালিকায় ছিল। ইতিমধ্যে ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর মুক্তদাস ইকরামা (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। যোদ্ধা হিসাবে ইয়ামেন যেতে তিনি আমাকে ভীষণ ভাবে বারণ করলেন এবং বললেন, বদর যুদ্ধকালে কিছুসংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের সাথে থেকে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়েছিল। তারপর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

১০২৬৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এরা এমন কতক লোক, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরতের পরও মক্কায় অবস্থান করছিল, হিজরত করেনি। তাদের মধ্যে যারা (হিজরত করে) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মদীনায় মিলিত হবার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছে। ফেরেশতাগণ তাদের মুখ মণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করে প্রাণ হরণ করেছে।

১০২৬৪. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ...... وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কায়স ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা, হারিছ ইব্‌ন যুমা'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, আবুল আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন হাজ্জাজ ও আলী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ প্রমুখের উদ্দেশ্যে তা নাযিল হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, সিরিয়া প্রত্যাগত ব্যবসায়ী দলের আবূ সুফিয়ান ও তাঁর সাথীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণের হাত থেকে রক্ষা এবং নাখলা দিবসের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে কুরায়শী ও অন্যান্য মুশরিকরা যখন মক্কা থেকে বের হয়, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু যুবক তাদের সাথী হন। এ যুবকগণ ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অনির্ধারিতভাবে তারা বদর প্রান্তরে সমবেত হয়। তারা দীন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং কাফির হিসাবে বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উপরে আমরা যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তারা এ দলের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, কুরায়শ বংশীয় যে সকল দুর্বল লোক বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, এ আয়াত তাদেরকে উপলক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। ইব্‌ন জুরায়জ (র.) আরোও বলেন, وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا - اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ উল্লেখিত লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইকরামা (র.) বলেন, অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্তদেরকে এ আয়াতের আওতাভুক্ত করা হয়নি।

১০২৬৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ .... سَاۤءَتْ مَصِيْرًا ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আব্বাস (রা.) আকীল (রা.) ও নাওফল (রা.) প্রমুখ বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আব্বাস (রা.)-কে বললেন, ফিদ্‌ইয়া দিয়ে নিজেকে ও আপনার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুক্ত করে নিন। আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আপনার কিবলার প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করি না? আমরা কি আপনার মত শাহাদাত দেই না? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হে আব্বাস! আপনি যে যুক্তি-তর্ক পেশ করেছেন, তাতে আপনি হেরে গেছেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا (দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম আর তা কতই না মন্দ)। যে দিন এ আয়াত নাযিল হল, সে দিন ফায়সালা হয়ে গেল যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত কাফিররূপে বিবেচিত, অবশ্য যারা অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে না এবং মদীনা যাওয়ার পথ-ঘাটও চিনে না তাদের কথা স্বতন্ত্র। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে একজন কম বয়সী।

১০২৬৬. আমর ইব্‌ন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইকরামা (র.)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এমন কিছু লোক মক্কায় বসবাস করত, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর শাহাদাত দিয়েছিল অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধে যাত্রাকালে তাদেরকে সাথে নিয়ে আসে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা নিহত হয়। তাদের উপলক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। মদীনায় অবস্থানকারী মুসলমানদের নিকট এ আয়াত লিখে পাঠায়। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মক্কায় বসবাসকারীদের কেউ কেউ মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে তারা ধরা পড়ে যায় মুশরিকদের হাতে। মুশরিকদের নির্যাতনের মুখে তাদের কেউ কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ (মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে)। (সূরা 'আনকাবূত ঃ ১০)।

মদীনার মুসলমানগণ এ আয়াতখানিও মক্কার মুসলমানদের নিকট লিখে পাঠালেন। তারপর যারা বিপর্যস্ত হয়েছে, তাদের উদ্ধারের পথ নির্দেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেনঃ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا ...... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আপনার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১১০)।

ইব্‌ন উয়ায়না বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ আয়াত প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুরায়শের পাঁচজন যুবককে এ আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে; আলী ইব্‌ন উমাইয়া, আবু কায়স ইব্‌ন ফাকিহ্, যুম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবুল 'আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ্, অবশ্য পঞ্চম ব্যক্তির নাম আমার স্মরণে নেই।

১০২৬৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে সকল লোকের সম্পর্কে, যারা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। বদরের যুদ্ধের সময়ে বাধ্য হয়েই তারা আবূ জাহ্‌লের সাথী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে আসে। এরপর তারা যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সম্পর্কে ওযর পেশ করা হয়। কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওযর প্রত্যাখ্যান করেন। ইরশাদ করেন اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَيَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً (কিন্তু যে সব দুর্বল পুরুষ নারী হিজরত করতে সক্ষম না হয় যারা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন পারে না এবং যারা পথেরও কোন সন্ধান পায় না) (তাদের কথা স্বতন্ত্র) বাণী দ্বারা মক্কায় অবস্থানকারী কতক লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিক্রম ঘোষণা করেন। এরপর তাদের ওযর গ্রহণ করে ইরশাদ করেন। اُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا - বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন আমি ও আমার মা মক্কায় অবস্থানকারী সে সব লোকদের অর্ন্তভুক্ত ছিলাম, যাদের কোন উপায় ও পথ ছিল না;

১০২৬৮. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, যাদের উপলক্ষ্য করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তারা ছিল একদল মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় হিজরত করেন, কিন্তু তারা হিজরত করেনি। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যায় এবং তারা নিহত হয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

১০২৬৯. ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ -এর বাখ্যা সম্পর্কে আমি ইব্‌ন যায়দ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি আয়াতটি اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ পর্যন্ত পাঠ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নবী হিসাবে প্রেরিত হলেন, তাঁর নবূওয়াতের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঈমানদারগণ তাঁর অনুসারী হল এবং মুনাফিকরা তাঁর ক্ষতি করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এমনি সময় কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! এ কুরায়শী মুশরিকদের পক্ষ থেকে অত্যাচার নির্যাতনের আশঙ্কা না থাকলে আমরা অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতাম। তবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মুখে তারা এ রকম বলত। বদরের দিন মুশরিকরা দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে, অদ্য যে বা যারাই আমাদের সাথী হতে অস্বীকার করে, আমাদের পেছনে থেকে যায় আমরা তাদের ঘরদোর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব এবং তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে নেব। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট পূর্বোল্লেখিত বক্তব্য প্রদানকারী লোকগুলো বদরের দিন মুশরিকদের সাথী হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়। তাদের একদল হয় নিহত, আর কতেক হয় মুসলমানদের হাতে বন্দী। যারা নিহত হয়েছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয় اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ ...... فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا যারা প্রকৃতই অসমর্থ ও অসহায় ছিল তাদের ওযর আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করলেন না এবং اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَيَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً অর্থাৎ যারা পথ চিনে না। হিজরত উদ্দেশ্যে বের হলে তারা অনিবার্য ধ্বংস হত। فَاُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। যারা বন্দী হয়েছিল তারা বলেছিল, ইয়া রালূলাল্লাহ্ (সা.)! আপনি তো জানেনই যে, আমরা আপনার নিকট আসতাম, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এ সাক্ষ্য প্রদান করতাম। মুশরিদের সাথে তো আমরা বেরিয়েছি প্রাণের ভয়ে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ

(হে নবী! আপনাদের করায়ত্ত যুদ্ধ বন্দীদেরকে বলুন, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে, তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। (সূরা আনফাল ঃ ৭০)

অর্থাৎ মুশরিকদের সাথী হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে বের হওয়ার অপরাধ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দিবেন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ (আর তারা আপনার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাইলে, তারা তো পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে) অর্থাৎ মুশরিকদের সাথী হয়ে বের হয়েছে।

فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (এরপর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন, আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়) (সূরা আনফাল ঃ ৭১)।

১০২৭০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে যাদের ওযর মঞ্জুর করেছেন, আমি ও আমার আম্মাজান তাদের মধ্যে ছিলাম।

১০২৭১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমি অসহায়দের অর্ন্তভুক্ত ছিলাম।

১০২৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ ظَالِمِى اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এই আয়াত কুরায়শ বংশীয় সেই সকল দুর্বল কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর দিবসে নিহত হয়েছিল।

১০২৭৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০২৭৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার আম্মাজান অসহায়দের মধ্যে ছিলাম।

১০২৭৫. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, যোহর সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে মুনাজাত করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيْدَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ اَيْدِى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً -

(হে আল্লাহ্‌! মুশরিকদের হাত থেকে আপনি মুশরিকদের হাত থেকে হিফাজত করুন, ওয়ালীদ, সালাম ইব্‌ন হিশাম, আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রবী'আ ও অসহায় মুসলমানদেরকে, যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং পায় না কোন পথ)।

১০২৭৬. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَايَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এই আয়াতে মক্কায় অবস্থানরত অসহায় মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে- কিরাম মন্তব্য করেছিলেন যে, তারা বদরের ময়দানে নিহত দুর্বল কাফিরদের পর্যায়ভুক্ত হবেন। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়।

১০২৭৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً (তারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না)-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে,

১০২৭৮. ইকরামা (র.) বলেন, এর অর্থ মদীনার দিকে যাত্রার পথ খরচের সংগতি রাখেনা আর وَّلَايَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً (কোন পথ ও পায়না) অর্থাৎ মদীনার পথ চিনে না।

১০২৭৯. মুজাহিদ (র.) বলেন, وَّلَايَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً এর অর্থ মদীনার পথ চিনে না,

১০২৮০. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০২৮১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, اَلْحِيْلَةُ অর্থ সম্পদ আর السَّبِيْلُ অর্থ মদীনার পথ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(১০০) وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১০০. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ পাকের পথে হিজরত করে সে লাভ করবে বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য এবং যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে এ জন্য বের হয়ে আসে যে, সে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তারপর সে মৃত্যুবরণ করে, এমন অবস্থায় তার সাওয়াব আল্লাহ্‌ পাকের নিকট অবধারিত এবং আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষার্থে মুশরিকদের দেশ ত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করে, যার অধিবাসীরা মু'মিন। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর অর্থ আল্লাহ্‌র পথে। يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا -এর অর্থ আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারী এই মুহাজির দুনিয়ায় বহু আশ্রয় স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। مُرَاغَمًا -এর অর্থ আশ্রয়স্থল। বনূ জা'দাহ্‌ গোত্রের কবি নাবিঘা এর নিম্নোক্ত চরণেও একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে كَطَوْدٍ يُلَاذُ بِاَرْكَانِهٖ - عَزِيْزُ الْمُرَاغِمِ وَالْمَهْرَبِ -যেন প্রকাণ্ড পর্বত, যার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, যেখানে আছে প্রশস্ত বিচরণ ক্ষেত্র ও পলায়ন স্থান (দিওয়ান-ই- নাবিঘা-২২)।

আল্লাহ্‌ পাকের বাণী وَسَعَةً -এর দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে (ক) রিযক ও জীবিকায় স্বচ্ছলতা এবং (খ) দীনের ক্ষেত্রে উদারতা। অর্থাৎ মুশরিকদের অঞ্চল মক্কায় দীন পালনে যে কষ্ট ও বাধা

ছিল, তা থেকে দীন প্রচার করার এবং প্রকাশ্যে ইবাদত করার সুযোগ লাভ করবে। তার পর যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষার্থে মুশরিকদের ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করে ইসলামী অঞ্চলে পৌঁছার পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটলে তার কি পরিণাম হবে, তা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ (তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর।) এ হচ্ছে তার কর্মের সাওয়াব, তার হিজরতের প্রতিদান। আর নিজের জন্ম ভূমি ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে ইসলামী অঞ্চল ও দীন অনুসারীদের নিকট গমনের বিনিময়। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, যে বক্তি আপন দেশ ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরতকারী হিসাবে পথে বের হবে, তার হিজরতের সওয়াব অবধারিত হয়ে যাবে, যদিও মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শের দরুন সে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছতে না পারে।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মু'মিন বান্দাদের পাপরাশির সাজা ক্ষমা করে ওই পাপগুলো গোপন রাখেন এবং তিনি তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে, যে ছিল মুসলিম, আর বসবাস করত মক্কায়। ইতিপূর্বেকার দুটো আয়াত অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ .... وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا নাযিল হওয়ার পর সে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে পথে বের হয়। তারপর মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই তার ইন্তিকাল হয়। যেমন বর্ণিত আছে

১০২৮২. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খুযা'আ গোত্রের যামরা ইব্ন আঈস অথবা আঈস ইব্ন যামরা ইব্ন যানবা' বলেন, মুসলমানগণ যখন হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলেন, তখন তিনি ছিলেন রোগগ্রস্ত। তাঁর পরিবারের লোকজনকে খাটে বিছানা পেতে দিতে এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা তাই করল। মদীনার পথে তানঈম নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১০২৮৩. অপর সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি -এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে যামরা ইব্ন আঈস ইব্ন যানবা (রা.)-কে উপলক্ষ্য করে। যখন তিনি তানঈম নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি ইন্তিকাল করেন।

১০২৮৪. হুশায়ম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি ছিলেন খুযাআ গোত্রের।

১০২৮৫. কাতাদা (র.) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন মক্কায় বসবাসকারী যামরা নামে এক মু'মিন বললেন, আল্লাহ্ পাকের শপথ, আমার যে ধন-সম্পদ আছে, তা দিয়ে আমি মদীনা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি। বরং আরও দূরে যেতে পারি। আর আমি তো পথ চিনি, তোমরা

আমাকে নিয়ে চল। তিনি তখন রোগগ্রস্ত ছিলেন। মদীনা যাত্রাকালে মক্কার হারাম শরীফ এলাকা অতিক্রম করার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

১০২৮৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, যখন اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ নাযিল হয়, তখন রোগগ্রস্ত একজন মুসলিম বললেন- "আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমার কোন ওযর নেই, অক্ষমতা নেই, আমি পথ চিনি, আমার আর্থিক সংগতি আছে, তোমরা আমাকে বহন করে নিয়ে যাও"। লোকজন তাঁকে বহন করে চলল। পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁকে উপলক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১০২৮৭. আর ইব্ন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইকরামা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, তখন যামরা গোত্রের জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি বললেন, আমাকে 'রাওহ্' এলাকায় নিয়ে যাও। লোকজন তাকে নিয়ে যাত্রা করে। 'হাসহাস' নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১০২৮৮. 'আলবা ইব্ন আহমর ইয়াসকারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুযাআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১০২৮৯. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার জনৈক ঈমানদার লোক শুনতে পেলেন যে, কিনানা গোত্রের লোকদেরকে ফেরেশতাগণ মুখে, পিঠে প্রহার করেছে, তখন তিনি তাঁর পরিবার পরিজনকে বললেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে চল, অবশ্য তিনি তখন মরণাপন্ন ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকজন তাঁকে নিয়ে যাত্রা করল। এক গিরিপথে পৌঁছলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১০২৯০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, যখন যামরা ইব্ন জুনদুব (র.) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ ...... وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا-এ আয়াত শ্রবণ করেন তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাঁর পরিবারের লোকজনকে তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। মক্কার দু'পর্বত অর্থাৎ উত্তপ্ত তাপ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমি এখান থেকে একটু বের হই, আমার শরীরে একটু মুক্ত বাতাস লাগুক। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। মদীনা যাত্রাকালে তিনি এ প্রার্থনা করেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلَيْكَ وَاِلٰى رَسُوْلِكَ (হে আল্লাহ্ পাক! আমি আপনার এবং আপনার রাসূলের দিকে হিজরত করছি)।

১০২৯১. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ আয়াত নাযিল হওয়ার পর জুনদুব ইব্‌ন যামরা আল জুনদাঈ বললেন, 'হে আল্লাহ্ পাক! আপনি আমাকে অক্ষম ও মাজুর অবস্থায় পৌঁছিয়েছেন। এখন আমি কোন ওজর উত্থাপন করছি না। এরপর তিনি বার্ধক্য অবস্থায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সাহাবায়ে-কিরাম বলেন, তিনি হিজরত সম্পন্ন হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি বিলায়াত (আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা) স্তরে পৌঁছেছেন কি-না, তা আমরা বলতে পারব না। এরপর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১০২৯২. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) বলেন, আমি দাহ্‌হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বদর প্রান্তরে কুরায়শ বংশীয় মুশরিকদের সাথে যে সকল ঈমানদার লোক নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ - আয়াত নাযিল হয়। লায়স গোত্রের একজন লোক এই আয়াত শুনতে পান তিনি ছিলেন মু'মিন, মাজুর ও বৃদ্ধ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। এরপর তিনি তার পরিবার-পরিজনকে বললেন "মক্কায় আমি আর একরাতও থাকব না"। তাঁকে নিয়ে মদীনায় যাত্রা করা হল। মদীনার পথে তান'ঈম নামক স্থানে পৌঁছে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়।

১০২৯৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, কিনানা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হিজরত করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে তাঁর সম্প্রদায় বিদ্রোপ করছিল এবং বলছিল যে, লোকটি না পারল তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে, না থাকল তার পরিবারের সাথে, যাতে তারা তাঁকে দেখাশোনা এবং দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে পারত। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১০২৯৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ আয়াতটি নাযিল হলে বনী বকর গোত্রের যামরা (রা.) নামক মক্কার একজন অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে বললেন, "তোমরা আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে যাও আমি গরম অনুভব করছি" তারা বলল, আপনাকে কোথায় নিয়ে যাব। তিনি হাতের ইশারায় জানিয়ে দিলেন যে, মদীনায়। এরপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১০২৯৫. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ পাক মক্কায় অবস্থানকারী অক্ষম ব্যক্তিদের ছাড় দিয়েছেন। এরপর যাঁরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তাঁদের উপর মুজাহিদগণের মর্যাদা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল হলে, তাঁরা বলাবলি করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর ফযীলত ও মর্যাদা ঘোষণা করেছেন। আর অক্ষমদেরকেও ছাড় দিয়েছেন। এরপর নাযিল

হল إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ ..... وَسَآءَتْ مَصِيْرًا তাঁরা বললেন এ নির্দেশন অপরিহার্য। এরপর إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا নাযিল হয়। এ আয়াত শুনে লায়স গোত্রের যামরা ইব্‌ন ঈস যুরাকী (র.) বললেন, আমার তো ওযর আছে, সম্পদ আছে, আছে দাস-দাসী। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে তখন ত্রুটি এসে গিয়েছিল। তিন বললেন, তোমরা আমাকে নিয়ে চল। তারপর অসুস্থতা নিয়েই তিনি মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তান'ঈম নামক স্থানে এসে তিনি ইন্তিকাল করলেন এবং তান'ঈম মসজিদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাকে উপলক্ষ্য করেই وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ নাযিল হয়।

আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُرَاغَمُ -শব্দের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলছেন, مُرَاغَمٌ হলো, পৃথিবীতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গমন করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০২৯৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে বর্ণিত مُرَاغَمًا كَثِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন اَلْمُرَاغَمُ মানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করা।

১০২৯৭. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দাহ্‌হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি مُرَاغَمًا كَثِيْرًا মানে, গন্তব্য স্থান।

১০২৯৮. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا আয়াতের مُرَاغَمًا সম্পর্কে তিনি বলেন مُتَحَوَّلًا গন্তব্য স্থান।

১০২৯৯. হাসান অথবা কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, مُرَاغَمًا كَثِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন مُتَحَوَّلًا গন্তব্য স্থান।

১০৩০০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অপসন্দনীয় স্থান থেকে প্রশস্ত স্থান।

১০৩০১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, مُرَاغَمًا كَثِيْرًا মানে, অপসন্দনীয় স্থান থেকে পসন্দনীয় জায়গায় গমন করা।

১০৩০২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, مُرَاغَمٌ মানে জীবন-যাপনের জন্যে উপযোগী ও কাংক্ষিত স্থান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩০৩. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "জীবন যাপনের জন্যে উপযুক্ত ও কাংক্ষিত স্থান'।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, اَلْمُرَاغَمُ মানে হিজরতের স্থান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩০৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে উল্লেখিত مُرَاغَمًا -এর ব্যখ্যায় তিনি বলেন, "مُرَاغَمٌ মানে مُهَاجَرٌ হিজরতের স্থান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা কোনটি, তা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আয়াতে উল্লেখিত سَعَةً -এর ব্যাখ্যায়ও তাফসীরকারগণ একাধিক মত পেশ করেছেন।

কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেন, سَعَةً মানে জীবিকায় স্বচ্ছলতা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩০৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে উল্লেখিত مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ জীবিকায় স্বচ্ছলতা।

১০৩০৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জীবিকায় স্বচ্ছলতা,

১০৩০৭. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, سَعَةً -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন سَعَةً فِي الرِّزْقِ জীবিকায় স্বচ্ছলতা। অন্যান্য তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে যা বলেন, তা হলো ঃ

১০৩০৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র শপথ! সে গুমরাহী থেকে হিদায়াতের পথ পাবে, দারিদ্র্য থেকে স্বচ্ছলতার পথ পাবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে পৃথিবীতে সে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত স্থান পায়। আর سَعَةً (স্বচ্ছলতা) শব্দটি জীবিকায় স্বচ্ছলতা ও দৈন্যদশা থেকে সম্পদশালী হওয়া অর্থে প্রযোজ্য হয়। অনুরূপভাবে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মক্কা শরীফে মুশরিকদের আধিপত্যভুক্ত থেকে মু'মিনগণ যে দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত ছিল, তা থেকে মুক্তি লাভ করা, মু'মিনগণ মুশরিকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীন থাকা যা আল্লাহ্ অপসন্দ করেন, তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা।

আয়াতে سَعَةً -শব্দে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর কোন একটি নির্দিষ্টভাবে বুঝিয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিত নেই। সুতরাং, জীবিকার সংকীর্ণতা, মুশরিকদের মাঝে অবস্থানের সংকট, দেব-দেবী ও মূর্তি প্রতিমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের এবং তাঁর উপর ঈমান আনার বিষয়টি প্রকাশ করতে সক্ষম না হওয়া, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ সব কিছুই سَعَةً -শব্দের অর্ন্তভুক্ত।

আলিমগণের কেউ কেউ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটা মুজাহিদ ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে গনীমতের মালে অংশ পাবে, যদিও যুদ্ধে সে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেনি। যেমন ঃ

১০৩০৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী হাবীব (র.) থেকে বর্ণিত, মদীনার অধিবাসিগণ বলত, 'যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়, সে ব্যক্তি অবশ্যই গনীমতের অংশ পাবে।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ.) /১৯৯৬-৯৭/অঃ সঃ/৪৪৬৭-৫২৫০